contents

আত্মার ব্যাধি ও প্রতিকার

আত্মার চিকিৎসা

মূল

সিল্‌সিলায়ে চিশ্‌তিয়া কাদেরিয়া নক্‌শবন্দিয়া সোহারওয়ার্দিয়ার
বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গ
রূমীয়ে-যামানা কুত্‌বে-আলম আরেফ্‌বিল্লাহ্‌

হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব

দামাত বারাকাতুহুম

তরজমা

মাওলানা আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

খলীফায়ে আরেফ্‌বিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ্‌ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)
খতীব, বাইতুল হক জামে মসজিদ (সাবেক ছাপড়া মসজিদ)
৪৪/২ ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
Mobile : 01914-735615

প্রকাশক ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনীর পক্ষে
অনুবাদক কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান ঃ
হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী
(মাকতাবাহ্ হাকীমুল উম্মত)
ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া
'খান্কাহ্-ই গুলশানে আখতার'
(ঢালকানগর বাইতুল হক মসজিদের সন্নিকটে)
৪৪/৬ ঢালকানগর
গেণ্ডারিয়া, ঢাকা-১২০৪

মুদ্রণকাল ঃ
যিলহজ্জ ১৪২৯ হিজরী
ডিসেম্বর ২০০৮ ঈসায়ী
পৌষ ১৪১৫ বাংলা

কম্পোজ ঃ
আশ-শামস কম্পিউটার
মোবাইল : ০১৯১৩-০৫৩৩৭৪

মূল্য : ১৯০ টাকা

ATTAR BADHI O PROTIKER (Treatment Of Heart Disease) By : MOWLANA SHAH HAKEEM MUHAMMAD AKHTAR SB. TRANSLETED By : MOWLANA ABDUL MATIN BIN HUSAIN.

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ ‘রূমীয়ে-যামানা’ হযরত
মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর
‘আন্তরিক তাওয়াজ্জুহ্‌পূর্ণ বাণী’

মাওলানা আবদুল মতীন (ছাল্লামাহুল্লাহু তা'আলা) আমার অত্যন্ত খাস্ দোস্ত-আহ্‌বাবের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। ইংরেজী ১৯৮০ সালে বাংলাদেশে যখন আমার সর্বপ্রথম সফর হইলো, তখন হইতেই সে আমার সহিত দেওয়ানা-আশেকের সম্পর্ক রাখে। ‘সে আমার হৃদয়-অগ্নির তরজুমান।’ (‘আমার অন্তর্জ্বালা ও হৃদয়-বেদনার ব্যাখ্যাতা’।) সে আমার অনেকগুলি কিতাব এবং ওয়াযসমূহেরও অনুবাদক।
“যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়ায, বয়ান বা আমার কোন গ্রন্থের অনুবাদ মাওলানা আবদুল মতীনের অনূদিত ভাষায় পড়িয়াছে, সে যেন ‘আমারই অন্তর্জ্বালা’ ‘আমারই অন্তর্নিহিত হাল-অবস্থাসমূহ’ পাঠ করিয়া লইয়াছে।”

মুহাম্মদ আখতার
(আফাল্লাহু তাআলা আন্‌হু)
১৬ মুহররম ১৪৩০ হিঃ
১৪ জানুয়ারি ২০০৯ ইং

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া
গুলশান-ই-ইকবাল-২ করাচী।

বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টিকারী কিতাব

روح کی بیماریاں اور ان کا علاج -এর বঙ্গানুবাদ

※ প্রতিবৎসরই ভারতের দারুল উলূম-দেওবন্দ কর্তৃপক্ষ ছাত্র ও ফোযালাদের মাঝে এই কিতাবটি ‘বিশেষ পুরস্কার স্বরূপ’ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ও ব্যাপকভাবে প্রদান করিয়া থাকেন। তদ্রূপ লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহও।

※ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (র:) এর বিশিষ্ট খলীফা মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) আলেম, তালেবে-এল্‌ম ও সকল মুসলমানদিগকে নিজ এসলাহের জন্য এই কিতাবটি পড়ার পরামর্শ দান করিতেন।

[illegible]
[illegible]

حکیم محمد اختر
[illegible]

خانقاہ امدادیہ اشرفیہ
بالمقابل کتب خانہ مظہری و شرقی دواخانہ نزد [illegible] ہسپتال
گلشن اقبال ۲ کراچی
فون: [illegible] پوسٹ بکس نمبر [illegible]

مولانا عبد المتین سلمہ اللہ تعالیٰ میرے بہت ہی خاص احباب
میں سے ہیں اور ۱۹۸۰ء میں جب احقر کا بنگلہ دیش کا پہلا سفر ہوا تھا
اسی وقت سے احقر سے والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ وہ میرے دردِ دل
کے ترجمان ہیں اور میری بہت سی کتابوں اور مواعظ کے مترجم ہیں
جس نے میرے کسی وعظ یا تقریر و تصنیف کا ترجمہ جو مولانا
عبد المتین نے کیا ہو پڑھ لیا اس نے گویا میرا ہی
دردِ دل اور میری قلبی کیفیات کو پڑھ لیا۔ فقط

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۶ محرم الحرام ۱۴۳۰ھ
مطابق ۱۴ جنوری ۲۰۰۹ء

একটি জ্বলন্ত ভূমিকা

● আমি এই কিতাবের তরজমা করিয়াছি
আমার দুই চোখের অশ্রুবন্যা দ্বারা;
● আমি এই কিতাবের তরজমা করিয়াছি
আমার বুকের তাজা লহু দ্বারা;
● আমি এই কিতাবের তরজমা করিয়াছি
আমার বুকের জ্বলন্ত আগুন দ্বারা;
● আমি এই কিতাবের তরজমা করিয়াছি
আমার মোর্শেদের কলিজার তাজা রক্ত দ্বারা।

যাহারা এই মহৎ কাজে বিভিন্নভাবে আমাব সহযোগিতা করিয়াছেন আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে 'সপরিবারে' 'খালেছভাবে' নিজের জন্য কবূল করুন। আমীন।

বিনীত
আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ
আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর এক নগণ্য খাদেম

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন.হুসাইন
২২ শে যিল্‌হজ্জ ১৪২৯ হিঃ
রাত : ২ : ৪১ মিনিট

باسمہٖ تعالیٰ شانہٗ

HAKIM MUHAMMAD AKHTAR

NAZIM
MAJLIS-E-ISHATUL HAQ

KHANQAH IMDADIA ASHRAFIA
ASHRAFUL MADARIS
GULSHAN-E-IQBAL-2, KARACHI.
P.O.BOX NO. 11182
PHONES : 461958 - 462676 - 4981958

حکیم محمد اختر عفی عنہ
ناظم، مجلسِ اشاعۃ الحق
خانقاہ امدادیہ اشرفیہ/اشرف المدارس
ایس ای ۱-۱ گلشن اقبال بلاک ۲، کراچی
پوسٹ بکس نمبر ۱۱۱۸۲
فون: ۴۶۱۹۵۸-۴۶۲۶۷۶-۴۹۸۱۹۵۸

عزیزم مولانا عبد المتین صاحب سلمہ میرے بہت ہی خاص احباب میں ہیں اور مجھ سے بے انتہا والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ بنگلہ دیش میں سب احباب ہی اہلِ محبت ہیں لیکن وہ بنگلہ دیش کے امیرِ محبت ہیں، میرے ساتھ ان کا تعلق و محبت بے مثال ہے۔ یہ محبت ہی کی کرامت ہے کہ میری تالیفات کا انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے وہ خواص و عوام میں بے حد مقبول ہے کیونکہ وہ صرف الفاظ کا ترجمہ نہیں کرتے میری کیفیاتِ قلبی کی بھی ترجمانی کرتے ہیں۔ ان کی تقریر و تحریر محبت سے لبریز ہے، محبت کے استیلاء نے ان کے دریائے علم کو نہایت شیریں اور وجد آفریں بنا دیا ہے۔

حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم اور احقر کی تالیفات کو بنگلہ زبان میں منتقل کرنے کے لئے احقر کے مشورہ سے انہوں نے حکیم الامت پرکاشنی قائم کی ہے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور تقویٰ اور اتباعِ اسلاف میں مزید ترقیات عطا فرمائے اور ان کے کتب خانہ میں خوب برکت نازل فرمائے اور ان کے تراجم و تالیفات اور ان کی تقریر و تحریر اور دین کا وشوں کو شرفِ حسنِ قبول بخشے اور گھر گھر عام کر دے اور قیامت تک کے لئے صدقۂ جاریہ بنا دے۔ آمین۔

محمد اختر عفا اللہ تعالیٰ عنہ

۱۱ شعبان المعظم [illegible]

এই তরজমাটি

پسند فرمودہ حضرت اقدس عارف باللہ
مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم

● যামানার গাউস আরেফবিল্লাহ হযরত মাওলানা শাহ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দা. বা.-এর একান্তভাবে পছন্দকৃত ও মনোপূত এই 'অনুবাদগ্রন্থ'টি।

● প্রতিদিন তিনি এই অনুবাদটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান ছিলেন এবং বার বার ফোন করিয়া খোঁজ-খবর নিতেই থাকিয়াছেন।

● এবং উভয় হরম শরীফেও বারবার হৃদয় নিংড়াইয়া দোআ করিয়াছেন।

তিনি বলেন–

● মাওলানা আব্দুল মতীন আমারও মোতারজেম এবং আমার পীর ও মোর্শেদ মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এরও মোতারজেম। যে-ব্যক্তি আমার কোন ওয়াজ বা লেখার অনুবাদ মাওলানা আব্দুল মতীনের ভাষায় পাঠ করিয়াছে, 'বস্তুত: আমার অন্তরের গভীর ব্যথাই সে পাঠ করিয়াছে'। **(হযরত ওয়ালা করাচী দা. বা.)**

● আমার একান্ত স্নেহাষ্পদ মাওলানা আবদুল মতীন হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা 'থানবী (রহ.)-এর মছ্লকের জীবন্ত ক্যাসেট।'

(হযরত ছদর ছাহেব [রহ.]-এর বিশিষ্ট খাদেম
মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব [রহ.] মাদারীপুরী)

● তোমার কাজ ও কর্মসূচী হইল–
'আকাবেরে ছালাছায়ে হিন্দ'-এর জীবনাদর্শ ধরিয়া রাখা, উহার প্রচার-প্রসার ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে পূর্ণ জীবন নিবেদিত থাকা।

– হযরতওয়ালা করাচী দা. বা.

● দোআ করি– আল্লাহ পাক যেন তোমাকে হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর তালীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার খেদমতের জন্য কবূল করেন এবং আজীবন তাহাতে ব্যাপৃত রাখেন।

– মুহিউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)

● এই যমানায় দ্বীনের খেদমতের তরীকা কেমন হওয়া চাই এ সম্পর্কে 'মোজাদ্দেদে আ'যম' হযরত থানবী (রহ.)-এর একটি হেদায়েত শুনাইতেছি। তিনি বলেন ঃ

মনে কর কঠিন দুর্গম উঁচু-নিচু ও বারংবার বাঁক-মোড়ওয়ালা পাহাড়ী রাস্তা দিয়া আমরা গাড়িতে পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছি। কিন্তু, এইভাবে গাড়ী চালাইতে হইবে যে, 'ড্রাইভার সহীহ-সালামত', গাড়ী সম্পূর্ণ সহীহ্-সালামত, যাত্রীগণ সকলে সহীহ্-সালামত। এভাবে আমরা যেন নিরাপদে 'সোজা গন্তব্য' পর্যন্ত পৌঁছিয়া যাইতে পারি।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)
(কামরাঙ্গীচর মাদরাসা হইতে আসার পথে ডিঙ্গি নৌকায় বসিয়া)

(সংগ্রহে : মাওলানা মুফতী তাওহীদুর রশীদ রিয়ায, যশোর)

কুত্‌বে-আলম আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা

শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর

বিশেষ দোআ ও বাণী

আমার স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল মতীন ছাহেব আমার নেহায়েত খাস্ আহবাবদের একজন। আল্লাহ্‌পাক তাকে ছহীহ্-সালামতে রাখুন। আমার প্রতি তার মহব্বত খুবই আসক্তিপূর্ণ। বাংলাদেশের সমস্ত আহবাবই মহব্বতওয়ালা। কিন্তু সে হচ্ছে বাংলাদেশের 'আমীরে মহব্বত'। আমার সাথে তার সম্পর্ক ও মহব্বত নজীরবিহীন। এটি সেই মহব্বতেরই কারামত যে, আমার যে-সকল গ্রন্থাবলীর সে অনুবাদ করেছে, তা সাধারণ-অসাধারণ নির্বিশেষে সর্ব মহলেই যারপরনাই সমাদৃত। কারণ, সে শুধু শব্দেরই অনুবাদ করে না, বরং আমার অন্তরের গভীর ভাব-চিত্রও তুলে ধরে। তার লেখা ও বয়ান মহব্বতে পরিপূর্ণ। মহব্বতের তীব্রতা ও প্রবলতা তার এলমের দরিয়াকে নেহায়েত সুমিষ্ট ও প্রাণস্পর্শী বানিয়ে দিয়েছে।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানবী (রহঃ)-এর এলমী ভাণ্ডার ও আমার রচনাবলীকে বাংলাভাষায় পেশ করার লক্ষ্যে আমারই পরামর্শক্রমে সে 'হাকীমুল উম্মত প্রকাশনী'টি কায়েম করেছে।

দোআ করি আল্লাহ্‌পাক তাকে এলমে, আমলে, তাক্‌ওয়ায় এবং পূর্বসূরী বুযুর্গানের অনুসরণ-অনুগামীতায় আরো উন্নতি-অগ্রগতি দান করুন। তার কুতুবখানায় (প্রকাশনীতে) খুব বরকত নাযিল করুন। তার অনূদিত ও রচিত সকল গ্রন্থাবলী, তার বয়ান ও রচনা এবং তার দ্বীনি মেহ্‌নতসমূহকে সর্বোত্তম কবূলিয়তে ভূষিত করুন। ঘরে-ঘরে পৌঁছিয়ে দিন। কিয়ামত পর্যন্ত সদ্‌কায়ে-জারিয়া বানিয়ে রাখুন। আমীন!

মুহাম্মদ আখতার

খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া

গুলশান-ই ইকবাল, ব্লক-২, করাচী

১১ই শা'বান আল্ মোআয্‌যম ১৪২৭ হিজরী

সমকালীন বুযুর্গানের যবানে
গ্রন্থকারের একটু পরিচয়

আল্লাহ্‌পাকের বে-শুমার হাম্‌দ্‌। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তাঁহার আছহাবে-কেরাম রাযিয়াল্লাহু তাআলা আন্‌হুম ও তামাম আওলিয়ায়ে-উম্মতের প্রতি অসংখ্য দুরূদ ও সালাম। অতঃপর আরয এই যে, অত্র কিতাবের ভাষ্যকার মহামান্য ও পরমপ্রিয় মোর্শেদ আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম বিশ্ববিখ্যাত বুযুর্গানেদ্বীনের অন্যতম। চিশতিয়া ছাবেরিয়া তরীকার বরং চারি তরীকার শ্রেষ্ঠতম বুযুর্গ, প্রায় দেড় হাজার কিতাবের গ্রন্থকার ও ভাষ্যকার, হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ, হাকীমুল-উম্মত মুজাদ্দিদুল-মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর সিল্‌সিলার আমানত বাহক আরেফীন ও কামেলীনের অন্যতম হিসাবে বিশ্বময় তাঁহার সুখ্যাতি রহিয়াছে।

হাকীমুল-উম্মত হযরত থানবীর অতি উচ্চ স্তরের খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.)-এর তিনি খাছ আশেক্ ও খাছ খাদেম ছিলেন। সুদীর্ঘ প্রায় পনের বৎসর কাল তিনি ঐ মহান পরশ-পাথরের ছোহ্‌বতে, তাঁহার প্রেমবিদগ্ধ হৃদয়ের দোআ ও ধোঁয়ার মধ্যে কাটাইয়াছেন। হযরত শাহ্ আবদুলগনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন ঃ হাকীম আখ্‌তার সর্বদা আমার সঙ্গে এইভাবে জড়াইয়া থাকে যেভাবে কোন শিশু মায়ের হাত কিংবা আঁচল ধরিয়া সর্বদা তাহার মায়ের সঙ্গে জড়াইয়া থাকে।

যৌবনের প্রারম্ভে তিন বৎসর কাল তিনি সমকালীন ভারতের নকশ্‌বন্দিয়া তরীকার সর্বশ্রেষ্ঠ বুযুর্গ হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহ্‌মদ ছাহেব এলাহাবাদী (রহ.)-এর ছোহ্‌বতে অতিবাহিত করিয়াছেন। মাওলানা এলাহাবাদী (রহ.) বলিতেন, আখতার! বহুলোকের ছীনায় এল্‌ম ও এরফান থাকে, কিন্তু তাহার যবান থাকে না। আবার অনেকের যবান থাকিলেও এল্‌ম ও এরফানের দৌলত থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহ্‌পাক তোমার ছীনাকে মা'রেফাত ও মহব্বতের দৌলত দ্বারা যেমন ধন্য করিয়াছেন, তেমনিভাবে মহব্বত ও মা'রেফাতবর্ষী যবানও তোমাকে দান করিয়াছেন।

হযরত ফুলপুরীর এন্তেকালের পর তিনি হাকীমুল উম্মতের অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী খলীফা, সুন্নতে-রাসূলের বে-মেছাল আশেক, মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর হাতে বায়আত হন। অতঃপর একদা তিনি তাঁহাকে পবিত্র কা'বা শরীফ হইতে খেলাফত প্রদান করেন। তাঁহার দোআর বরকতে আল্লাহপাক হযরতের এক কালের নিশ্চল যবানকে এমনিভাবে খুলিয়া দেন যে, বিশ্বের বড় বড় বাগ্মীরাও মহব্বত ও মা'রেফাতের সাগরবর্ষী ঐ যবানের সামনে নিজেদেরকে নিরেট বোবা বলিয়া ভাবিতে বাধ্য হয়। আল্লাহপাক ঐ জান্ ও যবানকে বিশ্ববাসীর উপর আফিয়তের সহিত দীর্ঘজীবী করুন। আমীন।

হযরত মুহীউচ্ছুন্নাহ বলেন, বড় বড় বুযুর্গানেদ্বীন স্বীয় মাশায়েখের প্রতি কিভাবে জীবন উৎসর্গ করিয়া জান-কোরবান খেদমত করিয়াছেন তাহা আমরা শুধু কানে শুনিয়াছি কিংবা কিতাবে পড়িয়াছি। মাওলানা হাকীম আখতার ছাহেবের মধ্যে তাহা বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিলাম।

হাকীমুল-উম্মতের বিশিষ্ট খলীফা করাচীর ডাঃ আবদুল হাই ছাহেব (রহ.) বলেন, আল্লাহপাক আমার প্রিয়পাত্র মুহ্তারাম মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবকে এমন এক রূহানী তাকত্ নসীব করিয়াছেন যাহা হৃদয় সমূহকে মস্ত্ ও উত্তপ্ত করিয়া দেয়। হাকীকত ও মা'রেফাতের যে এক যওক্ ও আকর্ষণ তাঁহার মধ্যে বিদ্যমান, ইহা তাঁহার বুযুর্গানের ফয়েয-বরকত।

বর্তমান দারুল উলূম দেওবন্দ (ভারত)-এর শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা আবদুল হক ছাহেব বলেন ঃ আমি হযরত মাওলানা হাকীম মুহাম্মদ আখ্তার ছাহেবের ছাত্রজীবনের সাথী। বাল্যকাল হইতেই মোত্তাকী হিসাবে তাঁহার শোহ্রত ও সুপরিচিতি ছিল। ছোট্ট বেলায় যখন তিনি মসজিদে নামায পড়িতেন, লোকেরা গভীর আগ্রহে তাঁহার নামায দেখিতে থাকিত। এরূপ নামায আমি জীবনে আর কোথাও দেখি নাই। তিনি আমার অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বুযুর্গ।

মুহীউচ্ছুন্নাহ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, বিখ্যাত বুযুর্গ হযরত মাওলানা ছালাহুদ্দীন ছাহেব (রহ.) একদা বলিতেছিলেন ঃ হযরত হাকীম ছাহেবের ভিতর হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে-মক্কী (রহ.)-এর আখলাকের প্রভাব বেশী।

হাকীমুল-ইছলাম হযরত মাওলানা কারী তাইয়েব ছাহেব (রহ.)-এর বিশিষ্ট খলীফা, সিলেট দরগাহ্ হযরত শাহ জালাল মাদরাসার মোহ্তামিম হযরত মাওলানা আকবর আলী ছাহেব (রহ.) একদা আমাদের সম্মুখে হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেবকে যমানার শামসুদ্দীন তাবরেযী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছেন।

হযরত মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী (রহ.)-এর খাছ খাদেম ও মুহীউচ্ছুন্নাহ্ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর অন্যতম খলীফা হযরত মাওলানা ফজলুর রহমান ছাহেব (রহ.) বলেন ঃ আরেফবিল্লাহ্ হযরত মাওলানা শাহ্ হাকীম মুহাম্মদ আখতার ছাহেব হইতেছেন লেছানে-হাকীমুল উম্মত।

সারাবিশ্বে তাঁহার খলীফাদের মধ্যে রহিয়াছেন বাংলাদেশে–উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম মোহাদ্দেছ হযরত মাওলানা হেদায়েতুল্লাহ ছাহেব (রহ.), ঢাকার বড় কাটারা মাদরাসার সাবেক মোহ্তামিম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব চাঁনপুরী হুযূর (রহ.), লালবাগ মাদরাসার প্রবীণ মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা আব্দুল মজীদ ছাহেব (ঢাকার হুযূর) (রহ.), পটিয়া মাদরাসার স্বনামধন্য মুহাদ্দেছ হযরত মাওলানা নূরুল ইছলাম ছাহেব (জাদীদ), কুমিল্লার বিখ্যাত আলেম শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আশরাফ আলী ছাহেব (দা. বা.)। বহির্বিশ্বে হযরত বিন্নোরী (রহ.)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা মানসূরুল হক ছাহেব (আমেরিকা), হযরত মাওলানা মুফতী আমজাদ ছাহেব (কানাডা), হযরত মাওলানা ইউনুস পটেল সাহেব (সাউথ আফ্রিকা), শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা হারুন ছাহেব (সাউথ আফ্রিকা), দারুল-উলূম দেওবন্দ (ওয়াক্ফ)-এর শাইখুল হাদীছ হযরত মাওলানা আন্‌যার শাহ্ ছাহেব কাশ্মীরী (রহ.), ভারত। হযরত মাওলানা মুফতী আবদুল হামীদ ছাহেব (প্রধান মুফতী জামেআ আশরাফুল মাদারিস, করাচী, হযরত মাওলানা আবদুর রশীদ ছাহেব শায়খুল হাদীস জামেআ আশরাফুল মাদারিছ, করাচী।

মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন
খানকাহ্ এমদাদিয়া আশরাফিয়া আখতারিয়া,
গুলশান-এ-আখতার
৪৪/৬, ঢালকানগর, গেণ্ডারিয়া, ঢাকা–১২০৪

সূচিপত্র

contents

contents

contents

contents

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّى عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ!

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهٗ سُوْٓءُ عَمَلِهٖ فَرَاٰهُ حَسَنًا

(پ ۲۲ سورة فاطر ركوع ۲)

"(নফ্ছ্ ও শয়তান কর্তৃক) যাহার কার্যকলাপকে (মরীচিকার মত) মোহ্নীয় ও আকর্ষণীয় করিয়া দেখানো হয়; ফলে সে উহাকে সৎ ও সুন্দর কাজ বলিয়া মনে করে।" (পারা ২২, সূরাহ্ ফাতির, রুকূ' ২)

অন্যান্য পাপাচারের পাশাপাশি এশ্‌কে মাজাযী বা অসৎ প্রেম, কুদৃষ্টি ও এতদসংক্রান্ত অন্যান্য কার্যকলাপসমূহ যে গর্হিত ও জঘন্য কাজ– উক্ত আয়াতে সেদিকেও ইঙ্গিত রহিয়াছে। অথচ, অসৎ প্রেমপূজারী কবি-সাহিত্যিকগণ, তাদের নষ্ট-ভ্রষ্ট অনুসারীগণ ও এক শ্রেণীর সৌন্দর্যের মোহগ্রস্ত ভণ্ড ও মূর্খ ফকীর-দরবেশ স্রেফ নিজের যৌন লালসা চরিতার্থ করার জন্য এই সকল অপকর্মসমূহকে শুধু জায়েযই নয় বরং সুপ্রিয় ও প্রশংসনীয় বলিয়া প্রচার করে। এমনকি, ইহাদের অনেকে এই হারাম কর্মকে ছাওয়াবের কাজ ও 'এশ্‌কে হাকীকী' বা আল্লাহ্‌প্রেমের ওছীলা সাব্যস্ত করিয়া হারাম ও বাতিলের বিষকে মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বীয় মুরীদান, ভক্ত-অনুরক্ত ও শিষ্যদিগকে বিভিন্ন জঘন্য কর্মে, এমনকি যিনা-ব্যভিচারে পর্যন্ত লিপ্ত করিয়াছে।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) 'তমীযুল্ এশ্‌ক্ মিনাল্ ফেছ্‌ক্' (গর্হিত প্রেম ও প্রকৃত প্রেমের পার্থক্য) নামে একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। 'এশ্‌কে মাজাযী' বা গর্হিত প্রেম যে কী জঘন্য গুনাহ্ এবং মানবাত্মার জন্য কী 'যন্ত্রণাদায়ক আযাব' স্বরূপ, উক্ত পুস্তিকায় তিনি তাহাই বিশদভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন। উহা মুদ্রিত এবং প্রচারিতও হইয়াছিল। কিন্তু এই পুস্তিকাটি কখনও আমার নজরে পড়ে নাই। (আলহামদুলিল্লাহ্, উক্ত পুস্তিকাটি পড়ার তওফীক এই অধমের হইয়াছে। –অনুবাদক) অবশ্য

হযরত হাকীমুল উম্মতের কতিপয় হেদায়াত যাহা আমি নিজে পড়িয়াছি তন্মধ্য হইতে কতিপয় নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবীর হেদায়াত

হযরত থানবী (রহ.) তাঁহার 'জাযাউল আ'মাল' গ্রন্থের মধ্যে বলেন : গায়ের মাহরাম নারী (অর্থাৎ যাহার সহিত পর্দা করা ফরয) এবং সুশ্রী-সুদর্শন বালক-তরুণের সহিত যেকোন ধরনের সম্পর্ক রাখা, যেমন– তাহার প্রতি দৃষ্টি করা, মনের আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য তাহার সহিত কথা বলা, নির্জনে তাহার নিকট বসা অথবা তাহাকে সন্তুষ্ট ও আকৃষ্ট করার জন্য তাহার চাহিদা, পছন্দ ও রুচি মোতাবেক পোশাকাদি পরা, সাজ-গোজ করা, এই খেয়ালে কোমল ও মিষ্ট ভাষায়, মধুর আওয়াযে, আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলা (অর্থাৎ মন ফুসলানো ও নিজের দিকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে মেয়েদের মত লাজুক, নাজুক, মধুময় ও ভঙ্গিমাপূর্ণ আওয়ায অবলম্বন করা)– আমি অতি সত্য কথা বলিতেছি যে, এই সম্পর্কের ফলে যে সকল খারাবী পয়দা হয়, অশ্লীল, অবাঞ্ছিত ও অপমানকর ঘটনাবলী ও কার্যাবলী ঘটে এবং বিভিন্নভাবে কত যে আপদ-বিপদ নামিয়া আসিতে থাকে তাহা লিখিয়া শেষ করা অসম্ভব। ইন্‌শাআল্লাহ্ কোন গ্রন্থের মধ্যে এ বিষয়ে আরও সবিস্তার লিখিবার আশা রাখি।

অধম গ্রন্থকারের আরয, হযরত থানবীর উল্লিখিত কথাগুলি পড়ার পর দীর্ঘকাল যাবত অন্তরে এই তাগিদ অনুভব হইতেছে যে, হযরত থানবীর আরযূ পূর্ণ হউক এবং আল্লাহ্‌পাক আপন দয়ায় এ অধম-অযোগ্যকে এই মহৎ কাজের তওফীক দ্বারা ধন্য করুক। আলহামদুলিল্লাহ, এ বিষয়ে লেখার তাগিদ অন্তরের মধ্যে সুতীব্রভাবে অনুভূত হইতেছে। আল্লাহ্‌পাকের উপর ভরসা রাখিয়া লেখা শুরু করিতেছি। আল্লাহ্‌পাক স্বীয় রহ্‌মতের দ্বারা ইহাকে সম্পূর্ণ করুন, কবূল করুন এবং উপকারী বানাইয়া দিন। আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

بِحَقِّ سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالتَّسْلِيْمُ

অধম মুহাম্মদ আখ্‌তার

(করাচী)

কুদৃষ্টি ও গর্হিত প্রেমের ধ্বংসলীলা এবং উহার রূহানী চিকিৎসা

পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্পাকের হেদায়েত :

১ নং কোরআনী হেদায়েত

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا

وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (پ ۱۸ سورة نور)

অর্থ : "যদি তোমাদের উপর আল্লাহ্পাকের দয়া ও করুণা না হইত তবে তোমাদের মধ্যে কেহই কস্মিনকালেও পূত-কলুষমুক্ত হইতে পারিত না। কিন্তু, আল্লাহ্পাক যাহাকে চান, পূত ও কলুষমুক্ত করিয়া দেন এবং আল্লাহ্পাক সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা।" (পারা ১৮, সূরাহ্ নূর)

ফায়েদা : এই আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, নফ্ছের এছলাহ অর্থাৎ নিজের যাবতীয় চারিত্রিক দোষ-ক্রুটি সংশোধনের চিন্তা ও চেষ্টার পাশাপাশি নেহায়েত বিনয়, কাকুতি-মিনতি ও কান্নাকাটির সহিত আল্লাহ্পাকের নিকট তাঁহার দয়া, রহমত ও মেহেরবানীর জন্য বারবার কাতর কণ্ঠে ফরিয়াদ করিতে থাকিবে, যাহাতে তিনি দয়া করিয়া আমাদিগকে তাঁহার 'পছন্দনীয় অনুগ্রহের পাত্রদের' মধ্যে শামিল করিয়া নেন এবং আমাদের এছলাহ্ ও তায্কিয়ার এরাদা করিয়া নেন। অর্থাৎ আমাদের সংশোধন ও পরিমার্জনের জন্য পাক দয়াময় সদয় অভিপ্রায় গ্রহণ করেন। আল্লাহ্পাক যদি 'এরাদা' (ইচ্ছা-অভিপ্রায়) করিয়া নেন তবে আল্লাহ্পাকের এরাদাকে নস্যাৎ করিতে পারে এমন শক্তি কাহার?

گر ہزاراں دام باشد برقدم - چوں تو با مائی نباشد ہیچ غم

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) বলেন, হে আল্লাহ্! পদে-পদে নফ্ছ্ ও শয়তানের হাজার-হাজার জালও যদি বিছানো থাকে, ধোকা-দাগার

হাজারো ফাঁদও যদি পাতা থাকে, তবুও আপনার সাহায্য ও সুদৃষ্টি থাকিলে আর কোন ভয় নাই, কোন ভাবনা নাই।

অধম গ্রন্থকারের আরয, আমার শ্রদ্ধেয় শায়েখ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) আমার এক পত্রের জওয়াবে লিখিয়াছিলেন : "আল্লাহ্পাক আপনাকে নফ্ছ্ ও শয়তানের ধোকা ও চালবাজি হইতে হেফাযত করুন এবং নফ্ছ্ ও শয়তানের চাল-চক্রান্ত চূর্ণ-বিচূর্ণ করার পূর্ণ শক্তিও আপনাকে দান করুন। আমীন।"

হযরতের দোআ সম্বলিত এই কথাগুলি পড়িয়া আমি বর্ণনাতীতভাবে আনন্দিত হইয়াছি। আল্লাহ্পাক আপন মেহেরবানীতে এ অধম সম্পর্কিত হযরতের সমস্ত দোআগুলি কবুল করুন। আমীন।

বস্তুত: এই দোআ এত ব্যাপক ও সর্বাত্মক যে, প্রত্যেক ছালেকের (খোদাঅন্বেষীর) জন্যই ইহা শুরু হইতে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত জরুরী।

২ নং কোরআনী হেদায়েত

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْ

(پ ١٨ سوره نور ركوع ٤)

আল্লাহ্পাক বলেন, হে প্রিয় নবী! আপনি মুসলমান পুরুষদিগকে বলিয়া দিন, তাহারা যেন স্বীয় দৃষ্টি নীচু রাখে এবং স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হেফাযত করে এবং মুসলিম রমণীদিগকেও বলিয়া দিন, তাহারা যেন দৃষ্টি নীচু রাখে ও স্বীয় গুপ্তাঙ্গের হেফাযত করে।

ফায়েদা : আল্লাহ্পাক এই আয়াতে চক্ষুর হেফাযত ও লজ্জাস্থানের হেফাযতকে এক সূত্রে বয়ান করিয়া আমাদিগকে এই সবক দিয়াছেন যে, লজ্জাস্থানের হেফাযত চক্ষুর হেফাযতের উপর নির্ভরশীল। যে ব্যক্তি যথাযথ-ভাবে চক্ষুর হেফাযত করে না, তাহার লজ্জাস্থানের হেফাযত বড়ই দুষ্কর।

৩ নং কোরআনী হেদায়েত

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِيْلًا

আল্লাহ্পাক বলেন– "তোমরা যিনা-ব্যভিচারের ধারে-কাছেও যাইওনা। নিশ্চয় ইহা অতি নির্লজ্জ কাজ এবং অতি ঘৃণার্হ পথ।"

ফায়েদা : আল্লাহ্পাক এই আয়াতে শুধু যিনা নয় বরং যিনার নিকটবর্তী হওয়াকেও হারাম করিয়া এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, যে সকল কার্য-কলাপ মানুষকে যিনার দিকে প্ররোচিত করে ও সেই পথে আগাইয়া নেয়– উহা হইতেও বাঁচিয়া থাক। কারণ, হারামের সহায়কও হারাম। আর মানুষের স্বভাবই এই যে, ব্যভিচার সব সময় এমন সব ক্ষেত্রে সংঘটিত হয় যেখানে কোন ভিন্ পুরুষ ও ভিন্ নারীর মধ্যে উঠা-বসা, অবাধ মেলামেশা বা কথাবার্তা হয়। এমতাবস্থায় কু-মতলবী নফছের মোকাবিলা করা অতি কঠিন হইয়া যায়। তাই, আল্লাহ্পাক যিনার 'ধারে-কাছেও' যাইতে নিষেধ করিয়া তাক্ওয়ার পথকে আমাদের জন্য সহজ করিয়া দিয়াছেন।

৪ নং কোরআনী হেদায়েত

وَلُوْطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖٓ اَتَاْتُوْنَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ - اِنَّكُمْ لَتَاْتُوْنَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّنْ دُوْنِ النِّسَآءِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُوْنَ

অর্থ : "এবং আমরা লূত্ আলাইহিছ্-ছালামকে প্রেরণ করিয়াছি যখন তিনি তাঁহার কওমকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমরা এমন এক জঘন্য বেহায়াপনা করিতেছ যাহা তোমাদের পূর্বে এ বিশ্বজগতের অধিবাসীদের দ্বিতীয় কেহ করে নাই? তোমরা মেয়েদেরকে বাদ দিয়া পুরুষদের সহিত যৌনকর্ম করিতেছ! তোমরা বরং সীমা অতিক্রমকারী এক সম্প্রদায়।"

ফায়েদা : উক্ত আয়াতসমূহের দ্বারা আল্লাহ্পাক ছেলেরা ছেলেদের সঙ্গে যৌনকর্ম করাকে (সমকামিতাকে) হারাম করিয়াছেন। অন্য আয়াতে সমকামিতায় লিপ্ত উক্ত সম্প্রদায়ের উপর আযাবের কথা উল্লেখ করিয়াছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ.) ঐ পাপিষ্ঠদের বস্তিকে পাতালের তলদেশ হইতে উৎপাটিত করিয়া আসমান পর্যন্ত লইয়া গিয়াছিলেন। অতঃপর সেখান হইতে বিল্কুল্ উল্টাভাবে নিচে নিক্ষেপ করিলেন যাহার ফলে নিচের অংশ

উপরে ও উপরের অংশ নিচে চলিয়া গেল। অতঃপর উক্ত বস্তির উপর আকাশ হইতে ব্যাপকভাবে পাথরের বৃষ্টি বর্ষণ করা হইয়াছিল। প্রতিটি পাথর আল্লাহর তরফ হইতে এক বিশেষ ধরনের মোহরযুক্ত ছিল যাহা দ্বারা ঐ পাথরসমূহ দুনিয়ার পাথরসমূহ হইতে পৃথকভাবে চেনা যাইতেছিল। যেই পাথরখণ্ডের উপর যেই অপরাধীর নাম লেখা ছিল ঐ খণ্ডটি ঠিক ঐ অপরাধীর দিকেই ছুটিয়া আসিত এবং তাহার উপরই নিক্ষিপ্ত হইত। প্রথমত: উক্ত বস্তিকে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তারপর উহার উপর বৃষ্টির আকারে পাথর বর্ষণ করা হইয়াছিল। আমার মোর্শেদ শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন : যেহেতু তাহারা অমানবীয় পথে 'উল্টা কর্মে' লিপ্ত হইয়াছিল, সেজন্যই শাস্তিস্বরূপ উহাদের বস্তিকে উল্টাইয়া দেওয়া হইয়াছিল।

হযরত লূত আলাইহিছ্-ছালাম তাহাদিগকে বহুত বুঝাইয়াছিলেন। কিন্তু তাহারা উপদেশ ত মানিলই না, উপরন্তু তাঁহার উপর নির্যাতন করিতে লাগিল। পরিণামে ঐ বস্তির চারি লক্ষ অধিবাসীকে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস করিয়া দেওয়া হইল। সূরায়ে 'যারিয়াত'-এর মধ্যে ঐ অপকর্মকারীদিগকে 'মুজরিমীন' (তথা অপরাধী গোষ্ঠী) বলা হইয়াছে। যখন হযরত ইবরাহীম আলাইহিছ্-ছালাম আযাবের ফেরেশতাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, হে ফেরেশতাগণ! কোন্ উদ্দেশ্যে তোমাদের আগমন? তাঁহারা বলিলেন :

اِنَّآ اُرْسِلْنَآ اِلٰى قَوْمٍ مُّجْرِمِيْنَ

"আমরা এক 'মুজরিম' (অপরাধী) জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হইয়াছি।" ইহাদের উপর পাথর বর্ষণ করিয়া ইহাদিগকে ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন করিয়া দেওয়ার জন্য আমাদিগকে মোতায়েন করা হইয়াছে। যেই মুজ্রিম্ যেই পাথরের দ্বারা হালাক্ হইবে, তাহার নামও ঐ পাথরে লেখা আছে। মোটকথা, মানবতার কলংক ঐ জঘন্যতম অপকর্মের প্রতিফলস্বরূপ কঠোর শাস্তিদাতা আল্লাহ্ তাহাদের উপর পাথর বর্ষণ করিয়াছেন যাহার ফলে তাহারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। পরন্তু, ঐ কওমে লূতের বস্তিকেও ওলট-পালট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ্পাক বলেন :

وَتَرَكْنَا فِيْهَآ اٰيَةً

অর্থ : "আর মানবজাতির জন্য আমরা এই ঘটনার মধ্যে এক 'স্থায়ী শিক্ষা' রাখিয়া দিয়াছি।"

ফলে, ঐ এলাকায় তৎক্ষণাৎ একটি হ্রদ সৃষ্টি হইয়া গেল যাহা ঐ ভয়াবহ ঘটনার স্মারক। অদ্যাবধি উহা 'বুহাইরায়ে লূত্' নামে প্রসিদ্ধ। উহার পানি এত তিতা ও দুর্গন্ধময় যে, কোন প্রাণীর পক্ষেই তাহা পান করা বা ব্যবহার করা অসম্ভব ব্যাপার। ঐ হ্রদের কূলে কোন গাছও জন্মায় না। (তাফসীরে বয়ানুল কোরআন ও অন্যান্য তাফসীর গ্রন্থ অবলম্বনে)

৫ নং কোরআনী হেদায়েত

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ

(پاره ۱۸ سورة نور رکوع ٤)

অর্থ : "এবং মহিলাদের উপর ইহাও জরুরী কর্তব্য যে, তাহারা (হাঁটা-চলার সময়) এত জোরে পা ফেলিবে না যাহার ফলে তাহাদের অলংকারাদির আওয়াজ শোনা যায় এবং (এভাবে) পুরুষদের নিকট তাহাদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ পাইয়া যায়।" (পারা ১৮, সূরা নূর, রুকূ' ৪)

উক্ত আয়াতের পূর্বে আল্লাহ্‌পাক মেয়েদের আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যপূর্ণ অঙ্গসমূহ যেমন, মাথা, বুক প্রভৃতি ঢাকিয়া রাখা ওয়াজিব বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অতঃপর এই আয়াতে 'অধিক সাবধানতামূলক' হুকুম প্রদান করিয়াছেন। এজন্যই ফকীহ্‌দের (শরীঅত বিশেষজ্ঞদের) অনেকে মেয়েদের আওয়াজকেও ছতরের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অর্থাৎ কোন ভিন্ পুরুষ যেন মেয়েদের আওয়াজও শুনিতে না পায়। বিশেষত: যে ক্ষেত্রে কোন অঘটনের আশংকা বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রে আওয়াজ শুনিতে দেওয়া ত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অনুরূপভাবে সুগন্ধ লাগাইয়া কিংবা সৌন্দর্যপূর্ণ বোরকা পরিয়া বাহির হওয়াও নিষিদ্ধ।

৬ নং কোরআনী হেদায়েত

يٰنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَاَحَدٍ مِّنَ النِّسَآءِ اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِيْ فِيْ قَلْبِهٖ مَرَضٌ وَّقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوْفًا (پاره ۲۲ سورة الاحزاب)

অর্থ : "হে নবীপত্নীগণ! মর্যাদা ও সম্মানের দিক দিয়া তোমরা সাধারণ মহিলাদের মত নও, যদি তোমরা 'তাকওয়া' অবলম্বন কর। অতএব, প্রয়োজন বশত: কোন না-মাহ্রাম পুরুষের সহিত যদি কথা বলিতে হয় তবে বলিবার সময় নরম ও মোলায়েম আওয়াযে বলিও না। ইহার ফলে যাহাদের অন্তরে (চারিত্রিক) রোগ আছে, স্বাভাবিকভাবেই তাহাদের মনে লালসা ও খারাপ চিন্তা-ভাবনা পয়দা হইতে চায়। আর তোমরা সতীত্বের যথাযথ হেফাযত ও নিরাপত্তা বিধান হয় সেই মোতাবেক কথা বলিও।"

অর্থাৎ শুধুমাত্র নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সহিত সম্পর্ক থাকার কোনই মূল্য নাই, তাৎপর্য নাই– যদি তোমাদের মধ্যে তাক্ওয়া না থাকে। (তাক্ওয়া অর্থ : খোদাভীতি, খোদার ভয়ে সকল নিষিদ্ধ পথ হইতে বিরত থাকা।) আর তাক্ওয়ার দাবী হইল, মেয়েরা স্বভাবগতভাবে যেরূপ নরম ও মোলায়েমভাবে কথা বলে, সরলমন সরলমতি বশত: তোমরা সেইভাবে কথা বলিবে না। বরং এরূপ ক্ষেত্রে কথা বলার সময় স্বভাবসিদ্ধ ঢঙ পরিবর্তন করিয়া ইচ্ছাকৃতভাবে কৃত্রিম আওয়াযে কথা বলিবে। অর্থাৎ রসালোভাবে না বলিয়া বরং রসহীন, কষহীন ও রুক্ষ-শুষ্কভাবে কথা বলিবে। বস্তুতঃপক্ষে ইহাই হইতেছে সতীত্ব সংরক্ষণের পন্থা। (তাফসীরে বয়ানুল কোরআন)

ফায়েদা : উল্লিখিত আয়াতসমূহের দ্বারা যে সকল শিক্ষা লাভ হয়–

১. মেয়েদেরকে অত্যন্ত প্রয়োজনের দরুন কোন কোন সময় না-মাহ্রাম পুরুষের সহিত যদি কথা বলিতেই হয়, তবে পুরাপুরি পর্দার মধ্যে থাকা সত্ত্বেও আওয়াযকেও কোমল ও রসময় হইতে দিবে না। ইচ্ছা করিয়া, চেষ্টা করিয়া আওয়াযকে নিজের অভ্যাসের ব্যতিক্রম করিয়া কিছুটা রুক্ষ ও কর্কশ করিবে যাহাতে রসালো ভাব, লাজুকতা ও আকর্ষণ করার ভঙ্গি একদম এক বিন্দুও না থাকে।

২. যখন মহিলাদের প্রতি এই হুকুম, তবে পুরুষদের জন্য না-মাহ্রাম নারীদের সহিত কোমল ও রসালো আওয়াযে কথা বলা কিভাবে জায়েয হইতে পারে? অতএব, প্রয়োজনের সময় না-মাহ্রাম নারীদের সহিত কথা বলিতে হইলে স্বীয় আওয়াযকে রুক্ষ-শুষ্ক করিয়া কথা বলিবে।

৩. যে সকল লোকের অন্তরে মেয়েদের কোমল, লাজুক ও রসাত্মক আওয়ায শ্রবণে খারাপ চিন্তা-ভাবনা পয়দা হয় কিংবা মেয়েদের প্রতি

আকর্ষণ জাগে, পবিত্র কোরআন তাহাদের এই আবেগ, আকর্ষণ ও লালসাকে অন্তরের ব্যাধি বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। এতদ্বারা বর্তমান যুগের ঐ সকল বন্ধুগণের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত যাহারা মেয়েদেরকে টেলিফোন একচেঞ্জে (বা রেডিওর সংবাদ পাঠের) চাকুরীতে নিয়োগ করিয়া থাকেন শুধু এই উদ্দেশ্যে যে, মেয়েদের আওয়ায শুনিতে ভালো লাগে, আর পুরুষদের আওয়াযের রুক্ষতা কষ্টদায়ক ঠেকে।

সতর্কবাণী

সকল মুসলমানকে, বিশেষত: তরীকতপন্থী ছালেকীন ও আল্লাহর আশেকীনের খুব স্মরণ রাখা উচিত যে, যাহা নফছের বাসনা পূরণের প্রারম্ভিক বিন্দু, তাহাই আল্লাহ হইতে দূরত্ব ও বিচ্ছিন্নতারও প্রারম্ভিক বিন্দু। অর্থাৎ মনের অবৈধ কামনা-বাসনা পূরণের দিকে পা দেওয়ার অর্থই হইতেছে আল্লাহ্ হইতে দূরে সরিবার এবং আল্লাহ্র সহিত সম্পর্ক ছিন্ন হইবার পথে পা বাড়ানো। মনের বাসনার প্রতি যাত্রা করা মানে আল্লাহ্পাক হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে শুরু করা। অতএব, দ্বীন ও ঈমানের দুশমন এই নফ্ছ্কে সন্তুষ্ট করা হইতে কঠোরভাবে বিরত থাকুন এবং সদা সতর্ক থাকুন।

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.) বলেন : "(দাড়ি-মোচবিহীন বালক-তরুণ না হইলেও) যেই পুরুষের কথার দ্বারা, আওয়াযের দ্বারা, দেহের নক্শা, গঠন-গড়ন বা চেহারার দ্বারা, চক্ষু বা চাহনীর দ্বারা (এই দুশমন) নফ্ছ্ স্বাদ ও আনন্দ পাইতে শুরু করে, কালবিলম্ব না করিয়া তাহার নিকট হইতে সরিয়া পড়।" কারণ, কোন কোন সুশ্রী ছেলের মধ্যে কিছু কিছু দাড়ি-মোচ গজানো সত্ত্বেও সৌন্দর্যের একটা আকর্ষণ বিদ্যমান থাকে, যাহা অন্যায় ভালোবাসার রোগীদিগকে রোগাক্রান্ত করিয়া ফেলে। তাই নফছের রোগীদিগকে সৌন্দর্যের বিলুপ্তি সত্ত্বেও সৌন্দর্যের অবশিষ্ট চিহ্নসমূহের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতেও সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

সারকথা এই যে, যাহার দ্বারাই নফ্ছ্ মজা লাভ করিতে শুরু করে, অনতিবিলম্বে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাইবে। কারণ, নফ্ছ্ যেখানে সামান্য স্বাদও অনুভব করে তাহা বিপদের আশঙ্কামুক্ত নয়। শত্রুকে

স্বল্প পরিমাণ আনন্দিত দেখিলেও তাহা বরদাশত করা উচিত নয়। কারণ, সামান্য একটু আনন্দ উপভোগের দ্বারাই নফছের শক্তি সঞ্চয় হয়। অতঃপর সে ঐ শক্তির জোরে বড় কোন পাপের দিকে টানিয়া লইয়া যাইবে। যেভাবে হালকা হালকা জ্বর যাহা অনুভব করা দুষ্কর, তাহা অত্যন্ত ভয়ানক। কারণ, ভালোভাবে টের না পাওয়ার দরুন মানুষ উহার চিকিৎসা হইতে গাফেল থাকে। তদ্রূপ যাহার প্রতি নফছের হালকা হালকা আকর্ষণ হয় তাহার সাহচর্যও অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। (তাহার সহিত উঠা-বসা, বাক্যালাপ, নির্জনতা, দৃষ্টিপাত ইত্যাদি বিপদের অশনি সংকেত।) কারণ, স্পষ্ট ও প্রবল আকর্ষণের সকল ক্ষেত্র হইতেই ছালেক (খোদাঅন্বেষী) অবশ্যই দূরে সরিয়া যায়। কিন্তু এখানে হালকা আকর্ষণের দরুন উহা হইতে সাবধানতা অবলম্বনে তাহার তওফীক হয় না। এভাবে হালকা হালকা মাত্রায় শয়তান তাহার আত্মার মধ্যে বিষ প্রয়োগ করিতে থাকে। অবশেষে এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, নফছ্ অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া অতি সহজে তাহাকে বড় বড় ও মারাত্মক মারাত্মক পাপের দিকে টানিয়া লইয়া যায় এবং উহাতে লিপ্ত করিয়া তাহার সর্বনাশ ঘটাইয়া দেয়। এজন্যই বলি, সতর্ক হও এবং

گوشۂ چشم سے بھی ان کو نہ دیکھا کرنا

"আড়চোখেও উহাদের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতে অবশ্যই বিরত থাক।"

হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) বলেন :

نفس کا اژدہا دلا دیکھا ابھی مرا نہیں

غافل ادھر ہوا نہیں اس نے ادھر ڈسا نہیں

"হে মন, সাবধান! সাবধান!! হাজার এছলাহ্ ও সাধনার পরও নফ্ছ্ নামের বিষধর অজগর এখনও মরে নাই। সামান্য একটু অসাবধান হইলেই বিষদাঁত দ্বারা দংশন করিয়া বসিবে।"

(তাই সীমান্তের অতন্দ্র প্রহরীর মত সদা জাগ্রত, সদা সতর্ক, সদা যুদ্ধরত, আক্রমণ মোকাবিলায় সদা প্রস্তুত ও উদ্যত থাক, যদি তুমি অতি প্রিয়, পরম-আরাধ্য আল্লাহকে পাইতে চাও।)

তিনি আরও বলেন :

بھروسہ کچھ نہیں اس نفس امارہ کا اے زاہد
فرشتہ بھی یہ ہو جائے تو اس سے بدگماں رہنا

“অনবরত পাপ ও ধ্বংসের পথে প্রলুব্ধকারী এই নফছের উপর– হে সাধক! কোন আস্থা নাই, কোন ভরসা নাই। নফছ যদি ফেরেশতাও হইয়া যায় তবুও সর্বদা উহার প্রতি বিলকুল আস্থাহীন, অবিশ্বাসী ও সন্দিহানই থাকিতে হইবে।”

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, নফ্ছের মজার ‘যাত্রাবিন্দুই’ আল্লাহ্ হইতে দূরে সরারও ‘যাত্রাবিন্দু’। অর্থাৎ নফ্ছ্ যদি কোন পাপের প্রাথমিক কোন পর্যায়ে শত ভাগের এক ভাগের চেয়েও কম মজা আস্বাদন করা আরম্ভ করে, তবে এইটুকুও আল্লাহ্পাক হইতে কিছু না কিছু দূরত্ব পয়দা হওয়ারই কারণ হইয়া থাকে।

বুযুর্গানেদ্বীনের বাণী

(ছালেক অর্থ, তরীকতপন্থী, খোদাগামী বা খোদাঅন্বেষী যেকোন বান্দা।) ছালেকের জন্য মেয়েদের সঙ্গে এবং ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা, উঠাবসা করা প্রাণঘাতী বিষের মত ঈমাননাশক বিষ। কারণ, যিকিরের বরকতে ইহাদের দিল্ নরম হইয়া যায় এবং অনুভূতিশক্তি সুতীক্ষ্ণ ও প্রখর হইয়া যায়। ঐ সুতীক্ষ্ণ অনুভূতির ফলে যে কোন রূপ-সৌন্দর্য তাহাদের চোখে বেশি ধরা পড়ে এবং হৃদয়-মন সৌন্দর্যের দ্বারা দ্রুত প্রভাবিত হয়। এজন্যই শয়তান যখন সূফী-দরবেশদিগকে নষ্ট-ভ্রষ্ট-বিভ্রান্ত করার সকল পথ-পন্থা হইতে নিরাশ হইয়া যায় তখন সে সূফী-দরবেশদিগকে মেয়েদের ও সুশ্রী ছেলেদের ফাঁদে ফেলিবার চেষ্টা ও দুরভিসন্ধি আঁটিতে থাকে। তাই ছালেকীনকে ছেলেদের ও মেয়েদের ব্যাপারে খুবই সতর্ক থাকিতে হইবে এবং কঠোরভাবে দূরত্ব– খুবই দূরত্ব বজায় রাখিতে হইবে এবং যদি ছেলেদের প্রতি কিংবা মেয়েদের প্রতি কুনজর পড়ে অথবা মনকে সেদিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট বা ধাবিত হইতে দেখা যায় তবে সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় মোর্শেদের প্রতি রুজু হইয়া অতি দ্রুত তাহাকে অবস্থা খুলিয়া বলিয়া চিকিৎসা গ্রহণ করিতে হইবে।

একটি ঘটনা

একদা হযরত মূসা আলাইহিছ্-ছালাম আরয করিলেন, হে আল্লাহ্! আপনার সহিত মিলনের উপায় কি? আল্লাহ্পাক বলিলেন :

دَعْ نَفْسَكَ وَتَعَالَ

"নিজের নফ্ছ্কে বর্জন কর এবং আসিয়া পড়।"

হযরত হাফেয শীরাযীর ভাষায় :

تو خود حجاب خودی حافظ از میاں برخیز

তিনি নিজেই নিজেকে বলিতেছেন : "হাফেয! আল্লাহকে পাওয়ার পথে তুই-ই আসল বাধা। মাঝখান হইতে তুই সরিয়া যা। তুই সরিয়া গেলেই আমি আল্লাহকে পাইয়া যাইব।"

৭ নং কোরআনী হেদায়েত্

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ (پاره ٢٤ سورة مؤمن)

"চোখের অসৎ কীর্তি এবং মনের গোপন গতিবিধি– সবই আল্লাহ্পাক সম্যক অবগত।" (পারা ২৪, সূরা মূমিন)

ফায়েদা : এই আয়াত আমাদিগকে এই সবক দেয় যে, কুদৃষ্টি করার সময় এবং মনে মনে পাপের নানাবিধ কল্পনা-জল্পনা করিয়া পুলক ও স্বাদ গ্রহণের সময় এই ধ্যানও জাগ্রত থাকা উচিত যে, আমার এ সকল ঘৃণ্য কর্মকাণ্ড ও নির্লজ্জ গতি-মতি মহান আল্লাহর নজরের সামনেই ঘটিতেছে।

چوریاں آنکھوں کی اور سینے کا راز

جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

"চোখের চৌর্যবৃত্তি ও মনের গোপন কল্পনা-পরিকল্পনা ও গতিবিধিসমূহ– হে বে-নিয়ায মালিক, তুমি যথাযথই অবগত।"

যখনই কোন বাজে কল্পনা-জল্পনা কিংবা কুদৃষ্টির ইচ্ছা জাগে তখন যদি অন্তরে এই ধ্যান উপস্থিত করা হয় তবে ইহার ফলে লজ্জা, অনুতাপ ও

শরমিন্দেগী পয়দা হইবে এবং দ্রুত তওবা ও এস্তেগফারের তওফীক হইবে। অতএব, এই আয়াতখানা চোখের ও মনের খেয়ানত বা পাপাচারিতা হইতে হেফাযত ও মুক্তিলাভের 'অমোঘ ব্যবস্থাপত্র।'

তবে ব্যবস্থাপত্রের দ্বারা তখনই উপকৃত হওয়া যায় যখন উহার সদ্ব্যবহার করা হয়। অতএব, অন্তরে বারবার এই ধ্যান জমাইতে হইবে যে, আল্লাহ্পাক আমাকে দেখিতেছেন, আল্লাহ্পাক আমার কুদৃষ্টির ঘৃণ্য অপকর্মের খবর রাখেন। দেখেন এবং জানেন। অনুরূপভাবে কামাত্মক বা যৌন উত্তেজনা কেন্দ্রিক সমস্ত খেয়াল ও পরিকল্পনা এবং সুশ্রী বালক-তরুণদের সম্পর্কিত আজেবাজে জল্পনা-কল্পনার দ্বারা যেই হারাম স্বাদ ও হারাম আনন্দ লাভ করা হইতেছে, এই সবকিছুই আল্লাহ্পাক দেখেন এবং জানেন। অতঃপর মহান আল্লাহর কহর, গযব, শক্তি ও তাহার ভয়ানক শাস্তির কথা চিন্তা করিবে। ইনশাআল্লাহ এই মোরাকাবার মশ্কের দ্বারা এবং হিম্মত ও দোআর দ্বারা এতদুভয় প্রকার খেয়ানতকেই পরিত্যাগ করা আছান হইয়া যাইবে। অর্থাৎ নিয়মিত এই মোরাকাবা জারী রাখা এবং 'হিম্মত' অর্থাৎ উপরোক্ত গুনাহ্ হইতে মুক্ত থাকার জন্য 'দৃঢ় চিত্ততার সহিত অদম্য চেষ্টা' চালাইয়া যাওয়া এবং আল্লাহ্পাকের দরবারে দোআ করিতে থাকা– এই তিনটি আমল জারী থাকিলে চোখের খেয়ানত ও অন্তরের খেয়ানতের কঠিন ব্যাধি হইতে অচিরেই মুক্তি লাভ হইবে ইনশাআল্লাহ্।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহ.) বলেন, মোরাকাবা, যিকির ও ওযীফার দ্বারা এই ব্যাধি দূর হয় না। এইগুলি হইতেছে সহায়ক মাত্র। কিন্তু আসল কাজ হয় হিম্মত ও এরাদার দ্বারা। আর এই দুইটিই হাসিল হয় দোআর দ্বারা।

(এরাদা অর্থ ইচ্ছা, সংকল্প। হিম্মত্ অর্থ সাহস, মনোবল বা দৃঢ়চিত্ততার সহিত অব্যাহত প্রচেষ্টা। অর্থাৎ আমাদের যিকির-আয্কারের দ্বারাই গুনাহ্ পালাইয়া যাইবে না। বরং গুনাহ্ ত্যাগের জন্য আমাদিগকে 'ইচ্ছা' করিতে হইবে এবং দৃঢ়তার সহিত গুনাহ্ বর্জনের অদম্য চেষ্টা চালাইতে হইবে। যিকির- আযকার ইত্যাদি এই 'সুদৃঢ় ইচ্ছা' ও 'সুদৃঢ় প্রচেষ্টা'য় শক্তি যোগায় মাত্র।)

একটি ঘটনা

জনৈক এছ্‌লাহ্‌প্রার্থী হযরত থানবী (রহ.)-এর নিকট লিখিলেন : হযরত! আমি রূপ-সৌন্দর্যের দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হই। মনে হয় যেন আমি এ ব্যাপারে একদম 'মজবূর'; ইহা আমার ক্ষমতার বাহিরে। সুন্দর ও সুন্দরী হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখার কোন ক্ষমতাই যেন আমার নাই।

হযরত থানবী উত্তর দিলেন : দুনিয়ার সমস্ত দার্শনিক ইহা এক বাক্যে স্বীকার করেন যে, (কুদরত বা) 'ক্ষমতা' পরস্পরবিরোধী দুইটি জিনিসের সহিত সম্পৃক্ত। অর্থাৎ মানুষ যে কাজটি করিতে পারে, ইচ্ছা করিলে না-ও করিতে পারে। এই করা ও না-করা উভয়টি তাহার আয়ত্তে থাকার নামই ক্ষমতা। ইহা বিশ্বের জ্ঞানী-বিজ্ঞানীদের সর্ববাদীসম্মত সত্য। অতএব, সুশ্রী কিশোর-তরুণ ও মেয়েদের প্রতি দেখিবার যেমন ক্ষমতা আছে, না দেখিবারও ক্ষমতা আছে। (অতএব, 'চোখ ফিরাইয়া রাখিতে পারি না' কথাটি অবান্তর।) তবে হাঁ, 'এরাদা' ও 'হিম্মতে'র প্রয়োজন।

৮ নং কোরআনী হেদায়েত

اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلًا

(پاره ١٥ سورة الاسراء ركوع ٤)

আল্লাহ্‌পাক বলেন : "কান, চোখ ও মন– নিশ্চয়ই ইহাদের প্রতিটির কার্যকলাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হইবে।" (পারা ১৫, সূরা ইছ্‌রা, রুকূ' ৪)

৯ নং কোরআনী হেদায়েত

اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

"নিশ্চয়ই আপনার প্রতিপালক নাফরমানদের উপর কড়া নজর রাখিতেছেন।"

হাদীছ ভাণ্ডার হইতে নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর হেদায়েত : (সংক্ষেপিত)

১০ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন : ভিন্ নারীর প্রতি দৃষ্টি করা চোখের যিনা, কাম-উদ্দীপক কথা শোনা যাহা যিনার প্রতি প্ররোচিত করে- ইহা কানের যিনা, রসনার দ্বারা ভিন্ নারীর সহিত কথাবার্তা বলিয়া পুলক ও তৃপ্তি বোধ করা যবানের যিনা, হাতের দ্বারা ভিন্ নারী কিংবা সুশ্রী ছেলেদেরকে স্পর্শ করা হাতের যিনা, পায়ের দ্বারা তাহাদের দিকে হাঁটিয়া যাওয়া পায়ের যিনা। আর মন ত যিনার প্রতি আগ্রহ করিয়া থাকে, তবে লজ্জাস্থান তাহা অগ্রাহ্য করে অথবা বাস্তবে রূপ দান করে। (মুসলিম শরীফ)

ফায়েদা : অন্তর হইল রাজধানী, আর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইল এক-একটি সীমান্ত এলাকা। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সীমান্তসমূহ হেফাযত থাকিলে দিলের রাজধানীও হেফাযত ও নিরাপদ থাকিবে। যেই দেশের বর্ডার সুরক্ষিত থাকে না, উহার হেডকোয়ার্টারও সুরক্ষিত থাকিতে পারে না। (তাই বডির বর্ডার সুরক্ষিত না থাকিলে উহার হেডকোয়ার্টারও সুরক্ষিত থাকিতে পারে না।)

১১ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন : তোমরা রাস্তায় বসা হইতে বিরত থাকিও। প্রয়োজন বশত: যদি বসিতেই হয় তবে 'রাস্তার হক' আদায় করিও। সাহাবীগণ (রা.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, রাস্তার হক কি? তিনি বলিলেন, দৃষ্টি নীচু রাখা, কাহাকেও কষ্ট না দেওয়া, সালামের জওয়াব দেওয়া এবং আমর বিল্-মা'রূফ ও নাহী আনিল্-মুন্কার করা। অর্থাৎ ভালো কাজের আদেশ-উপদেশ দেওয়া এবং অন্যায় কাজ হইতে বারণ করা।

১২ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হযরত জারীর (রা.) জিজ্ঞাসা করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ নজর পড়িয়া গেলে উহার কি হুকুম (কি বিধান)? তিনি বলিলেন :

اِصْرِفْ بَصَرَكَ

"(তৎক্ষণাৎ) তোমার দৃষ্টি ফিরাইয়া নাও।" (মুসলিম শরীফ)

এই হাদীছের দ্বারা জানা গেল যে, 'আচমকা নজর' মাফ বটে, কিন্তু ঐ নজরকে স্থির রাখা হারাম। তৎক্ষণাৎ ঐ সুশ্রী ছেলে বা ঐ ভিন্ নারী হইতে দৃষ্টি সরাইয়া ফেলিবে।

১৩ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দুই বিবি হযরত উম্মে ছালামাহ্ ও হযরত মাইমূনাহ্ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হুযূরের নিকট ছিলেন। ইতিমধ্যে অন্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আগমন করিলেন। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, তোমরা উভয়ে পর্দা কর। তাঁহারা বলিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, তিনি কি অন্ধ নন? তাই, না তিনি আমাদিগকে দেখিতে পাইবেন, না আমাদিগকে চিনিতে পারিবেন। হুযূর বলিলেন, তোমরা তো অন্ধ নও। তোমরা কি তাঁহাকে দেখিতেছ না? (তিরমিযী শরীফ)

১৪ নং হেদায়েত : ইমাম যুহ্রী (রহ.) বলেন–

যদি কোন নাবালেগ এবং অল্প বয়সী মেয়ে এমন হয় যে, তাহাকে দেখিলে খাহেশ (কামভাব) পয়দা হয়, তবে তাহার কোন অঙ্গ দেখা জায়েয নয়।

১৫ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন : তোমরা ভিন্ নারী হইতে বাঁচিয়া থাক। একজন বলিয়া উঠিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম, দেবর সম্পর্কে কি হুকুম? (তাহার সঙ্গেও কি পর্দা

করিতে হইবে?) হুযূর বলিলেন, দেবর ত (নারীর) 'মৃত্যু'। (অর্থাৎ তাহার দ্বারা দ্বীন-ঈমান ও সতীত্বের সর্বনাশ ঘটিয়া যাওয়া অতি সহজ।)

(বুখারী ও মুসলিম)

স্বামীর সহোদর ভাইকে দেবর বলে। (স্বামীর পিতা, স্বামীর আপন দাদা ও আপন নানা ব্যতীত) স্বামীর অন্যান্য নিকটাত্মীয় পুরুষদের বেলায়ও একই হুকুম। যেমন, স্বামীর চাচাতো ভাই, (খালাতো ভাই, মামাতো ভাই, ফুফাতো ভাই, স্বামীর চাচা, মামা) ইত্যাদি। ইহাদের সহিত কঠোরভাবে পর্দা করা, সতর্কতা অবলম্বন করা ও দূরত্ব বজায় রাখা শরীঅতের হুকুম।

১৬ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হযরত নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন যে, খবরদার! কোন পুরুষ কোনক্রমেই কোন ভিন্ নারীর সহিত এক স্থানে হইবে না। তবে হাঁ, সেখানে যদি ঐ নারীর সঙ্গে তাহার কোন মাহ্‌রাম পুরুষ (যেমন, পিতা বা সহোদর ভাই প্রভৃতি) উপস্থিত থাকে, তখন ভিন্ন কথা। (বোখারী ও মুসলিম)

মাছ্‌আলা

কোন না-মাহ্‌রাম মেয়েলোকের সঙ্গে, অনুরূপভাবে কোন সুশ্রী ছেলের সঙ্গে নির্জনে বসা নাজায়েয। বিশেষত: ভিন্ নারীর সহিত নির্জনতা তো সর্বসম্মত হারাম।

১৭ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

لَا تَنْظُرُوا اِلَى الْمُرْدَانِ فَاِنَّ فِيْهِمْ لَمْعَةً مِّنَ الْحُوْرِ

(احمد فی مسنده - التشرف فی احادیث التصوف)

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, তোমরা দাড়ি-মোচহীন ছেলেদের প্রতি নজর করিও না। কারণ, তাহাদের মধ্যে হূরের সৌন্দর্যের ঝলক বিদ্যমান। (যাহার ফলে মনে উহাদের প্রতি আকর্ষণ হয়। পরিণামে পাপে লিপ্ত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।)

(আত-তাশাররুফ, মুছ্‌নাদে আহ্‌মদ)

ফায়েদা : কোন কোন বে-এলেম কিংবা বদদ্বীন সূফী ও নকল দরবেশগণ দাড়িবিহীন ছেলেদের সঙ্গে মহব্বতের আড়ালে যৌন লালসা চরিতার্থ করাকে এক 'আনন্দময় অধ্যায়' বানাইয়া রাখিয়াছে। কেহ কেহ ত ইহাকে আল্লাহ্‌পাকের নৈকট্য লাভের ওছীলা মনে করিয়া লইয়াছে। অথচ, ছেলেদের দ্বারা যৌন আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করা কবীরা গুনাহ। কিন্তু হারাম কাজকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের ওছীলা বা পন্থা বলিয়া ধারণা করা ত মারাত্মক গোমরাহী ও কুফর।

১৮ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلٰى أُمَّتِيْ عَمَلُ قَوْمِ لُوْطٍ (مشكوة)

আমি আমার উম্মত সম্পর্কে যে সকল বিষয়ে আশঙ্কা বোধ করি তন্মধ্যে সর্বাধিক ভয়ানক বিষয় হইল 'কওমে লূতে'র কর্ম (অর্থাৎ পুরুষের সহিত পুরুষের যৌনমিলন)। (মেশকাত শরীফ, ৩১২ পৃষ্ঠা, তিরমিযী ইবনে মাজাহ্)

১৯ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাছ ও হযরত আবূ হুরায়রা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন :

مَلْعُوْنٌ مَّنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوْطٍ (مشكوة)

আল্লাহর লা'নতে নিপতিত ঐসব লোক যাহারা 'কওমে লূতে'র কর্ম করে। অর্থাৎ যাহারা ছেলেদের সঙ্গে অপকর্মে লিপ্ত হয়। (মেশকাত ৩১৩ পৃ.)

২০ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.) সমকামিতায় লিপ্ত ফায়েল ও মফউল অর্থাৎ অপকর্মকারী ও যাহার সহিত অপকর্ম করা হইয়াছে উভয় পুরুষের উপর দেওয়াল নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া দিয়াছেন।

২১ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন : যে ব্যক্তি কোন পুরুষের সহিত কুকর্মে লিপ্ত হয় অথবা নিজের স্ত্রীর পায়খানার রাস্তায় সহবাস করে, আল্লাহ্পাক তাহার প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে দেখিবেন না।

(মেশকাত ৩১৩ পৃষ্ঠা, তিরমিযী, আবূ দাউদ)

২২ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হযরত আবূ উমামা (রা.) বলেন, জনৈক যুবক হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর নিকট হাযির হইয়া আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে যিনার অনুমতি দিন। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বলিল, জ্বীহাঁ। হুযূর বলিলেন, কেহ যদি তোমার মায়ের সহিত যিনা করে তখন তোমার কেমন লাগিবে? সে বলিল, অত্যন্ত খারাপ লাগিবে, ঘৃণা লাগিবে, অসহ্য লাগিবে এবং আমার গায়রত তথা আত্মসম্মানবোধে প্রচণ্ড আঘাত লাগিবে।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন, তোমার খালা জীবিত আছেন? .... তোমার ফুফু জীবিত আছেন? ... তোমার সহোদরা বোন জীবিত আছে? এভাবে তিনি এক-একজন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলেন এবং বলিলেন, ইহার সহিত কেহ যিনা করিলে তোমার কাছে কেমন লাগিবে? সেও বারবার ঘৃণা, ক্রোধ ও গায়রত বা আত্মমর্যাদায় প্রচণ্ড আঘাতের কথা প্রকাশ করিতেছিল।

হুযূর বলিলেন : যাহারই সঙ্গে তুমি যিনা করিতে চাহিবে, নিশ্চয়ই সে কাহারও মা, খালা, ফুফু অথবা সহোদরা বোন হইবে। অতঃপর তিনি তাহার সীনার উপর হাত মারিয়া এই দোআ পাঠ করিলেন :

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ذَنْبَهُ وَطَهِّرْ قَلْبَهُ وَاَحْصِنْ فَرْجَهُ

(ابن کثیر عن مسند احمد عن ابی امامة رض)

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! তাহার গুনাহ্ মাফ করিয়া দিন। তাহার অন্তরকে 'পবিত্র' করিয়া দিন এবং তাহার লজ্জাস্থানকে আপনি পাপমুক্ত রাখুন। লোকটির উক্তি এই যে, ইহার পর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত কখনও যিনার খেয়ালও জাগে নাই তাহার অন্তরে। (তাফসীরে ইবনে কাছীর, মুসনাদে ইমাম আহমদ)

২৩ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

একবার নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত ওকাফ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলিলেন যে, কারফাছ নামের জনৈক আবেদ এক সমুদ্র তীরে তিনশত বৎসর যাবত এইভাবে এবাদত করিয়াছে যে, দিনের বেলায় রোযা রাখিত এবং রাতভর নামাযে দাঁড়াইয়া থাকিত। অতঃপর সে এক নারীর প্রেমে আক্রান্ত হইয়া উহার পরিণামে আল্লাহ্র সহিত কুফরে লিপ্ত হইল এবং সকল এবাদত-বন্দেগী বর্জন করিয়া দিল। অতঃপর আল্লাহ্পাক তাহার কোন এক আমলের বরকতে তাহাকে এই মুসীবত হইতে মুক্তি দান করিলেন। তাহার প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন এবং ক্ষমা করিয়া দিলেন।

অতঃপর হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম হযরত ওকাফকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ওকাফ! তুমি বিবাহ কর। অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের একজন হইবে।

এই হাদীছের শুরুতে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে–

شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَاَرَاذِلُ مَوْتَاكُمْ عُزَّابُكُمْ

তোমাদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট তাহারা যাহারা অবিবাহিত এবং তোমাদের মৃতদের মধ্যে সর্বনিকৃষ্ট তাহারা যাহারা অবিবাহিত ছিল এবং তিনি অবিবাহিত থাকার দরুন হযরত ওকাফকে 'শয়তানের ভাই' আখ্যা দিয়াছেন। তিনি আরও বলিলেন যে, নেক্কার-পরহেযগারদের উপর প্রয়োগের জন্য শয়তানের সবচাইতে বড় অস্ত্র হইল নারী। (অতঃপর হযরত ওকাফ (রা.) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যান)। (জমউল ফাওয়ায়েদ ৫৭১ পৃষ্ঠা)

ফায়দা : এই হাদীছে বিবাহের প্রতি উৎসাহিত করা হইয়াছে এবং বিবাহ না করার ক্ষতিকর দিকসমূহ বর্ণনা করা হইয়াছে। তবে অন্য হাদীছে বিবাহ করিতে অসমর্থ লোকদিগকে 'প্রতিকার স্বরূপ' রোযা রাখিতে বলা হইয়াছে।

২৪ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, সেই ব্যক্তি মিস্কীন সেই ব্যক্তি মিস্কীন যাহার স্ত্রী নাই। লোকেরা বলিল, যদিও সে

খুব সম্পদশালী হয়, তবুও? হুযূর বলিলেন, (হাঁ) যদিও সে খুব সম্পদশালী হয়, তবুও। অতঃপর তিনি এরশাদ করিলেন, সেই নারী মিস্‌কীন্, মিস্‌কীন্– যাহার স্বামী নাই। লোকেরা বলিল, যদিও সে খুব সম্পদশালীনি হয়, তবুও? হুযূর বলিলেন, (হাঁ) যদিও সে খুব সম্পদশালীনি হয়, তবুও।

২৫ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, দুনিয়া হইল ফায়দা লাভের দৌলত বা পূঁজি এবং দুনিয়ার উৎকৃষ্টতম দৌলত হইল নেককার স্ত্রী।

২৬ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, তোমরা নারীর স্রেফ রূপ-সৌন্দর্য কিংবা স্রেফ ধন-সম্পদ দেখিয়া বিবাহ করিও না। কারণ, ঐ রূপ-সৌন্দর্য তাহাকে অন্যায় কাজে লিপ্ত করিতে পারে এবং ধন-সম্পদ তাহাকে অহংকারী ও বদ্‌মেযাজী করিয়া দিতে পারে। অতএব, বিবাহের ক্ষেত্রে দ্বীনদারীকে তোমরা অগ্রগণ্য রাখ। অর্থাৎ দ্বীনদার মেয়ে বিবাহ করিও। (জমউল ফাওয়ায়েদ ৫৭১ পৃষ্ঠা)

২৭ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

مَنْ تَزَوَّجَ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الْاِيْمَانِ فَلْيَتَّقِ اللّٰهَ فِىْ نِصْفِ الْبَاقِىْ

যে ব্যক্তি বিবাহ করিয়াছে সে তাহার অর্ধেক ঈমান পূর্ণ করিয়া লইয়াছে। বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে সে যেন আল্লাহ্‌কে ভয় করিতে থাকে।

(জমউল ফাওয়ায়েদ ৫২৭ পৃষ্ঠা)

ফায়দা : বিবাহের দ্বারা মন-দিল্ শান্ত ও স্থির হয় এবং লজ্জাস্থানের হেফাযত সহজ হইয়া যায়। বস্, হিম্মত ও তাক্‌ওয়ার চেষ্টা-ফিকির রাখিবে, ইনশাআল্লাহ্ হেফাযতে থাকিবে।

২৮ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, মেয়েলোক যখন সম্মুখে আসে, শয়তানের ছূরতে আসে। (অর্থাৎ তাহার সম্মুখভাগ ও

পশ্চাৎভাগ অন্তর ও ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে)। অতএব, কোন নারীর উপর যদি কাহারও নজর পড়িয়া যায় (এবং তাহার প্রতি মন আকৃষ্ট হয়) তাহা হইলে স্বীয় স্ত্রীর সহিত সহবাস করিয়া নিবে। ইহার ফলে মনের কুচিন্তা দূরীভূত হইয়া যাইবে। (জমউল ফাওয়ায়েদ ৫৭১ পৃষ্ঠা)

অন্য একটি হাদীছে এতদসঙ্গে ইহাও বলিয়াছেন যে,

اِنَّ الَّذِىْ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِىْ مَعَهَا

'তোমার স্ত্রীর কাছে যাহা আছে তাহা ত অনুরূপই যাহা ঐ ভিন্ নারীর কাছে রহিয়াছে।'

২৯ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

مَنْ عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيْدًا

(كنز العمال ٤/ ١٨٠)

যে ব্যক্তি (মনে মনে কাহারও প্রতি) আসক্ত হইয়া পড়িল এবং তাহা গোপন রাখিল এবং পূত-পবিত্র থাকিল (অর্থাৎ না চোখের দ্বারা তাহার প্রতি নজর করিল, না হাতের দ্বারা তাহাকে পত্র লিখিল, না পায়ের দ্বারা তাহার গলিতে গমন করিল, না ইচ্ছাকৃতভাবে অন্তরের মধ্যে তাহার কল্পনা-জল্পনা করিল এবং সেই সংযম ও মনোবেদনা লইয়াই) সে মৃত্যুবরণ করিল। তবে ত সে শহীদ হইয়া গেল। (কানযুল উম্মাল ৪র্থ খণ্ড)

৩০ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

اَلنِّسَاءُ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ (رزين) (لِاَنَّهٗ يَصْطَادُ بِهِنَّ الرِّجَالَ وَيَجْعَلُهُنَّ اَسْبَابًا لِّاِغْوَائِهِمْ)

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, মেয়েরা শয়তানের জাল।

হাবায়েল শব্দের অর্থ জাল বা ফাঁদ। অর্থাৎ শয়তান মেয়েদের দ্বারা পুরুষদিগকে শিকার করে, তাহাদিগকে মতিভ্রষ্ট ও বিপথগামী করার জন্য নারীদিগকে 'উপকরণ' বানায়।

৩১ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক একটি হাদীছে-কুদ্‌ছীতে বর্ণিত হইয়াছে–

إِنَّ النَّظَرَ سَهْمٌ مِّنْ سِهَامِ إِبْلِيْسَ مَسْمُوْمٌ مَنْ تَرَكَهَا مَخَافَتِىْ أَبْدَلْتُهُ إِيْمَانًا يَجِدُ حَلَاوَتَهُ فِىْ قَلْبِهٖ (كنز العمال : ٢٣٨)

অর্থাৎ নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন যে, আল্লাহ্‌পাক বলেন, নজর শয়তানের তীরসমূহ হইতে একটি বিষাক্ত তীর। যে ব্যক্তি মনের আগ্রহ সত্ত্বেও আমার ভয়ে নজর ফিরাইয়া রাখিবে, ইহার বিনিময়ে আমি তাহাকে এমন তরতাজা ও পরিপক্ক ঈমান দান করিব যাহার 'সুমধুর লয্‌যত' সে তাহার অন্তর মাঝে অনুভব করিবে।

৩২ নং হেদায়েত : হাদীছ শরীফ

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন, যদি তোমাদের মধ্যে কাহারও কোন সুন্দরী নারীর উপর দৃষ্টি পড়িয়া যায় এবং তাহার দ্বারা মন প্রভাবিত হইয়া পড়ে, সে যেন স্বীয় স্ত্রীর কাছে চলিয়া যায়। অর্থাৎ তাহার সহিত সহবাস করিয়া নেয়।

فَإِنَّ الْبِضْعَ وَاحِدٌ وَّمَعَهَا مِثْلُ الَّذِىْ مَعَهَا

কারণ, উভয়েরই মেয়েলী অঙ্গ একই রকম। স্ত্রীর সঙ্গেও অনুরূপ জিনিসই আছে যাহা ঐ নারীর সঙ্গে আছে।

হযরত মাওলানা ইয়া'কূব নানূতবী (রহ.)-এর বাণী

তিনি বলেন, প্রত্যেক ক্ষেত্রে দৃষ্টিকে প্রয়োজন পরিমাণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চাই। স্বাদ লাভের স্তরের পিছনে না পড়া উচিত। কারণ, স্বাদ ও আনন্দের কোন শেষ নাই। অতএব, যে উহার পিছনে পড়িবে সে দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হইতে রেহাই পাইবে না। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি শুধুমাত্র প্রয়োজন মিটিয়া যাওয়াকে যথেষ্ট মনে করিবে, যখন তাহার প্রয়োজন পূরণ হইয়া যাইবে তাহার মন স্থির ও শান্ত হইয়া যাইবে।

অতএব, ভিন্ নারীর বিশেষ অঙ্গ স্বীয় স্ত্রীর বিশেষ অঙ্গের চেয়ে আদৌ শ্রেষ্ঠ নয়। উহার বিশেষ অঙ্গে ইহার বিশেষ অঙ্গ অপেক্ষা বেশি কোন কিছুই নাই। উভয়টির মধ্যে পার্থক্য করা শয়তানের কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয়।

এই কথাগুলি বলিয়াছেন হযরত মাওলানা ইয়া'কূব নানূতবী (রহ.), যাহা হযরত থানবী (রহ.) তাঁহার লিখিত আত্-তাশার্‌রুফের তৃতীয় খণ্ডে উল্লেখ করিয়াছেন।

বাল্আম ইবনে বাঊরা'র দৃষ্টান্তমূলক ঘটনা

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাছ রাযিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করিয়াছেন যে, শাম দেশে বাল্আম ইবনে বাঊরা নামক একজন নেতৃস্থানীয় আলেম ছিল। বাইতুল মোকাদ্দাসের সন্নিকটবর্তী কেন্আনের বাসিন্দা ছিল। কোন কোন বর্ণনামতে সে ছিল বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের লোক। ফেরাউন যখন দরিয়ায় ডুবিয়া ধ্বংস হইয়া গেল এবং হযরত মূসা (আ.) মিসর জয় করিলেন তখন বনী ইসরাঈলের প্রতি হযরত মূসা (আ.)-এর নেতৃত্বে কওমে জাব্বারীনের সহিত জেহাদ করার আদেশ অবতীর্ণ হইল। ইহাতে জাব্বারীন সম্প্রদায়ের লোকেরা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া দলবদ্ধভাবে বাল্আম ইবনে বাঊরার নিকট গমন করিল এবং তাহার নিকট দোআর আবেদন করিল যে, আল্লাহ্পাক যেন হযরত মূসা (আ.)-এর বাহিনীকে আমাদের সহিত মোকাবিলা হইতে ফিরাইয়া লইয়া যান।

বাল্আম ইবনে বাঊরার 'ইছমে আ'যম' জানা ছিল। ইহা দ্বারা যেই দোআই করিত, কবূল হইয়া যাইত। বাল্আম বলিল, আফসোস! তিনি ত আল্লাহর নবী। তাঁহার সহিত আল্লাহর ফেরেশতাগণও রহিয়াছেন। কিভাবে আমি তাঁহার বিরুদ্ধে বদদোআ করিতে পারি? ইহার পরিণামে ত আমারই দ্বীন-দুনিয়া সব ধ্বংস হইয়া যাইবে।

তাহারা যখন নাছোড় হইয়া বারবার আবদার করিল তখন সে বলিল, আচ্ছা! আমি আল্লাহ্র নিকট হইতে এই ধরনের দোআ করার অনুমতি নিয়া নিতেছি। অতঃপর সে এস্তেখারা বা কোন আমল করিল। উহার উত্তরে তাহাকে হেদায়েত দেওয়া হইল যে, সে যেন কিছুতেই এরূপ না

করে। অতএব, সে তাহাদিগকে বলিয়া দিল যে, আমাকে বদদোআ করিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

অতঃপর ঐ জাব্বারীন কওমের লোকেরা তাহার নিকট বড় ধরনের হাদিয়া পেশ করিল। প্রকৃতপক্ষে তাহা ছিল ঘুষ। সে উক্ত হাদিয়া গ্রহণ করিল। ঐ লোকগুলি তাহার পিছনে লাগিয়া থাকিল। ঐদিকে তাহার বিবিও তাহাকে উক্ত ঘুষ গ্রহণের পরামর্শ দিয়াছিল। ফলে সে স্ত্রী ও মালের মহব্বতে অন্ধ হইয়া গেল এবং হযরত মূসা (আ.) ও বনী ইসরাঈলের বিরুদ্ধে বদদোআ শুরু করিয়া দিল।

ঐ সময় আল্লাহ্‌পাকের অপার কুদরতের এক আশ্চর্য মহিমা এই প্রকাশ পাইল যে, সে তাহার মুখে হযরত মূসা (আ.) ও তাঁহার বাহিনীর বিরুদ্ধে যত রকম বদ্‌দোআই করিত তাহা হযরত মূসা (আ.)-এর বিরুদ্ধে না হইয়া সব ঐ জাব্বারীন কওমের বিরুদ্ধেই বাহির হইত। ফলে কওমে-জাব্বারীনের লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল যে, তুই ত আমাদেরই বিরুদ্ধে বদদোআ করিতেছিস্‌। বাল্‌আম বলিল, আমি কি করিব, আমার যবান যে আমার আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। উহার পরিণতি এই হইল যে, আল্লাহর পক্ষ হইতে ধ্বংসলীলা ঐ কওমকে গ্রাস করিল। আর বাল্‌আমের উপর এই আযাব আসিল যে, তাহার জিহ্বা লম্বা হইয়া তাহার বুকের উপর ঝুলিয়া পড়িল। কোরআনে-হাকীম সেই আযাব সম্পর্কেই বলিতেছে :

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ

(پاره ۹، سورة الاعراف، ركوع ۲٦)

"ফলে তাহার (অর্থাৎ বাল্‌আমের) অবস্থা কুকুরের মত হইয়া গেল; কুকুরের উপর তুমি বোঝা তুলিয়া দিলেও সে হাঁপাইতে থাকে, আর উহাকে (এমনিতে) ছাড়িয়া দিলেও সে হাঁপাইতে থাকে।"

(পারা ৯, সূরাহ্ আ'রাফ্, রুকূ' ২২)

অতঃপর বাল্‌আম বলিল, হে আমার কওম! হে আমার সম্প্রদায়! আমার ত দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। তবে আমি তোমাদিগকে এমন একটি কৌশল বলিয়া দিতেছি যাহা দ্বারা তোমরা মূসা

(আ.) ও তাঁহার বাহিনীর উপর বিজয় লাভ করিতে পারিবে। তাহা এই যে, তোমাদের সুশ্রী-সুন্দরী মেয়েদিগকে সাজাইয়া বনী ইসরাঈলের লশ্‌করের মধ্যে পাঠাইয়া দাও। তাহারা মুসাফির। বহুদিন হইতে তাহারা ঘরের বাহিরে আছে। এই কৌশলের ফাঁদে পড়িয়া ইহারা যদি সুশ্রী মেয়েদের সহিত অপকর্মে লিপ্ত হয় তাহা হইলে ইহাদের উপর আল্লাহ্‌র কহর ও আযাব নাযিল হইবে। অতঃপর কিছুতেই ইহারা বিজয়ী হইতে পারিবে না।

বাল্‌আমের এই শয়তানী ফন্দি বনী ইসরাঈলের পসন্দ লাগিল। ইহার ফলে বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি অপকর্মের শিকার হইল। হযরত মূসা আলাইহিস্‌ সালাম বিরত রাখার জন্য অনেক বুঝাইয়াছেন। কিন্তু সে মানে নাই। ইহার পরিণামে প্লেগের কঠিন আযাব অবতীর্ণ হইল এবং সত্তর হাজার বনী ইসরাঈল মারা গেল। অতঃপর যে দুইজন অপকর্মে লিপ্ত হইয়াছিল তাহাদের উভয়কে কতল করিয়া শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে সকলের দর্শনীয় এক স্থানে লটকাইয়া রাখা হইল। সকলে তওবা করিল। তখন এই আযাব উঠাইয়া নেওয়া হইল।

এশ্কে-মাজাযী বা কামুক সম্পর্ক সম্বন্ধে গ্রন্থকারের পক্ষ হইতে ব্যাখ্যাসহ

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত
হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর
কতিপয় মহামূল্যবান ও মহোপকারী উপদেশবাণী

মালফূয (উপদেশবাণী) নং ১

এশ্কে-মাজাযী (অসৎ সম্পর্ক) আল্লাহর আযাব। ইহার ফলে দুনিয়াতেই আত্মা নেহায়েত পেরেশান ও অশান্তিপীড়িত থাকে। ঘুম হারাম হইয়া যায়। সর্বক্ষণ ঐ প্রিয়জনের জল্পনা-কল্পনা হৃদয়-মনকে পীড়া দিতে থাকে। দোযখীদের মত না মউত, না যিন্দেগী– এমন এক অশান্তির আগুনে সর্বদা জ্বলিয়া মরিতে হয়। দোযখীদের সম্পর্কে কোরআন শরীফে বলা হইয়াছে–

لَا يَمُوْتُ فِيْهَا وَلَا يَحْيٰى

"জাহান্নামের মধ্যে মরিবেও না, বাঁচিবেও না।"

হায়াত ও মউতের মধ্যে টানাটানির কি এক জঘন্য ও অবর্ণনীয় যিন্দেগী হইবে দোযখীদের। 'দোযখীদের আবাসস্থল দোযখ'-এর প্রভাব-প্রতিক্রিয়া ও নিদর্শনাবলী কামুক প্রেমে আক্রান্ত পাপীদের জীবনে আত্মিক ও মানসিক জ্বালা-যন্ত্রণা, কষ্ট-পেরেশানী ও বিভিন্ন শারীরিক রোগের আকারে দুনিয়াতেই প্রকাশ পাইতে শুরু করে। এই মর্মে অধমের একটি উপদেশমূলক ছন্দ শুনুন :

حسینوں سے جسے پالا پڑا ہے   اسے بس سنکھیا کھانا پڑا ہے

যে ব্যক্তি সুশ্রীদের ফাঁদে পড়িয়াছে, তাহাকে ত বিষ পান করিতেই হইয়াছে।

সুশ্রীদের ফান্দে পড়িল যেজন
নিশ্চয় বিষ পান করিল সেজন।

–৪

ইহার অর্থ এই যে, অবৈধ পথে কাম্য সুশ্রী লোকটির সঙ্গে যদি মিলন হয় তবে লোলুপ প্রেমিক অত্যাগ্রহে এত বেশি মাত্রায় বীর্যপাত করে যে, উহার ফলে ইহাদের অধিকাংশই একেবারে নামরদ (নপুংসক) হইয়া যায়। অতঃপর ডাক্তার ও হাকীমদের কাছে গিয়া খোশামোদ করিতে হয়। হাকীমী দাওয়াখানার কোশ্তায়ে-ছংখিয়া প্রভৃতি দাওয়াই সেবন করিতে বাধ্য হয়। ইহাতেও যদি ফলোদয় না হয় তখন আত্মহত্যা করিয়া মরে। আর যদি কাম্যজনের সহিত মিলন না হয়, তবে সর্বদা বিচ্ছেদ আর বিরহের মধ্যে থাকে, এই আগুনেই জ্বলিয়া-পুড়িয়া তড়পাইতে তড়পাইতে কুকুরের মত মৃত্যুবরণ করে। এজন্যই হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) বলিয়াছেন যে, যখন কোন অগ্নিলাল চেহারার উপর নজর পড়িয়া যায় তখন ঐ অগ্নিলাল চেহারার রূপ-সৌন্দর্যকে আগুন মনে করিয়া পড়–

رَبَّنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'হে আল্লাহ! এই আগুনের আযাব হইতে আমাকে বাঁচাও।'

دیکھ مت ان آتش رخوں کو تو زنہار

پڑھ ربنا وقنا عذاب النار (مجذوب رح)

দেখিও না কভু তুমি
অগ্নিলাল ঐ মুখের পানে,
বাঁচাও আল্লাহ মোদের তুমি
পুড়ে না যাই ওই আগুনে।

স্বচক্ষে দেখা একটি শিক্ষণীয় ঘটনা

একদা আমি এক দোকানদার সুকণ্ঠ কবিকে অত্যন্ত দুশ্চিন্তাগ্রস্ত দেখিতে পাইলাম। তাহার দোকান দেখিলে মনে হয় কোন এক ধূলা-মাটির আড়ত। অগুছালো। অপরিচ্ছন্ন। মালপত্রহীন। মাথার চুলগুলি পাগলদের মত এলোমেলো। অতিমাত্রায় নিদ্রাহীনতার কারণে চক্ষুদ্বয় শুষ্ক, শ্রীহীন ও ভিতরে ধ্বসিয়া গিয়াছে। আমাকে দেখিয়া দোকানের ভিতর ডাকিয়া আনিল এবং বলিল, আমি অত্যন্ত পেরেশান, হতাশাগ্রস্ত। দোকানপাট ধ্বংস হইয়া যাইতেছে। কোন কাজেই আমার মন বসে না।

کیا دل لگے گا اس کا کسی کاروبار میں
دل پھنس گیا ہو جس کا کبھی زلف یار میں

কিরূপে বসিবে মন
কভু ধর্মে-কর্মে
ফাঁসিয়াছে হৃদয় যার
কারো রূপের মর্মে।

রাতভর ঘুম হয় না। দোকান ধ্বংস হওয়ার কারণে ছেলে-মেয়েদের ভূখা-নাঙ্গা থাকিতে হইতেছে। আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে আমাকে কোন আল্লাহওয়ালার নিকট নিয়া চলুন; যেখানে আমি একটু শান্তি লাভ করিতে পারি।

আমি বলিলাম, ব্যাপার কি? এত পেরেশানীর মূল কারণ ত আমাকে খুলিয়া বল। সে বলিল, আমি এশ্‌কে-মাজাযীতে (অসৎ প্রেমে) আক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি।

অতঃপর আমি ত পাকিস্তানে চলিয়া আসিয়াছি। জানি না সেই বেচারা আজ কি হালে আছে।

এ বিষয়ে আমার একটি ছন্দ আছে :

ہر عشق مجازی کا آغاز برا دیکھا
انجام کا یا اللہ کیا حال ہوا ہوگا

অসৎ প্রেমের যাত্রাপথেই
কত যে দুর্গতি!
আল্লাহ্ জানে কত কঠিন
উহার পরিণতি!

দ্বিতীয় ঘটনা

জনৈক জমিদারের ছেলের ঘটনা। পাগলের মত আকৃতি। ঝাড়ুখাওয়া লোকের মত চেহারায় অপমানের চিহ্ন। এই যিল্লতিপূর্ণ চেহারায় এক দাওয়াখানায় দাওয়া-চূর্ণ তৈরি করিতেছিল। তাহার পিতাকে দেখিলাম সুইপারের ন্যায় ছেঁড়া ও ময়লা পোশাকে ভিক্ষা করিয়া ফিরিতেছে। স্থানীয়

বন্ধুগণ আমাকে জানাইল যে, এই পিতা এক সময় বড় আমীর ছিল। সিঙ্গাপুর-মালয়েশিয়া হইতে মাল আমদানী করিয়া লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করিয়াছে। তাহার এই কুলাঙ্গার পুত্র যে এখন দাওয়া চূর্ণ করার চাকুরী করিতেছে, সে-ই তাহাকে পথে বসাইয়া দিয়াছে। সে 'এশ্‌কে মাজাযী'তে (অসৎ প্রেমে) লিপ্ত ছিল। একবার ধরা পড়িল। খুব জুতাপেটা হইয়া জেলে গেল। তাহাকে জেল হইতে মুক্ত করিতে গিয়া উপার্জিত সমুদয় টাকা-পয়সা ও জমিদারী সব শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন উভয় বাপ-বেটা ও তাহাদের পরিবারের লোকজন চরম অপমান ও দুর্দশার মধ্যে জীবনযাপন করিতেছে।

তৃতীয় ঘটনা

জনৈক ডাক্তারের এক পুত্র লন্ডন হইতে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিগ্রী লাভ করিয়া আমার নিকট আসিল এবং বলিল, লন্ডনে আমি কামজ প্রেমের শিকার ছিলাম। আমি সম্পূর্ণ নামরদ (পুরুষত্বহীন) হইয়া গিয়াছি। বহু চিকিৎসা করাইয়াছি। কোন উপকার হয় নাই। আব্বা আমাকে বিবাহ করাইয়াছেন। মেয়েটি আমাকে পুরুষত্বহীন দেখিয়া নিরাশ হইয়া তালাক গ্রহণ করিয়াছে। এখন মুখ ঢাকিয়া ঘরের মধ্যে থাকিতেছি। চতুর্দিক হইতে শুধু মৃত্যু আর মৃত্যু দেখিতেছি। কিন্তু, মৃত্যুও তো আসে না।

আল্লাহ্‌পাক বলিয়াছেন, দোযখীরা চতুর্দিক হইতে মৃত্যু আসিতে দেখিবে, কিন্তু তাহারা মরিতেও পরিবে না।

হযরত থানবীর মালফূয নং ২

হযরত থানবী বলেন, ছেলেদের অসৎ প্রেম অন্তরকে মেয়েদের প্রতি প্রেম অপেক্ষা বেশী কলুষিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন করে। কারণ, মেয়েলোক ত কখনও বিবাহের পর হালাল হইতে পারে। কিন্তু পুরুষ ত কোন পুরুষের জন্য কখনও হালাল হইতে পারে না। এজন্য পুরুষে-পুরুষে অবৈধ সম্পর্কের কলুষ-কালিমা খুবই জঘন্য হইয়া থাকে।

মালফূয নং ৩

যদি কোন শিশুছেলে বা শিশুমেয়ের প্রতিও মনে খারাপ আকর্ষণ জাগে, যাহার লক্ষণ এই যে, তাহাকে কোলে নিয়া আদর করিলে তাহার প্রতি যৌনউত্তেজনা অনুভব হয়, তবে তাহাকে দেখা বা স্পর্শ করাও হারাম।

মালফূয নং ৪

যে দুইজন পরস্পর অপকর্মে লিপ্ত হয়, তাহারা উভয়ই উভয়ের নজরে চিরঘৃণিত ও চির অপমানিত থাকে।

মাল্ফূয নং ৫

যাহার চেহারা, চোখের ধরন, চাহনীর ভঙ্গি বা কথার দ্বারা অন্তরে যৌনস্বাদ অনুভব হয়, এমনকি তাহার প্রতি হালকা-হালকা ভাবেও যদি মন আকৃষ্ট হয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিকট হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া চাই।

মালফূয নং ৬

যখন কাহারও প্রতি আকর্ষণ ও প্রেমাসক্তির সূচনা হয়, খোদায়ী এই কহর ও গযবকে (تَمُوِيْه) 'অশনিসংকেত' বা 'বিপদ সংকেত' বলা হয়। শয়তান ঐ চেহারা ও আকৃতিকে প্রকৃত অবস্থা অপেক্ষা কয়েকগুণ বেশি সুশ্রী সুন্দর ও কমনীয় করিয়া দেখায়। ফলে এমনকি তাহার চোখযুগলের মধ্যেও সে শত ধরনের আকর্ষণ দেখিতে পায়। কিন্তু যখন তাহার সহিত পাপে লিপ্ত হয় তখন সেই সুশ্রী আকৃতিকেই বিশ্রী, কদাকার ও ঘৃণাযুক্ত মনে হয়। অর্থাৎ পাপে লিপ্ত হওয়ার পর তাহা আর বাকী থাকে না। ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, ইহা কেবলমাত্র শয়তানের শয়তানী কারসাজির প্রতিক্রিয়া। ফটোগ্রাফারদের ন্যায় শয়তানের পক্ষ হইতে আলোক বিচ্ছুরণের ফলে উক্ত চেহারার মধ্যে একটা মোহনীয় সৌন্দর্য প্রতিভাত হয়।

আর যখন কোন ছূরতের প্রেমাসক্তি, অবৈধ সম্পর্ক ও বিপথগামীতা হইতে মুক্তি লাভ হয় উহাকে تَنْبِيْه ('সজাগকরণ' 'চৈতন্য বা সুমতি প্রদান') বলে।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

گر نماید غیر ہم تمویہ اوست - ور رود غیر از نظر تنبیہ اوست

যদি আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কাহারও প্রতি প্রবল প্রেমানুরাগ জাগে তবে ইহা আল্লাহর পক্ষ হইতে তোমার উপর এক বিপজ্জনক পরীক্ষা চলিতেছে। আর যদি অন্যের প্রতি অন্যায় অনুরাগ ও আসক্তি হইতে রেহাই মিলিয়া যায় তবে বুঝিতে হইবে যে, আল্লাহ্পাকই তোমাকে সজাগ করিয়া দিয়াছেন। সুমতি ও সচেতনতা প্রদান করিয়া তিনিই তোমার মুক্তি ও সুরক্ষার পথ করিয়া দিয়াছেন।

পরম শ্রদ্ধেয় হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) উক্ত ফার্সী-ছন্দের ব্যাখ্যায় বলেন : মানুষ যখন কোন চেহারা-ছূরতের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং উহা তাহার অন্তরে বদ্ধমূল হইয়া যায়, তখন যদিও সে মুখে লা-হাওলা পড়ে কিংবা সূরায়ে ফাতেহা পড়িয়াও দম করে, কিন্তু যেহেতু এই প্রেমিক ঐ ভালোলাগা লোকটিকে পাওয়ার জল্পনা-কল্পনা হইতে হৃদয়-মনকে মুক্ত করে না এবং দৃঢ় মনোবল ও দৃঢ় সংকল্পের সহিত মুক্ত করিতে চায়ও না, ফলে তাহার অবস্থা হয় ঠিক কবির এই কবিতার মত–

سبحہ بر کف توبہ بر لب دل پر از ذوق گناہ

معصیت را خندہ می آید ز استغفار ما

অর্থ : হাতে তস্‌বীহ্, মুখে তওবা। আর অন্তর পাপাসক্তিতে ভরপুর। এরূপ তওবা-এস্তেগফার দেখিয়া পাপ নিজেই পাপীর প্রতি হাসিয়া মরে!

অতএব, তাহার আস্‌তাগ্‌ফিরুল্লাহ্ ও আঊযুবিল্লাহ কার্যকর না হওয়ার কারণই হইতেছে তাহার মনের অস্বচ্ছতা ও এখলাছহীনতা। অর্থাৎ যেহেতু সে আন্তরিকভাবে তাহাকে ছাড়িতে চায় না, এ কারণেই তাহার দোআ-ওযীফার কোন ফলোদয় হয় না। অন্যথায় আল্লাহ্‌পাকের শান্ ত এই যে–

يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ

"তিনি দুঃখগ্রস্তের ডাকে সাড়া দেন যখনই সে তাকে ডাক দেয়।"

এবং তিনি আরও বলিয়াছেন–

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যাহারা আমার জন্য কষ্ট স্বীকার করিবে, অবশ্য-অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য আমার (সন্তুষ্টির) পথসমূহ খুলিয়া দিব।"

মোটকথা, যদি কাহারও চেহারা-ছূরত প্রয়োজনের চেয়ে বেশি সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হয় যাহার ফলে জ্ঞান-বুদ্ধির সুস্থিরতা নষ্ট হয় এবং দ্বীন-ঈমানের ক্ষতিসাধন হয়, তবে ইহাকে تَمْوِيه 'বিপদ সংকেত' বলা হয়। আর যদি এরূপ পরীক্ষামূলক পরিস্থিতি বা অবস্থা হইতে মুক্তি লাভ হয় তবে উহাকে আল্লাহর পক্ষ হইতে تَنْبِيه ('চেতনা প্রদান', জাগৃতি প্রদান বা 'সুমতি প্রদান') বলা হয়।

এখানে আসিয়া হযরত থানবী লিখিয়াছেন যে, বর্তমানে আমি এক (تَمْوِيَه) বিপদ সংকেত ও পরীক্ষার সম্মুখীন আছি এবং তাহা হইতে মুক্তির জন্য (تَنْبِيَه) 'চৈতন্য ও জাগৃতি' লাভের দোআ চাহিতেছি। আয় আল্লাহ! রহম করুন, করম করুন। হে পাঠকবৃন্দ! আপনারাও আমার জন্য দোআ করুন যেন যেকোন পরীক্ষামূলক পরিস্থিতি হইতে নাজাত হাসিল হয়। এবং নাজাত লাভের পর হেফাযত ও নিরাপদ থাকার জন্য এবং মৃত্যুর পর মাগফেরাতের জন্যও দোআ করিবেন।

اَللّٰهُمَّ نَجِّ اَشْرَفَ عَلِىْ وَاحْفَظْ اَشْرَفَ عَلِىْ وَاغْفِرْ لِاَشْرَفَ عَلِىْ - اٰمِيْن

হে আল্লাহ! আপনি আশরাফ আলীকে মুক্তি দান করুন, আশরাফ আলীকে হেফাযত করুন, আশরাফ আলীকে ক্ষমা করিয়া দিন। আমীন।

(কালীদে মছ্নবী, দফতরে শশম, ২২৫–২২৬ পৃষ্ঠা)

বিশেষ সতর্কতা

খবরদার! খবরদার! আল্লাহ্র ওলীদের পরীক্ষা ও পরীক্ষামূলক অবস্থাকে নিজেদের অবস্থার মত মনে না করা চাই।

کار پاکاں را قیاس از خود مگیر

পবিত্রাত্মাদিগকে নিজেদের মত ধারণা করিও না (ইহা কঠিন অপরাধ)। হাঁ, তাঁহাদের এরূপ উক্তি বা ভয়ের অবস্থা শুনিয়া উপদেশ গ্রহণ করা চাই এবং আল্লাহকে ভয় করিতে থাকা চাই। নিজের তাক্ওয়া-পরহেযগারীর উপর কখনও গর্ববোধ করিবে না, উহার উপর কোন আস্থা ও ভরসা রাখিবে না এবং আল্লাহ্পাকের নিকট হেফাযত ও আশ্রয় প্রার্থনা করিতে থাকিবে।

এশ্কে-মাজাযী (অসৎ প্রেম) সম্পর্কে হযরত মাওলানা রূমী (রহ.)-এর অমূল্য বাণী (মস্নবী শরীফ হইতে)

অমূল্য বাণী– ১ کودکے از حسن شد مولائے خلق

بعد پیری شد خرف رسوائے خلق

অর্থ: যে ছেলেটি আজ অল্প বয়সে সৌন্দর্য ও লাবণ্যময়তার কারণে লোকদের নজরে বড় প্রিয় ও পূজনীয় হইয়া আছে, যে-ই দেখে সে-ই বলে, আস হে আমার বাদশাহ! আস হে প্রিয় চাঁদ! হে আমার প্রাণ-সিংহাসনের অধিপতি– ইত্যাদি। এই ছেলেটিই যখন বৃদ্ধ হইয়া সম্মুখে আসিবে তখন তাহাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিবে, খুবই ঘৃণিত মনে করিবে। বস্তুত: চেহারার রূপ-লাবণ্য তো অতি ক্ষণস্থায়ী, অচিরেই যাহা নিঃশেষ হইয়া যাইবে।

অমূল্য বাণী– ২

ہیچوامردکز خدا نامش دہند
تابدیں سالوس دردامش کنند

দাড়ি-মোচবিহীন সুশ্রী বালক-তরুণের সৌন্দর্যে প্রভাবিত হইয়া কামজপ্রেমিক তাহাকে 'আমার মনিব', 'রূপের রাজা', 'সেরা সুন্দর' প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করে, যাহাতে এসব প্রশংসার দ্বারা প্রভাবিত করিয়া তাহাকে স্বীয় কু-মতলবের জালে আটকাইতে পারে।

অমূল্য বাণী– ৩

چوں بہ بدنامی برآید ریش او
ننگ دارد دیو از تفتیش او

'অমুকের শিকার', 'অমুকের প্রিয়জন' ইত্যাকার বদনামি সহ কিছুদিন পর এই সুদর্শন বালকটি যখন দাড়ি-মোচওয়ালা হইয়া যায় তখন তাহার প্রেমিকেরা এদিক-সেদিক সরিয়া যাইতে থাকে। যাহার তারুণ্যের মোহনীয়তায় অল্প বয়েসকালে সেবা-যত্নের জন্য প্রেমিকদল আগে-পিছে কেবলই ভিড় করিত, আজ তাহার এই বার্ধক্যপীড়িত ছূরত দেখিয়া শয়তান এবং ভূত-প্রেতও তাহার ভালো-মন্দ হাল-অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতে লজ্জা ও ঘৃণাবোধ করিতেছে।

অমূল্য বাণী– ৪

چوں رودنور وشود پیدا دخاں
بفسرد عشق مجازی آں زماں

দাড়ি-মোচ গজাইয়া চেহারার সৌন্দর্যের আভা যখন নিভিয়া যায় এবং চেহারা জুড়িয়া কালো ধোঁয়া উড়িতে থাকে (এমনকি, দাড়ি চাঁছিয়া ফেলা

সত্ত্বেও সমগ্র মুখমণ্ডল খানিকটা কালো কালো দেখা যায়) তখন তাহার প্রেমিকদের প্রেমের বাজারও ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

অমূল্য বাণী– ৫ وعدہا باشد حقیقی دلپذیر

وعدہا باشد مجازی تاسہ گیر

আল্লাহ্‌পাক মোমেনদেরকে আপন দীদার ও জান্নাতের যে-সকল বাস্তব প্রতিশ্রুতি শুনাইয়াছেন উহার ফলে আল্লাহ্‌র ওলীগণ ও সত্যিকার মোমেনদের অন্তর-আত্মা কত না শান্তি প্রাপ্ত। এক অনাবিল স্বর্গীয় স্বাদে কত না পরিতৃপ্ত।

পক্ষান্তরে ক্ষণস্থায়ী ধ্বংসশীল রূপ-লাবণ্যকে শয়তানী কারসাজি বলে খুব রঙচঙা ও চাকচিক্যময় দেখাইয়া শয়তান যাহাদেরকে এশ্‌কে-মাজাযীতে (কামজ প্রেমে) আক্রান্ত করিয়া বোকা বানাইয়া দেয়, তাহাদের অন্তরের অশান্তি ও পেরেশানীর কোন অন্ত থাকে না। যাহার ফলে খোদ এ পথের প্রেমিকদেরকে অনেক কাঁদিতে হয়।

একটি ঘটনা

একবার এশ্‌কে-মাজাযীর (কামজ প্রেমের) শিকার কালো-বর্ণের এক ডাক্তার সাহেব আমার মোর্শেদ হযরত শাহ্ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.)-এর দরবারে হাযির হইল এবং বলিল, হযরত! রাতভর ঘুম আসে না। বিরাট এক মানসিক অশান্তি-অস্থিরতা আমাকে ঘিরিয়া রাখে।

আমি ভাবিলাম যে, সত্যি এশ্‌কে-মাজাযী আল্লাহর আযাব। তাই ত লোকটা কিরূপ তড়পাইতেছে। আর আল্লাহপ্রেমিকগণ কত সুখে-শান্তিতে আছেন। নিজের 'মাহবূবে-হাকীকী' আল্লাহকে সর্বদা সাথে পাইতেছেন। কখনও আদৌ কোন বিচ্ছেদ নাই, বিরহ নাই।

অমূল্য বাণী– ৬ زیں سبب ہنگامہا شد کل ہدر

باشد ایں ہنگامہ ہردم گرم تر

যেহেতু দুনিয়াবী মা'শূকদের সৌন্দর্য ক্ষণস্থায়ী হয়, তাই কিছুদিনের মধ্যেই তাহাদের আশেকদের এশ্‌কের বাজার কোলাহলহীন হইয়া যায়

এবং নিঃশেষিত সৌন্দর্যের ধ্বংসলীলা দেখিয়া অতীত দিনগুলিকে বরবাদ করার জন্য দুঃখভরা প্রাণে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিতে থাকে। ইহার বিপরীতে আল্লাহ্‌র আশেকগণ যেহেতু চিরসুন্দর ও চিরঞ্জীব সত্তার মহব্বতে সদা উন্মত্ত ও সরগরম থাকে, তাই তাহাদের প্রেমের বাজার সর্বদাই সতেজ ও কোলাহলময় থাকে।

অমূল্য বাণী– ৭

رنگ تقوی رنگ طاعت رنگ دیں
تا ابد باقی بود بر عابدیں

তাক্‌ওয়া-পরহেযগারী, এবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনদারীর রঙ আল্লাহ্‌র আশেকদের আত্মা ও হৃদয়ে চির সজীব থাকে এবং তাহাদের রূহ্ আল্লাহর মহব্বতের লয্‌যতে সদা উৎফুল্ল ও পরিতৃপ্ত থাকে। এমনকি, অচিরেই তাহারা বেহেশতে পৌঁছিয়া চির সুখ ও চির আনন্দময় জীবন লাভে ধন্য হইবে।

অমূল্য বাণী– ৮

رنگ شک رنگ کفران ونفاق
تا ابد باقی بود بر جان عاق

পক্ষান্তরে আল্লাহর দ্বীন ও আল্লাহর হুকুম সম্পর্কে নানাহ সন্দেহ-সংশয়, কুফরী এবং মোনাফেকীর কুৎসিত রঙও পাপিষ্ঠদের কলুষিত আত্মায় সদা বিদ্যমান থাকে। এমনকি, যদি তওবা না করিয়া মরে তবে তাহাদের এই রঙই তাহাদিগকে জাহান্নামে লইয়া যাইবে।

অমূল্য বাণী– ৯

عشق را با حی با قیوم دار
عشق با مردہ نباشد پائیدار

হে লোক সকল! তোমরা চিরঞ্জীব-চিরসুন্দর আল্লাহর সঙ্গে প্রেম কর –যিনি সমস্ত জগতসমূহের হেফাযতকারী ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। যদি তুমি তাহার সহিত প্রেম স্থাপন কর তবে ত তিনি তোমার আরও অধিক রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন, আরও বিশেষভাবে তোমার প্রতি নজর রাখিবেন। আর যাহারা নিজেরাই মরিয়া যাইবে তাহাদের উপর মরিয়া তোমরা কি পাইবে?

মরণশীলদের সহিত প্রেম স্থায়ী হয় না, টিকিয়া থাকিতে পারে না। হযরত খাজা আযীযুল হাসান মজযূব (রহ.) এই মর্মেই বলেন–

ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے

হায়! তোমার জীবনের উপর তুমি কত বড় যুলম করিতেছ যে, যাহারা মরিয়া ধ্বংস হইয়া যাইবে তুমি তাহাদের উপর মরিতেছ। তোমার নজর, তোমার রুচি উন্নত নয়; বরং অতি নীচু। কারণ, তুমি ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্যধারীদের প্রেমের শিকার হইয়াছ।

نکالو یاد حسینوں کی دل سے اے مجذوب
خدا کا گھر پئے عشق بتاں نہیں ہوتا

হে খোদা-অন্বেষী! সুশ্রী বালক-তরুণ ও নারীর জল্পনা-কল্পনা এবং ভালবাসা হইতে তোমার হৃদয়কে তুমি পবিত্র কর। কারণ, হৃদয় ত আল্লাহ্‌র ঘর। আল্লাহ্‌র ঘর এসব মূর্তিপ্রেমের আড্ডাখানা হইতে পারে না।

অমূল্য বাণী– ১০ عشق آں بگزیں کہ جملہ انبیا
یافتند از عشق او کار و کیا

ঐ সত্তার সঙ্গে ভালোবাসা কর যাহার সহিত ভালবাসা করিয়া সমস্ত নবী-রাসূলগণ দোনো-জাহানে সেই ভালবাসার বদৌলতে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী হইয়াছেন।

অমূল্য বাণী– ১১ عشق زندہ در رواں و در بصر
ہر دمے باشد ز غنچہ تازہ تر

আল্লাহ্‌প্রেম আল্লাহ্‌প্রেমিকদের অন্তর-আত্মায় এবং শিরায়-শিরায় রক্ত প্রবাহের সহিত প্রবাহিত হয়। আল্লাহ্‌প্রেমের যে নূর তাহাদের অন্তরে বিদ্যমান থাকে তাহার প্রতিচ্ছবি তাহাদের চোখের ভিতরও অনুভব করা যায়। যেমন কবি বলেন–

تاب نظر نہیں تھی کسی شیخ و شاب میں
ان کی جھلک بھی تھی مری چشم پر آب میں

যুবা-বৃদ্ধ কাহারও কোন শক্তি ছিল না আমার চোখের উপর দৃষ্টি করিবার। কারণ, আমি যখন আল্লাহ্প্রেমে কাঁদিতেছিলাম তখন আমার অশ্রুপূর্ণ চোখে আল্লাহ্র নূরের তাজাল্লী বিদ্যমান ছিল।

جو نکلی آہیں تو حور بن کر جو نکلے آنسو تو بن کے گوہر

یہ کون بیٹھا ہے میرے دل میں یہ کون چشم پر آب میں ہے

আল্লাহ্প্রেমের জ্বালায় যখন আমি বেদনাময় 'আহ' শব্দ করি, আমার মাহ্বূবের দরবারে আমার সেই 'আহ্' হূরের মর্যাদা লাভ করে। যখন আমি আল্লাহ্র জন্য কাঁদি, 'আল্লাহ্প্রেম' আমার প্রতিটি অশ্রুবিন্দুকে মণি-মুক্তা বানাইয়া দেয়। হায়! কে আসীন আমার জ্বালাময় প্রাণে? কে আসীন আমার অশ্রুপূর্ণ নয়নে?

তাই, আল্লাহর আশেকগণ সর্বক্ষণ ফুলের তাজা ডালের চেয়েও বেশী আনন্দমত্ত ও প্রফুল্লচিত্ত থাকে। এশ্কে-বাকী কী খুশী বাকী, আওর এশ্কে-ফানী কী খুশী ফানী– অর্থাৎ চিরঞ্জীবের সহিত ভালবাসার আনন্দও চিরসজীব ও চির প্রাণবন্ত, আর মরণশীল-ধ্বংসশীলের ভালোবাসার আনন্দও নির্জীব, অপদার্থ ও ধ্বংসপ্রাপ্তব্য।

অমূল্য বাণী– ১২ عشقہائے کز پئے رنگے بود

عشق نبود عاقبت ننگے بود

চেহারা-ছূরতের রঙচঙ দেখিয়া যে ভালবাসা হয়, উহা ভালবাসা নয়। উহার পরিণামে দুর্নাম, অপমান ও কলঙ্কের বোঝা বহন করিতে হয়। ঐ রঙ-রূপ যখন শেষ হইয়া যায়, ভালবাসাও তখন শেষ হইয়া যায়। আর উভয়ের মধ্যে শুধু একটা লজ্জাবোধ তখন অবশিষ্ট থাকে যাহার ফলে মাথা নুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। তাই কবি বলেন–

گیا حسن خوبان دلخواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا

প্রাণ পাগলকরা প্রিয়জনদের সৌন্দর্যের ধ্বংস ত অনিবার্য। হামেশা বাকী থাকার মত জিনিস ত শুধুমাত্র চিরসুন্দর আল্লাহর প্রিয় ও মধুময় নাম। (তাই, আল্লাহর সাথে ও এই নামের সাথে ভালবাসার সবকই আমাকে ধরা উচিত।)

একটি ঘটনা

জনৈক মুরীদ এক বুযুর্গের নিকট গিয়াছিল আল্লাহ্‌র মহব্বত শিখিবার জন্য। পীরের এক খাদেমার উপর তাহার নজর পড়িয়া গেল। শয়তান সূফীদের তথা আল্লাহ্‌গামী পথিকদের পিছনে লাগিয়া থাকে যে, কিভাবে তাহার ক্ষতিসাধন করা যায়, তাহার এ পথ চলায় বিঘ্ন ঘটানো যায়। অন্যথা ইহারা ত আল্লাহ্‌ওয়ালা হইয়া যাইবে এবং এক পৃথিবীকে আল্লাহ্‌ওয়ালা বানাইয়া ফেলিবে। তাই, শয়তান ভালবাসার বিষাক্ত তীর খাদেমার চক্ষু ও চেহারার সাহায্যে উক্ত মুরীদের হৃদয়ের মধ্যে লাগাইয়া দিয়াছে। সেই খাদেমা আল্লাহ্‌ওয়ালী ছিল, আল্লাহ্‌র প্রেমিকা ছিল। স্বীয় তাক্‌ওয়ার বরকতে মুরীদের চোখে ঘৃণ্য পাপের কালিমা সে অনুভব করিতে পারিল।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলিয়াছেন, যেই সুশ্রী ছেলে মোত্তাকী ও খোদাভীরু হইবে, যদি কেহ তাহার প্রতি খারাপ দৃষ্টিতে দেখে তবে তাহার অন্তরস্থ তাক্‌ওয়ার নূর ঐ ব্যক্তির কুদৃষ্টির যুল্‌মত (কালিমা) উপলব্ধি করিতে পারিবে।

মোটকথা, খাদেমা উক্ত মুরীদের চোখের দ্বারা সংঘটিত পাপের যুল্‌মত (কালিমা) উপলব্ধি করিতে পারিল এবং স্বীয় মোর্শেদের নিকট গিয়া মুরীদের কুদৃষ্টির ঘটনা ব্যক্ত করিয়া দিল।

আল্লাহ্‌র ওলীগণ কাহাকেও অপদস্থ করেন না। এক ব্যক্তি কুদৃষ্টি করিয়া হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে আগমন করিল। তিনি স্বীয় অন্তরের জ্যোতির দ্বারা তাহার চোখের মধ্যে বিদ্যমান পাপের কালিমা উপলব্ধি করিয়া এইরূপ বলিলেন যে, কি অবস্থা হইবে ঐ সমস্ত লোকদের যাহাদের চক্ষু হইতে যিনা ঝরিতেছে। লোকটি বুঝিতে পারিল যে, এই উপদেশ কাহার উদ্দেশ্যে? এবং সে তওবা করিল। অথচ, মজলিসের সমস্ত লোকজন হইতে ঐ মুসলমানের দোষ গোপনও রহিল।

অতএব, উক্ত মোর্শেদে-কামেল মুরীদকে তো কিছুই বলিলেন না। তবে, খুব সুকৌশলে তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা শুরু করিলেন। তাহার জন্য দোআও করিলেন এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থারূপে তিনি উক্ত খাদেমাকে দাস্ত আনয়নকারী ঔষধ (জোলাব) খাওয়াইয়া দিলেন। ফলে যেই পরিমাণ দাস্ত হইল তাহা সম্পূর্ণ একটি পাত্রে ভরিয়া রাখা হইল। খুব দাস্ত হইতে

হইতে যখন তাহার আকৃতি ভীতিপ্রদ ও বিশ্রী হইয়া গেল তখন তিনি তাহাকে মুরীদের সম্মুখে পেশ করিলেন। মুরীদ সেই অভিপ্রেত সৌন্দর্যের এহেন ধ্বংসলীলা দেখিয়া মুখ ফিরাইয়া নিল। তখন মোর্শেদ তাহাকে বলিলেন, হে যুবক! তুমি ত তাহার প্রতি প্রেমাসক্ত ছিলে। এখন কেন তুমি মুখ ফিরাইয়া নিতেছ? তোমার প্রিয়তমার দেহ হইতে ত শুধুমাত্র এই দাস্তসমূহই কমিয়া গিয়াছে যাহা তুমি এই পাত্রে সংরক্ষিত দেখিতে পাইতেছ। ইহা ছাড়া আর কিছুই ত হ্রাস পায় নাই। প্রিয়জনের দেহের ভিতর হইতে কেবলমাত্র এই পায়খানাগুলি বাহির হইয়া যাওয়াতেই তোমার প্রেম এভাবে ঠাণ্ডা হইয়া গেল? ইহার ফলে ত ইহাই প্রমাণিত হইল যে, মূলত: তুমি এই পায়খানার প্রতিই আসক্ত ছিলে। কারণ, খাদেমার দেহ হইতে পায়খানা ব্যতীত আর কিছুই ত বাহির হয় নাই।

মুরীদ শরমিন্দা হইল। স্বীয় ভুল ও পদস্খলন বুঝিতে পারিল। আল্লাহ্র ফযলে তওবা করিল এবং যে উদ্দেশ্যে এখানে আসিয়াছিল সেই কর্তব্য কাজে লাগিয়া গেল।

যাহাদের তওবা নসীব হয়, মৃত্যুকালে তাহারা অনুতপ্ত প্রাণে এইরূপই উক্তি করে–

آئے تھے کس کام کو کیا کر چلے - تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے
واں سے پرچہ بھی نہ لائے ساتھ میں - یاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے

দুনিয়াতে আসিয়াছিলাম কি কাজের জন্য? অথচ, আজ কি সব করিয়া পরপারে রওনা হইলাম? হায় আফসোস! অপমান ও কলঙ্কের কতগুলি বোঝা মাথায় লইয়া অদ্য রওয়ানা হইয়াছি।

দুনিয়ায় আসার সময় ওখান হইতে কোন পরচাও সঙ্গে আনি নাই (যাহা দেখাইয়া মুক্তি লাভের আশা করা যাইত)। অথচ, সেখানে গিয়া বুঝানোর জন্য এখান হইতে 'অসংখ্য খাতাপত্র' লইয়া চলিয়াছে।

অমূল্য বাণী–১৩

ایں نہ عشق است آنکہ در مردم بود
ایں فساد از خوردن گندم بود

হযরত রূমী (রহ.) বলেন, বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য, চেহারা-ছূরত দেখিয়া মানুষের সহিত মানুষ যে ভালবাসা করে উহা ভালবাসা নয় বরং কঠিন পাপ, কলুষিত চরিত্র। আসলে ইহা খাদ্য-খাবারেরই অশুভ প্রতিক্রিয়া, অশুভ পরিণতি। অর্থাৎ আল্লাহ্পাক খাইতে দিতেছেন, উহার জোরেই এ সকল অপকর্মের উন্মত্ততা ও দুঃসাহসিকতা প্রকাশ পাইতেছে। যদি তিনি খানা বন্ধ করিয়া দেন তবে সকল প্রেম-ভালবাসা আপনাতেই বিদায় গ্রহণ করিবে– যখন নাকে দম আসিয়া যাইবে।

দামেশকের একটি ঘটনা

হযরত শেখ সা'দী শিরাযী (রহ.) দামেশকের একটি ঘটনা বর্ণনা করিয়াছেন যে, একবার দামেস্কে সুন্দর-সুন্দরীদের প্রেমপ্রীতি এবং দেব-দেবীর পূজার মত রূপ-লাবণ্যের প্রতি মোহগ্রস্ততার ব্যাধি খুব ব্যাপক আকার ধারণ করিল। উহার শাস্তি স্বরূপ আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের উপর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ চাপাইয়া দেওয়া হইল। ফলে ক্ষুধার যন্ত্রণা ও অনাহারের কষ্টে লোকজন মরণোন্মুখ হইয়া গেল। তখন কেহ কেহ ঐ প্রেমিকদিগকে বলিল, বল, তোমাদের জন্য রুটি আনিব নাকি তোমাদের প্রিয়জনকে আনিয়া দিব? প্রেমিকগণ বলিল, প্রিয়জনদেরকে নিয়া চুলায় পোড়। আল্লাহর ওয়াস্তে তাড়াতাড়ি আমাদিগকে রুটি আনিয়া দাও। কারণ, আমাদের প্রাণ এখন ওষ্ঠাগত। হযরত সা'দী এ সম্পর্কেই বলিয়াছেন–

چناں قحط سالی شد اندر دمشق　　که یاراں فراموش کردند عشق

অর্থ : দামেস্কে এমন প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল যে, সমস্ত প্রেমিকগণ প্রেম-ভালবাসা তখন একেবারেই ভুলিয়া গেল।

আর-এক প্রেমিকের ঘটনা

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, জনৈক ব্যক্তির কুদৃষ্টি নিক্ষেপের অভ্যাস ছিল। একজন বুযুর্গ আলেম তাহাকে এই খবীস্কর্ম হইতে বিরত থাকার উপদেশ দিলেন। সে বলিল, হযরত! আসল ব্যাপার হইল, আমি ত এসব সুশ্রী লোকজনের মধ্যে আল্লাহ্র কুদরতের লীলা দেখিতে থাকি। ফলে বুযুর্গ তাহাকে এমন উত্তর দিলেন যাহা শুনিয়া দিন-দুপুরে সে তারা গুণিতে

শুরু করিল। হতভম্ব হইয়া রহিল। তিনি বলিলেন, তোমার মায়ের লজ্জাস্থানে আল্লাহ্‌র কুদরতের লীলা দেখ যে, তুমি তোমার কত বড় দৈর্ঘ্য-প্রস্থ সহ এমন সংকীর্ণ পথে কিভাবে বাহির হইয়া আসিয়াছ। ইহাতে সে নির্বাক ও নিরুত্তর হইয়া গেল। (বুযুর্গের বক্তব্যের অর্থ এই ছিল যে, সব কুদ্‌রতের লীলাই দর্শনযোগ্য নয়। আল্লাহ্‌পাক যেই লীলা দেখিতে নিষেধ করিয়াছেন তাহা দেখা নিষিদ্ধ এবং যাহার অনুমতি দিয়াছেন তাহা দেখা বৈধ। অতএব, যাহার আইনে লজ্জাস্থানের লীলা দর্শন নিষিদ্ধ, তাহার আইনেই সুশ্রী বালক-তরুণ ও ভিন্‌-নারীর প্রতি দৃষ্টিপাতও নিষিদ্ধ।)

কোন কোন কবি-সাহিত্যিকের প্রতারণা

শরীঅত যাহাদের সহিত পর্দা ফরয করিয়াছে ঐ সকল ভিন্‌-নারী ও শ্মশ্রুবিহীন সুশ্রী বালক-তরুণদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা একটি খবীস্ কাজ এবং কোরআন-হাদীছের সুস্পষ্ট দলীলের আলোকে তাহা হারাম। কিন্তু কোন কোন কবি-সাহিত্যিক শয়তানের মন্ত্রে ধোকাগ্রস্ত হইয়া এত জঘন্য হারাম কাজটি সম্পর্কে এরূপ উক্তি করিয়াছেন যে, পবিত্র নজরে দেখা জায়েয আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নজর নাপাক না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত ইহাদেরকে দেখায় কোন দোষ নাই। তাহারা তাহাদের এই সৌন্দর্যপূজার বৈধতার পক্ষে এই ছন্দটি পাঠ করিয়া থাকেন–

ہر بوالہوس نے حسن پرستی شعار کی
اب آبروئے شیوۂ اہل نظر گئی

অর্থ : আজ প্রতিটি কুচিন্তা-কুরুচির লোকও সৌন্দর্যের ভালবাসাকে স্বীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য করিয়া লইয়াছে। ফলে, প্রকৃতপক্ষে যাহারা নজর করণের উপযুক্ত লোক তাহাদের আদর্শের মর্যাদা এই সকল কুপ্রবৃত্তিপূজারীদের দ্বারা ভূলুণ্ঠিত হইয়া গিয়াছে।

কোন কোন কবির মুখে উচ্চারিত এই ছন্দের দ্বারা কুদৃষ্টির বৈধতার অবকাশ খুঁজিয়া বাহির করা প্রকৃতপক্ষে নিজেকে নিজে প্রতারিত করারই নামান্তর। আসল ব্যাপার এই যে, অনেক সময় দীর্ঘদিন পর্যন্ত কোন সুদর্শন মুখকে বারবার দেখিতে থাকার কারণে যদিও তাহার সহিত মিলন না

ঘটিয়া থাকে– কাহারও কাহারও মনে তাহার প্রতি অতি খারাপ খেয়াল বা কুকর্মের চিন্তা আসে না। কিন্তু চক্ষুদ্বয় তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া যিনার মজা উপভোগ করিতে থাকে। অথচ, এক্ষেত্রে এই নাদান লোকটি মনে করে যে, যেহেতু তাহার সহিত কোন চরম ধরনের কুকর্মের ইচ্ছা নাই। অতএব, আমার নজরও পবিত্র, আমার এই ভালবাসাও পবিত্র। বস্তুত: শয়তান তাহাকে মোহাবিষ্ট করিয়া বোকা, অসজাগ ও অসচেতন করিয়া রাখিয়াছে। এভাবে শয়তান ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে তাহার অন্তরের মধ্যে উক্ত সুশ্রী মুখের ভালবাসার স্লো-পয়জন ঢালিয়া ঢালিয়া সুশক্ত ভিত্তি প্রস্তুত করিতে থাকে। পর্যায়ক্রমে একদিন যখন এই ভালবাসার বিষ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছিয়া যায় তখন সে তাহাকে ব্যতীত স্থির থাকিতে পারে না। তাহাকে ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না। বস্তুত: ইহাই তাহার ভয়াবহ বিপদের সময়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহ.) বলেন, কোন কোন লোকের মধ্যে এশ্‌কে-মাজাযী (কোন সুশ্রীমুখের সৌন্দর্যপ্রেম) এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, স্বয়ং ঐ প্রেমিকই তাহা অনুভব করিতে পারে না। জীবনভর এভাবে বেখবর থাকে। কিন্তু যখন ঐ প্রিয়জনের মৃত্যু হয় তখন অন্তরে তাহার বিচ্ছেদের জ্বালা অনুভব হয়। একজন দূরদর্শী-বিচক্ষণ মোর্শেদ তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন যে, জলদি তওবা কর। তোমার অন্তরে তোমার অজ্ঞাতসারেই অমুক সুশ্রী ছেলে বা অমুক ভিন্‌-নারীর প্রতি এই হারাম সম্পর্ক ও অনুরাগ বিদ্যমান ছিল যাহা তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ পাইয়াছে। অনুরূপ যাহারা বলে যে, আমার নজর পবিত্র, আমার মন পবিত্র, আমার ভালবাসা পবিত্র, এই সুশ্রীমুখের সহিত আমার কোন খারাপ ইচ্ছা নাই, এমনিতেই তাহার সহিত সময় অতিবাহিত করি। মনে রাখা উচিত যে, এই সুশ্রী তরুণই যদি তাহার সঙ্গে রাত যাপন করে তবে সে দেখিতে পাইবে যে, নফ্‌ছ্‌ ভূকম্পনের মত তাহার প্রতি কিরূপ লম্ফ-ঝম্প শুরু করিয়া দেয় এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে তাহার প্রতি মন খারাপ হইয়া যায়। মন খারাপ হইতে কতক্ষণ লাগে?

ইবলীস হযরত রাবেআ বসরী ও হযরত হাসান বসরী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহিমা) সম্পর্কে বলিয়াছিল যে, এত সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এই দুই ওলীও যদি কোন নির্জন স্থানে কিছুক্ষণ মাত্র অতিবাহিত করেন তবে আমি

তাহাদের তাক্ওয়া-পরহেযগারী বিচূর্ণ করিয়া দিব। এজন্যই কোন ভিন্-নারীর সহিত কোন ভিন্-পুরুষের নির্জনতায় অবস্থান হারাম। (একই কারণে কোন পুরুষের দাড়ি-গোঁফ বিহীন কোন বালক-তরুণের সহিত নির্জন অবস্থানেরও একই বিধান।)

এক বৃদ্ধলোকের এশ্কে-মাজাযীর ঘটনা

জনৈক বৃদ্ধলোক যিনি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর মুরীদ ছিলেন এবং যিকির-শোগল করিতেন, তিনি হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর নিকট লিখিলেন যে, একটি সুশ্রী ছেলের সহিত আমার ভালবাসা রহিয়াছে। বর্তমানে সে আমার উপর অসন্তুষ্ট। আমাকে এমন কোন ওযীফা বলিয়া দিন যাহার ফলে সে আমার উপর রাযী হইয়া যায়।

কোন কোন লোক এত বেশী সরল-সোজা হয় যে, নিজের ব্যাধিকেও সে ব্যাধি বলিয়া বুঝিতে পারে না।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) তাহাকে জওয়াব লিখিলেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে স্বীয় অবস্থার উপর রহম করুন এবং তওবা করুন। এই ভালবাসা ও সম্পর্ক তো হারাম। একদিকে আল্লাহ্র মহব্বত-মা'রেফাত হাসিলেরও চেষ্টা করা, সেই সাথে গায়রুল্লাহর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসাও করা– ইহা তো পরস্পরবিরোধী জিনিস।

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں

ایں خیال ست و محال ست و جنوں

তুমি খোদাও চাও, হারাম দুনিয়াও চাও? ইহা শুধু কল্পনা, ইহা পাগলামী, বরং অসম্ভব কাজ।

ইহাতে বড় মিয়ার চোখ খুলিয়া গেল এবং তিনি তওবা করিলেন।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী

বৃদ্ধকালে যৌনশক্তি ত দুর্বল হইয়া যায় কিন্তু কামলিপ্সা বাড়িয়া যায় এবং নফছের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতাও কমজোর হইয়া যায়। এজন্যই বুযুর্গগণ বলিয়াছেন এবং হযরত থানবীও লিখিয়াছেন যে, বৃদ্ধলোককে

বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং লোকদেরও উচিত বৃদ্ধ মনে করিয়া নিজেদের ছেলে-মেয়েকে নির্জন মুহূর্তে তাহার কাছে থাকিতে না দেওয়া। যেভাবে নাদান লোকেরা জাহেল পীরদের সম্মুখে নিজের যুবতী মেয়েকে পেশ করিয়া বলে, হুযূর! ইহা ত আপনার মেয়ে, ইহার সঙ্গে কিসের পর্দা? আল্লাহ্ বাঁচান এমন সব শয়তান পীর-ফকীর হইতে যাহারা না-মাহ্রাম মেয়েদের দ্বারা নিজের হাত-পা দাবানোর কাজ নেয় এবং বলে, আমার নফ্ছ্ ত শেষ হইয়া গিয়াছে। কামশক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছে। সতর্কতা অবলম্বন তো তাহাদের জন্য প্রয়োজন যাহাদের নফ্ছ্ জিন্দা আছে।

এই জাহেলদের এতটুকুও জানা নাই যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁহার পবিত্রাত্মা বিবিগণকে অন্ধ ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে উম্মে মাক্তূমের সঙ্গে পর্দা করিতে হুকুম করিয়াছেন এবং স্বয়ং তিনি না-মাহ্রাম মেয়েলোকদের সহিত পর্দা করিতেন এবং প্রয়োজনে পর্দা রক্ষার সহিত কথা বলিতেন এবং মেয়েলোকদিগকে বায়আত করার সময় স্বীয় হস্তে তাহাদের হস্ত ধারণ করিতেন না। বরং কোন চাদরের একদিকে নিজে ধরিয়া ও অন্যদিক তাহাদের হাতে ধারণ করাইয়া বায়আত গ্রহণ করিতেন। তবে কি এই জাহেলদের নফ্ছ্ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম, নবীজীর পবিত্রাত্মা বিবিগণ, এমনকি স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর চেয়েও অধিক পবিত্র হইয়া গেল? আছতাগফিরুল্লাহ্! ইহা ত ধর্মের নামে অধর্ম, ভণ্ডামী ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেক লোক আছে যাহারা আল্লাহ-রাসূলের সহিত ভালবাসা ত স্থাপন করিতে চায় কিন্তু স্বাধীন থাকিয়া। শরীঅতের আইন-কানূনের অধীন থাকিতে চায় না। ইহা মহব্বতের এক অভিনব দাবী যে, প্রেমিকের কাছে মাহবূবের (প্রিয়জনের) আইন-কানূন অপছন্দ লাগে এবং তাহা বর্জন করিয়া চলিতে হয়।

জনৈক বুযুর্গ কী চমৎকার বলিয়াছেন–

اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے

مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا

যদি আমরা স্বাধীন থাকিতাম (আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন না থাকিতাম), খোদা জানে কখন কোথায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। তাই, আল্লাহ্‌প্রেমিকদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কিছু বিধি-বিধানের ব্যবস্থাপনা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

আমি এশ্‌কে-মাজাযীর এছ্‌লাহ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ কবিতা 'মা'রেফাতে এলাহিয়া' নামক কিতাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা হইতে চয়নকৃত কতিপয় ছন্দ এখানে উল্লেখ করিতেছি–

دنیائے دوں ہے خواب پریشاں لئے ہوئے
سرمست عشق ہے غم جاناں لئے ہوئے

যাহারা হারাম দুনিয়ার পিছনে ছুটিতেছে তাহারা কত না অশান্তির অনলে পুড়িতেছে। আর যাহারা আল্লাহ্‌প্রেমে নেশাগ্রস্ত, সর্বদা তাহারা আল্লাহর মহব্বতের আগুনে জ্বলিতেছে এবং আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে।

برباد زندگی جو تھی عشق مجاز میں
آئی ہے موت مژدۂ حرماں لئے ہوئے

যাহারা কাম-তাড়িত অস্বচ্ছ-প্রেমে জীবন ধ্বংস করিয়াছে, মৃত্যু তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা-বঞ্চনার 'সুখবর' লইয়া হাযির হইয়াছে!

معلوم ہوگی عارض و گیسو کی حقیقت
ناداں مگن ہے خار مغیلاں لئے ہوئے

শীঘ্রই তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রিয়মুখ ও সুদর্শন কালো কেশের হাকীকত জানিতে পারিবে। হে নাদান! আসলে বিষাক্ত কাঁটাবনের অসংখ্য কাঁটায় তুমি ঘিরিয়া রহিয়াছ। খোদায়ী আযাবের অসংখ্য কাঁটার ঘা তোমার ইহ-পরকালকে বিষাইয়া তুলিবেই।

غافل ہے آخرت سے اگر خبط شاعری
بیکار خوش ہیں داد کا ساماں لئے ہوئے

বিকারগ্রস্ত-আখেরাতবিমুখ কবি তাহার কবিতার প্রশংসা ও বাঃহবা শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট হন তবে ইহা তাহার বোকামী। অর্থহীন এ আনন্দ।

قرآن میں اجازت ہے اگر شعر و سخن کی
اعمال نیک ذکر اور ایماں لئے ہوئے

কোরআনে যদিও কবিতার অনুমতি বিদ্যমান আছে কিন্তু তাহা দ্বীন-ঈমান, আল্লাহর স্মরণ এবং নেক আমল ও ন্যায় বিষয়ভিত্তিক হওয়ার শর্তে এবং শরীঅতবিরুদ্ধ না হওয়ার শর্তে।

کوئی بھی ہو جو سیرت نبوی سے دور ہو
اک جانور ہے صورت انساں لئے ہوئے

নবীজীর শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ হইতে যে দূরে, সে যে-ই হউক না কেন, আসলে সে মানবাকৃতির এক পশু।

دھوکہ نہ دے مجھے کہیں دنیائے بے ثبات
آئی خزاں ہے رنگ بہاراں لئے ہوئے

নিশ্চিত ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার কোন রঙ-রূপ ও আকর্ষণ যেন আমাকে ধোকা দিতে না পারে। কারণ, আসলে ইহা বিনাশী হেমন্ত, যদিও দেখিতে পরম সজ্জিত বসন্ত বলিয়া মনে হয়।

مد نظر تو شاعری اختر نہیں مجھے
کہتا ہوں میں ہدایت قرآں لئے ہوئے

কবিতা আমার নেশা নয়, পেশা নয়, লক্ষ্য নয়। তবে হাঁ, কবিতার আকারে আমি কোরআনের হেদায়েতের মশাল তুলিয়া ধরি।

কুদৃষ্টি ও এশ্‌কে-মাজাযীর (ক্ষণভঙ্গুর অস্বচ্ছ প্রেমের) প্রতিকারমূলক একটি কবিতা (গ্রন্থকারের স্বরচিত) :

اے خداوند جہان حسن و عشق + سخت فتنہ ہے مجازی حسن و عشق

সকল রূপ-সৌন্দর্য ও ভালবাসার মালিক হে স্রষ্টা! ক্ষণস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্য ও ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা যে মারাত্মক ফেতনা; দ্বীন-ঈমানের ভয়াবহ ক্ষতিসাধক।

غیر سے تیرے اگر ہو جائے عشق + عشق کیا ہے در حقیقت ہے یہ فسق

তুমি ভিন্ন এবং তোমার সম্মতি-অনুমতি ভিন্ন যদি অন্য কাহারও সহিত ভালবাসা হইয়া যায়, তবে ত উহা ভালবাসা নয় বরং সীমালংঘন ও মহাপাপ।

عشق با مردہ ہے تیرا اک عذاب + راستے کا ہے ترے یہ سد باب

মরণশীলদের সহিত ভালবাসা যে তোমার এক আযাব এবং ইহা তোমার নৈকট্যের পথের অন্তরায়।

حکم ہے اس واسطے غض بصر + تا ہو زہر عشق سے دل بے خطر

তাই ত তুমি আমাদিগকে দৃষ্টি নীচু করিয়া চলার হুকুম দিয়াছ। যাহাতে অবৈধ ভালবাসার বিষক্রিয়া হইতে আমাদের হৃদয়-মন নিরাপদ থাকিতে পারে।

بد نگاہی مت سمجھ چھوٹا گناہ

دل کو اک دم میں یہ کرتی ہے تباہ

কুদৃষ্টিকে মামুলী গুনাহ্ বা ছোট্ট গুনাহ্ মনে করিও না। মুহূর্তের মধ্যে ইহা অন্তরকে বরবাদ করিয়া দেয়।

بد نگاہی تیر ہے ابلیس کا زہر میں ڈوبا ہوا تلبیس کا

কুদৃষ্টি শয়তানের খবীস চক্রান্তপূর্ণ বিষাক্ত তীর।

ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں کھو کے منزل گر گئے وہ چاہ میں

এই কুদৃষ্টির পরিণামে কত মানুষের যে দ্বীন-দুনিয়া সব ধ্বংস হইয়াছে। জীবনের মহান লক্ষ্য হারাইয়া অধঃপতনের কূপের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে।

چند دن کا حسن ہے حسن مجاز چند روزہ ہیں فقط یہ ساز و باز

عاشق و معشوق کل روز شمار روسیہ ہونگے بہ پیش کردگار

ক্ষণস্থায়ী রূপের বাহারও কয়েক দিনের জন্য এবং উহার আকর্ষণে এই ছুটাছুটিও কয়েকদিনের জন্য। অতঃপর কাল রোজ-হাশরে প্রেমিক-প্রেমাস্পদ উভয়কেই আল্লাহর সম্মুখে লাঞ্ছিত-অপমানিত হইবে।

غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار   دل میں ہوگی چین ولذت کی بہار

গায়রুল্লাহ্‌র ভালবাসার কাঁটা যদি অন্তর হইতে বাহির করিতে পার তবে তোমার অন্তর শান্তি ও আনন্দের ফুল-বসন্তে পরিণত হইবে।

عشق حق سے میں رہوں بس جامہ چاک

درد دل سے لوں میں اسکا نام پاک

অতএব, আমি সর্বদা আল্লাহর প্রেমে দেওয়ানা হইয়া থাকিব। তাহার ভালবাসার জ্বালায় জ্বলিয়া আমি তাহাকে ডাকিব ও তাহার নাম যপিব।

عشق سے اپنے تو دل کو طور کر   نور سے اختر کا دل معمور کر

হে আল্লাহ্! তোমার প্রেমে আমার অন্তরকে তুমি তূর-পাহাড় করিয়া দাও। আখতারের অন্তরকে তুমি তোমার নূরের দ্বারা আবাদ করিয়া দাও।

লালসাপূর্ণ ভালবাসার ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ (গ্রন্থকারের স্বরচিত কবিতা) :

وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ ساماں تھی جوانی میں

دم خر بن گی پیری سے وہ اس دار فانی میں

সেই কালো চুল যাহা যৌবনকালে দ্বীন-ঈমান ও চরিত্র হননকারী কঠিন ফেতনা ছিল, ধ্বংসশীল এই পৃথিবীর কীর্তি স্বরূপ বার্ধক্যকালে আজ তাহাই যেন গাধার ঘৃণিত লেজে পরিণত হইয়াছে।

جو غمزہ شہرۂ آفاق تھا کل خونفشانی میں

وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاسبانی میں

ভরা যৌবনে যাহার চোখের ইশারার আকর্ষণ দিকে দিকে ভীষণ প্রসিদ্ধ ছিল, সেই লোকটিই বার্ধক্যের দরুন আজ নিজের রক্ষণাবেক্ষণে এবং নিজের খোঁজ-খবর রাখিতেও অক্ষম, অসমর্থ।

سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں

ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں

হে মন! তোমার যৌবন-সমুদ্রে হাজার হাজার জাহাজ পরিমাণ রক্তস্রোত বিদ্যমান। অতএব, ধ্বংসশীল রূপ-সৌন্দর্যের আকর্ষণ ভরা এই জগতে তুমি সাবধানে কদম রাখ। আর সতর্ক থাক যেন কোন রূপ-লাবণ্যের মোহময় ফাঁদে পড়িয়া তোমার দেহে রক্ত ও শক্তিদাতা আল্লাহ্ হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়।

ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں
حیات جاوداں مضمر ہے دل کی نگہبانی میں

ক্ষণস্থায়ী কোন রূপ-লাবণ্যের ভালবাসা আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটায়; আল্লাহ্পাকের সহিত আত্মার সম্পর্ক মরিয়া যায়। আর অন্তঃকরণকে ইহা হইতে হেফাযত করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে আত্মার চিরস্থায়ী হায়াত। গায়রুল্লার হারাম সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইতে পারিলে মহান চিরঞ্জীবের সহিত অন্তরের চিরঞ্জীব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

جو عارض آہ رشک صد گلستاں تھا جوانی میں
وہ پیری سے ہے ننگ صد خزاں اس باغ فانی میں

যৌবনকালে যেই চেহারা সুশোভিত শত ফুল বাগানের চেয়েও সুন্দর ছিল, পরম ঈর্ষণীয় ছিল, ধ্বংসশীল এই জগৎ-বাগানে বার্ধক্যের কষাঘাতে একদিন তাহাই চরম অসুন্দর হইয়া শ্রীহীন শত হেমন্তের চেয়েও অধিক কদাকার হইয়া গেল।

جو ابرو اور مژگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل
وہ پیری سے ہیں اب مژگان خر کیچڑ روانی میں

যেই ভ্রূযুগল ও দৃষ্টির তীরের আঘাতে কত না প্রেমিকের হৃদয়-মন প্রেমের শিকার হইয়া ছিল, বার্ধক্যের ফলে উহাকেই আজ গাধার বিশ্রী ক্লেদাক্ত চোখ-যুগল বলিয়া মনে হইতেছে।

محبت بندۂ بے دام تھی جس روئے تاباں کی
زوال حسن سے نادم ہے اپنی جانفشانی میں

মন যেই সুদর্শন চেহারাকে ভালবাসার জন্য কোন বাধা-বিপত্তির পরোয়া করে নাই, সেই সৌন্দর্যের বিনাশ ঘটিবার পর প্রেমিক আজ

নিজেকে নিজে শতবার শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার দিতেছে যে, হায়! অমূল্য এ জীবনকে এমন এক অপথে আমি কেন যে বিনাশ করিয়া দিলাম!

شباب حسن کی رعنائیاں صبح گلستاں ہے   مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں

যৌবনের সকল কান্তি ও কমনীয়তা যদিও ভোরের ফুল-বাগানের মত আকর্ষণভরা মনে হয়, কিন্তু অচিরেই যে এ পুষ্পোদ্যানের উপর জীবন-সন্ধ্যার ঘোর-অন্ধকার নামিয়া আসিবে, সেই পরিণামকে এখনই স্মরণে রাখা কি জরুরী নয়?

وہ جانِ نغمۂ عشاق اور جان غزل گوئی
ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خوانی میں

যেই প্রিয়জন ছিল একদিন প্রেমিকদের কবিতা-গান ও সুরের উৎস, বার্ধক্যপীড়িত শ্রীহীন সেই ফুলের নামে আজ কাহারও মুখ হইতে কোনও কবিতা বাহির হয় না।

ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں
مگر عشاق ناداں مبتلا ہیں خوش گمانی میں

হাজার হাজার প্রিয়-চেহারা, প্রিয়-দেহ মাটির পাটিতে দাফন হইয়া চলিয়াছে। অথচ অপরিণামদর্শী বোকা প্রেমিকগণ এ লাবণ্য ও কমনীয়তাকে যেন লয়হীন-ক্ষয়হীন ভাবিয়া ববসিয়াছে।

نہ کھا دھوکہ کسی رنگینی عالم سے اے اختر   محبت خالق عالم سے رکھ اس دار فانی میں

ওহে মন, সাবধান! সাবধান! নশ্বর এ পৃথিবীর কোন রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া তুমি ধোকা খাইও না। নশ্বর এ পৃথিবীতে তুমি পৃথিবীর স্রষ্টা অবিনশ্বর আল্লাহ্‌র সহিত ভালবাসা কর।

একটি উপদেশ

প্রেমিক-মনের লোকদের জন্য এমন কোন বুযুর্গের সাহচর্যে থাকা বেশী উপকারী হয় যিনি আল্লাহর প্রতি দারুণ প্রেমাসক্তিপূর্ণ এবাদত ও যিকির করিয়া থাকেন।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ

“একজনের জন্য যাহারা সর্বজন হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, তাহারাই অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে।”

সাহাবীগণ আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা কাহারা? হুযূর বলিলেন : যাহারা প্রেমাসক্তিপূর্ণ যিকির করে। যাহারা জ্বালাময় প্রাণে মাওলাকে ডাকে। (শায়খুল হাদীছ [রহ.]-এর ফাযায়েলে যিকির দ্রষ্টব্য।)

অধম লেখক আরয করিতেছি যে, মহব্বতওয়ালাদের মিল-মোনাছাবাত মহব্বতওয়ালাদের সঙ্গেই হইয়া থাকে। দেওয়ানাদের জীবন কোন দেওয়ানার সঙ্গেই ভাল কাটে।

جینے کے لئے چاہیئے ایسی جگہ جہاں
جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لئے ہوئے

বাঁচার জন্য এমন কোন জায়গা দরকার যেখানে কোন মাওলাপাগল মাওলার মহব্বতে জ্বলিয়া-পুড়িয়া বাঁচিয়া আছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে কুদৃষ্টির ক্ষতিসমূহ

কুদৃষ্টির দরুন মূত্রথলি দুর্বল হইয়া যায়, যাহার ফলে বারবার ফোঁটায় ফোঁটায় প্রস্রাব কিংবা ধাতু নির্গত হইতে থাকে। উযূ ও নামাযের জন্য সমস্যা হইয়া যায়। কুদৃষ্টির দরুন প্রস্রাবের সহিত ধাতু-ক্ষয়ের রোগ দেখা দেয়। কারণ, কুচিন্তা-কুকল্পনা ও কুদৃষ্টির ফলে ধাতু পাতলা হইয়া ঘন ঘন স্বপ্নদোষ কিংবা প্রস্রাবের সহিত ধাতু ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার দরুন মস্তিষ্কের দুর্বলতা, হার্টের দুর্বলতা ও অস্থিরতা (হার্ট পালপিটিশন), কোমরে ব্যথা, পায়ের গোছায় ব্যথা, মাথা ঘুরানো, চোখে অন্ধকার বা ঝাপসা দেখা, পড়া মুখস্ত না হওয়া বা মুখস্ত হওয়ার পর তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাওয়া, কোন কাজে মন না লাগা, মেজায খিটখিটে হইয়া যাওয়া, গোস্বা-ক্রোধ বৃদ্ধি পাওয়া, নিদ্রাহীনতা বা নিদ্রাস্বল্পতা, ইচ্ছা ও মনোবল কমজোর হইয়া যাওয়া, কাজ-কর্মে শৈথিল্য ও অলসতা প্রভৃতি জটিল সমস্যাদি দেখা দেয়। (এমনকি অনেকের অতিমাত্রায় ধাতু ক্ষয় হইতে হইতে কঠিন ধ্বজভঙ্গ

রোগের দিকে মোড় নেওয়ার আশঙ্কা থাকে।) যেহেতু বীর্য একটি অমূল্য সম্পদ, জীবনীশক্তি, তাই উহা ধ্বংস হওয়ার পরিণামে এরূপ জটিল অবস্থা ও লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক ও অবধারিত বিষয়।

তাই, ছাত্রদের কর্তব্য নওজোয়ান বয়সে 'খারাপ সঙ্গ' ও কুদৃষ্টি হইতে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

مرقد میں ہم نے دیکھا اختر ہزار کیڑے
چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہ جبیں تھے

মর্মার্থ : গতকাল পর্যন্ত যাহাদের চেহারা চাঁদের মত সুন্দর ছিল, কবরস্থানে গিয়া দেখ হাজার হাজার কীট তাহাদের দেহের মধ্যে জড়াইয়া আছে।

ধ্বংসশীল সৌন্দর্য ও লাবণ্যের প্রেমিকদের আনন্দ-ফূর্তি মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার।

بہار حسن صورت سے جو عاشق زندہ ہوتا ہے
وہ تبدیل بہار رنگ سے شرمندہ ہوتا ہے

সুন্দর আকৃতির প্রতি আসক্ত হইয়া যাহারা অমূল্য জীবন ক্ষয় করে, অচিরেই সুদর্শন সেই রঙ-রূপের পরিবর্তন দেখিয়া তাহারা লজ্জিত হইয়া পড়ে।

جمال سیرت ومعنی سے جو تابندہ ہوتا ہے
بہار لطف اس کا عمر بھر پائندہ ہوتا ہے

পক্ষান্তরে, সুন্দর ও নির্মল চরিত্র দ্বারা জীবনকে যে সজ্জিত করে এবং বুকে আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম-ভালবাসা দ্বারা হৃদয়কে যে রঞ্জিত করে, হৃদয়ের এ স্বচ্ছ আনন্দ শুধু দুনিয়াতেই নয়, বরং অনন্তকাল যাবত উপভোগ করিতে থাকিবে।

شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے
گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ

বাসর-রাতের আনন্দের বিষয়ে যদিও অনেক আলাপ-আলোচনা শোনা যায়, অতিবাহিত হওয়ার পর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত সেই রাত্রকেও মাত্র

কিছুক্ষণের এক খোশ-গল্পের আসরের চেয়ে বড় কিছু বলিয়া তো মনে হয় না; যাহার চিহ্ন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুছিয়া যায়।

بزیر سایۂ غض بصر ہے چین اسے
نگاہ عشق حسینوں سے اور مضطر ہے

তাই, দৃষ্টি সংযত রাখার মধ্যেই শান্তি ও আরাম নিহিত। সুন্দর-সুন্দরীদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি কুদৃষ্টিকারীরা উহার বিষ-যন্ত্রণায় আরও ছটফট করিয়া মরিতেছে।

রূপ-সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্বের বর্ণনা (গ্রন্থকারের কবিতা)

سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یارب جدھر بھی جاؤں
کسے غم دل و جاں سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں

আয় আল্লাহ! যেখানেই যাই, যে দিকেই তাকাই, আপনি ব্যতীত আমার কোন আশ্রয় নাই, কোন ঠিকানা নাই। আর কাহাকে আমি আমার দুঃখের কথা শুনাইবো, আর কে আছে যাহাকে আমার বুকের ঘা দেখাইবো।

یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں
پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں

এই দুনিয়ার মানুষকে তো বিশ্বাস করা যায় না। ইহারা ভালবাসার মূল্য বোঝে না। কথা দিয়াও কথা রাখে না। যাহাকে ভালবাসিলাম সে ভালবাসিতে জানে না। অতএব, ইহাদেরকে ভালবাসিয়া, অন্তরে ইহাদিগকে স্থান দিয়া ইহ-পরকালে নিজেকে আমি কেন বিপদের সম্মুখীন করিব? কেন দুঃখ ও যাতনার কষাঘাতে পিষ্ট হইব?

جو خود ہی محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر
غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں

যে নিজেই দাস, নিজেই ভিখারী, তাহার দাস ও অনুরক্ত হইয়া নিজের মূল্য আমি কেন নষ্ট করিব? প্রিয় মাওলার সুনজর হইতে কেন নিজেকে বঞ্চিত করিব?

اگر چمن میں ہے مست بلبل بہار فانی سے ہے وہ ناداں
بھلا نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں

ফুলবাগানের রূপে বিমুগ্ধ বুলবুলিরা জানে না যে, এ সুন্দর বাগান অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বুলবুলিদের মত অপরিণামদর্শী মানুষেরা ক্ষণস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্যের মোহে পড়িয়া মূল্যবান এ জীবনটাকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে। বুলবুলিদের মত 'ক্ষণস্থায়ী বাসা ও বাগান'কে আমি কিরূপে 'চিরস্থায়ী ঠিকানা' মনে করিব?

مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر
تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں

এই পৃথিবীতে যদি আমি শান্তি পাইয়া থাকি তবে তাহা পাইয়াছি আল্লাহ্প্রেমিকদের দুয়ারে গিয়া। অতএব অন্তর দিয়া তাহাদের দুয়ারকেই কেন আমি আমার ঠিকানা বানাইব না?

রাস্তায় চলিতে সময় যদি কোথাও কুদৃষ্টি করা হয়, ইহার নগদ শাস্তি স্বরূপ অন্তরের নূর বাহির হইয়া যায় এবং অন্তর অস্থির ও পেরেশান হইয়া যায়। কিন্তু যেখানে কোন না-মাহ্রাম নারী কিংবা সুশ্রী ছেলে দিবারাত বারবার আসা-যাওয়া করে এবং কাছাকাছি অবস্থান করা হয়, সেক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি কুদৃষ্টির পরিণামে হারাম প্রেমের বিবিধ ফেতনায় আক্রান্ত হইয়া কবীরা গুনাহে লিপ্ত হইয়া পড়ার প্রবল আশঙ্কা দাঁড়ায়। অতএব, এইরূপ স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া ওয়াজিব। অথবা কঠোরভাবে দূরত্ব বজায় রাখিয়া, কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

গ্রন্থকারের উপদেশভরা কয়েকটি ছন্দ :

سوائے ذکر خدا اور اولیا کے تئیں
کسی نے چین نہ پایا کبھی زمانے میں

আল্লাহর স্মরণ ও ওলীদের সংসর্গ ব্যতীত কোথাও, কেহ কোনও কালে বিন্দুমাত্রও শান্তি পায় নাই।

(আলোচ্য বিষয়ের সহিত মিল ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধম **অনুবাদকের দুইটি কবিতা** এখানে সংযুক্ত করা হইল।)

তুমিই তো সব

পরাণে মম তোমায় পূরিব
জীবন ভরিয়া তোমায় পূজিব।
ভালো লাগে তোমায় ওগো এত বেশী
লাগে না ভালো আর কোনকিছু দিবানিশি।
দূর দূর যতদূর আমি চাহিয়া দেখি
তোমার পানেই শুধু চাহিয়া থাকি।
সবুজে-শ্যামলে, বিলে-ঝিলে, আকাশের নীলে
কেবলই তোমার রূপ তোমারই গন্ধ মিলে।
দেখিয়া আকাশ পানে দেখি কারে আমি
দেখিয়া তারাদের হাসি দেখি কারে আমি।
শুনিয়া পাখির রব শুনি কার রব
সব কিছুর মূলে প্রিয় তুমিই তো সব।

তুমি বিনে নেই...

পরাণের গভীরে তোমায় পূরিব
হৃদয় জুড়িয়া তোমায় রাখিব।
নয়নে ভরিয়া তোমায় রাখিব
জীবন ভরিয়া তোমায় ডাকিব।
ভালবাসা দিয়া তোমায় পূজিব
তোমাকেই শুধু ভালোবাসিব।
যদি না তোমাকে ভালবাসা হয়
ভালোবাসা কভু ভালোবাসা নয়।
ভালো ওগো যদি তোমায় বাসা হয়
'ভালোবাসা' তবেই 'ভালোবাসা' হয়।
তুমি প্রিয় ওগো তুমি এতো বেশি প্রিয়

চিনি, মধু, সুরা সব হইতেও প্রিয়।
তুমি মোর প্রিয় এবং আমি তোমার প্রিয়
পরস্পরে দু'জনে দু'জনার মোরা প্রিয়।
এ পৃথিবী এ আকাশ এই চাঁদ
তুমি বিনে নেই তাতে কোন স্বাদ।
তুমি যদি মোর হও প্রিয় হে!
মোর সম ধনী পৃথিবীতে কে?

গ্রন্থকারের উপদেশভরা ছন্দমালা

تم جسکو دیکھتے ہو گنا ہوں سے شادماں
زیرلب خنداں ہیں ہزاروں الم نہاں

হে মানুষ! তোমরা পাপীকে পাপাচার সত্ত্বেও যে আনন্দে মত্ত দেখিতেছ, আসলে তাহার ঠোঁট যদিও হাসিতেছে, কিন্তু তোমাদের অজান্তে অসংখ্য দুঃখ-যাতনায় সে নিষ্পিষ্ট হইতেছে।

یاد کرنا تھا کسے کس کو کیا
کام تیرے قبر میں آئے گا کون

কাহাকে স্মরণ করা উচিত ছিল, অথচ কাহাকে স্মরণ করিতেছ? কাহাকে ভালবাসা উচিত ছিল, অথচ কাহাকে ভালবাসিতেছ? কবরে-হাশরে কে তোমার উপকারে আসিবে?

ডাকিলে ছাড়িয়া কাকে কাহাকে?
আসিবে কবরে তোমার কাজে কে?

সৌন্দর্যের ধ্বংসশীলতা ও প্রেমিকদের বরবাদীর বয়ান

جہاں رنگ و بو میں رنگ گونا گوں کا منظر تھا
مگر ہر اہل رنگ و بو کا حال رنگ ابتر تھا

রঙ-রূপের এই পৃথিবীতে রঙ-রূপের কত না দৃশ্য দেখিলাম। কিন্তু সকল রঙ-রূপের পরিণাম কেবল ধ্বংস আর ধ্বংসই শুধু দেখিতে পাইলাম।

نظام رنگ و بو سے ہو کے جو مافوق رہتا تھا

اسی مست خدا کا رنگ ہر دم رنگ خوشتر تھا

কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী রঙ-রূপের মোহ-মায়ার ঊর্ধ্বে উঠিয়া মাওলাপ্রেমে মজিয়া থাকিয়াছে, সেই মাওলাপ্রেমিকের প্রেমের রঙ-রূপ কী যে চমৎকার লাগিয়াছে। না সেই প্রেমের ক্ষয় আছে, না সেই প্রেমিকের সৌন্দর্যের কোন ক্ষয় আছে। দিন দিন তাহার অক্ষয়-সৌন্দর্য সকলকে কেবলই পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

ছেলে-মেয়েদের ক্ষণস্থায়ী হারাম প্রেমে আক্রান্ত অনেক লোক আমাকে নিজের দুঃখের কথা শুনাইয়াছে যে, সর্বদা পেরেশান লাগে, অস্থির-অস্থির লাগে, ঠিকমত ঘুম হয় না, মনে শান্তি পাই না ইত্যাদি। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, প্রত্যহ কিছু সময় আল্লাহর যিকির কর। এবং ঐ হারাম প্রেমাস্পদের সহিত উঠাবসা ও মেলামেশা করিতে নিষেধ করিয়াছি। অল্প কিছুদিন পর আসিয়া বলিল, আলহামদুলিল্লাহ, এখন খুব ঘুম আসে এবং অন্তরে খুবই শান্তি লাগে। বড় শান্তিময় আজ আমার এই জীবন। বস্তুত: আল্লাহ্প্রেমিকদের জীবন এমনই হইয়া থাকে।

آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے

تیرے کرم نے گود میں لیکر سلا دیا

অর্থ : আয় আল্লাহ! নানাহ মানসিক যন্ত্রণায় আমার ঘুম আসিতেছিল না। যখন তোমার দিকে ফিরিয়া আসিলাম, তো তোমার ‘দয়া’ আমাকে আপন কোলে তুলিয়া নিয়া কি আরামের সহিত ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে।

বস্তুত: অখাঁটি প্রেমের চিকিৎসা ইহাই যে, রোখ পরিবর্তন করিয়া উহার স্থলে তাহাকে ‘খাঁটি প্রেমে’ জড়াইয়া দিতে হইবে। গায়রুল্লার ভালবাসার স্থলে তাহাকে মাওলার ভালবাসার সবক দিতে হইবে। আর মাওলার ভালবাসা অর্জন হইবে নিয়মিত মাওলাপাকের যিকির ও খুব যত্নের সহিত মাওলাপ্রেমিকদের সংসর্গ লাভের দ্বারা।

دردِ دل کی مسجد میں + دردِ دل کا امام ہوتا ہے

ঘটিয়া থাকে– কাহারও কাহারও মনে তাহার প্রতি অতি খারাপ খেয়াল বা কুকর্মের চিন্তা আসে না। কিন্তু চক্ষুদ্বয় তাহাকে দেখিয়া দেখিয়া যিনার মজা উপভোগ করিতে থাকে। অথচ, এক্ষেত্রে এই নাদান লোকটি মনে করে যে, যেহেতু তাহার সহিত কোন চরম ধরনের কুকর্মের ইচ্ছা নাই। অতএব, আমার নজরও পবিত্র, আমার এই ভালবাসাও পবিত্র। বস্তুত: শয়তান তাহাকে মোহাবিষ্ট করিয়া বোকা, অসজাগ ও অসচেতন করিয়া রাখিয়াছে। এভাবে শয়তান ধীরে ধীরে অজ্ঞাতসারে তাহার অন্তরের মধ্যে উক্ত সুশ্রী মুখের ভালবাসার স্লো-পয়জন ঢালিয়া ঢালিয়া সুশক্ত ভিত্তি প্রস্তুত করিতে থাকে। পর্যায়ক্রমে একদিন যখন এই ভালবাসার বিষ সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছিয়া যায় তখন সে তাহাকে ব্যতীত স্থির থাকিতে পারে না। তাহাকে ছাড়া কিছুই ভাল লাগে না। বস্তুত: ইহাই তাহার ভয়াবহ বিপদের সময়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহ.) বলেন, কোন কোন লোকের মধ্যে এশ্‌কে-মাজাযী (কোন সুশ্রীমুখের সৌন্দর্যপ্রেম) এতটা সূক্ষ্ম হয় যে, স্বয়ং ঐ প্রেমিকই তাহা অনুভব করিতে পারে না। জীবনভর এভাবে বেখবর থাকে। কিন্তু যখন ঐ প্রিয়জনের মৃত্যু হয় তখন অন্তরে তাহার বিচ্ছেদের জ্বালা অনুভব হয়। একজন দূরদর্শী-বিচক্ষণ মোর্শেদ তাহাকে সতর্ক করিয়া দেন যে, জলদি তওবা কর। তোমার অন্তরে তোমার অজ্ঞাতসারেই অমুক সুশ্রী ছেলে বা অমুক ভিন্‌-নারীর প্রতি এই হারাম সম্পর্ক ও অনুরাগ বিদ্যমান ছিল যাহা তাহার মৃত্যুর পরে প্রকাশ পাইয়াছে। অনুরূপ যাহারা বলে যে, আমার নজর পবিত্র, আমার মন পবিত্র, আমার ভালবাসা পবিত্র, এই সুশ্রীমুখের সহিত আমার কোন খারাপ ইচ্ছা নাই, এমনিতেই তাহার সহিত সময় অতিবাহিত করি। মনে রাখা উচিত যে, এই সুশ্রী তরুণই যদি তাহার সঙ্গে রাত যাপন করে তবে সে দেখিতে পাইবে যে, নফ্‌ছ্‌ ভূকম্পনের মত তাহার প্রতি কিরূপ লম্ফ-ঝম্প শুরু করিয়া দেয় এবং কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কিভাবে তাহার প্রতি মন খারাপ হইয়া যায়। মন খারাপ হইতে কতক্ষণ লাগে?

ইবলীস হযরত রাবেআ বসরী ও হযরত হাসান বসরী (রাহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহিমা) সম্পর্কে বলিয়াছিল যে, এত সুউচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন এই দুই ওলীও যদি কোন নির্জন স্থানে কিছুক্ষণ মাত্র অতিবাহিত করেন তবে আমি

তাহাদের তাক্ওয়া-পরহেযগারী বিচূর্ণ করিয়া দিব। এজন্যই কোন ভিন্-নারীর সহিত কোন ভিন্-পুরুষের নির্জনতায় অবস্থান হারাম। (একই কারণে কোন পুরুষের দাড়ি-গোঁফ বিহীন কোন বালক-তরুণের সহিত নির্জন অবস্থানেরও একই বিধান।)

এক বৃদ্ধলোকের এশ্কে-মাজাযীর ঘটনা

জনৈক বৃদ্ধলোক যিনি হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ্ ছাহেব মুহাজিরে মক্কী (রহ.)-এর মুরীদ ছিলেন এবং যিকির-শোগল করিতেন, তিনি হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর নিকট লিখিলেন যে, একটি সুশ্রী ছেলের সহিত আমার ভালবাসা রহিয়াছে। বর্তমানে সে আমার উপর অসন্তুষ্ট। আমাকে এমন কোন ওযীফা বলিয়া দিন যাহার ফলে সে আমার উপর রাযী হইয়া যায়।

কোন কোন লোক এত বেশী সরল-সোজা হয় যে, নিজের ব্যাধিকেও সে ব্যাধি বলিয়া বুঝিতে পারে না।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) তাহাকে জওয়াব লিখিলেন যে, আল্লাহর ওয়াস্তে স্বীয় অবস্থার উপর রহম করুন এবং তওবা করুন। এই ভালবাসা ও সম্পর্ক তো হারাম। একদিকে আল্লাহ্র মহব্বত-মা'রেফাত হাসিলেরও চেষ্টা করা, সেই সাথে গায়রুল্লাহর সঙ্গে প্রেম-ভালবাসাও করা– ইহা তো পরস্পরবিরোধী জিনিস।

ہم خدا خواہی و ہم دنیائے دوں

ایں خیال ست و محال ست و جنوں

তুমি খোদাও চাও, হারাম দুনিয়াও চাও? ইহা শুধু কল্পনা, ইহা পাগলামী, বরং অসম্ভব কাজ।

ইহাতে বড় মিয়ার চোখ খুলিয়া গেল এবং তিনি তওবা করিলেন।

একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী

বৃদ্ধকালে যৌনশক্তি ত দুর্বল হইয়া যায় কিন্তু কামলিপ্সা বাড়িয়া যায় এবং নফছের বিরুদ্ধাচরণের ক্ষমতাও কমজোর হইয়া যায়। এজন্যই বুযুর্গগণ বলিয়াছেন এবং হযরত থানবীও লিখিয়াছেন যে, বৃদ্ধলোককে

বেশী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং লোকদেরও উচিত বৃদ্ধ মনে করিয়া নিজেদের ছেলে-মেয়েকে নির্জন মুহূর্তে তাহার কাছে থাকিতে না দেওয়া। যেভাবে নাদান লোকেরা জাহেল পীরদের সম্মুখে নিজের যুবতী মেয়েকে পেশ করিয়া বলে, হুযূর! ইহা ত আপনার মেয়ে, ইহার সঙ্গে কিসের পর্দা? আল্লাহ্ বাঁচান এমন সব শয়তান পীর-ফকীর হইতে যাহারা না-মাহ্রাম মেয়েদের দ্বারা নিজের হাত-পা দাবানোর কাজ নেয় এবং বলে, আমার নফ্ছ্ ত শেষ হইয়া গিয়াছে। কামশক্তি লোপ পাইয়া গিয়াছে। সতর্কতা অবলম্বন তো তাহাদের জন্য প্রয়োজন যাহাদের নফ্ছ্ জিন্দা আছে।

এই জাহেলদের এতটুকুও জানা নাই যে, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাঁহার পবিত্রাত্মা বিবিগণকে অন্ধ ছাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাক্তূমের সঙ্গে পর্দা করিতে হুকুম করিয়াছেন এবং স্বয়ং তিনি না-মাহ্রাম মেয়েলোকদের সহিত পর্দা করিতেন এবং প্রয়োজনে পর্দা রক্ষার সহিত কথা বলিতেন এবং মেয়েলোকদিগকে বায়আত করার সময় স্বীয় হস্তে তাহাদের হস্ত ধারণ করিতেন না। বরং কোন চাদরের একদিকে নিজে ধরিয়া ও অন্যদিক তাহাদের হাতে ধারণ করাইয়া বায়আত গ্রহণ করিতেন। তবে কি এই জাহেলদের নফ্ছ্ সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আন্হুম, নবীজীর পবিত্রাত্মা বিবিগণ, এমনকি স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর চেয়েও অধিক পবিত্র হইয়া গেল? আছতাগফিরুল্লাহ্! ইহা ত ধর্মের নামে অধর্ম, ভণ্ডামী ও গোমরাহী ছাড়া আর কিছুই নয়।

অনেক লোক আছে যাহারা আল্লাহ-রাসূলের সহিত ভালবাসা ত স্থাপন করিতে চায় কিন্তু স্বাধীন থাকিয়া। শরীঅতের আইন-কানূনের অধীন থাকিতে চায় না। ইহা মহব্বতের এক অভিনব দাবী যে, প্রেমিকের কাছে মাহবূবের (প্রিয়জনের) আইন-কানূন অপছন্দ লাগে এবং তাহা বর্জন করিয়া চলিতে হয়।

জনৈক বুযুর্গ কী চমৎকার বলিয়াছেন–

اگر آزاد ہم ہوتے خدا جانے کہاں ہوتے

مبارک عاشقوں کے واسطے دستور ہو جانا

যদি আমরা স্বাধীন থাকিতাম (আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন না থাকিতাম), খোদা জানে কখন কোথায় ধ্বংস হইয়া যাইতাম। তাই, আল্লাহ্‌প্রেমিকদের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হইতে কিছু বিধি-বিধানের ব্যবস্থাপনা বড়ই সৌভাগ্যের বিষয়।

আমি এশ্‌কে-মাজাযীর এছ্‌লাহ সংক্রান্ত একটি দীর্ঘ কবিতা 'মা'রেফাতে এলাহিয়া' নামক কিতাবে প্রকাশ করিয়াছিলাম। উহা হইতে চয়নকৃত কতিপয় ছন্দ এখানে উল্লেখ করিতেছি–

دنیائے دوں ہے خواب پریشاں لئے ہوئے

سرمست عشق ہے غم جاناں لئے ہوئے

যাহারা হারাম দুনিয়ার পিছনে ছুটিতেছে তাহারা কত না অশান্তির অনলে পুড়িতেছে। আর যাহারা আল্লাহ্‌প্রেমে নেশাগ্রস্ত, সর্বদা তাহারা আল্লাহর মহব্বতের আগুনে জ্বলিতেছে এবং আনন্দে উন্মত্ত হইতেছে।

برباد زندگی جو تھی عشق مجاز میں

آئی ہے موت مژدۂ حرماں لئے ہوئے

যাহারা কাম-তাড়িত অস্বচ্ছ-প্রেমে জীবন ধ্বংস করিয়াছে, মৃত্যু তাহাদের জন্য লাঞ্ছনা-বঞ্চনার 'সুখবর' লইয়া হাযির হইয়াছে!

معلوم ہوگی عارض و گیسو کی حقیقت

ناداں مگن ہے خار مغیلاں لئے ہوئے

শীঘ্রই তুমি তোমার প্রিয়জনের প্রিয়মুখ ও সুদর্শন কালো কেশের হাকীকত জানিতে পারিবে। হে নাদান! আসলে বিষাক্ত কাঁটাবনের অসংখ্য কাঁটায় তুমি ঘিরিয়া রহিয়াছ। খোদায়ী আযাবের অসংখ্য কাঁটার ঘা তোমার ইহ-পরকালকে বিষাইয়া তুলিবেই।

غافل ہے آخرت سے اگر خبط شاعری

بیکار خوش ہیں داد کا ساماں لئے ہوئے

বিকারগ্রস্ত-আখেরাতবিমুখ কবি তাহার কবিতার প্রশংসা ও বাঃহবা শুনিয়া যদি সন্তুষ্ট হন তবে ইহা তাহার বোকামী। অর্থহীন এ আনন্দ।

قرآن میں اجازت ہے اگر شعر و سخن کی
اعمال نیک ذکر اور ایماں لئے ہوئے

কোরআনে যদিও কবিতার অনুমতি বিদ্যমান আছে কিন্তু তাহা দ্বীন-ঈমান, আল্লাহর স্মরণ এবং নেক আমল ও ন্যায় বিষয়ভিত্তিক হওয়ার শর্তে এবং শরীঅতবিরুদ্ধ না হওয়ার শর্তে।

کوئی بھی ہو جو سیرت نبوی سے دور ہو
اک جانور ہے صورت انساں لئے ہوئے

নবীজীর শিক্ষা-দীক্ষা ও আদর্শ হইতে যে দূরে, সে যে-ই হউক না কেন, আসলে সে মানবাকৃতির এক পশু।

دھوکہ نہ دے مجھے کہیں دنیائے بے ثبات
آئی خزاں ہے رنگ بہاراں لئے ہوئے

নিশ্চিত ধ্বংসশীল এই দুনিয়ার কোন রঙ-রূপ ও আকর্ষণ যেন আমাকে ধোকা দিতে না পারে। কারণ, আসলে ইহা বিনাশী হেমন্ত, যদিও দেখিতে পরম সজ্জিত বসন্ত বলিয়া মনে হয়।

مد نظر تو شاعری اختر نہیں مجھے
کہتا ہوں میں ہدایت قرآں لئے ہوئے

কবিতা আমার নেশা নয়, পেশা নয়, লক্ষ্য নয়। তবে হাঁ, কবিতার আকারে আমি কোরআনের হেদায়েতের মশাল তুলিয়া ধরি।

কুদৃষ্টি ও এশ্‌কে-মাজাযীর (ক্ষণভঙ্গুর অস্বচ্ছ প্রেমের) প্রতিকারমূলক একটি কবিতা (গ্রন্থকারের স্বরচিত) :

اے خداوند جہان حسن و عشق + سخت فتنہ ہے مجازی حسن و عشق

সকল রূপ-সৌন্দর্য ও ভালবাসার মালিক হে স্রষ্টা! ক্ষণস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্য ও ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা যে মারাত্মক ফেতনা; দ্বীন-ঈমানের ভয়াবহ ক্ষতিসাধক।

غیر سے تیرے اگر ہو جائے عشق + عشق کیا ہے در حقیقت ہے یہ فسق

তুমি ভিন্ন এবং তোমার সম্মতি-অনুমতি ভিন্ন যদি অন্য কাহারও সহিত ভালবাসা হইয়া যায়, তবে ত উহা ভালবাসা নয় বরং সীমালংঘন ও মহাপাপ।

عشق بامردہ ہے تیرا اک عذاب + راستے کا ہے ترے یہ سد باب

মরণশীলদের সহিত ভালবাসা যে তোমার এক আযাব এবং ইহা তোমার নৈকট্যের পথের অন্তরায়।

حکم ہے اس واسطے غض بصر + تا ہو زہر عشق سے دل بے خطر

তাই ত তুমি আমাদিগকে দৃষ্টি নীচু করিয়া চলার হুকুম দিয়াছ। যাহাতে অবৈধ ভালবাসার বিষক্রিয়া হইতে আমাদের হৃদয়-মন নিরাপদ থাকিতে পারে।

بدنگاہی مت سمجھ چھوٹا گناہ
دل کو اک دم میں یہ کرتی ہے تباہ

কুদৃষ্টিকে মামুলী গুনাহ্ বা ছোট্ট গুনাহ্ মনে করিও না। মুহূর্তের মধ্যে ইহা অন্তরকে বরবাদ করিয়া দেয়।

بدنگاہی تیر ہے ابلیس کا زہر میں ڈوبا ہوا تلبیس کا

কুদৃষ্টি শয়তানের খবীস চক্রান্তপূর্ণ বিষাক্ত তীর।

ہو گئے کتنے ہلاک اس راہ میں کھو کے منزل گر گئے وہ چاہ میں

এই কুদৃষ্টির পরিণামে কত মানুষের যে দ্বীন-দুনিয়া সব ধ্বংস হইয়াছে। জীবনের মহান লক্ষ্য হারাইয়া অধঃপতনের কূপের মধ্যে তলাইয়া গিয়াছে।

چند دن کا حسن ہے حسن مجاز چند روزہ ہیں فقط یہ ساز و باز
عاشق و معشوق کل روز شمار روسیہ ہونگے بہ پیش کردگار

ক্ষণস্থায়ী রূপের বাহারও কয়েক দিনের জন্য এবং উহার আকর্ষণে এই ছুটাছুটিও কয়েকদিনের জন্য। অতঃপর কাল রোজ-হাশরে প্রেমিক-প্রেমাস্পদ উভয়কেই আল্লাহর সম্মুখে লাঞ্ছিত-অপমানিত হইবে।

غیر حق کا دل سے جب نکلے گا خار دل میں ہوگی چین ولذت کی بہار

গায়রুল্লাহ্‌র ভালবাসার কাঁটা যদি অন্তর হইতে বাহির করিতে পার তবে তোমার অন্তর শান্তি ও আনন্দের ফুল-বসন্তে পরিণত হইবে।

عشق حق سے میں رہوں بس جامہ چاک

درد دل سے لوں میں اسکا نام پاک

অতএব, আমি সর্বদা আল্লাহর প্রেমে দেওয়ানা হইয়া থাকিব। তাহার ভালবাসার জ্বালায় জ্বলিয়া আমি তাহাকে ডাকিব ও তাহার নাম যপিব।

عشق سے اپنے تو دل کو طور کر نور سے اختر کا دل معمور کر

হে আল্লাহ্! তোমার প্রেমে আমার অন্তরকে তুমি তূর-পাহাড় করিয়া দাও। আখতারের অন্তরকে তুমি তোমার নূরের দ্বারা আবাদ করিয়া দাও।

লালসাপূর্ণ ভালবাসার ভয়াবহ পরিণতির বিবরণ
(গ্রন্থকারের স্বরচিত কবিতা) :

وہ زلف فتنہ گر جو فتنہ ساماں تھی جوانی میں

دم خر بن گی پیری سے وہ اس دار فانی میں

সেই কালো চুল যাহা যৌবনকালে দ্বীন-ঈমান ও চরিত্র হননকারী কঠিন ফেতনা ছিল, ধ্বংসশীল এই পৃথিবীর কীর্তি স্বরূপ বার্ধক্যকালে আজ তাহাই যেন গাধার ঘৃণিত লেজে পরিণত হইয়াছে।

جو غمزہ شہرۂ آفاق تھا کل خونفشانی میں

وہی عاجز ہے پیری سے خود اپنی پاسبانی میں

ভরা যৌবনে যাহার চোখের ইশারার আকর্ষণ দিকে দিকে ভীষণ প্রসিদ্ধ ছিল, সেই লোকটিই বার্ধক্যের দরুন আজ নিজের রক্ষণাবেক্ষণে এবং নিজের খোঁজ-খবর রাখিতেও অক্ষম, অসমর্থ।

سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں

ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں

হে মন! তোমার যৌবন-সমুদ্রে হাজার হাজার জাহাজ পরিমাণ রক্তস্রোত বিদ্যমান। অতএব, ধ্বংসশীল রূপ-সৌন্দর্যের আকর্ষণ ভরা এই জগতে তুমি সাবধানে কদম রাখ। আর সতর্ক থাক যেন কোন রূপ-লাবণ্যের মোহময় ফাঁদে পড়িয়া তোমার দেহে রক্ত ও শক্তিদাতা আল্লাহ্ হইতে তুমি বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়।

ہماری موت روحانی ہے عشق حسن فانی میں
حیات جاوداں مضمر ہے دل کی نگہبانی میں

ক্ষণস্থায়ী কোন রূপ-লাবণ্যের ভালবাসা আমাদের আত্মার মৃত্যু ঘটায়; আল্লাহ্‌পাকের সহিত আত্মার সম্পর্ক মরিয়া যায়। আর অন্তঃকরণকে ইহা হইতে হেফাযত করার মধ্যে নিহিত রহিয়াছে আত্মার চিরস্থায়ী হায়াত। গায়রুল্লার হারাম সম্পর্ক হইতে মুক্ত হইতে পারিলে মহান চিরঞ্জীবের সহিত অন্তরের চিরঞ্জীব সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়া যায়।

جو عارض آہ رشک صد گلستاں تھا جوانی میں
وہ پیری سے ہے ننگ صد خزاں اس باغ فانی میں

যৌবনকালে যেই চেহারা সুশোভিত শত ফুল বাগানের চেয়েও সুন্দর ছিল, পরম ঈর্ষণীয় ছিল, ধ্বংসশীল এই জগৎ-বাগানে বার্ধক্যের কষাঘাতে একদিন তাহাই চরম অসুন্দর হইয়া শ্রীহীন শত হেমন্তের চেয়েও অধিক কদাকার হইয়া গেল।

جو ابرو اور مژگاں قتل گاہ عاشقاں تھے کل
وہ پیری سے ہیں اب مژگان خر کیچڑ روانی میں

যেই ভ্রূযুগল ও দৃষ্টির তীরের আঘাতে কত না প্রেমিকের হৃদয়-মন প্রেমের শিকার হইয়া ছিল, বার্ধক্যের ফলে উহাকেই আজ গাধার বিশ্রী ক্লেদাক্ত চোখ-যুগল বলিয়া মনে হইতেছে।

محبت بندۂ بے دام تھی جس روئے تاباں کی
زوال حسن سے نادم ہے اپنی جانفشانی میں

মন যেই সুদর্শন চেহারাকে ভালবাসার জন্য কোন বাধা-বিপত্তির পরোয়া করে নাই, সেই সৌন্দর্যের বিনাশ ঘটিবার পর প্রেমিক আজ

নিজেকে নিজে শতবার শুধু ধিক্কার আর ধিক্কার দিতেছে যে, হায়! অমূল্য এ জীবনকে এমন এক অপথে আমি কেন যে বিনাশ করিয়া দিলাম!

شباب حسن کی رعنائیاں صبح گلستاں ہے   مگر انجام گلشن دیکھ شام باغبانی میں

যৌবনের সকল কান্তি ও কমনীয়তা যদিও ভোরের ফুল-বাগানের মত আকর্ষণভরা মনে হয়, কিন্তু অচিরেই যে এ পুষ্পোদ্যানের উপর জীবন-সন্ধ্যার ঘোর-অন্ধকার নামিয়া আসিবে, সেই পরিণামকে এখনই স্মরণে রাখা কি জরুরী নয়?

وہ جانِ نغمۂ عشاق اور جان غزل گوئی
ہے پیری سے گل افسردہ بہار شعر خوانی میں

যেই প্রিয়জন ছিল একদিন প্রেমিকদের কবিতা-গান ও সুরের উৎস, বার্ধক্যপীড়িত শ্রীহীন সেই ফুলের নামে আজ কাহারও মুখ হইতে কোনও কবিতা বাহির হয় না।

ہزاروں حسن کے پیکر لحد میں دفن ہوتے ہیں
مگر عشاق ناداں مبتلا ہیں خوش گمانی میں

হাজার হাজার প্রিয়-চেহারা, প্রিয়-দেহ মাটির পাটিতে দাফন হইয়া চলিয়াছে। অথচ অপরিণামদর্শী বোকা প্রেমিকগণ এ লাবণ্য ও কমনীয়তাকে যেন লয়হীন-ক্ষয়হীন ভাবিয়া ববসিয়াছে।

نہ کھا دھوکہ کسی رنگینیٔ عالم سے اے اختر   محبت خالق عالم سے رکھ اس دار فانی میں

ওহে মন, সাবধান! সাবধান! নশ্বর এ পৃথিবীর কোন রূপ-সৌন্দর্য দেখিয়া তুমি ধোকা খাইও না। নশ্বর এ পৃথিবীতে তুমি পৃথিবীর স্রষ্টা অবিনশ্বর আল্লাহ্‌র সহিত ভালবাসা কর।

একটি উপদেশ

প্রেমিক-মনের লোকদের জন্য এমন কোন বুযুর্গের সাহচর্যে থাকা বেশী উপকারী হয় যিনি আল্লাহর প্রতি দারুণ প্রেমাসক্তিপূর্ণ এবাদত ও যিকির করিয়া থাকেন।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন–

سَبَقَ الْمُفَرِّدُوْنَ

"একজনের জন্য যাহারা সর্বজন হইতে নিজেকে বিছিন্ন করিয়াছে, তাহারাই অগ্রগামী হইয়া গিয়াছে।"

সাহাবীগণ আরয করিলেন : ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইহারা কাহারা? হুযূর বলিলেন : যাহারা প্রেমাসক্তিপূর্ণ যিকির করে। যাহারা জ্বালাময় প্রাণে মাওলাকে ডাকে। (শায়খুল হাদীছ [রহ.]-এর ফাযায়েলে যিকির দ্রষ্টব্য।)

অধম লেখক আরয করিতেছি যে, মহব্বতওয়ালাদের মিল-মোনাছাবাত মহব্বতওয়ালাদের সঙ্গেই হইয়া থাকে। দেওয়ানাদের জীবন কোন দেওয়ানার সঙ্গেই ভাল কাটে।

جینے کے لئے چاہیئے ایسی جگہ جہاں
جیتا ہو کوئی درد بھرا دل لئے ہوئے

বাঁচার জন্য এমন কোন জায়গা দরকার যেখানে কোন মাওলাপাগল মাওলার মহব্বতে জ্বলিয়া-পুড়িয়া বাঁচিয়া আছে।

চিকিৎসাশাস্ত্রের আলোকে কুদৃষ্টির ক্ষতিসমূহ

কুদৃষ্টির দরুন মূত্রথলি দুর্বল হইয়া যায়, যাহার ফলে বারবার ফোঁটায় ফোঁটায় প্রস্রাব কিংবা ধাতু নির্গত হইতে থাকে। উযূ ও নামাযের জন্য সমস্যা হইয়া যায়। কুদৃষ্টির দরুন প্রস্রাবের সহিত ধাতু-ক্ষয়ের রোগ দেখা দেয়। কারণ, কুচিন্তা-কুকল্পনা ও কুদৃষ্টির ফলে ধাতু পাতলা হইয়া ঘন ঘন স্বপ্নদোষ কিংবা প্রস্রাবের সহিত ধাতু ক্ষয় হইতে থাকে। ইহার দরুন মস্তিষ্কের দুর্বলতা, হার্টের দুর্বলতা ও অস্থিরতা (হার্ট পালপিটিশন), কোমরে ব্যথা, পায়ের গোছায় ব্যথা, মাথা ঘুরানো, চোখে অন্ধকার বা ঝাপসা দেখা, পড়া মুখস্ত না হওয়া বা মুখস্ত হওয়ার পর তাড়াতাড়ি ভুলিয়া যাওয়া, কোন কাজে মন না লাগা, মেজায খিটখিটে হইয়া যাওয়া, গোস্বা-ক্রোধ বৃদ্ধি পাওয়া, নিদ্রাহীনতা বা নিদ্রাস্বল্পতা, ইচ্ছা ও মনোবল কমজোর হইয়া যাওয়া, কাজ-কর্মে শৈথিল্য ও অলসতা প্রভৃতি জটিল সমস্যাদি দেখা দেয়। (এমনকি অনেকের অতিমাত্রায় ধাতু ক্ষয় হইতে হইতে কঠিন ধ্বজভঙ্গ

রোগের দিকে মোড় নেওয়ার আশঙ্কা থাকে।) যেহেতু বীর্য একটি অমূল্য সম্পদ, জীবনীশক্তি, তাই উহা ধ্বংস হওয়ার পরিণামে এরূপ জটিল অবস্থা ও লক্ষণাদি প্রকাশ পাওয়াই স্বাভাবিক ও অবধারিত বিষয়।

তাই, ছাত্রদের কর্তব্য নওজোয়ান বয়সে 'খারাপ সঙ্গ' ও কুদৃষ্টি হইতে কঠোরভাবে বিরত থাকা।

مرقد میں ہم نے دیکھا اختر ہزار کیڑے
چپٹے ہوئے تھے ان کو کل تک جو مہ جبیں تھے

মর্মার্থ : গতকাল পর্যন্ত যাহাদের চেহারা চাঁদের মত সুন্দর ছিল, কবরস্থানে গিয়া দেখ হাজার হাজার কীট তাহাদের দেহের মধ্যে জড়াইয়া আছে।

ধ্বংসশীল সৌন্দর্য ও লাবণ্যের প্রেমিকদের আনন্দ-ফূর্তি মাত্র কয়েক দিনের ব্যাপার।

بہار حسن صورت سے جو عاشق زندہ ہوتا ہے
وہ تبدیل بہار رنگ سے شرمندہ ہوتا ہے

সুন্দর আকৃতির প্রতি আসক্ত হইয়া যাহারা অমূল্য জীবন ক্ষয় করে, অচিরেই সুদর্শন সেই রঙ-রূপের পরিবর্তন দেখিয়া তাহারা লজ্জিত হইয়া পড়ে।

جمال سیرت و معنی سے جو تابندہ ہوتا ہے
بہار لطف اس کا عمر بھر پائندہ ہوتا ہے

পক্ষান্তরে, সুন্দর ও নির্মল চরিত্র দ্বারা জীবনকে যে সজ্জিত করে এবং বুকে আল্লাহর প্রতি গভীর প্রেম-ভালবাসা দ্বারা হৃদয়কে যে রঞ্জিত করে, হৃদয়ের এ স্বচ্ছ আনন্দ শুধু দুনিয়াতেই নয়, বরং অনন্তকাল যাবত উপভোগ করিতে থাকিবে।

شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے
گزر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ

বাসর-রাতের আনন্দের বিষয়ে যদিও অনেক আলাপ-আলোচনা শোনা যায়, অতিবাহিত হওয়ার পর দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষিত সেই রাত্রকেও মাত্র

কিছুক্ষণের এক খোশ-গল্পের আসরের চেয়ে বড় কিছু বলিয়া তো মনে হয় না; যাহার চিহ্ন অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই মুছিয়া যায়।

بزیر سایۂ غض بصر ہے چین اسے
نگاہ عشق حسینوں سے اور مضطر ہے

তাই, দৃষ্টি সংযত রাখার মধ্যেই শান্তি ও আরাম নিহিত। সুন্দর-সুন্দরীদের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাহাদের প্রতি কুদৃষ্টিকারীরা উহার বিষ-যন্ত্রণায় আরও ছটফট করিয়া মরিতেছে।

রূপ-সৌন্দর্যের ক্ষণস্থায়িত্বের বর্ণনা (গ্রন্থকারের কবিতা)

سوائے تیرے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے یارب جدھر بھی جاؤں
کسے غم دل و جاں سناؤں کسے میں زخم جگر دکھاؤں

আয় আল্লাহ্! যেখানেই যাই, যে দিকেই তাকাই, আপনি ব্যতীত আমার কোন আশ্রয় নাই, কোন ঠিকানা নাই। আর কাহাকে আমি আমার দুঃখের কথা শুনাইবো, আর কে আছে যাহাকে আমার বুকের ঘা দেখাইবো।

یہ دنیا والے تو بے وفا ہیں وفا کی قیمت سے بے خبر ہیں
پھر ان کو دل دے کے زندگی کو جفا سے آہنگ کیوں بناؤں

এই দুনিয়ার মানুষকে তো বিশ্বাস করা যায় না। ইহারা ভালবাসার মূল্য বোঝে না। কথা দিয়াও কথা রাখে না। যাহাকে ভালবাসিলাম সে ভালবাসিতে জানে না। অতএব, ইহাদেরকে ভালবাসিয়া, অন্তরে ইহাদিগকে স্থান দিয়া ইহ-পরকালে নিজেকে আমি কেন বিপদের সম্মুখীন করিব? কেন দুঃখ ও যাতনার কষাঘাতে পিষ্ট হইব?

جو خود ہی محتاج ہیں سراپا غلام ان کا بنوں تو کیوں کر
غلام کا بھی غلام بن کر میں اپنی قیمت کو کیوں گھٹاؤں

যে নিজেই দাস, নিজেই ভিখারী, তাহার দাস ও অনুরক্ত হইয়া নিজের মূল্য আমি কেন নষ্ট করিব? প্রিয় মাওলার সুনজর হইতে কেন নিজেকে বঞ্চিত করিব?

اگرچمن میں ہے مست بلبل بہار فانی سے ہے وہ ناداں
بھلا نشیمن جو عارضی ہو تو اس کو مسکن میں کیوں بناؤں

ফুলবাগানের রূপে বিমুগ্ধ বুলবুলিরা জানে না যে, এ সুন্দর বাগান অচিরেই ধ্বংস হইয়া যাইবে। বুলবুলিদের মত অপরিণামদর্শী মানুষেরা ক্ষণস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্যের মোহে পড়িয়া মূল্যবান এ জীবনটাকে ধ্বংস করিয়া দিতেছে! বুলবুলিদের মত 'ক্ষণস্থায়ী বাসা ও বাগান'কে আমি কিরূপে 'চিরস্থায়ী ঠিকানা' মনে করিব?

مجھے تو اختر سکون دل گر ملا تو بس اہل دل کے در پر
تو ان کے در کو میں اپنا مسکن صمیم دل سے نہ کیوں بناؤں

এই পৃথিবীতে যদি আমি শান্তি পাইয়া থাকি তবে তাহা পাইয়াছি আল্লাহ্‌প্রেমিকদের দুয়ারে গিয়া। অতএব অন্তর দিয়া তাহাদের দুয়ারকেই কেন আমি আমার ঠিকানা বানাইব না?

রাস্তায় চলিতে সময় যদি কোথাও কুদৃষ্টি করা হয়, ইহার নগদ শাস্তি স্বরূপ অন্তরের নূর বাহির হইয়া যায় এবং অন্তর অস্থির ও পেরেশান হইয়া যায়। কিন্তু যেখানে কোন না-মাহ্‌রাম নারী কিংবা সুশ্রী ছেলে দিবারাত বারবার আসা-যাওয়া করে এবং কাছাকাছি অবস্থান করা হয়, সেক্ষেত্রে তাহাদের প্রতি কুদৃষ্টির পরিণামে হারাম প্রেমের বিবিধ ফেতনায় আক্রান্ত হইয়া কবীরা গুনাহে লিপ্ত হইয়া পড়ার প্রবল আশঙ্কা দাঁড়ায়। অতএব, এইরূপ স্থান হইতে দূরে সরিয়া যাওয়া ওয়াজিব। অথবা কঠোরভাবে দূরত্ব বজায় রাখিয়া, কঠোর সাবধানতা অবলম্বন করা ওয়াজিব।

গ্রন্থকারের উপদেশভরা কয়েকটি ছন্দ :

سوائے ذکر خدا اور اولیا کے تئیں
کسی نے چین نہ پایا کبھی زمانے میں

আল্লাহর স্মরণ ও ওলীদের সংসর্গ ব্যতীত কোথাও কেহ কোনও কালে বিন্দুমাত্রও শান্তি পায় নাই।

(আলোচ্য বিষয়ের সহিত মিল ও উপকারিতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া অধম **অনুবাদকের দুইটি কবিতা** এখানে সংযুক্ত করা হইল।)

তুমিই তো সব

পরাণে মম তোমায় পূরিব
জীবন ভরিয়া তোমায় পূজিব।
ভালো লাগে তোমায় ওগো এত বেশী
লাগে না ভালো আর কোনকিছু দিবানিশি।
দূর দূর যতদূর আমি চাহিয়া দেখি
তোমার পানেই শুধু চাহিয়া থাকি।
সবুজে-শ্যামলে, বিলে-ঝিলে, আকাশের নীলে
কেবলই তোমার রূপ তোমারই গন্ধ মিলে।
দেখিয়া আকাশ পানে দেখি কারে আমি
দেখিয়া তারাদের হাসি দেখি কারে আমি।
শুনিয়া পাখির রব শুনি কার রব
সব কিছুর মূলে প্রিয় তুমিই তো সব।

তুমি বিনে নেই...

পরাণের গভীরে তোমায় পূরিব
হৃদয় জুড়িয়া তোমায় রাখিব।
নয়নে ভরিয়া তোমায় রাখিব
জীবন ভরিয়া তোমায় ডাকিব।
ভালবাসা দিয়া তোমায় পূজিব
তোমাকেই শুধু ভালোবাসিব।
যদি না তোমাকে ভালবাসা হয়
ভালোবাসা কভু ভালোবাসা নয়।
ভালো ওগো যদি তোমায় বাসা হয়
'ভালোবাসা' তবেই 'ভালোবাসা' হয়।
তুমি প্রিয় ওগো তুমি এতো বেশি প্রিয়

চিনি, মধু, সুরা সব হইতেও প্রিয়।
তুমি মোর প্রিয় এবং আমি তোমার প্রিয়
পরস্পরে দু'জনে দু'জনার মোরা প্রিয়।
এ পৃথিবী এ আকাশ এই চাঁদ
তুমি বিনে নেই তাতে কোন স্বাদ।
তুমি যদি মোর হও প্রিয় হে!
মোর সম ধনী পৃথিবীতে কে?

গ্রন্থকারের উপদেশভরা ছন্দমালা

تم جسکو دیکھتے ہو گنا ہوں سے شادماں
زیر لب خنداں ہیں ہزاروں الم نہاں

হে মানুষ! তোমরা পাপীকে পাপাচার সত্ত্বেও যে আনন্দে মত্ত দেখিতেছ, আসলে তাহার ঠোঁট যদিও হাসিতেছে, কিন্তু তোমাদের অজান্তে অসংখ্য দুঃখ-যাতনায় সে নিষ্পিষ্ট হইতেছে।

یاد کرنا تھا کسے کس کو کیا
کام تیرے قبر میں آئے گا کون

কাহাকে স্মরণ করা উচিত ছিল, অথচ কাহাকে স্মরণ করিতেছ? কাহাকে ভালবাসা উচিত ছিল, অথচ কাহাকে ভালবাসিতেছ? কবরে-হাশরে কে তোমার উপকারে আসিবে?

ডাকিলে ছাড়িয়া কাকে কাহাকে?
আসিবে কবরে তোমার কাজে কে?

সৌন্দর্যের ধ্বংসশীলতা ও প্রেমিকদের বরবাদীর বয়ান

جہاں رنگ و بو میں رنگ گونا گوں کا منظر تھا
مگر ہر اہل رنگ و بو کا حال رنگ ابتر تھا

রঙ-রূপের এই পৃথিবীতে রঙ-রূপের কত না দৃশ্য দেখিলাম। কিন্ত সকল রঙ-রূপের পরিণাম কেবল ধ্বংস আর ধ্বংসই শুধু দেখিতে পাইলাম।

نظام رنگ و بو سے ہو کے جو مافوق رہتا تھا

اسی مست خدا کا رنگ ہر دم رنگ خوشتر تھا

কিন্তু যে ব্যক্তি ক্ষণস্থায়ী রঙ-রূপের মোহ-মায়ার ঊর্ধ্বে উঠিয়া মাওলাপ্রেমে মজিয়া থাকিয়াছে, সেই মাওলাপ্রেমিকের প্রেমের রঙ-রূপ কী যে চমৎকার লাগিয়াছে। না সেই প্রেমের ক্ষয় আছে, না সেই প্রেমিকের সৌন্দর্যের কোন ক্ষয় আছে। দিন দিন তাহার অক্ষয়-সৌন্দর্য সকলকে কেবলই পাগল করিয়া তুলিয়াছে।

ছেলে-মেয়েদের ক্ষণস্থায়ী হারাম প্রেমে আক্রান্ত অনেক লোক আমাকে নিজের দুঃখের কথা শুনাইয়াছে যে, সর্বদা পেরেশান লাগে, অস্থির-অস্থির লাগে, ঠিকমত ঘুম হয় না, মনে শান্তি পাই না ইত্যাদি। আমি তাহাদিগকে বলিয়াছি, প্রত্যহ কিছু সময় আল্লাহর যিকির কর। এবং ঐ হারাম প্রেমাস্পদের সহিত উঠাবসা ও মেলামেশা করিতে নিষেধ করিয়াছি। অল্প কিছুদিন পর আসিয়া বলিল, আলহামদুলিল্লাহ, এখন খুব ঘুম আসে এবং অন্তরে খুবই শান্তি লাগে। বড় শান্তিময় আজ আমার এই জীবন। বস্তুত: আল্লাহ্প্রেমিকদের জীবন এমনই হইয়া থাকে।

آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے

تیرے کرم نے گود میں لیکر سلا دیا

অর্থ : আয় আল্লাহ! নানাহ মানসিক যন্ত্রণায় আমার ঘুম আসিতেছিল না। যখন তোমার দিকে ফিরিয়া আসিলাম, তো তোমার 'দয়া' আমাকে আপন কোলে তুলিয়া নিয়া কি আরামের সহিত ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে।

বস্তুত: অখাঁটি প্রেমের চিকিৎসা ইহাই যে, রোখ পরিবর্তন করিয়া উহার স্থলে তাহাকে 'খাঁটি প্রেমে' জড়াইয়া দিতে হইবে। গায়রুল্লার ভালবাসার স্থলে তাহাকে মাওলার ভালবাসার সবক দিতে হইবে। আর মাওলার ভালবাসা অর্জন হইবে নিয়মিত মাওলাপাকের যিকির ও খুব যত্নের সহিত মাওলাপ্রেমিকদের সংসর্গ লাভের দ্বারা।

درد دل کی مسجد میں + درد دل کا امام ہوتا ہے

অর্থ : মসজিদের মুসল্লীরা যেমন নামাযের মধ্যে ইমামের অনুসরণ করে, তদ্রূপ, 'প্রেমের ব্যথার মসজিদে' 'প্রেম জ্বালা'ই হয় হৃদয়ের ইমাম। প্রেম যেদিকেই টানে, প্রেমিকের প্রাণ ও জীবন প্রেমের প্রবল আকর্ষণে সেদিকেই ঘুরিতে থাকে।

অতএব, ভালবাসায় আক্রান্ত মানুষ যদি কোন মাওলাপ্রেমিকের সান্নিধ্য পাইয়া যায়, তাহা হইলে তাহার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়া যায়। মাওলাপ্রেমিকের মাওলাপ্রেম তাহাকে ইমামতি করিয়া মাওলার দিকে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে।

গ্রন্থকারের আরও কয়েকটি প্রাণস্পর্শী ছন্দ দেখুন :

پاکے صحبت تیری اے مست جمال ذوالجلال

ہوگیا روشن مرا مستقبل وماضی وحال

অর্থ : আল্লাহ্‌র অনুপম সৌন্দর্য দর্শনে বিভোর হে আল্লাহ্‌প্রেমিক! আপনার সান্নিধ্যের বরকতে আমার অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যত সবই আলোকিত হইয়া গিয়াছে। روح را با ذات حق آویختہ

درد دل اندر دعا آمیختہ

অর্থ : আল্লাহ্‌প্রেমিকগণ সদা নিজের আত্মাকে আল্লাহ্‌র সত্তার সঙ্গে মিশাইয়া রাখেন। প্রেমের জ্বালায় জ্বলিয়া-জ্বলিয়া তাহারা মাওলার নিকট প্রার্থনা-আরাধনা করিতে থাকেন।

হারাম স্বাদ-আনন্দের সকল পথ বর্জন করিয়া চলার কারণে লোকেরা আল্লাহ্‌র ওলীদেরকে সকল স্বাদ-আনন্দ হইতে বঞ্চিত বলিয়া ধারণা করে। অথচ, আল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কের শান্তি ও আনন্দে সর্বদা তাহারা আত্মহারা হইয়া থাকেন।

قطرہ کا بھی محتاج سمجھتی ہے جسے خلق

دل میں ہے وہی عیش کا دریا لئے ہوئے

মানুষ যাকে এক-একটি বিন্দুরও মুখাপেক্ষী মনে করে, সেই আল্লাহ্‌ওয়ালা বস্তুত:পক্ষে শান্তির সাগরে ডুবিয়া আছেন।

নকল প্রেমে আক্রান্ত কোন মানুষ যখন কোন আল্লাহপ্রেমিকের হাতে তওবা করে, অতঃপর আল্লাহ্‌প্রেমের পথে চলে, তাহার অন্তর তখন খুবই

মাওলাপ্রেমের জ্বালাভরা এক অন্তর হয় এবং খুব দ্রুত সে আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, আল্লাহ্র ওলী হইয়া যায়। আল্লাহ্র জন্য নজর হেফাযত ও অন্তর হেফাযতের কষ্ট সহনকে সে মনে মনে এভাবে অনুভব করে :

آلام مسلسل میں مرے دل کے تبسم کی مثال
جیسے غنچہ گھرے خاروں میں چٹک لیتا ہے

মাওলার জন্য অবিরাম কষ্ট সহিবার ফলে হৃদয়ে সদা এমনভাবে স্মিত হাসি ফুটিয়া থাকে, যেভাবে অসংখ্য কাঁটাঘেরা বৃক্ষডালে ফুল ফুটিয়া থাকে।

রূপ-লাবণ্যের অস্থায়িত্ব ও ধ্বংসের বয়ান

দিবারাতের প্রত্যক্ষীকৃত অসংখ্য ঘটনাবলী প্রমাণ দেয় যে, কিছু লোকের হৃদয়-মন রূপ-লাবণ্য দ্বারা অনেক বেশী প্রভাবিত হইয়া যায়। সহজাতভাবে ভালবাসাভরা এক মন-মেযাজ নিয়াই তাহারা জন্মগ্রহণ করে। **তবে ভালবাসার এই দামী আমানত, প্রেমের এই অমূল্য পূঁজি এবং প্রেমময় এই হৃদয় বড়ই কাজের জিনিস হয়– যদি কোন ওলীর নিকট হইতে উহাকে আল্লাহ্র উপর উৎসর্গ করা শিখিয়া লইতে পারে।**

হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দিছে-দেহ্লবী (রহ.) বলেন :

دلے دارم جواہر پارۂ عشق ست تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

অর্থ : আমার বুকের মধ্যে আমি এক হৃদয় লালন করি যাহা আল্লাহপ্রেমের মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ। বল, তবে এই আকাশের নীচে আমার চেয়ে বড় সম্পদশালী আর কে হইতে পারে?

ভালবাসার এই অমূল্য পূঁজি ধ্বংসশীল রূপ-লাবণ্যময়দের উপর উৎসর্গ করিয়া প্রকৃতপক্ষে ইহ-পরকালের জিন্দেগীকেই বরবাদ করা হয়। দুনিয়া তো এভাবে বরবাদ হয় যে, কামজ প্রেমিক দুনিয়ার জীবনে এই অস্বচ্ছ প্রেমের জ্বালায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া জীবনপাত করিতে থাকে।

نہ نکلی نہ اندر رہی جان عاشق
بڑی کشمکش میں رہی جان عاشق

নকল প্রেমিক প্রেমের যন্ত্রণায় এতটা কাতরাইতে থাকে যেন প্রাণ বাহির হইয়া যাইতেছে, কিন্তু বাহিরও হয় না। কী এক অসহনীয় কষ্টে পিষ্ট হইতে থাকে এই যালেম।

چمن میں روئے گل کا تاب گر دیکھا تو کیا دیکھا
اگر تھا دیکھنا تو دیکھتے بلبل کی بے تابی

ফুলবাগানে ফুলের মোহনীয় রূপ দেখিয়াছ, তো কি দেখিয়াছ? দেখিলে দেখা উচিত ছিল বুলবুলির ব্যাকুলতা ও অস্থিরতা। (অর্থাৎ বুলবুলি যেমন ফুল দেখিয়া অস্থিরতায় মরিতে থাকে, তদ্রূপ প্রেমিকগণও রূপ দেখিয়া মরণযন্ত্রণায় ভুগিতে থাকে। কত বড় বোকামী এই বোকামী!) আর আখেরাত এইভাবে বরবাদ হয় যে, গায়রুল্লাহর সহিত দিল্ লাগানোর কারণে দিল্ আল্লাহ্ হইতে গাফেল হইয়া যায়। আল্লাহ্ হইতে দূরে সরিয়া যায়। এবাদতের স্বাদ ছিন্ন হইয়া যায়। দিল বরবাদ হইয়া যায়।

دل گیا رونق حیات گئی

"দিল বিনাশ হইল মানে, জীবনটাই বিনাশ হইয়া গেল।"

কামজ প্রেমের খারাবির বর্ণনা

হযরত শেখ সা'দী (রহ.) বলেন :

جہاں اے برادر نماند بکس
دل اندر جہاں آفریں بندو بس

আমার ভাই! শোন, দুনিয়া কাহারও সঙ্গে থাকে না। মৃত্যু আসিল, দুনিয়ার সবকিছু ছিন্ন হইয়া গেল। অতএব, অন্তরকে তুমি দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা মাওলার সঙ্গেই শুধু বাঁধিয়া লও।

তিনি বলেন :

چوں آہنگ رفتن کند جان پاک
چہ بر تخت مردن چہ بر روئے خاک

প্রাণ যখন এই দেহ হইতে বাহির হইয়া যায় তখন রাজ-সিংহাসনের উপর মৃত্যু হউক কিংবা মাটির উপর, সবই তো বরাবর।

তিনি আরও বলেন : ہر کہ دل پیش دلبرے دارد
ریش در دست دیگرے دارد

যে ব্যক্তি কাহারও প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া তাহার সহিত প্রাণ লাগাইয়া বসে, আসলে সে স্বীয় দাড়ি ও মান-ইয্যত অন্যের হাতে তুলিয়া দিয়াছে।

একটি ঘটনা

হযরত সা'দী শীরাযী (রহ.) জনৈক সুদর্শন ছেলের মুখে দাড়ি উঠার পর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আরে ভাই! চাঁদের উপর এই কালো-পিঁপড়াদের আগমন কেন? তরুণটি বলিল, আমার সৌন্দর্যের বিনাশ দেখিয়া কালো পোশাকে ইহারা শোক পালন করিতেছে। – গুলেস্তাঁ

এক বুযুর্গের উপদেশ

জনৈক বুযুর্গ আলেমেদ্বীন বলিয়াছেন : কোন সুশ্রী ছেলের সঙ্গে নির্জন অবস্থান পরহেযগারী এবং পবিত্রতার সহিত হইলেও তা হারাম। উপরন্তু, তাহার সহিত পাপে লিপ্ততা হইতে বাঁচিয়া গেলেও দোষারোপকারী ও কুধারণাকারীদের হাত হইতে তো রক্ষা পাইবে না।

وَاِنْ سَلِمَ الْاِنْسَانُ مِنْ سُوْءِ نَفْسِهٖ

فَمِنْ سُوْءِ ظَنِّ الْمُدَّعِىْ لَيْسَ يَسْلَمُ

অর্থ : মানুষ স্বীয় কুপ্রবৃত্তির অপকীর্তি হইতে রক্ষা পাইলেও সমালোচনাকারীদের কুধারণা হইতে রক্ষা পাওয়া সুকঠিন। তাই, হাদীছ শরীফে আছে : তোহ্মতের ক্ষেত্রসমূহ হইতে বাঁচিয়া থাক। অর্থাৎ যেসব ক্ষেত্রে তোমার উপর সন্দেহ বা অপবাদ আসিতে পারে তাহা হইতে দূরে থাকা চাই। – গুলেস্তাঁ

এক বুযুর্গের ঘটনা

জনৈক বুযুর্গ দীর্ঘদিন যাবত এক পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থান করিতেছিলেন। বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিল, আপনি শহরে আসেন না কেন? তিনি বলিলেন, শহরে সুন্দর-সুন্দরীদের সংখ্যা অনেক বেশী। কাদা যখন

বেশী হয়, হাতীও সেখানে আছাড় খায়। হযরত শেখ সা'দী (রহ.) দামেশকের জামে মসজিদে এক সুশ্রী তালেবে-এলেমকে এই ঘটনাটি শুনাইয়া যখন বিদায় হইয়া যাইতেছিলেন, ছেলেটি তখন অনুরোধ করিতেছিল, হুযূর! মাত্র কয়েকদিনের জন্যও যদি আপনি এখানে অবস্থান করিতেন তবে আপনার এল্‌মের ভাণ্ডার হইতে কিছু তো আহরণ করিতে পারিতাম। কিন্তু হযরত সা'দী (রহ.) সেখানে অবস্থানকে স্বীয় দ্বীন-ঈমানের জন্য ক্ষতিকর মনে করিয়া তথা হইতে দ্রুত কাটিয়া পড়িলেন। এশ্‌কে-মাজায বা নকল প্রেমে আক্রান্ত লোকদের জন্য ইহা কত বড় শিক্ষণীয় ঘটনা যে, এত বড় কামেল বুযুর্গ হওয়া সত্ত্বেও তিনি কিরূপ সাবধানতা অবলম্বন করিয়াছেন।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর আল্লাহ্‌ভীতির ঘটনা

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) যখন হযরত ইমাম মুহাম্মদ (রহ.)কে পড়াইতেন, 'সুশ্রী' হওয়ার দরুন তাহাকে স্বীয় পিঠের পিছনে বসাইতেন। যখন তার মুখে দাড়ি উঠিলো এবং চেরাগের আলোর ছায়ার মধ্যে দাড়ি দেখা গেল, তখন তাহাকে হুকুম দিলেন, চল, এখন সামনে আস।

আল্লাহু আকবার! আল্লাহর ওলীদের কী আশ্চর্যকর দ্বীনী শান্‌! নফ্‌ছের 'দুষ্ট আক্রমণ' হইতে তাঁহারা কতটা সতর্ক হইয়া চলিতেন।

হযরত থানবী (রহ.)-এর ঘটনা

একদা হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) লেখালেখির কামরার মধ্যে তাফসীর বয়ানুল-কোরআন লেখায় মশগুল ছিলেন। হযরতের ভাতিজা মাওলানা শাব্বীর আলী ছাহেব কোন প্রয়োজনে (দাড়িমোচবিহীন) একটি তরুণ ছেলেকে হযরতের কামরায় পাঠাইলেন। হযরত থানবী ছেলেটিকে সেখানে দেখামাত্রই কামরা হইতে বাহিরে আসিয়া গেলেন এবং স্বীয় ভাতিজা মাওলানা শাব্বীর আলী ছাহেবকে বলিলেন, খবরদার! কখনও কোন ছেলেকে আমার নির্জন-কক্ষে প্রেরণ করিও না।

আরও বলিলেন, অদ্যকার আমার এই আমল ঐ সকল লোকদের জন্য শিক্ষণীয় হইয়া থাকিবে যাহারা আমাকে বুযুর্গ, হাকীমুল উম্মত ইত্যাদি অনেক কিছু মনে করিয়া থাকে। (অর্থাৎ যাঁহাকে তাহারা নিজেদের 'বড়'

মনে করে, তিনিই যখন এতটা সাবধান ও সতর্ক হইয়া চলেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে কি পরিমাণ সাবধান হইয়া এবং পাপের পথসমূহ হইতে কত বেশী দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলা উচিত।)

অন্তরকে গুনাহ্মুক্ত রাখার জন্য হযরত সা'দী শীরাযীর বাণী

ایں دیدہ شوخ میبرد دل بکمند

خواہی کہ بکس دل ندہی دیدہ بہ بند

ছেলে-মেয়েদের মায়াবী চোখের দুষ্ট-চাহনী হৃদয়-মনকে পাগল করিয়া লইয়া যায়। অতএব, হে মাওলা-তালাশকারীরা! যদি চাও যে, এই অন্তরে মাওলা ব্যতীত আর কাহাকেও স্থান দিবে না, তাহা হইলে সুশ্রী ছেলে-মেয়েদের প্রতি দৃষ্টিপাত বন্ধ কর। দৃষ্টি নিচু করিয়া চল।

একটি হাদীছ শরীফ

রাসূলে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিয়াছেন : হে আলী! অনিচ্ছাকৃত আচমকা-নজরের পর দ্বিতীয়বার আর নজর করিও না। কারণ, প্রথমবারের আচমকা-নজরটি মাফ হইলেও দ্বিতীয়টি কিন্তু মাফ নহে।

হযরত সা'দী শীরাযী (রহ.)-এর নসীহত

کہ سعدی راہ ورسم عشق بازی - چناں داند کہ در بغداد تازی

اگر مجنوں ولیلی زندہ گشتے - حدیث عشق زیں دفتر نوشتے

دلارامے کہ داری دل درو بند - دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند

অর্থ: ১. ভালবাসার পথ ও রীতি বোঝার ক্ষেত্রে সা'দীর আসন এত ঊর্ধ্বে, যেভাবে বাগদাদ শহরে আরবী ঘোড়ার পরিচিতি সর্বশীর্ষে।

২. লায়লা-মজনূঁ যদি অদ্যও জীবিত থাকিত, তবে 'প্রেম কি জিনিস' তাহারা তাহা সা'দীর মহব্বতের পাঠশালায় আসিয়া শিখিত ও লিখিত।

৩. কিন্তু সত্য কথা এই যে, পার্থিব সকল প্রেম-ভালবাসা হইল স্বপ্নপুরীর স্বপ্ন। শান্তি ত অন্তরে তখনই অর্জিত হইবে যখন দুনিয়ার সকল

রূপ-লাবণ্য ও চাকচিক্য হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া একমাত্র মাহ্‌বূবে হাকীকী মাওলার প্রেমের ডোরে হৃদয়-মনকে তুমি বাঁধিয়া দিবে।

হযরত খাযা আযীযুল হাসান ছাহেব (রহ.)-এর উপদেশ

হযরত খাজা আযীযুল হাসান (রহ.) বলেন :

یہ عالم عیش و عشرت کا یہ دنیا کیف و مستی کی
بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی
جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی
بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ بنجائے

অর্থ : ১. হে মানুষ! এই জগতকে তুমি আনন্দ-উল্লাস আর কামনা-বাসনার নেশালয় মনে করিয়াছ? ধরাকে তুমি সরা জ্ঞান করিয়াছ? ইহা তো অতি নীচু চিন্তা-ভাবনা। মনের গতি-প্রকৃতিকে তুমি ঊর্ধ্বে তোল, উচ্চে দেখ।

২. এই পৃথিবী ত আসলে এক বিরান-ভূমি। যদিও তুমি ইহাকে সজ্জিত এক মোহনীয় বস্তি বলিয়া দেখিতেছ।

৩. ধোঁকাপূর্ণ এই জীবন-স্বপ্নের এতটুকুই শুধু হাকীকত যে, চক্ষুদ্বয় বন্ধ হইবে, অতঃপর মানুষ ও তার জীবনটা নিছক একটা 'গল্পে' পরিণত হইবে।

হযরত খাজা ছাহেব (রহ.) বলেন :

لطف دنیا کے ہیں کئے دن کیلئے
کھو نہ جنت کے مزے انکے لئے
یہ کیا اے دل تو بس پھر یوں سمجھ
تو نے ناداں گل دیے تنکے لئے

হে মানুষ! দুনিয়ার আনন্দ-ফূর্তি তো স্থায়ী কিছু নয়, বরং অল্প কয়েকদিনের ব্যাপার মাত্র। অতএব, জান্নাতের চিরস্থায়ী সুখ-শান্তিকে তুমি এ ক্ষণস্থায়ী আনন্দ-ফূর্তির দ্বারা নষ্ট করিয়া ফেলিও না। যদি তুমি এহেন

কর্মই করিয়া বস, তবে হে মন! তুমি বুঝিয়া রাখিও, নিজ অজ্ঞতা ও মূর্খতাবশত: 'ফুল' ত্যাগ করিয়া কিছু খড়কুটাই তুমি গ্রহণ করিলে।

তিনি আরও বলেন :

رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیبا غفلت
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے
جو بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا
میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے

এই দুনিয়ায় থাকিয়া কোন মানুষেরই উচিত না গাফেল হইয়া থাকা। প্রতিটি মুহূর্তে মৃত্যুর কথা স্মরণে রাখাই তার কর্তব্য। কারণ, মানুষ যখনই দুনিয়াতে আসে, মৃত্যু তাহাকে ডাকিয়া বলে, আমিও তোমার পিছনে-পিছনে আসিতেছি, ইহা যেন তোমার ধ্যানে থাকে।

হযরত ডাক্তার আবদুল হাই আরেফী (রহ.) বলেন :

عارفی زندگی افسانہ در افسانہ ہے
صرف افسانوں کے عنوان بدل جاتے ہیں

অর্থ : জীবনের সবকিছুই শুধু নিছক এক-একটা 'অসার গল্প'। যদিও এক-একটি গল্পকে আকর্ষণীয় এক-এক নামে অভিহিত করা হয়। আসলে ইহার বাস্তবতা বলিতে কিছুই নাই।

অধম গ্রন্থকার একটা কথা বলিতে চাই যে, এই পৃথিবীটাই পরিবর্তনশীল। যখন ইহার সবটাই পরিবর্তনশীল, তাহা হইলে ইহার প্রতিটি অংশ, প্রতিটি বস্তুই পরিবর্তনশীল। অতএব, সুন্দর-সুন্দরীদের রূপ-লাবণ্যের পরিবর্তন ও পতনও তো এক সুনিশ্চিত বিষয়। তাহা হইলে, এরূপ ধ্বংসশীল আনন্দ-ফূর্তির জন্য বরং নিছক একটি অসার স্বপ্নের খাতিরে আখেরাতের চিরস্থায়ী শান্তির জিন্দেগীকে নষ্ট করিয়া দেওয়া কিভাবে সমীচীন হইতে পারে? অথচ, দুনিয়ার জিন্দেগীও পাপাচারের দরুন বরবাদ ও অশান্তিময় হইয়া যায়।

আমার একটি ছন্দ আছে :

شب زفاف کی لذت کا شور سنتے تھے
گذر کے تھی وہ شب منتظر بھی افسانہ

অর্থ : বাসর-ঘরের আনন্দের কথা তো কত যে শুনিতেছিলাম। বাসর অতিক্রমের পর এত প্রতীক্ষার সেই রাত্রিটিও শুধু স্বপ্নই হইয়া থাকিল।

অতএব, সুশ্রী-সুদর্শনের ব্যাপারে মনের জয্বা তো ইহাই হওয়া চাই যে–

جان جائے یا رہے ہرگز نہ دیکھیں گے انھیں
آخرت برباد ہوگی دیکھ کر اختر جنہیں

জান থাকুক আর না থাকুক, কস্মিনকালেও আমি তাহাদের দিকে তাকাইব না, যাহাদের প্রতি তাকাইলে আমার আখেরাত বরবাদ হইয়া যাইবে।

আমি তো বলি যে–

اگر مجنوں حدیث ما بخواندے
تو دست از عشق لیلی برفشاندے

মজনূঁ যদি আমার নসীহত শুনিতে পাইত, অবশ্যই সে লায়লার প্রেম ত্যাগ করিয়া মাওলার দিকে ছুটিত।

غیر حق را ہر کہ دارد در نظر
شد یکے محتاج محتاج دگر

কোন গায়রুল্লাহ্কে যে প্রিয়জন বানায়, এক অসহায় আরেক অসহায়ের গোলাম হইয়া 'চরম অসহায়ে' পরিণত হয়।

আল্লাহ্পাকের এক-একটি হুকুমের সামনে সকল হারাম কামনা-বাসনার মাথা ঝুকাইয়া দাও, অতঃপর দেখ, আল্লাহ্পাক অন্তরে কিরূপ স্বাদ-মজা ও সুমিষ্টতা প্রদান করেন।

এই মর্মে আমার কয়েকটি ছন্দ আছে :

منکشف راہ تسلیم جس پر ہوئی
اس کا غم راز دار مسرت ہوا

আল্লাহ্‌র প্রতিটি হুকুম ও মর্যীর সামনে মাথা ঝুকানোর রাস্তা যার সম্মুখে খুলিয়া গিয়াছে, মাওলার পথের এই কষ্টই তাহাকে শান্তি ও আনন্দের সমস্ত ভেদ বলিয়া দিবে।

راہ تسلیم میں جس نے سر دیدیا
اس کا سر تاجدار محبت ہوا

মাওলার প্রতিটি ইচ্ছা ও হুকুম যে মাথা পাতিয়া মানিয়া নিয়াছে, মাওলা নিজেই ঐ মাথায় নিজ 'মহব্বতের তাজ' পরাইয়া দিয়াছেন।

مدت سے تھی جو آرزو دل میں دبی ہوئی
اس کو بھی میں نے تیری رضا کے سپرد کی

প্রিয় মাওলা! আমার মনের দীর্ঘদিনের লালিত 'চাপা আকাঙ্ক্ষা' একমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য জলাঞ্জলি দিয়া দিলাম।

মনের নাজায়েয কামনা-বাসনা বর্জন করিয়া দিলে অন্তরে খুব কষ্ট তো হয়, কিন্তু উহার বিনিময়ে আল্লাহ্‌পাক ঐ বান্দাকে নিজের খাছ্ নৈকট্য প্রদান করেন।

دل نامرادی میں وہ مراد بن کے آئے
مری نامرادیوں پر مری ہر مراد قرباں

মনের সকল অবৈধ চাওয়া-পাওয়া ত্যাগ করার ফলে পরম কাঙ্ক্ষিত মাওলা আমার অন্তরে আসীন হইয়াছেন। প্রিয়জনকে পাওয়ার এই ত্যাগের পথে আমার শত-শত কামনা-বাসনা শত-শতবার উৎসর্গীত।

خون حسرت رات دن پینے کا لطف
اس کے جلووں کی فراوانی سے پوچھ

দিবারাত মনের সব কামনা-বাসনাকে দাবাইয়া রাখার স্বাদ ও সাফল্য তো এই যে, ইহার ফলে অন্তর-মাঝে সর্বদা মাওলার তাজাল্লী আর তাজাল্লীই দেখিতে পাইবে।

لذت زخم شکست آرزو
اس کی آنکھوں کی نگہبانی سے پوچھ

মনের হারাম চাহিদাকে বিচূর্ণ করার ফলে অন্তরে যে কঠিন আঘাত লাগে, ঐ মুহূর্তে খুশি হইয়া মাওলা যে আমার দিকে চাহিয়া থাকেন, ইহাতে এই আঘাতের কী পরম স্বাদ ও শান্তি আমি তখন অনুভব করি?

مجھکو حسرت میں بھی شادمانی ملی
لطف ہائے غم جاودانی ملی

আমার ব্যর্থতার মাঝেও আমি আনন্দ পাই। মাওলার জন্য সুদীর্ঘ বেদনা বহনের, 'আজীবন জ্বালা' সহনের স্বাদ পাইয়া আমি মাতোয়ারা হইয়া যাই।

হাজার ব্যর্থতার ভিতরেও আমি আনন্দিত
অনন্ত বেদনার উল্লাসে আমি উল্লসিত।

اس کی رضا کی لذت پر کیف کیا کہوں
صد حسرت داغ دل ویراں مٹا گی

মাহ্‌বূবে-পাক যখন আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া যান, তাহার ঐ সন্তুষ্টির মন-মাতাল করা স্বাদ বর্ণনার কোন ভাষা আমার নাই। ফলে, তাহার জন্য শত আঘাতে জর্জরিত এ বিরান-দিলের সকল ব্যথাই মুহূর্তে ঘুচিয়া যায়।

وہ نامراد کلی گرچہ نا شگفتہ ہے
و لے وہ محرم راز دل شکستہ ہے

আমার মনের 'ব্যর্থকাম-কলি'টি যদিও অফুটন্তই রহিয়া গিয়াছে, কিন্তু; সে যে আজ ভাঙ্গা-দিলের 'ভেদের আস্তানা'য় পরিণত হইয়াছে। অর্থাৎ যে হৃদয় মাওলার জন্য চূর্ণ হয়, উহাতে মাওলার নূর ও তাজাল্লী এবং তাহার একান্ত নৈকট্যের ও একান্ত সান্নিধ্যের সূর্য উদয় হয়।

رویبد اد زندگی کسی خانہ خراب کی
ویرانہ حیات کی تعمیر کرگی

হারাম কামনা-বাসনাসমূহ বিসর্জন দিয়া হৃদয়কে যে বিরান-ঘরে পরিণত করিয়াছে, সেই জীবন-স্মৃতি কতনা বরবাদ জীবনকে মাওলাপ্রেমে আবাদ করিয়াছে।

অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য অবৈধ কামনা-বাসনাসমূহ যে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে, তাহার ব্যথাভরা অন্তরের বরকতে অসংখ্য মানুষ নূরের জীবন লাভ করে।

চোখদাতার পক্ষ হইতে চোখ হেফাযতের পুরস্কার

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীছে আছে, যে ব্যক্তি চোখের হেফাযত করিবে (অর্থাৎ পুরুষ লোক কোন ভিন-নারী বা সুশ্রী তরুণের দিকে না তাকায় এবং নারীও ভিন-পুরুষের দিকে না তাকায়। এই না দেখার ফলে যে কষ্ট হইবে, ইহার বিনিময়ে) অন্তরের মধ্যে সে 'ঈমানের সুমিষ্টতা' লাভ করিবে।

আল্লাহ্‌র সহিত সুসম্পর্কের মাধুর্য এবং তাহার সুমিষ্ট নৈকট্য কত বড় নেআমত! বিরাট এই নেআমত উভয়-জগত হইতে দামী, যাহা আল্লাহ্‌র জন্য সামান্য কষ্টের বিনিময়ে প্রদান করা হয়। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন:

جمادے چند دادم جاں خریدم
بحمداللہ عجب ارزاں خریدم

মাওলার পথে মাত্র কয়েকটি পাথর দিয়া বিনিময়ে আমি 'জীবন' অর্জন করিয়াছি। আলহামদু লিল্লাহ, আমি দারুণ সস্তায় ইহা লাভ করিয়াছি। অর্থাৎ মাওলানা রূমী (রহ.) মনের হারাম কামনা-বাসনাগুলিকে কঙ্কর সদৃশ আখ্যায়িত করিয়া বলিতেছেন যে, এত তুচ্ছ বস্তু বিসর্জনের প্রতিদানে আল্লাহ্‌পাক তাহাকে জীবনের চেয়েও দামী স্বীয় নৈকট্য ও তাজাল্লী প্রদান করেন।

তিনি আরও বলেন :

نیم جاں بستاند وصد جاں دہد
انچہ در وہمت نیاید آں دہد

প্রেমসাধনার কষ্টের পথে মাহ্‌বূবে-হাকীকী মাওলাপ্রেমিকের আধা জান নেন। বিনিময়ে শত শত জান তাহাকে দান করেন। কি আচ্ছা দাতা তিনি! আমাদের লক্ষ লক্ষ জান এমন প্রিয় মেহেরবানের উপর কোরবান হইয়া যাউক। উপরন্তু, আরও এমন সব নেআমতসমূহ দান করেন যাহা আমাদের কল্পনারও ঊর্ধ্বে।

نے ہمیں ملک جہان دوں دہد
بلکہ صد ہا ملک گونا گوں دہد

বিনিময়ে তিনি স্বীয় প্রেমিককে এই মামূলী দুনিয়াই শুধু দেন না, বরং শত শত রকমের বাতেনী দৌলতও তিনি দান করেন। (বাতেনী দৌলত মানে, আত্মার বিশাল জগতই যাহা ধারণ করিতে পারে।)

মালেক ইবনে দীনার (রহ.)-এর অবিস্মরণীয় ঘটনা

হযরত মালেক ইবনে দীনার (রহ.) কোথাও যাওয়ার পর দেখিলেন, একজন পরমা সুন্দরী বাঁদী স্বীয় পরিচারিকাদের সঙ্গে করিয়া কোথাও যাইতেছে। হযরত বলিলেন, আমি এই বাঁদীকে মাত্র চার দেরহামে খরিদ করিতে প্রস্তুত। অথচ, ঐ বাঁদীকে তাহার মালিক এক লক্ষ দেরহামের বিনিময়ে খরিদ করিয়াছিল। বাঁদী তাঁহার কথা শুনিয়া মনে করিল, লোকটি বোধ হয় কোন পাগল। তাহাকে আমার মনিবের নিকট নিয়া চলি, যাহাতে কিছু সময় হাসি-তামাশায় কাটানো যায়। বাঁদী তাঁহাকে বলিল : আপনি কি আমার মনিবের নিকট যাইবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ।

মনিব হযরত মালেক ইবনে দীনারের কথা শুনিয়া খুব হাসিল। মনিবও তাঁহাকে পাগলই ধারণা করিল এবং ইহা ভাবিয়া খুশী হইল যে, কিছুক্ষণ তাঁহাকে লইয়া হাসি-ঠাট্টা করিয়া আমোদ-ফূর্তিতে কাটিবে। ঐ নাদান তো জানে না যে, ইনি কত বড় বুযুর্গ, কত বড় আরেফবিল্লাহ্‌ ও ওলীআল্লাহ্‌।

মনিব বলিল, ভাই! কিভাবে আপনি মাত্র চার দেরহাম দাম বলিলেন? অথচ, আমি ত তাহাকে এত ভারী মূল্য দিয়া খরিদ করিয়াছি। হযরত বলিলেন, দোষযুক্ত বস্তুর দাম ত কমই হয়। মালিক বলল, আমার এই পরম রূপবতী বাঁদীর মধ্যে আপনি কি দোষ দেখিতে পাইলেন?

হযরত মালেক বলিলেন, তাহার দেহ হইতে প্রস্রাব-পায়খানা বাহির হয়। এক মাস যদি সে দাঁত-মুখ না পরিষ্কার করে তবে তাহার মুখ হইতে এত দুর্গন্ধ নির্গত হইবে যে, তোমার মুখ তুমি ঐ মুখের নিকটেও নিতে পারিবে না। এক মাস যদি সে গোসল না করে, তাহা হইলে তাহার শরীরের দুর্গন্ধের দরুন তুমি তাহার পাশে শুইতেও পারিবে না। পরন্তু, যখন সে ‘বুড়ী’ হইয়া যাইবে তখন যৌবনের সকল আনন্দ-আকর্ষণই নিপাত হইয়া যাইবে। তারপর কবরে যাইয়া তো একেবারে পচিয়া-গলিয়াই যাইবে।

হযরত মালেকের এইসব কথা শুনিয়া মালিক একদম নিশ্চুপ ও নিরুত্তর হইয়া থাকিল। একটু পর বলিল, আপনার নিকট কি এমন কোন নারী আছে যে এই সকল দোষ হইতে মুক্ত? তিনি বলিলেন, হাঁ, আছে। বেহেশতে আমাদের হূরদের মধ্যে এ ধরনের কোন দোষ থাকিবে না। না প্রস্রাব, না পায়খানা, না মুখের দুর্গন্ধ। বরং তাহাদের ঘাম হইতে মেশকের মত খোশবূ আসিবে। না তাহাদের উপর মৃত্যু আসিবে, না বার্ধক্য। সর্বদা তাহারা কান্তিমতী-ভরাযৌবনা থাকিবে। তাহারা আমাদের অপেক্ষায় আছে। অন্য কোন পুরুষের প্রতি কখনও তাহারা নজরও তুলিবে না।

ইহা কত উপদেশপূর্ণ ঘটনা। মাত্র কয়েকটি দিন এ দুনিয়াতে চোখের হেফাযত করা, অতঃপর অতি শীঘ্রই হূরদের সঙ্গ ও সাক্ষাতের মত উচ্চতম পুরস্কার অর্জন করা।

দুনিয়ার সুশ্রী-দেহসমূহের কবরের মধ্যে কি নক্‌শা হইবে তাহা নযীর আকবরাবাদীর মুখে শুনুন : کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا
مشیّن بدن تھا معطر کفن تھا
جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا
نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا

অর্থাৎ এই ঘটনা তো বারবার দেখিলাম যে, কান্তিময় দেহ ও সুগন্ধময় পোশাক-আবৃত সুন্দর-সুন্দরীদের কবর খোঁড়া হইল। কিন্তু কোথায় সেই দেহ, কোথায় কাফনের কাপড়ের একটি সূতা? সবকিছুই মাটিতে মিশিয়া গিয়াছে, বিলীন হইয়া গিয়াছে।

মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) বলেন :

زلف جعد و مشکبار و عقل بر
آخر او دم زشت پیر خر

ঈষৎ কোঁকড়ানো, মেশকের মত সুগন্ধ ছড়ানো এবং মন-মাতাল করা যেই চুল দেখিয়া আজ তোমরা পাগল হইতেছ, হে পুরুষের দল! খুব মনে রাখ, এই নারীরা যখন বৃদ্ধা হইবে, তখন তাহাদের এই চুলগুলিই বৃদ্ধ গাধার লেজের মত বিশ্রী মনে হইবে।

নজর হেফাযতের দ্বিতীয় পুরস্কার

নজর হেফাযতের দ্বিতীয় পুরস্কার এই যে, হাদীছে-কুদছীতে আছে, আল্লাহপাক বলেন, আমি ঐ হৃদয়ের নিকটবর্তী যে হৃদয় আমার জন্য চূর্ণ হয়। আর ইহা ত স্পষ্ট যে, নজর হেফাযতের কারণে হৃদয়ের 'আকাঙ্ক্ষা' চূর্ণ হওয়ার দ্বারা হৃদয়ও চূর্ণ হইয়া যায়। অতএব, উক্ত হাদীছ শরীফ মোতাবেক নজর হেফাযতের আমলের দ্বারা আল্লাহ তাআলার সুবৃহৎ নৈকট্য অর্জন হয়, যাহা হাজারো নফল বা যিকির-ওযীফার দ্বারাও অর্জন করা সম্ভব হইত না। সত্যিই কবি কি চমৎকার বলিয়াছেন :

نہ میکدہ میں نہ خانقاہ میں ہے
جو تجلی دل تباہ میں ہے

না সূফীদের শরাবখানায়, না খানকায় তুমি সেই তাজাল্লী অর্জন করিতে পারিবে যাহা আল্লাহ্র জন্য চূর্ণিত হৃদয়ের মধ্যে নসীব হয়।

(উল্লেখ্য যে, তরীকতের পরিভাষায় শরাবখানা বা পানশালা বলিতে অধিক পরিমাণে নফল ও যিকিরে লিপ্ত হওয়াকে বুঝায়। কারণ, শরাবের মত যিকির এবং নফল-আমলের দ্বারাও প্রেমিকদের মধ্যে প্রেমের নেশা আরও বর্ধিত হয়।)

নজর হেফাযতের তৃতীয় পুরস্কার

কুদৃষ্টি বর্জনের তৃতীয় পুরস্কার এই যে, এই মোজাহাদা তথা এই ত্যাগ ও কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ্পাক তাকে 'বাতেনী-শাহাদত' দানে ধন্য করেন। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দানের শহীদ না হইলেও নফ্ছের সহিত লড়াইয়ের ময়দানের শহীদ বলিয়া গণ্য হয়। তাফসীর বয়ানুল কোরআনে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহ.) লিখিয়াছেন, কোন কোন হাদীছের দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন কোন আওলিয়ায়ে-ছালেহীন শহীদদের সমমর্যাদাসম্পন্ন হইবেন। অতএব, নফ্ছের বিরুদ্ধে মোজাহাদা বা লড়াইয়ে খাহেশাতের মৃত্যুবরণকে মর্ম ও মর্যাদাগতভাবে শাহাদতেরই পর্যায়ভুক্ত জানিতে হইবে। এভাবে নফ্ছের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে বিচূর্ণ হৃদয়ওয়ালাও শহীদ গণ্য হইবে। (বয়ানুল কোরআন, ২য় পারা, ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

আমার একটি ছন্দে এই মহা সৌভাগ্যের কথাই এভাবে বিবৃত হইয়াছে :

ترے حکم کے تیغ سے ہوں میں بسمل
شہادت نہیں میری ممنون خنجر

হে মাওলা! তোমার হুকুমের তলোয়ারে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া আমি শহীদের সম্মানে ভূষিত। আমার 'শাহাদত' খঞ্জরের অনুগ্রহপ্রাপ্ত নহে।

নজর হেফাযতের চতুর্থ পুরস্কার

চতুর্থ পুরস্কার এই যে, কুদৃষ্টি বর্জনের মোজাহাদাকারী আল্লাহপ্রেমের পথ দ্রুততর অতিক্রম করে। কারণ, ব্যথা-বেদনায় আক্রান্ত বান্দা আল্লাহপাকের রাস্তা এত দ্রুত অতিক্রম করে যাহা বেদনাহীনের হিস্যায় জুটে না। হযরত আবূ-আলী দাক্কাক (রহ.)-এর এই উক্তি খোদ হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) উল্লেখ করিয়াছেন। তো ছালেক (তথা মাওলার পথের পথিক) যখন বারবার নজর বাঁচায়, ইহাতে অন্তরে আঘাত হইতে থাকে। ফলে, এই মোজাহাদার বরকতে দ্রুততর সে আল্লাহ্র ঘনিষ্ঠতর নৈকট্য লাভে ধন্য হইতে থাকে।

নজর হেফাযতের পঞ্চম পুরস্কার

কুদৃষ্টি বর্জনের কষ্ট সহ্যের ফলে অন্তরের গভীরে এবং পরতে-পরতে আল্লাহ্র নূর ও তাজাল্লী প্রবেশ করে। আল্লাহ্পাক যখন তূর-পাহাড়ের

উপর তাজাল্লী বর্ষণ করিলেন, তখন তূর পাহাড় খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু; কেন? মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন :

بر برون کہہ چو زدنور صمد
پارہ شد تا درد رونش ہم زند

অর্থাৎ আল্লাহর নূর যখন তূর পাহাড়ের বহির্দেশের উপর বর্ষিত হইল, তীব্র আবেগে পাহাড় টুকরা-টুকরা হইয়া গেল, যাহাতে ঐ নূর বিদীর্ণ পাহাড়ের ভিতরেও দাখেল হইয়া যায়। ঐ পাহাড়টি এভাবে ফাটিয়া খানখান হইয়া তাহার অবস্থার ভাষায় আল্লাহপাকের নিকট যেন মিনতি করিয়া বলিতেছিল:

آجا مری آنکھوں میں سما جا مرے دل میں

'হে প্রিয়! তুমি আসো আমার চোখে, আসন নাও আমার হৃদয়ে।'

অতএব, মোমেন যখন ভিন্-নারী ও সুশ্রী ছেলেদের প্রতি দৃষ্টিপাত হইতে বারবার চক্ষু হেফাযতের কষ্ট সহ্য করিতে থাকে এবং তাহাদের কল্পনার দ্বারা অন্তরে স্বাদ গ্রহণ হইতেও নিজেকে বিরত রাখে। অর্থাৎ অন্তরের মধ্যে ইচ্ছাকৃতভাবে তাহাদের ছূরত ইত্যাদির কল্পনা না করে। তো ইহা নফছের উপর বহুত কঠিন হয় এবং অতি কষ্টকর এই মোজাহাদার আঘাতে-আঘাতে অন্তর খণ্ড-বিখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া যায়। ফলে, ঐ বিচূর্ণ-হৃদয়ের বিন্দু-বিন্দুতে নূর প্রবেশ করিয়া প্রতিটি বিন্দুকে ধন্য করিয়া দেয়। এমন মানুষ কত যে উচ্চতর নৈকট্যের আসনে আসীন হইতে থাকে, তাহা কল্পনা করাও ভার। এই মর্মে নিচে আমার কয়েকটি মর্মময় ছন্দ দেখুন।

আল্লাহর জন্য কষ্ট, বিনিময়ে উচ্চতর স্বাদ ও সাফল্য

تو نے ان کی راہ میں طاعت کی لذت بھی چکھی
ہاں شکست آرزو کا بھی مقام قرب دیکھ

হে মাওলা-তালাশকারী, মাওলার এবাদতের স্বাদ ত তুমি আস্বাদন করিয়াছ। আল্লাহ্‌র জন্য মনের হারাম কামনা-বাসনা চূর্ণ করিলে কত বড় নৈকট্য লাভ হয়, এইবার তুমি তাহাও দেখ।

سرفروشی دل فروشی جاں فروشی سب سہی
ہاں شکست آرزو کا حوصلہ کر کے بھی دیکھ

আল্লাহ্‌র জন্য মস্তক দান, জীবন দান এবং হৃদয়ের ভালোবাসা দানের মর্যাদা অস্বীকার করার বিষয় নয়। কিন্তু হে বন্ধু! তুমি আল্লাহ্‌র জন্য মনের অন্যায়-আবেগের বিরুদ্ধে চলার সুদৃঢ় হিম্মত ত করিয়া দেখ।

گرچہ میں دور ہو گیا لذت کائنات سے
حاصل کائنات کو دل میں لئے ہوئے ہوں میں

অর্থ : যদিও জগতের ক্ষণস্থায়ী স্বাদ-আনন্দ হইতে আমি দূরে সরিয়া গিয়াছি, কিন্তু যিনি জগতের সব সুখের মূল, সেই জগতস্রষ্টাকে আমি আমার হৃদয় মাঝে পাইয়া গিয়াছি।

مدتوں خون جگر نے گرچہ دل بسمل کیا
مجھکو ان محرومیوں نے محرم منزل کیا

যদিও জীবনভর মনের নাজায়েয গতি-মতির বিপরীতে চলার কঠিন আঘাতে হৃদয়টা আমার সদ্য জবেহ্‌কৃত মুরগীর মত যন্ত্রণাগ্রস্ত, কিন্তু আমার এই বঞ্চনাই আমাকে মাওলাপ্রেমের কাঙ্ক্ষিত মনযিলে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

ترے ہاتھ سے زیر تعمیر ہوں میں
مبارک مجھے میری ویرانیاں ہیں

হে মাওলা! মনের অন্যায়-চাহিদা বিসর্জনের আড়ালে মূলত: আমার হৃদয়কে তুমি তোমার পছন্দমত গড়িয়া চলিয়াছ। অতএব, আমার বিরান মন-ভূমির সকল বঞ্চনাকে আমি ধন্যবাদার্হ মনে করি।

নজর হেফাযতের ষষ্ঠ পুরস্কার

আঘাতে-আঘাতে সাজানো এই দিল কিয়ামত দিবসে সূর্যের চেয়েও উজ্জ্বল হইবে। কারণ, কাফেরের তলোয়ারের আঘাতে তো মোমিন একবারই শহীদ হয় এবং তাহার ঐ মোজাহাদা ও কষ্ট তখন শেষ হইয়া

যায়। কিন্তু নফছের হারাম খাহেশাতের বিরুদ্ধে মোজাহাদার কষ্ট ত আজীবন সহিতে হয়, আজীবন বহিতে হয়।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কাফেরের সহিত যুদ্ধকে 'জেহাদে-আছ্গর' (ছোট জেহাদ), আর নফ্ছের সহিত অব্যাহত যুদ্ধকে 'জেহাদে আকবর' (তথা বড় জেহাদ) বলিয়াছেন। এই 'জেহাদে আছ্গরে' কাফেরের তলোয়ারে মোমিন যখন শহীদ হয়, তাহার রক্ত দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু হারাম-খাহেশ বিরোধী যুদ্ধে সারাটা জীবন নফ্ছের গর্দানের উপর আল্লাহর হুকুমের অব্যাহত তলোয়ার চালনার দ্বারা ভিতরে ভিতরে অপ্রকাশ্যভাবে অসংখ্য বার যে সে শহীদ হইতে থাকে, তাহার বাতেনী-শাহাদতের সেই রক্ত আল্লাহপাক ব্যতীত আর কেহই দেখিতে পায় না।

যেমন কোন নারী বা সুশ্রী তরুণ যখন সম্মুখে পড়িল, আল্লাহ্র প্রেমিক মনের প্রচণ্ড চাহিদা সত্ত্বেও দৃষ্টিকে সেদিক হইতে ফিরাইয়া রাখিল। অন্যদিকে সরিয়া গেল এবং আকাশের দিকে তাকাইয়া যেন আকাশের মালিককে বলিতে লাগিল :

بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں
تری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں

অর্থ : যদিও মনের বহু আবেগ-উচ্ছ্বাস আমাকে বিহ্বল করিয়া তোলে, কিন্তু হে আল্লাহ্! একমাত্র আপনার খাতিরে সকল আবেগ-উচ্ছ্বাসের গলা-টিপিয়া মারার পথই আমি অবলম্বন করি।

মোটকথা, জীবনভরের এই আঘাতসমূহ অন্যদের দৃষ্টিতে না পড়িলেও আল্লাহ্পাক ত সর্বদা দেখেন এবং জানেন যে, আমার বান্দাটি আমার সন্তুষ্টির জন্য দিবারাত কিভাবে লহু-লাহান হইতেছে, স্বীয় হৃদয়ে আঘাতের পর আঘাত খাইতেছে। বুকের এই আঘাত কাল-হাশরে সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বল হইবে ইনশাআল্লাহ্।

হযরত খাজা ছাহেব (রহ.) এর ভাষায়–

داغ دل چمکے گا بن کر آفتاب
لاکھ اس پر خاک ڈالی جائے گی

অর্থ : হৃদয়ের এই দাগ সূর্যালোক হইতেও অধিক আলোকিত হইবে। আলোকোজ্জ্বল ঐ দাগের উপর লাখ মাটি ঢালিয়াও কেহ উহার ঔজ্জ্বল্যকে বিদূরিত করিতে পারিবে না।

جس زندگی میں غم کی کوئی داستاں نہ تھی
وہ زندگی حرم کی کبھی پاسباں نہ تھی

অর্থ : যেই জীবনে আল্লাহর জন্য কষ্ট সহ্যের কোন ইতিহাস নাই, সেই জীবন কখনও তাজাল্লীপূর্ণ দ্বীন এবং 'মানব হৃদয়ের পাহারাদার' ও 'দেখভালকারী' হইতে পারে নাই।

اے دوست مبارک ہوں تجھے دل کی حسرتیں
تجھ پر برس رہی ہیں ترے رب کی رحمتیں

হে বন্ধু! তোমার বুকের মোহ নস্যাতের আঘাতসমূহ ত তোমার জন্য বড়ই কল্যাণময়। কারণ, উহার বরকতেই তোমার উপর আল্লাহর রহমতের ধারা বর্ষিত হইতেছে।

নজর হেফাযতের সপ্তম পুরস্কার

কুদৃষ্টি ত্যাগের সপ্তম পুরস্কার দোআ-মোনাজাতে খাছ লয্যত প্রাপ্তি। কারণ, নজর হেফাযতের আজীবন মোজাহাদা-রত মানুষের হৃদয়-মন সর্বদাই চূর্ণ হইয়া থাকে। আর বেদনাহত ভগ্ন-হৃদয়ের দোআ-মোনাজাতে আল্লাহপাক খাছ স্বাদ এবং খাছ আছর দান করেন।

اے ٹوٹے ہوئے دل تری فریاد کا عالم
اے ٹوٹے ہوئے دل پہ نگاہ کرم انداز

অর্থ : হে ভাঙ্গাপ্রাণ! তোমার ফরিয়াদ ও মিনতির জগতই ভিন্ন। ভাঙ্গা-দিলের উপর মাওলাপাকের সদয় দৃষ্টিপাত ত হইতেই থাকে।

খুব ব্যথাভরা দিলে এত বেশী নিকটবর্তী হইয়া আল্লাহ্পাকের সম্মুখে দোআ ও মিনতির তওফীক হয় যেন দু'জনের মাঝখানে এই পৃথিবীর কোন পর্দাই বাকী থাকে না। হযরত আছগর গোণ্ডবীর ভাষায়–

نگاہ عشق تو بے پردہ دیکھتی ہے انہیں
خرد کے سامنے اب تک حجاب عالم ہے

অর্থাৎ 'প্রেমের দৃষ্টি' তো তাহাকে পর্দাহীনভাবেই দেখিতে পায়। যদিও প্রেমবিহীন বিবেকের সম্মুখে জগতের বিস্তৃত পর্দা বিদ্যমান।

এ মর্মে এই গ্রন্থকারেরও কিছু ছন্দ আছে :

گذرتا ہے کبھی دل پر وہ غم جس کی کرامت سے
مجھے تو یہ جہاں بے آسماں معلوم ہوتا ہے

অর্থ : মাওলার ভালবাসার পথে অন্তরে কখনও এমন-এমন আঘাত পাই যাহার অলৌকিক শক্তি বলে এ পৃথিবী আমার চোখে আসমান-বিহীন মনে হয়।

انھیں ہر لحظہ جان نو عطا ہوتی ہے دنیا میں
جو پیش خنجر تسلیم گردن ڈال دیتے ہیں

আল্লাহর হুকুমের তলোয়ারের সম্মুখে যে গর্দান পাতিয়া দেয়, এই জগতেই সে প্রতিটি মুহূর্তে নতুন নতুন জীবন প্রাপ্ত হইতে থাকে।

ہائے کیا جانے وہ آہوں کی نزاکت کی لچک
جس نشیمن پر نہ ہو برق حوادث کی چمک

বেদনার কোমল আঘাত যে কি জিনিস, তাহা কি করিয়া জানিবে সেই মানুষ যাহার 'হৃদয় নীড়ে' দুঃখ-কষ্টের বজ্র-বিদ্যুৎ থামিয়া-থামিয়া না চমকাইয়াছে।

বেদনা কিরূপে নীরবে নীরবে
দংশে প্রাণের মাঝে,

দুক্ষু-বজ্রের চমক বিহনে
কেহ কি তাহা বোঝে?

নজর হেফাযতের অষ্টম পুরস্কার

অষ্টম পুরস্কার এই যে, মোজাহাদার কষ্টে-কষ্টে দিল্ নরম হইয়া যায়। আর দিলের এইরূপ যমীনে হেদায়েতের নূর ও বেলায়েতের যোগ্যতা পয়দা হয়। হযরত আরেফে-রূমী (রহ.) বলেন :

ور بعقل ادراک ایں ممکن بدے
قہر نفس از بہر چہ واجب شدے

অর্থ : বিবেকের বলেই যদি আল্লাহর খাছ নৈকট্য এবং কামেল ঈমানের দৌলত অর্জন সম্ভব হইত, তাহা হইলে নফ্ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আল্লাহপাক কেন ওয়াজিব করিতেন?

আল্লাহ্পাক ত বলিয়াছেন :

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

"যাহারা আমার পথে নফ্ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কষ্ট স্বীকার করিবে, অতি অবশ্যই আমি তাহাদের জন্য আমার পথসমূহ খুলিয়া দিব।"

নজর হেফাযতের নবম পুরস্কার

নজর হেফাযতের মোজাহাদার বরকতে হাশরের মাঠে বড় বড় ওলীদের কাতারে স্থান লাভ হইবে। যেমন হযরত সুলতান ইব্রাহীম ইবনে আদহাম বলখী (রহ.)। তিনি আল্লাহর জন্য বলখের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া 'ফকীরী' গ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ আরও অন্যান্য আওলিয়া যাঁহারা আল্লাহর মহব্বতে রাজ-সিংহাসন বিসর্জন দিয়া আল্লাহর পথে উচ্চ মর্তবা হাসিল করিয়াছেন।

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহামের ঘটনা

হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রা.) যখন বলখের রাজত্ব ত্যাগ করিয়া নিশাপুরের গুহায় ইবাদত ও মোজাহাদা শুরু করিলেন, তখন ঐ

জঙ্গলের মধ্যে তাঁহার জন্য 'জান্নাতী খানা' আসিতে লাগিল, যাহার খোশবূতে সমস্ত জঙ্গল মোহিত হইয়া যাইত। ঘাস কাটিয়া আনিয়া বিক্রয়কারী এক ব্যক্তিও নিজের পেশা ত্যাগ করিয়া 'ফকীরী' গ্রহণ করত: ঐ জঙ্গলেই থাকিতেছিল। বার বৎসর যাবত তাহার জন্য প্রত্যহ আল্লাহ্র পক্ষ হইতে দুই রুটি ও চাটনী আসিতেছিল। খোশবূদার এই খাবারের ফলে তাহার মনে কষ্ট হইল। শয়তান তাহাকে ধোঁকা দিল যে, দেখ, তোমার কি কদর, আর এই নূতন ফকীরের কি কদর? ফলে, তাহার মনে খেয়াল আসিতে লাগিল যে, আল্লাহপাক যেন আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিলেন না। মনের মধ্যে এইরূপ অসমীচীন কল্পনা-জল্পনা চলিতেছিল। হঠাৎ আসমান হইতে আওয়াজ আসিল, হে বেআদব! হে অকৃতজ্ঞ! যাও, তোমার খুরপি উঠাও, যাহা দ্বারা তুমি ঘাস কাটা-চাঁছার কাজ করিতে এবং সেই টুকরি হাতে লও, যাহাতে তুমি ঘাস ভরিতে। আগে যেভাবে খাইতে-কামাইতে, যাও আবার সেভাবেই খাও এবং কামাও। আমার জন্য তুমি একটা খুরপি আর একটা টুকরিই বিসর্জন দিয়াছ। অথচ, এই লোকটি ত আমার জন্য বলখের রাজ-সিংহাসন, মখমলের নরম বিছানা এবং রাজকীয় মান-মর্যাদা সবকিছুই কোরবান করিয়া দিয়াছে। যার যত বড় ত্যাগ ও কোরবানী, তার সাথে কি আমি সেইরূপ আচরণ করিব না? ইহাই কি ন্যায়সঙ্গত না?

মোদ্দাকথা, হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) উচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে উচ্চ মর্তবা পাইয়াছেন। মসনবীয়ে-আখতারের ভাষায় :

بادشاہی نذر راہ عشق ہے　　ہفت دولت بذل راہ عشق ہے
جسم شاہی آج گدڑی پوش ہے　　جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے
فقر کی لذت سے واقف ہوگئی　　جان سلطاں جان عارف ہوگئی

অর্থ : বাদশাহী আজ মাওলাপ্রেমে উৎসর্গীত। সমস্ত দৌলত প্রেমের এই পথে নিবেদিত। রাজদেহ আজ ফকীরের পোশাকে আবৃত। শাহী-মর্যাদা 'মাওলার ফকীর' হওয়ার পথে বিসর্জিত। শাহী-আত্মা আজ মাওলার রাস্তার ফকীর হওয়ার কি মজা, সেই সন্ধান পাইয়া গিয়াছে। সুলতানের প্রাণ এইবার আরেফ ও ওলীর প্রাণে পরিণত হইয়াছে।

তো নবম পুরস্কার যাহা দৃষ্টি সংযত রাখার এবং সুশ্রী-সুদর্শনদের ভালবাসা হইতে সাচ্চা তওবার বদৌলতে নসীব হয়, তাহা হইল উপরে বর্ণিত এই 'রাজত্ব ত্যাগী বাদশার মর্তবা।' অর্থাৎ সহায়-সম্বলহীন গরীব-মিসকীন মুসলমানও ইনশাআল্লাহ কিয়ামতের দিন দৃষ্টি হেফাযতের মোজাহাদার বরকতে হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.)-এর মত আওলিয়াদের কাতারে স্থান লাভ করিবে। অর্থাৎ কোন কোন প্রেমাসক্ত মানুষ এমনও হয় যে, কোন সুশ্রীজনের রূপ-লাবণ্য দ্বারা তাহার মন এতটা প্রভাবান্বিত হইয়া যায় যে, বলখের রাজত্ব কিংবা আরও বড় কোন রাজত্বও যদি তাহার হাতে থাকিত, প্রিয়তমের জন্য বিশাল সেই রাজত্ব উৎসর্গ করিয়া হইলেও সে তাহাকে লাভ করিতে আগ্রহান্বিত। (এরূপ প্রেমিক-মন কোন প্রিয়জনের প্রেম-ভালবাসা যদি আল্লাহর জন্য বিসর্জন দেয়, তাহার জন্য রাজত্বত্যাগী সুলতানের সারিতে স্থান লাভ করার মধ্যে বিস্ময়ের কি আছে?)

যেমন বৃটেনের এক রাজার কথা শুনিয়াছি। স্বীয় প্রিয়তমাকে পাওয়ার জন্য রাজ-সিংহাসনকেই বিসর্জন দিয়াছে। বৃটেনের এসেম্বলী যখন এই শর্ত উত্থাপন করিল যে, হয় ঐ সুন্দরী-নারীর সম্পর্ক ত্যাগ কর অথবা রাজ-আসন। রাজ-আসনের বদলে সে ঐ প্রিয়তমাকেই গ্রহণ করিয়াছে। অতএব, মোমেন যখন এমন কোন সুশ্রীমুখের ভালবাসা হইতে খাঁটি মনে তওবা করে যাহাকে পাওয়ার জন্য হাতে থাকিলে রাজত্ব উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত। কিন্তু একমাত্র আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর সন্তুষ্টির খাতিরে চাঁদ-সুরুজের মত ঐ সুন্দর ও লাবণ্যময় হইতে দৃষ্টি সংযত রাখে এবং তাহার ভালবাসা পরিহার করে। তবে শুধু একটি রাজত্ব নয়, বরং কত অসংখ্য রাজত্বই যেন সে আল্লাহর জন্য কোরবান করিয়া দিল। প্রেমানুরাগী লোকেরা এই মোজাহাদার বরকতে হাশর-ময়দানে এইরূপ উচ্চ মর্তবার অধিকারী হইবে ইনশাআল্লাহ তাআলা।

توڑ ڈالے مہ و خورشید ہزاروں ہم نے
جب کہیں جا کے دکھایا رخِ زیبا تو نے

অর্থ : চন্দ্র-সূর্যের মত হাজারো সূরতের আকর্ষণকে আমি আল্লাহর জন্য ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া ফেলিয়াছি। তখনই ঐ পরম-প্রিয় আমাকে স্বীয় জাল্‌ওয়া দেখাইয়াছেন এবং নিবিড়-নৈকট্য দানে ধন্য করিয়াছেন।

কুদৃষ্টি বর্জনে অপার্থিব স্বাদ লাভের ঘটনা

আমার এক পীর-ভাই যিনি আলেম নন, একদিন আমাকে বলিলেন, আমি যখন না-মাহ্রাম নারীগণ হইতে দৃষ্টি নত করি, ইহাতে অন্তরের মধ্যে এক 'আশ্চর্যকর খুশী' অনুভব হয়। আমি বলিলাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সত্যই বলিয়াছেন। প্রিয়নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কুদৃষ্টি ত্যাগের উপর যে সুসংবাদ দিয়াছেন যে, ঐ ব্যক্তির অন্তরে তখন ঈমানের 'হালাওয়াত' (মধুরতা) দান করা হয়, সেই হালাওয়াতের ফলেই আপনার অন্তরে এই খুশী অনুভব হইয়াছে। কিন্তু যেহেতু আপনি আলেম নন, সেজন্য ঐ 'হালাওয়াত'কে আপনি খুশীর দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন।

আমার পীরভাইর এই কথা শুনিয়া আমি খুবই আনন্দিত হইয়াছি।

হযরত মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন :

اے دل ایں شکر خوشتر یا آنکہ شکر سازد

اے دل ایں قمر خوشتر یا آنکہ قمر سازد

হে মন! এই চিনি বেশী মিষ্ট, না তিনি যিনি চিনি সৃষ্টি করেন? হে মন! এই চাঁদ বেশী সুন্দর, না তিনি যিনি চাঁদের স্রষ্টা?

হায়! যিনি ক্ষেতের গেন্নার মধ্যে রস পয়দা করেন, আল্লাহু আকবার, তাঁহার নামের মধ্যে কি রস থাকিবে না?

اللہ اللہ ایں چہ شیرین ست نام   شیر و شکر میشود جانم تمام

نام او چو برزبانم می رود   ہر بن موازعسل جوئے شود

অর্থ : আল্লাহু আকবার, আল্লাহর নাম কি মিঠা নাম! আল্লাহ-নাম আমার প্রাণকে দুধ-চিনির মত মিঠা বানাইয়া দেয়। দুধ-চিনি একত্র করিয়া গুলিলে যেমন মিঠা লাগে, যখন আল্লাহ্-নামের যিকির করি, এই-নাম আমার প্রাণকে অনুরূপ মিঠা বানাইয়া দেয়। আল্লাহ্-নামটি যখন আমার যবান হইতে বাহির হয়, আমার দেহের প্রতিটি বিন্দু, প্রতিটি পশম মধুর দরিয়া হইয়া যায়।

আহ্! মাওলানা রূমী (রহ.) কি সুন্দর কথা বলিয়াছেন যে, চাঁদ বেশী সুন্দর, না চাঁদের বানানেওয়ালা? বস্তুত: আল্লাহ্ই ত সকল সৌন্দর্যের উৎস,

সমস্ত রূপ-লাবণ্যের মূল কেন্দ্র। তিনি যখন দয়া করিয়া কাহারও চেহারায় বা চোখে আপন সৌন্দর্যের একটি কিরণ ঢালিয়া দেন, মানুষ তখন তাহাকে দেখিয়া পাগল হইয়া যায়, তাহার চোখে ও চাহনীতে হাজারো আকর্ষণ দেখিতে পায়। এই মর্মে আমার একটি ছন্দ আছে :

چوں بہ عکس حسن تو از ہوش رفتہ می شوم
پس چہ باشد چوں ترا بے پردہ بینم روز حشر

হে মাওলা! 'তোমার সৌন্দর্যের একটু প্রতিচ্ছায়া বা প্রতিবিম্ব' দেখিয়াই যখন নিজেকে সামলানো এত কঠিন, তাহা হইলে পরকালে যখন তোমাকে সরাসরি দেখিব, তখন কি অবস্থা হইবে!

হাঁ, তো আল্লাহ্প্রদত্ত সামান্য কিরণ যেই চেহারা ও চোখযুগলকে এত আকর্ষণীয় করিয়াছিল, কয়েক দিন পর সেই কিরণ যখন তিনি হরণ করিয়া নিয়া যান, তখন ঐ চোখ ও চেহারা দেখিয়া ঘৃণা লাগে, বিশ্রী লাগে। অতএব, নকল বা প্রতিবিম্বের প্রেমে পড়া মানে ধ্বংস হইয়া যাওয়া। বস্তুত: ইহা ধোঁকায় পড়া ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, সৌন্দর্য শেষ হইয়া যাওয়ার পর বা প্রিয়জনের মৃত্যুর পর নকলও গেল। ওদিকে আসল হইতেও বঞ্চিত থাকিল। যেমন, কেহ যদি নদীর মধ্যে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখিয়া মূর্খতা বশত: চাঁদ লাভের জন্য নদীর মধ্যে ডুব দেয়, সে আসল-নকল উভয় হইতেই বঞ্চিত থাকিবে। অতএব, আসলকে পাইতে হইলে উহার প্রতিবিম্বকে যে ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা বিবেকের দৃষ্টিতেও জরুরী।

এই দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা পরিষ্কার হইয়া গেল যে, দুনিয়ার নকল রূপ-সৌন্দর্যধারীদের প্রতি দৃষ্টি না করার হুকুম মূলত: আমাদেরই কল্যাণের জন্য। আল্লাহর নৈকট্য ও দীদার লাভের যোগ্যতা অর্জনের জন্যই তিনি নকল হইতে দূরে থাকিতে বলিতেছেন। অন্যথায় এই মরণশীলদের উপর মরিয়া আমরা বে-কীমত হইয়া যাইতাম। তাই ত হযরত খাজা ছাহেব (রহ.) বলিতেছেন :

ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ مرنے والوں پہ مر رہا ہے
جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے بلند ذوق نظر نہیں ہے

হায়! তুমি কি যুলুম করিতেছ? মরণশীলদের উপর মরিতেছ? তুমি যে সুশ্রী-সুন্দরীদের ভালবাসার ধান্ধা করিতেছ, কারণ ইহাই যে, তুমি 'উন্নত মন, উন্নত রুচি' হইতে বঞ্চিত।

অন্য এক স্থানে হযরত খাজা ছাহেব এভাবে সতর্ক ও সচেতন করিতেছেন :

حسن اوروں کے لئے حسن آفریں میرے لئے

'সৌন্দর্য অন্যদের জন্য, সৌন্দর্যের স্রষ্টা আমার জন্য।'

অর্থাৎ যাহারা রূপ-লাবণ্যের উপর মরিতে চাহে, তো মরুক। আমি তো মরিব, জীবন উৎসর্গ করিব আমার পরম সুন্দর মাওলার উপর।

যেই মাটি আরেক মাটির উপর পাগল হইল, কয়েকদিন পর উভয়ই মাটিতে মিশিয়া গেল। পরিণামে তাহাদের যিন্দেগীটাই মাটি হইয়া গেল। আর যে মাটির মানুষ পরম পাক-যাতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে, তো চিরঞ্জীব মাওলা ঐ মাটিকে 'প্রকৃত-জীবন' এবং এক 'নতুনজীবন' নসীব করিয়া দেন।

নজর হেফাযতের ১০ নং পুরস্কার

ইহার বরকতে হৃদয়ের-চুলা রওশন থাকে। অর্থাৎ বান্দা যখন আল্লাহর ভয়ে, আল্লাহর মহব্বতে মনের হারাম খাহেশের বিরুদ্ধে চলে এবং আল্লাহর জন্য এই কষ্টের উপর ছবর করে, ইহার ফলে তাহার অন্তর তাক্ওয়ার নূরে আলোকিত হইয়া যায়। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে :

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থ : একদিন আল্লাহ্র সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া তিল-তিল হিসাব দিতে হইবে, এই ভয়ে যে নিজেকে মনের হারাম কামনা-বাসনার পথ হইতে বিরত রাখে, নিশ্চয় জান্নাতই হইবে তাহার ঠিকানা।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

شہوت دنیا مثال گلخن ست
کہ ازو حمام تقوی روشن ست

দুনিয়ার তাবৎ কামনা-বাসনাসমূহ কর্মকারের হাপর সদৃশ। কারণ, উহার দ্বারাই তাক্ওয়ার চুলা প্রজ্জ্বলিত হয়। অর্থাৎ মনের 'পাপাত্মক চাহিদাগুলি' তাক্ওয়ার হাপরের 'জ্বালানি' স্বরূপ। যদি এই জ্বালানিকে 'আল্লাহ্র ভয়ের চুলা'য় ফেলিয়া জ্বালাইয়া দাও, তবে উহার দ্বারাই তাক্ওয়ার রৌশ্নী পয়দা হইবে। আর যদি ঐ হারাম-খাহেশ মোতাবেকই কাজ করিয়া বস, তবে তুমি যেন জ্বালানি খাইয়া ফেলিলে। অথচ, জ্বালানি ত খাওয়ার জিনিস নয়, জ্বালানোর জিনিস। জ্বালানি খাওয়ার পরিণাম অতি খারাপ।

এগার নং পুরস্কার

কুদৃষ্টির দরুন চোখের মধ্যে দীপ্তিহীনতা ও অন্ধকার পয়দা হয়। যাহার ফলে চেহারাও বে-নূর, ঔজ্জ্বল্যহীন ও শ্রীহীন মনে হয়। এক ব্যক্তি কুদৃষ্টি করার পর হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর মজলিসে হাযির হইলে তাহার চোখের মধ্যে অন্ধকারাচ্ছন্নতা অবলোকনের পর তিনি বলিতে লাগিলেন, কি দশা ঐ সকল লোকের যাহাদের চোখ হইতে যিনা টপকিতেছে। এজন্যই মোত্তাকীদের চোখে এক 'বিশেষ দীপ্তি' থাকে, চেহারায় খাছ্ নূর পরিদৃষ্ট হয়। তাই, নজর হেফাযতের বরকতে চোখ ও চেহারা বিশেষ দীপ্তিময় থাকে।

১২ নং পুরস্কার বিশাল রূহানী শক্তি

দিন-রাত নজর হেফাযত করিতে থাকার বরকতে মোত্তাকীদের অন্তরে এমন একটা যোগ্যতা ও রূহানী শক্তি প্রদত্ত হয়, হযরত থানবী বলেন : কোন বেহায়া-বেশরম যদি জোরপূর্বক কোন কামেল-মোত্তাকীর চোখ মেলিয়া ধরিয়া রাখে এবং নিজের সৌন্দর্য দেখানোর চেষ্টা করে, তখনও ঐ মোত্তাকী বান্দা স্বীয় দৃষ্টিশক্তির বিচ্ছুরণ-গতির উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ রাখিবে এবং কিছুতেই তাহাকে দর্শন করিবে না। হাঁ, সম্পূর্ণ ইচ্ছা-বহির্ভূত মাত্রায় খানিকটা অস্পষ্ট ছবিই হয়ত: দৃষ্টিগোচর হইবে। অর্থাৎ সৌন্দর্যের গভীর-আকর্ষণ অবলোকন হইতে দৃষ্টির গতিকে সে অবশ্যই সংরক্ষিত রাখিবে। যদিও চক্ষু খোলা থাকিবে, কিন্তু কিছুতেই ভালভাবে তাকাইয়া দেখিবে না। এমনই— যেমন ফাঁসির আদেশপ্রাপ্ত কোন আসামীর নজরে

পৃথিবীটা অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট ও ঘোলাটে মনে হয়। দেখিয়াও যেন সে দেখিতে পায় না। বস্তুত: আল্লাহ্ওয়ালাদের অন্তরে কিয়ামত দিবসের ফয়সালার ভয় ফাঁসির ভয়ের চেয়েও অনেক বেশী।

নজর হেফাযতের ১৩ নং পুরস্কার

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিছে-দেহ্লবী (রহ.) বলেন : মনের হারাম মোহ এবং কুদৃষ্টির চাহিদার বিরুদ্ধে চলার কষ্ট ও ছবরের বরকতে আল্লাহ্পাক ঐ বান্দাকে 'খাছ বেলায়েত' দান করেন। খাছ্ ওলীর আসনে আসীন করেন। এজন্যই হিজড়া-মুসলমান 'আম্ (সাধারণ) বেলায়েত'-এর ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে না। কারণ, একজন সুপুরুষকে নফছের বিরুদ্ধে যেই কষ্টকর মোজাহাদার সম্মুখীন হইতে হয়, হিজড়ার তাহা হয় না।

নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে অণ্ডকোষ কর্তনের অনুমতি দেন নাই। অর্থাৎ পাপে লিপ্ততার আশঙ্কা বশত 'নামরদ (পুরুষত্বহীন) হওয়া' জায়েয নাই। শক্তভাবে নফ্ছ্ ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়িয়া যাওয়াই পৌরুষ (পুরুষের কাজ)।

মাওলানা রূমী (রহ.)-এর ভাষায় :

خلق اطفال اند جز مست خدا　　نیست بالغ جز رہیدہ از ہوا

تا ہوا تازہ ست ایماں تازہ نیست　　کیں ہوا جز قفل آں دروازہ نیست

১. আল্লাহ্প্রেমিকগণ ব্যতীত বাকী সকলেই নাবালেগ শিশু। 'বালেগ' তো তাহারা যাহারা নফ্ছের কুচিন্তা ও কূট-চাল হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছে। অর্থাৎ যাহারা কুপ্রবৃত্তির উপর বিজয়ী, তাহারাই বালেগ ও বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে যাহারা কুপ্রবৃত্তির হাতে ঘায়েল ও পরাজিত, তাহারা নাবালেগ এবং নির্বোধ।

২. যতক্ষণ পর্যন্ত নফ্ছের চাহিদা তাজা আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান তাজা ও তেজোদীপ্ত নহে। কারণ, নফ্ছের অবৈধ সব চাহিদা আল্লাহ্র নৈকট্যের দরজার তালা স্বরূপ। (তাই, নফ্ছের হারাম চাহিদার বিরুদ্ধে চলাই ঈমান তাজা রাখার পথ।)

কুদৃষ্টি ত্যাগের ১৪ নং পুরস্কার

দৃঢ়তার সহিত বারবার কুদৃষ্টি হইতে বাঁচার কারণে বারবার অন্তরে আঘাত লাগে। ফলে বারবার অন্তরে নূর পয়দা হয়। হযরত থানবী (রহ.) বলেন, আল্লাহ্‌র পথে যখন দেহ কষ্ট পায়, ইহা দ্বারা অন্তরে নূর পয়দা হয়।

অধম গ্রন্থকারের আরয, দেখুন, যত জোরে আপনি যমীনের উপর বল নিক্ষেপ করিবেন, বল তত ঊর্ধ্বে উঠিবে। তদ্রূপ, নফ্‌ছের হারাম চাহিদা সমূহকে যত জোরে দাবাইবেন, তত বেশী 'ঊর্ধ্ব উড্ডয়ন' এবং ঊর্ধ্বের নৈকট্য নসীব হইবে।

'আশরাফুত-তাফহীম' হইতে কয়েকটি মূল্যবান নসীহত

আশরাফুত্-তাফহীম কিতাবটি হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর পছন্দকৃত, মাওলানা আবদুর রহমান আ'যমী (রহ.)-এর রচিত এবং আমার দ্বিতীয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) কর্তৃক বিভিন্ন শিরোনাম ও অধ্যায়ে সজ্জিত। উক্ত কিতাবের তিনটি উপদেশ এখানে উদ্ধৃত হইল।

১. কমবয়সী সুশ্রী ছেলেদের সহিত 'নির্জন অবস্থান' বর্জন

কম-বয়সী সুশ্রী ছেলেদের সহিত নির্জন-নিভৃতে অবস্থান হইতে সম্পূর্ণ বিরত থাকিবে। কঠোরভাবে দূরত্ব রক্ষা করিয়া চলিবে। লোকালয়েও ইহাদের সহিত প্রয়োজনের বেশী কথাবার্তা বলিবে না। না তাহাদের প্রতি তাকাইবে, না নফ্‌ছের আবেগের সহিত তাহাদের কথাবার্তা শুনিবে। কারণ, ছেলেদের হারাম ভালবাসায় আক্রান্ত হওয়ার রোগ এভাবেই পয়দা হয়। প্রথমে তা অনুভবই হয় না। কিন্তু এভাবে যখন ধীরে ধীরে শিকড় শক্ত হইয়া যায় তখন অনুভূত হয়। কিন্তু তখন ঐ সুশ্রী ছেলে হইতে পৃথক হওয়া বা দূরে থাকা কঠিন হইয়া যায়। প্রসিদ্ধ প্রবাদ আছে–

سر چشمہ شاید گرفتن بہ میل
چو پر شد نہ شاید گزشتن زپیل

ঝর্ণার ছিদ্রমুখ শুরুতে শুধু একটি শলা দ্বারাও বন্ধ করা যায়। যখন খুব মোটা হইয়া যায় তখন ভিতরে হাতি রাখিয়া দিলেও আর তাহা বন্ধ হয় না।

নিজের সততা ও পবিত্রতার উপর গর্ব করা চাই না যে, এই রোগে আমি আক্রান্ত হইতে পারি না। হযরত ইউসুফ (আ.) সতর্ক করিয়া বলিয়াছেন :

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ

"নিশ্চয় নফ্‌ছ্‌ মানুষকে খারাপ কাজের দিকে প্ররোচিত করিতেই থাকে।"

যতদিন পর্যন্ত ইমাম মোহাম্মদ (রহ.) দাড়ি-মোচহীন ছিলেন ততদিন পর্যন্ত হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন নাই।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ ছাহেব (রহ.) বলেন : দুনিয়াতে নফছ ব্যতীত আর কোন কিছুকেই আমি ভয় করি না।

যেখানে হাজী ছাহেবের মত ব্যক্তি এই কথা বলেন সেখানে আপনি-আমি দাগমুক্ত ও পবিত্র হওয়ার গর্ব কিভাবে করিতে পারি? কখনও যদি মনের মধ্যে এরূপ খেয়াল আসে, বুঝিবে, শয়তান আমাকে ধোঁকা দিতেছে। বস্তুত: নিজের পবিত্রতার উপর আস্থাশীলতার ধোঁকায় ফেলিয়া বা অন্য কোন কৌশলে এমনভাবে এই হারাম সম্পর্কের রোগে আক্রান্ত করিয়া ফেলে যে, তাহা টেরই পাওয়া যায় না। কিন্তু যখন খবর হইবে তখন নফছকে পরাভূত করার ক্ষমতাই হয়ত হারাইয়া ফেলিবে অথবা নফছের মোকাবিলা তাহার জন্য অতি কঠিন হইয়া পড়িবে। ইহা ত শয়তানেরই কথা যে, জুনাইদ বাগদাদীর মত পবিত্র মানব এবং রাবেআ বসরীর মত পবিত্রা মানবীও যদি নির্জনে অবস্থান করে, তবে উভয়ের মধ্যে কুচিন্তা-কুখেয়াল জাগাইয়া দিয়া উভয়কেই আমি 'কালো-মুখ' বানাইয়া দিব, কালিমাযুক্ত করিয়া দিব।

বন্ধুগণ! এত বড়-বড় ওলীদিগকেও বিভ্রান্ত করার দুঃসাহসিক দাবী করিতেছে শয়তান। তাহা হইলে আমাদের মত লোকজন কিরূপে তাহার চক্রান্তজাল হইতে রক্ষা পাইতে পারি?

رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيٰطِيْنِ - وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُوْنِ

হে প্রতিপালক! শয়তানের সকল প্রবঞ্চনা হইতে আপনার নিকট পানাহ্‌ চাই। হে পালনকর্তা! আরও পানাহ্‌ চাই যেন ধোঁকা দেওয়ার জন্য শয়তানেরা আমাদের নিকট আসিতেই না পারে।

طفل جاں از شیر شیطاں باز کن
بعد از انش با لملک انباز کن

অর্থ : হে মানুষ! আত্মা নামক শিশুকে তুমি শয়তানের দুধ পান হইতে বিরত রাখ। তারপরই ফেরেশতাদের সহিত তাহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হইবে।

নফছ ও শয়তান নামক উভয় দুশমন হইতেই অত্যন্ত সাবধান থাকিতে হইবে। নতুবা দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কেহ্ কি সুন্দর বলিয়াছেন :

بگاڑا دین کو اپنے کہیں دنیا ہی بنجاوے
نہ کچھ دین ہی رہا باقی نہ دنیا کے مزے پائے

দুনিয়ার জন্য দ্বীনকে বরবাদ করিয়া দিল। ফলে, দ্বীন ত গেলই, তৎসঙ্গে দুনিয়ার সুখ-শান্তি হইতেও বঞ্চিত হইয়া গেল।

بڑی دولت ملے اس کو جو ہو اللہ کا عاشق
امید اجر عقبی پر یہ دنیا اس سے چھٹ جائے

বড় দৌলত ত তিনি লাভ করিয়াছেন যিনি আল্লাহ্র প্রেমিক হইয়াছেন। আখেরাতের পুরস্কারের আশায় যিনি হারাম দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়াছেন।

নফ্ছের উপর সার্বক্ষণিক নজরদারী

নফ্ছ্ ও শয়তানের মোকাবিলার জন্য সর্বক্ষণ প্রস্তুত থাকিবে। ইহারা যাহা বলিবে, কিছুতেই তাহা করিবে না। যেমন, দাড়ি-মোচহীন সুশ্রী ছেলেকে দেখিতে, ছুঁইতে, তাহার কথাবার্তা শুনিতে কিংবা তাহার কাছে যাইতে বলিল, তবে কিছুতেই তাহার কথা মানিবে না। দুই-তিনবার নফ্ছের বিরোধিতা করিলে— ইনশাআল্লাহ্ নফ্ছের প্ররোচনা হয় একদম থামিয়া যাইবে অথবা দমিয়া দুর্বল হইয়া যাইবে।

اَلنَّفْسُ كَالطِّفْلِ اِنْ تُهْمِلْهُ شَبَّ عَلٰى

حُبِّ الرِّضَاعِ وَاِنْ تَفْطِمْهُ يَنْفَطِم

অর্থ ঃ নফ্ছের অবস্থা দুধের-শিশুর মত। যদি দুধ-পানের অভ্যাস না ছাড়াও, তবে দুধের অভ্যাস ও অনুরাগ লইয়াই সে জোয়ান হইয়া যাইবে। আর যদি ছাড়াইয়া দাও তবে ছুটিয়া যাইবে।

সর্বক্ষণ নফ্ছের উপর নজরদারী ও পাহারাদারী করিতে থাকিবে। নিজের প্রতিটি কাজের, প্রতিটি আচরণের ব্যাপারেই চিন্তা করিতে থাকিবে যে, ইহা নফ্ছের তাকাযা (চাহিদা) কিংবা শয়তানী প্ররোচনা বশত: তো নয়? যদি এমনটা হয় তবে তৎক্ষণাৎ উহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে। শিথিল, অসাবধান ও দায়িত্বহীন থাকিবে না এবং আল্লাহ্পাকের নিকট শত কান্নাকাটি ও মিনতির সহিত আরয করিবে, হে আল্লাহ্! এ সকল দুশমন হইতে আপনি আমাকে রক্ষা করুন। যদি আপনি রক্ষা না করেন, তবে আমাদের আর কোন রক্ষাকারী নাই। আপনি যদি না হেফাযত করেন, তবে ত আমরা ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া যাইব। আয় আল্লাহ্! আমাদিগকে রক্ষা করা তো আপনার জন্য আদৌ কঠিন নহে।

মান-ইয্যত তো আল্লাহ্র আনুগত্যেই নিহিত

মনে মনে ইহাও চিন্তা করিবে যে, যদি আমি সুশ্রী ছেলেদের সহিত প্রেম-প্রীতি করিয়া ফিরি, তবে নিশ্চয় কখনও তাহা প্রকাশ হইয়াই যাইবে। কারণ, প্রেম-পীরিত আর মেশকের ঘ্রাণ কিছুতেই লুকাইয়া রাখা যায় না। উঠা-বসা, কথাবার্তা, চাল-চলন, আচার-আচরণই বলিয়া দিবে, সে ত ছোকরার প্রেমে আক্রান্ত। আর যখন ইহা প্রকাশ পাইবে তখন সমস্ত মান-ইয্যত ধুলায় মিশিয়া যাইবে। কারণ, মান-ইয্যত তো আল্লাহ্র আনুগত্যেই নিহিত।

হযরত শেখ সা'দী (রহ.) বলেন :

عزیزیکہ از در گہش سر بتافت
بہر جا کہ رفت ہیچ عزت نیافت

যেকোন সম্মানিত বান্দা সীমালংঘন বশত: যখন আল্লাহ্র আনুগত্য ত্যাগ করে, তখন কোথাও গিয়াই সে আর মান-ইয্যত পায় না।

—৮

অতএব, দ্বীনের খেদমত করিবে, অন্তরকে আল্লাহ্র সঙ্গে লাগাইয়া রাখিবে, আল্লাহ্র সঙ্গে প্রেম-ভালবাসা করিবে। দিলকে সকল খারাপ জিনিস হইতে পাক-সাফ রাখিবে। যথাসম্ভব দিল্কে 'ফারেগ' রাখিবে। অর্থাৎ খামাখা দুশ্চিন্তা, কুচিন্তা, অনর্থক জল্পনা-কল্পনা হইতে মুক্ত রাখিবে। দিল্কে 'ফারেগ' (মুক্ত) রাখা বড় দৌলত। অতঃপর অন্তরে আনন্দের বসন্ত দেখিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্পাকের সহিত সম্পর্ক ও প্রেমের বন্ধন– যাহা সমগ্র বিশ্বের রাজত্ব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ– উহার লয্যত প্রাপ্ত হইয়া শোকর আদায় করিতে থাকিবে।

দ্বিতীয় নসীহত : স্বাস্থ্য, স্মরণশক্তি, জীবনীশক্তি ও ইজ্জত হেফাযতের ফিকির

সকল এল্মেদ্বীন শিক্ষার্থীদেরকে, বিশেষত: 'দ্বীন অর্জন' যাহাদের লক্ষ্য, অবশ্যই তাহাদিগকে সর্বপ্রকার গুনাহ্ হইতে, বিশেষ করিয়া শাহ্ওয়াত বা কাম-জনিত গুনাহ্ হইতে কঠোরভাবে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে। কারণ, কামজ পাপাচারের দরুন সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, বিশেষ করিয়া মন ও মস্তিষ্ক দুর্বল হইয়া যায়। এই পাপের পরিণামে নিজের সৌন্দর্যও নষ্ট হইয়া যায়, চেহারা বিশ্রী বীভৎস দেখা যায়। ভয়, সংকোচ ও টেনশনের দরুন অন্তর, আর বীর্যশক্তির ক্ষয়ের দরুন মস্তিষ্ক দুর্বল ও নিস্তেজ হইয়া যায়। **কারণ, শান্তি, ফূর্তি, শক্তি ও সুস্বাস্থ্যের মূল পুঁজিই হইতেছে বীর্যশক্তি। ইহাই 'জীবনীশক্তি'**। এই জীবনীশক্তি ক্ষয় করার ফলে মেধা বা স্মরণশক্তিও লোপ পায়। অথচ, যেকোন শিক্ষার্থীর জন্য সুস্বাস্থ্য, দৃঢ় মনোবল, সতেজ মস্তিষ্ক, স্মরণশক্তি এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা নেহায়েত জরুরী। এ সকল অঙ্গ যদি দুর্বল হইয়া যায় তখন না লেখাপড়া করিতে পারিবে, না শত পড়া সত্ত্বেও মুখস্ত থাকিবে।

হযরত ইমাম শাফেঈ (রহ.) স্বীয় ওস্তাদ হযরত ইমাম ওকী' (রহ.)-এর নিকট স্মরণশক্তি কমিয়া যাওয়ার কথা পেশ করিলে তিনি বলিলেন : সর্বপ্রকার গুনাহ্ ত্যাগ করিয়া দাও। কারণ এল্ম হইল আল্লাহ্পাকের 'বিশেষ এক অনুগ্রহ'। 'এই অনুগ্রহ' তিনি কোন নাফরমানকে দান করেন না।

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِىْ
فَاَوْصَانِىْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِىْ
فَاِنَّ الْعِلْمَ فَضْلٌ مِّنَ اِلٰهٍ
وَفَضْلُ اللّٰهِ لَا يُعْطٰى لِعَاصِىْ

এবং চিন্তা করিবে যে, আমি যদি পাপ করি তবে এল্‌ম ও জ্ঞান হইতে বঞ্চিত থাকিব, আমার স্বাস্থ্য, সুখ-শান্তি, সুস্থতা হইতেও বঞ্চিত থাকিব। তদুপরি, আল্লাহ্‌পাক যদি পর্দা ছিঁড়িয়া ফেলেন অর্থাৎ আমার গুনাহ্‌ প্রকাশ করিয়া দেন তাহা হইলে জনসমক্ষে আমি অপমানিত হইব; মুখ দেখানোর কোন উপায় থাকিবে না।

'মাত্‌রূকে মা'ছিয়াত' নয় বরং 'তারেকে মা'ছিয়ত'ই প্রশংসাযোগ্য

আরও চিন্তা করিবে যে, কাহারো রোগ-মৃত্যুর সময় তো নির্দিষ্ট করা নাই। অতএব, আমার ঐ প্রিয়জন যদি মরিয়া যায় কিংবা রোগাক্রান্ত হইয়া পড়ে, তখন তো তাহাকে ত্যাগ করিতেই হইবে। তখন তো আর তাহার সহিত গুনাহ্‌ করা যাইবে না। তাই রোগ-ব্যাধি কিংবা মৃত্যুর ফলে যেই গুনাহ্‌ ত্যাগ করিতেই হইবে, হায়াত থাকিতে, সুস্থ থাকিতে আজই তো তাহা ছাড়িয়া দেওয়া উচিত। যাহাতে 'পাপ কর্তৃক পরিত্যক্ত' না হইয়া বরং 'পাপ পরিত্যাগকারী'র মর্যাদা লাভ করিতে পার। কারণ, সম্মানিত, প্রশংসিত এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও পুরস্কারযোগ্য তো ঐ ব্যক্তি যে পাপ পরিত্যাগকারী। ঐ ব্যক্তি নয় যে পাপ ও পাপের উপকরণ কর্তৃক পরিত্যক্ত। ('মাত্‌রূকে মা'ছিয়ত' নয় বরং 'তারেকে মা'ছিয়ত'ই প্রশংসিত।)

আর পাক্কা এরাদা (দৃঢ় সংকল্প) করিবে যে, আমি কামরিপুর কামনা মোতাবেক কাজ করিব না। সেই ক্ষেত্রে না আমি দেখিব, না কথা বলিব, না তাহাদের কথা শুনিতে যাইব। ছেলেদের ও মেয়েদের সংশ্রব হইতে কঠোরভাবে দূরে থাকিবে। যদি কোন ছেলের সহিত এক-সঙ্গে পড়িতে হয় কিংবা তাক্‌রার বা দাওর করিতে হয় (একজন আরেকজনকে শুনাইতে হয়) তবে 'প্রয়োজন-পরিমাণ'-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে। যদি তাহার প্রতি মন খারাপ হইতে দেখ, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ এবং খুব তাড়াতাড়ি তাহার সংস্পর্শ হইতে পৃথক হইয়া যাইবে। তাক্‌রার, দাওর (তথা পরস্পর পাঠ-আলোচনা বা শোনা ও শুনানো) ইত্যাদি বন্ধ করিয়া দিবে। আলাদাভাবে পড়িবে এবং তাড়াতাড়ি দুই রাকআত নফল পড়িয়া অন্তর হইতে খুব তওবা করিবে। কারণ, পৃথক হইতে দেরী করিলে সম্পর্ক এতটা

গাঢ় হইয়া যাইবে যে, পৃথক হওয়ার হিম্মত দুর্বল কিংবা নিঃশেষ হইয়া যাইবে। তখন গুনাহ্ হইতে বাঁচাও কঠিন হইয়া পড়িবে। এমতাবস্থায় দীর্ঘকাল পর যদি আল্লাহ্পাকের দয়া বশত: তওবাও নসীব হয় তবুও বছরের পর বছর নাগাদ ঐসব বাজে কল্পনা, বাজে চিন্তা নামায, কিতাব পাঠ ইত্যাদিকে ক্ষতিগ্রস্ত করিবে, পদে-পদে 'সমস্যা' ও 'জটিলতা' দেখা দিবে। মন-মস্তিষ্ক অস্থির, চিন্তাগ্রস্ত ও পেরেশান থাকিবে। আর তাড়াতাড়ি পৃথক হইয়া গেলে এইসব বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে এবং অন্তরে শান্তি ও আনন্দের ভাণ্ডার বরং এক বিশাল জগত অনুভব করিবে। ছেলেদের ও নারীদেরকে অন্তরে জায়গা দেওয়া, অথচ আল্লাহ্র মহব্বত হইতে অন্তরকে বঞ্চিত করা কত বড় জঘন্য ব্যাপার! চিরসুন্দর আল্লাহ্র অতুলনীয় সৌন্দর্য-মহিমা হইতে মুখ ফিরাইয়া ক্ষণস্থায়ী কতগুলি মুর্দা-মরা ছূরতের উপর আসক্ত হওয়া কতটা কাণ্ডজ্ঞানহীন কর্ম!

چراغ مردہ کجا شمع آفتاب کجا

কোথায় তো সূর্যের আলো, আর কোথায় 'মৃত চেরাগ'!

৩ নং নসীহত ঃ হৃদয়-মনকে মুক্ত, পরিচ্ছন্ন ও খালি রাখা এল্ম শিক্ষার্থীর জন্য অত্যন্ত জরুরী। অতএব, কোন সুশ্রী ছেলে কিংবা কোন মেয়ের সহিত কস্মিনকালেও নাজায়েয সম্পর্ক পয়দা করিবে না। নতুবা এল্ম হইতে বঞ্চিত থাকিবে। মাদরাসা হইতেও বহিষ্কার করিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে কতটা অপমানিত হইতে হইবে। তাই, কোন আল্লাহ্ওয়ালার নিকট বারংবার যাইতে থাকিবে এবং নফ্ছের সংশোধন ও পরিমার্জনের ব্যাপারে পরামর্শ নিতে থাকিবে। আমারই একটি ছন্দ :

خاک گر خاک ہوئی خاک پہ تو کیا حاصل
کاش یہ خاک فدائے شہہ عالم ہوتی

অর্থাৎ মাটি যদি আরেক মাটির উপর জীবনটাকে মাটি করিয়া দেয়, তবে ইহাতে লাভ হইল কি? হায়! এই মাটি যদি সমস্ত পৃথিবীর যিনি বাদশা, সেই বাদশার জন্য উৎসর্গ করা হইত! তাহাতে কত বড় সাফল্য, কত বড় সম্মান ও মর্যাদা অর্জিত হইতো!

কুদৃষ্টি ও কুসম্পর্কের ব্যাপারে হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর কিছু বাণী

(তরবিয়াতুছ ছালেক হইতে উদ্ধৃত)

কুদৃষ্টির চিকিৎসা : (তরবিয়াতুছ-ছালেক, পৃষ্ঠা ২২৪)

তাহ্কীক (সমাধান) : নিঃসন্দেহে ইহা একটি রোগ। এই রোগের এলাজ বা চিকিৎসা হইল মোজাহাদা। অর্থাৎ কঠোরভাবে নফ্ছের (এই হারাম চাহিদার) বিরোধিতা করা এবং (কখনো) এই অপরাধ সংঘটিত হইলে উহার জন্য কোন জরিমানা নির্ধারণ করা। যেমন একবার কুদৃষ্টি হইয়া গেলে বিশ রাকআত নফল নামায পড়া। ইহার দ্বারা ইনশাআল্লাহ (এই রোগের) পূর্ণ এস্লাহ হইয়া যাইবে।

এশ্কে-মাজাযীর এলাজ

(পরস্পরের নাজায়েয সম্পর্কের প্রতিকার)

জনৈক এছ্লাহ্প্রার্থীর অবস্থা : সম্প্রতি (১৯০১ ইং সালে) আমার শিমলা অঞ্চলে যাওয়ার সুযোগ হইয়াছিল। ছফরে যাওয়ার পথে ঐদিনই অত্যন্ত সুন্দরী এক মহিলা ঘোড়ায় চড়িয়া ভ্রমণে বাহির হইল; যাহাকে দেখিয়া আমি নিজেকে ধরিয়া রাখিতে পারিলাম না। মন আমার আয়ত্বের বাহিরে চলিয়া গেল। জীবনে কখনো এত সুন্দরী দেখি নাই। দীর্ঘ ছয় মাস যাবত তাহার কল্পনা প্রতি মুহূর্তে আমাকে অস্থির করিয়া তুলিতেছে। বুকে অনেক কষ্ট, অন্তরে অনেক ব্যথা ও দাহ অনুভব হয়। হযরত! আমার এলাজ করুন, যাহাতে আমার সীনা হইতে তাহার কল্পনা দূর হইয়া যায় এবং অন্তরে হুযূরে-আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রতি ভক্তিপূর্ণ গভীর মহব্বত ও ভালবাসা নসীব হইয়া যায়।

হযরত থানবীর পক্ষ হইতে উত্তর

তাহ্কীক (সমাধান) : আছ্ছালামু আলাইকুম। নির্জনে (প্রতিদিন) একটা সময় নির্ধারণ করিয়া পাঁচশত বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্র যিকির এইভাবে শুরু কর যে, লা-ইলাহা বলার সময় খেয়াল করিবে : ঐ মহিলার

সাথে সকল সম্পর্ক অন্তর হইতে বাহির করিয়া দিলাম। ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় এই খেয়াল করিবে যে, আল্লাহ্ তাআলা এবং তাহার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর মহব্বত অন্তরে প্রবেশ করাইলাম। ইহার পর নিজের মৃত্যুর মোরাকাবা এইভাবে করিবে যে, দুনিয়া হইতে চির বিদায় নিয়া আল্লাহ্র সম্মুখে হাজির হইতে হইবে। তিনি যদি এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমি কি উত্তর দিব? কিভাবে তাহাকে মুখ দেখাইব?

ঐ মহিলার মৃত্যুর কল্পনা করিবে যে, সে মরিয়া পচিয়া-গলিয়া পোকার খাদ্যে পরিণত হইবে। চেহারা-সূরত এমন বীভৎস হইয়া যাইবে যে, দেখিতেও ঘৃণা লাগিবে। আর অবসর সময়ে বেশী বেশী এস্তেগফার করিবে, আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইবে। দুই সপ্তাহ্ পর পুনরায় নিজের অবস্থা জানাইবে এবং এই চিঠিও সাথে পাঠাইবে।

অবস্থা : আছ্ছালামু আলাইকুম। সালাম বাদ মহামান্যের খেদমতে নিবেদন এই যে, হযরত আমাকে যখন হইতে ঐ আমলগুলি করিবার নির্দেশ দিয়াছেন, তখন হইতে উহা পালন করিয়া আসিতেছি। ইহার বরকতে ঐ মহিলার সূরত-আকৃতির প্রতি আমার অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং তাহার কল্পনা-জল্পনা হইতে মন পৃথক হইয়া গিয়াছে।

উত্তর : আল্লাহ্পাকের নিকট হাজার হাজার শুকরিয়া।

বারবার তওবা ভঙ্গ হওয়া

অবস্থা : নফ্ছ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং (আপন অবৈধ-চাহিদা পূরণে) বিজয়ী। কবীরা গুনাহও সংঘটিত হইয়া যায়। পরবর্তীতে অত্যন্ত লজ্জিত-অনুতপ্ত হই। বারবার তওবা করি এবং পাক্কা এরাদা করি যে, ভবিষ্যতে আর এই গুনাহ্ করিব না। কিন্তু তওবা ভঙ্গ হইয়া যায়। পূর্বে কৃত সংকল্পের কথা স্মরণ থাকে না।

হযরত আমাকে এমন একটা তদবীর (পন্থা) বলিয়া দিন যাহাতে গুনাহের প্রতি আকর্ষণ হইতে মুক্তি লাভ করি।

তাহ্কীক (সমাধান) : (কখনো গুনাহ্ হইয়া গেলে) নফ্ছের বিরুদ্ধে ভারী কোন জরিমানা আরোপ করিবে। ইনশাআল্লাহ তাআলা ফায়দা হইবে। আমার মতে যখন কোন গুনাহ্ হইয়া যায় তখন ক্ষতিপূরণ স্বরূপ চল্লিশ বা পঞ্চাশ রাকআত নফল নামায পড়িবে। অতঃপর অবস্থা জানাইবে।

ভিন্‌-নারীর প্রেম-ভালবাসার প্রতিকার (পৃ. ২৩৭)

জিজ্ঞাসা : আমি কোন নারীর প্রতি আসক্ত এবং তাহার প্রতি ভালবাসার কারণে অত্যন্ত পেরেশান আছি। দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হইতেছে। অনুগ্রহপূর্বক এলাজ (প্রতিকার) বাতলাইবেন।

জবাব : যাহার প্রতি ভালবাসা রহিয়াছে তাহার সংসর্গ এখনই ত্যাগ কর এবং তাহার নিকট হইতে নিজেকে অনেক বেশী দূরে রাখ। 'প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য উভয় প্রকার দূরত্ব বজায় রাখা জরুরী'। প্রকাশ্য ও বাহ্যিক দূরত্ব এই যে, তাহার সাথে কথাবার্তা বলিও না। না তাহার আওয়াজ কানে পড়ার সুযোগ দাও, না তাহাকে দেখ, না তাহার আলোচনা কর, না তাহার আলোচনা অন্যের নিকট শোন। আর অপ্রকাশ্য দূরত্ব এই যে, অন্তরে ইচ্ছাকৃত তাহার কল্পনা করিও না। যদি অনিচ্ছায় তাহার কল্পনা আসিয়া যায়, তাহা হইলে অন্য কোন বৈধ কাজে লাগিয়া যাও। সেই কাজের মধ্যে নিজের মনকে ধরিয়া রাখ।

আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোআও করিতে থাক এবং যিকিরও জারী রাখ, যদিও মন না বসে। ইহার পাশাপাশি মৃত্যু ও তৎপরবর্তী (ভয়াবহ) অবস্থাদির চিন্তা-মোরাকাবাও কর। অতঃপর নিজের অবস্থা জানাও।

অবস্থা : আলহামদুলিল্লাহ। ঐ মহিলার প্রতি ভালবাসা কমিতে শুরু করিয়াছে।

উত্তর : ইনশাআল্লাহ আরো উন্নতি ও ফায়দা হইবে।

অবস্থা : ঐ মহিলার প্রতি মহব্বত তো কম হইয়া গিয়াছে এবং নিজের স্ত্রীর প্রতি ভালবাসাও বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ মহিলার প্রতি মহব্বত দিল হইতে একেবারে খতম হয় নাই। যখন তাহার কথা মনে হয়, তখন অন্তরে কিছুটা কষ্ট অনুভব হয়। হযরত! দোআ করিয়া দিন যাহাতে এই অবস্থাও দূর হইয়া যায়।

উত্তর : সমাধান এবং পরিত্রাণের উপায় শুধু একটাই। তাহা এই যে, তাহার থেকে এতটা দূরত্ব বজায় রাখা যে, কখনো যেন সামনেও না পড়ে। ইহার উপর পাবন্দী করিলে পরবর্তীতে এই অবস্থা বাকি থাকিবে না।

ইহার পরও যদি তাহার প্রতি হালকা আকর্ষণ বাকি থাকে তবে তাহা ক্ষতিকর নয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অধম গ্রন্থকার আরয করিতেছে যে, হযরত থানবী (রহ.) একস্থানে ইহাও লিখিয়াছেন যে, কাহারো প্রতি হারাম আকর্ষণ সত্ত্বেও যে তাহার থেকে দূরে থাকে এবং এই দূরত্ব বজায় রাখার কষ্ট সহ্য করিতে করিতে তাহার মৃত্যু আসিয়া যায়, তাহা হইলে সে শহীদরূপে গণ্য হইবে। অতঃপর তিনি এই হাদীছ উল্লেখ করিয়াছেন–

مَنْ عَشِقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ شَهِيدًا (كنز العمال ٤/ ١٨٠)

অর্থ: যে (কাহারো প্রতি) আসক্ত হইল, অতঃপর সে তাহার ভালবাসাকে গোপন রাখিল (অর্থাৎ আপন মোস্‌লেহ্ ও মোর্শেদ ব্যতীত কাহারো নিকট উহা প্রকাশ করিল না; এমনকি ঐ প্রিয়জনের কাছেও তাহা ব্যক্ত করিল না) এবং নিজের নির্মল-চরিত্র রক্ষা করিল (অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়কে দেখা হইতে, কানকে তাহার কথা শ্রবণ হইতে, অন্তরকে ইচ্ছাকৃত তাহার কল্পনা করা হইত, পা-কে তাহার দিকে অগ্রসরতা হইতে, হাতকে তাহার নিকট চিঠি লেখা হইতে বিরত রাখিল) এবং এইভাবে ছবর ও নিজেকে বিরত রাখার হালতে সে মারা গেল, তাহা হইলে সে শহীদরূপে মৃত্যুবরণ করিল।

আম্‌রদের (তথা আকর্ষণীয় চেহারার কিশোর-তরুণদের) প্রতি ভালবাসা সম্পর্কীয় চিঠি (তরবিয়াতুস ছালেক, পৃষ্ঠা ২৫২)

অবস্থাঃ সুশ্রী বালকদেরকে দেখি, তো আমার অন্তরে উত্তেজনাপূর্ণ এক স্বাদ অনুভব করি। তবে তৎক্ষণাৎ তাহাদের থেকে চেহারা ফিরাইয়া লই।

হযরত থানবীর জবাব : অনিচ্ছায় কখনো দৃষ্টি পড়িতেই তৎক্ষণাৎ চেহারা তথা দৃষ্টিও ফিরাইয়া লওয়া চাই এবং অন্তরও অর্থাৎ মনের গতি এবং কল্পনাও তাহার থেকে হটানো চাই। যাহার সহজ পদ্ধতি এই যে, তখনই মনের চিন্তা-খেয়ালকে অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : অধম লেখকের আরয, মনের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের অছ্অছার আগমনে যাহারা অস্থির ও পেরেশান, তাহাদিগকে নিম্নোক্ত বিষয়টি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া আমল করা চাই, যাহা আমি হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর কিতাব আত্‌তাকাশ্‌শুফ ৫২ পৃষ্ঠা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন : যেহেতু এ বিষয়টি বিবেকসম্মত এবং দার্শনিকগণ ও বিজ্ঞ উলামায়ে-কেরামসহ সর্বসম্মতিক্রমে স্বীকৃত যে, মন যখন কোন একটা জিনিসের চিন্তায় ব্যস্ত থাকে, ঠিক সেই মুহূর্তেই অন্যদিকেও ব্যস্ত হইতে পারে না। (অর্থাৎ 'ঠিক একই মুহূর্তে' দুই দিকে মনের গতি ফেরানো যায় না)। এ কারণে যখন কোন খারাপ জিনিসের খেয়াল দিলের মধ্যে আসে, তখন উহাকে দূর করারও চেষ্টা করিবে না এবং ঐ খেয়াল আগমনের কারণ অন্বেষণের পেছনেও পড়িবে না। কেননা, ইহাতে ঐ খেয়াল আরো বেশী মাত্রায় আসিতে থাকে। তবে, (তাহার কর্তব্য এই যে,) তৎক্ষণাৎ কোন ভালো জিনিসের চিন্তার মধ্যে মনের গতিকে ঘুরাইয়া দিবে। ইহার দ্বারা ঐ খারাপ চিন্তা নিজে নিজেই দূর হইয়া যাইবে। ইহার পরও যদি পূর্বের খারাপ খেয়ালের উদ্রেক হয় তাহা হইলে পূর্বের ন্যায় চিন্তার গতিকে আবার অন্যদিকে ঘুরাইয়া দিবে।

এই পদ্ধতি অনুসরণ করিলে ইনশাআল্লাহ ঐ খারাপ অছ্অছার প্রভাব তথা অস্থিরতা ও পেরেশানী খতম হইয়া যাইবে। বরং ঐ অছ্অছা ও খারাপ কল্পনাই মন হইতে দূর হইয়া যাইবে। অছ্অছা ও অশুভ কল্পনা হইতে মুক্তির জন্য মৌলিক চিকিৎসা ইহাই যাহা বর্ণিত হইল। যদি কাহারো হার্ট দুর্বল হয়, তাহা হইলে হার্টের শক্তিবর্ধক ঔষধ (যেমন মোরব্বায়ে আমলা ও খামীরা ইত্যাদি)ও গ্রহণ করা জরুরী। যেহেতু অনেক ছালেক (আল্লাহ্র পথের পথিক) এই মুসীবতের শিকার হয় এইজন্য পরীক্ষিত এই এলাজটি লিখিলাম। সংক্ষিপ্ত আকারে লেখার কারণে এই ব্যবস্থাপত্রকে কেউ যেন অবমূল্যায়ন না করে। বরং পরীক্ষা করিয়া উহার উপকারিতা উপলব্ধি করুক।

আশরাফ আলী থানবী

১১ জুমাদাল উলা ১৩১৯ হিজরী

অছ্অছার আরো একটি এলাজ (প্রতিকার)

(তরবিয়াতুছ ছালেক, পৃষ্ঠা ৬৫৩)

হযরত ইবনে আব্বাছ (রা.) হইতে বর্ণিত, হুযূরে-আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর নিকট কেহ আরয করিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ

ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! আমাদের মধ্যে অনেকের হৃদয়ে এমন এমন কল্পনা-জল্পনা উপস্থিত হয় যাহা মুখে উচ্চারণ করার চেয়ে আগুনে জ্বলিয়া কয়লা হইয়া যাওয়া অধিক পছন্দনীয়। তখন তিনি খুশি হইয়া বলিলেন, আল্লাহু আকবার, আল্লাহ্ তাআলার শোকর যে, তিনি শয়তানের চক্রান্ত ও প্রচেষ্টাকে অছ্অছা পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রাখিয়াছেন। সম্মুখে অগ্রসর হইতে দেন নাই।

ফায়দা : এই হাদীছের মধ্যে অছ্অছার যেই এলাজ বর্ণিত আছে, বিজ্ঞ উলামায়ে কেরাম সেই অনুযায়ীই তা'লীম দেন। যাহার সারকথা এই যে, অছ্অছার কারণে অস্থির ও পেরেশান হইবে না। বরং এ কথা ভাবিয়া খুশি হইবে যে, যে সকল মুসীবত অছ্অছা হইতেও বড়, আল্লাহ্ তাআলা উহা হইতে রক্ষা করিয়াছেন। আর এই খুশি হওয়ার এক উপকারিতা ইহাও যে, শয়তান মুমিনকে খুশি দেখিলে অসন্তুষ্ট হয়। সুতরাং সে যখন দেখিবে যে, এই বান্দা অছ্অছার আগমনে খুশি হইতেছে (যেমন হাদীছের শব্দের মধ্যে শুকরিয়া আদায়ের তা'লীম রহিয়াছে)–

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ رَدَّ اَمْرَهٗ اِلَى الْوَسْوَسَةِ

শয়তান তখন অছ্অছা দেওয়া ছাড়িয়া দিবে।

অনেক সময় বড় বড় মুসীবত (তথা কঠিন গুনাহ্) হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য এই সকল অছ্অছারও দখল থাকে। কেননা, নফ্ছ যখন ঐ অছ্অছার মধ্যে অনিচ্ছাকৃত ও অপারগতামূলকভাবে নিবিষ্ট হইল তখন সে অনেক সময় প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য বড় বড় গুনাহে লিপ্ত হওয়ার সুযোগ পায় না এবং উহা হইতে বাঁচিয়া যায়। এ কারণেই বলা হইয়াছে–

ایں بلا دفع بلاہائے بزرگ

'ইহা এমন এক মুসীবত যাহা আরো বড় মুসীবত দূর করার হাতিয়ার।'

অনুরূপ, যখন সে শুকরিয়া আদায় ও আনন্দে ব্যস্ত থাকিবে তখন ইচ্ছাকৃত অছ্অছার প্রতি মনোযোগ হইতে দিল হটিয়া যাইবে।

এক হাদীছের মধ্যে অছ্অছার আগমনে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাওয়ার নির্দেশ আসিয়াছে। হাদীছ শরীফের আলোচনাটি এই : অনেকের নিকট

শয়তান আসিয়া বলে যে, অমুককে কে সৃষ্টি করিয়াছে? অমুককে... অমুককে...? এভাবে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে পরিশেষে বলে যে, তোমার প্রতিপালককে কে সৃষ্টি করিয়াছে? এ ধরনের অছ্অছা আসার সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাইবে এবং এরূপ জল্পনা করা হইতে বিরত থাকিবে। (বোখারী শরীফ, মুসলিম শরীফ)

উপরোক্ত এলাজের সারকথা এই যে, আল্লাহ্র যিকিরে মশগুল হইবে, আল্লাহ্র নিকট পানাহ চাইবে। যখন আল্লাহ্র দিকে ধ্যানমগ্নতা সৃষ্টি হইবে, তখন নফ্‌ছ আর অছ্অছার দিকে মনোনিবেশ করিতে পারিবে না। কেননা, একই মুহূর্তে নফ্‌ছ দুই জিনিসের দিকে একত্রে মনোযোগী হইতে পারে না।

অধম আখতার আরয করিতেছে যে, জামেয়ে-সগীরে রেওয়ায়াত আছে, শয়তান যখন অছ্অছা দিয়া বলিবে যে, আল্লাহ তাআলাকে কে সৃষ্টি করিয়াছে? তখন তোমরা বল–

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ

অর্থাৎ 'আমি ঈমান আনিয়াছি আল্লাহ্র উপর এবং তাঁহার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উপর।' ইহা বলার দ্বারা ঐ অছ্অছা চলিয়া যাইবে (ইনশাআল্লাহ্)।

আমার প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.)-এর কিছু বাণী

যাহা কুদৃষ্টি হইতে বাঁচার জন্য আশ্চর্য উপকারী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর কিছু অতি উপকারী বাণী যাহা আল্লাহ্র রাস্তার ছালেক ও তালেবদের (পথিক ও অন্বেষণকারীদের) জন্য আলোকবর্তিকাস্বরূপ, তাহা উদ্ধৃত করার পর অধম লেখক কুদৃষ্টি সম্পর্কে আরয করিতেছে যে, যিকির, নফল যথারীতি আদায় এবং শায়খে-কামেলের সোহ্বত লাভ করা সত্ত্বেও অনেক লোকের মধ্যে গাফ্লতি এবং নফ্‌ছের অপকর্মের পুরাতন অভ্যাস থাকার কারণে আশি-নব্বই বৎসর বয়সেও ঐ ছালেক এবং তালেবকে এই রোগ পেরেশান

করিতে থাকে। **চোখের যিনাতে এবং অন্তরে কল্পনার মাধ্যমে দিলের যিনাতে লিপ্ত করিয়া রাখে। ইহা ছাড়াও কুদৃষ্টির কারণে কুসম্পর্ক ও সৌন্দর্যপূজার রোগে আরো বেশি উত্তেজনা ও তীব্রতা সৃষ্টি হয়।** এ কারণে কুদৃষ্টির পথ বন্ধ করার লক্ষ্যে আমাদের **প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)** কর্তৃক সংকলিত 'নজর হেফাযতের নোছখা'ও এখানে উল্লেখ করিতেছি। উহাতে সাতটি নম্বর রহিয়াছে। প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর ঐ নম্বরগুলি (তেলাওয়াত ও মা'মূলাত আদায়ের পর) ওযীফা পাঠের ন্যায় গভীর মনোযোগে পাঠ করা অত্যন্ত উপকারী। ঐ সকল মা'মূলাত (করণীয়) যাহা সম্মুখে বর্ণিত হইতেছে উহার উপর আমল করার বরকতে না-জানা কত অসংখ্য বান্দারা কুদৃষ্টি এবং অসৎ প্রেম-ভালবাসার আযাব ও মুসীবত হইতে মুক্তি লাভ করিয়াছে। শুধু মুক্তিই লাভ করে নাই বরং আল্লাহ্ তাআলার অনুগ্রহে অনেক বড় আল্লাহ্ওয়ালা এবং শায়খে-কামেল হইয়া গিয়াছে।

جوش میں آئے جو دریا رحم کا

گبر صد سالہ ہو فخر اولیا

অর্থ : আল্লাহর রহমত যখন জোশে আসে, শত বছরের নাফরমান অগ্নিপূজকও তখন মুহূর্তকালের মধ্যে 'শ্রেষ্ঠ ওলী' হইয়া যায়।

'নজর হেফাযত সম্পর্কে অধম আবরারের আরয'

পরম প্রিয় মোর্শেদ হযরত **মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)** খলীফা-এ হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) কর্তৃক লিখিত :

আল্লাহ্ তাআলার প্রশংসা এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠের পর আরয এই যে, কুদৃষ্টির ক্ষতি এত অধিক যে, অনেক সময় ইহার কারণে দ্বীন-দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস ও বরবাদ হয়। আজকাল এই রূহানী রোগে আক্রান্ত হওয়ার সামান ও উপকরণ অনেক বেশি বৃদ্ধি পাইতেছে। এ কারণে কুদৃষ্টির কিছু ক্ষতি এবং উহা হইতে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি সংক্ষিপ্তাকারে এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া দেওয়া মুনাসিব

মনে হইতেছে, যাহাতে উহার সমূহ ক্ষতি হইতে বাঁচা সম্ভব হয়। অতএব, নিম্নোক্ত বিষয়গুলি গুরুত্ব সহকারে পালন করিলে সহজেই কুদৃষ্টি হইতে বাঁচা সম্ভব হইবে।

১. যে সময় মহিলারা (বা সুশ্রী বালকেরা সম্মুখ দিয়া বা পাশ দিয়া) যাইতে থাকে, কঠোরভাবে নজরকে নিচের দিকে রাখিবে; চাই নফছ্ দেখার জন্য যতোই উদ্বুদ্ধ করুক না কেন। এ বিষয়ে আরেফে-হিন্দী হযরত খাজা আযীযুল হাছান মজযূব (রহ.) এইভাবে সতর্ক করিয়াছেন–

دین کا دیکھ ہے خطرا ٹھنے نہ پائے ہاں نظر
کوئے بتاں میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا

'সাবধান! এখানে দৃষ্টি করিলেই তোমার দ্বীন ধ্বংস হইবে। তাই, যেখানে সুশ্রী-মুখের বিচরণ, সেখানে যাইতে হইলে দৃষ্টি নীচু করিয়া যাইও।'

২. যদি দৃষ্টি উপরে উঠিয়া যায় এবং কাহারো উপর পড়িয়া যায়, তৎক্ষণাৎ দৃষ্টি নিচু করিয়া ফেলিবে; চাই ইহাতে যতই কষ্ট হউক কিংবা দমই বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হউক।

৩. একথা চিন্তা করিবে যে, কুদৃষ্টি হইতে নিজেকে রক্ষা না করিলে দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হওয়ার আশঙ্কা। ইহার ফলে এবাদত-বন্দেগীর নূর খতম হইয়া যায়। আর আখেরাতের অনিবার্য ধ্বংস তো আছেই।

৪. (প্রতিবারের) কুদৃষ্টির জন্য কমপক্ষে চার রাকআত নফল নামায অবশ্যই পড়িবে। সামর্থ অনুযায়ী কিছু না কিছু দান-খয়রাতও করিবে এবং বেশি বেশি এস্তেগফার করিবে, মাফ চাইবে।

৫. একথা চিন্তা করিবে যে, কুদৃষ্টির (লা'নতী) অন্ধকারে অন্তর ধ্বংস ও বরবাদ হইয়া যায়। আর এই অন্ধকার অনেক দেরিতে দূর হয়। এমনকি যতক্ষণ পর্যন্ত প্রচণ্ড আগ্রহ সত্ত্বেও বারবার নজরের হেফাজত না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তর সাফ হয় না।

৬. আরও চিন্তা করিবে যে, কুদৃষ্টির দ্বারা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, আকর্ষণ হইতে মহব্বত এবং মহব্বত হইতে এশ্ক (গভীর প্রেম-ভালবাসা) সৃষ্টি হয়। আর নাজায়েয প্রেম-ভালবাসার কারণে দুনিয়া-আখেরাত উভয়ই ধ্বংস ও বরবাদ হয়।

৭. ইহাও চিন্তা করিবে যে, কুদৃষ্টির কারণে এবাদত-বন্দেগী, যিকির-শোগলের প্রতি ধীরে ধীরে আগ্রহ কম হইতে থাকে। এমনকি, এক সময় আমল ছুটিতে থাকে। পরবর্তীতে আমলের প্রতি বিরক্ত বা প্রচণ্ড অনীহাও সৃষ্টি হয়। (নাঊযুবিল্লাহ)

(আহ্‌কার) আবরারুল হক (উফিয়া আনহু)
২৬ শা'বান ১৩৮১ হিজরী

নফ্‌ছানী খাহেশাত (কুরিপু) এবং কুদৃষ্টি বিষয়ক নফ্‌ছের জঘন্য ধোকার কয়েকটি নমুনা এবং তৎসম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ হেদায়াত

হেদায়াত নং ১ : একবার এক হাজী সাহেব মক্কা শরীফে বলিলেন : ইন্দোনেশিয়ান অল্প বয়সী অধিক সংখ্যক মেয়েরা বোরকা পরিধান করিয়া বায়তুল্লাহ্ শরীফের এক পার্শ্বে এইভাবে একত্রিত হইয়া বসিয়া আছে, মনে হইতেছে যেন অনেকগুলি সাদা রঙের কবুতর একসাথে বসিয়া আছে। তাহাদের চেহারায় বড়ই নূর অনুভব হইতেছে। তখন আমি তাহাকে বলিলাম, হাজী সাহেব! তওবা করুন। ইহা তো নফ্‌ছের অনেক সূক্ষ্ম ধোকা। ঐ সকল না-মাহ্‌রাম মেয়েদের চেহারায় নূরের সন্ধান লাভের বাহানায় শয়তান আপনাকে কুদৃষ্টির জঘন্য হারাম-কর্মে লিপ্ত করিয়া দিয়াছে। তাহাদেরকে এতটা গভীরভাবে দেখা যে, তাহাদের চেহারায় নূর খুঁজিয়া বাহির করা, ইহা কখন জায়েয হইল? খোদ কা'বা শরীফের মধ্যে এবং অন্যান্য লোকদের চেহারায়ও কোন নূরই আপনার নজরে আসে নাই? হাজী সাহেব তখনই তওবা করিলেন এবং এতক্ষণে নফ্‌ছের ধোকার বিষয়টি বুঝিতে পারিলেন।

হেদায়াত নং ২ : হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, যেই ভিন নারীর (বা সুশ্রী বালকের) প্রতি তাহার জীবদ্দশায় নফ্‌ছের হারাম আকর্ষণ অনুভব হয় নাই, কিন্তু তাহার ইন্তেকালের পর অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয় এবং বারবার তাহার স্মরণ তাহাকে কষ্ট দিতে থাকে। তাহা হইলে বোঝা উচিত যে, তাহার সহিত নফ্‌ছের (হারাম ও অবৈধ) সম্পর্ক অবশ্যই বিদ্যমান ছিল, যদিও তাহা হালকা এবং দুর্বল পর্যায়ের ছিল। সেই

আকর্ষণ এবং সম্পর্কটাই তাহার মৃত্যু এবং বিচ্ছিন্নতার কারণে তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে। সুতরাং এখনই আল্লাহ্ পাকের নিকট ক্ষমা চাওয়া জরুরী।

হেদায়াত নং ৩ : কুদৃষ্টির যত শক্তিশালী চাহিদা দিলে পয়দা হয়, ঐ চাহিদাকে প্রতিহত করিলে ঐ পরিমাণ শক্তিশালী নূর দিলের মধ্যে সৃষ্টি হয়। তরীকতের ছালেকগণ এ সকল মুজাহাদার দ্বারাই আল্লাহর রাস্তা অতিক্রম করেন। অন্যথায় আল্লাহ্ তাআলা তো আমাদের প্রাণ হইতেও অধিক নিকটবর্তী। তাহা হইলে 'তাহার রাস্তায় চলা এবং তাহা অতিক্রম করা'র অর্থ কি হইবে? শীর্ষস্থানীয় মাশায়েখগণ ইহাই লিখিয়াছেন যে, আল্লাহ্ তাআলার রাস্তা অতিক্রম করা এবং তাহার নৈকট্য লাভ করার পদ্ধতি ইহাই যে, নিজের নফছের হারাম চাহিদাকে মুজাহাদার দ্বারা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া আল্লাহ তাআলার আহ্কামের অধীন করিয়া দিবে। এইভাবে প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলার সাথে তাহার নৈকট্য বাড়িতে থাকে।

হেদায়েত নং ৪ : হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এরশাদ করেন, আল্লাহর রাস্তায় যখন শরীরে কষ্ট পৌঁছে তখন অন্তর-আত্মায় নূর পয়দা হয়। সুতরাং কুদৃষ্টির ইচ্ছা-আগ্রহকে প্রতিহত করার দ্বারা অন্তরে আঘাত লাগার সাথে সাথে রূহে নূর সৃষ্টি হয়। উন্নত রুচির অধিকারী কোন শায়েরের কত না সুন্দর কবিতা :

نہ میکدہ میں نہ خانقاہ میں ہے

جو تجلی دل تباہ میں ہے

অর্থ : না অধিক নফল এবাদতে, না খান্‌কাহ্‌তে এত নূর ও তাজাল্লী আছে যাহা আল্লাহ্‌র জন্য সমূহ অন্যায় বাসনা চূর্ণিত হৃদয় মাঝে বিদ্যমান।

হেদায়েত নং ৫ : কখনো সামনা-সামনি চেহারা দেখা হইতে তো নজর বাঁচায়; কিন্তু পরে পিছন হইতে তাহার পোশাকাদি বা তাহার কোন অঙ্গের উপর নজর করিয়া স্বাদ গ্রহণ করে। ইহা হইতেও বাঁচা জরুরী। না-মাহরাম মহিলার (বা সুশ্রী বালকদের) শরীর এবং পোশাকও না দেখা চাই। এ ব্যাপারে ত্রুটি হইয়া গেলে তওবা-এস্তেগফার করা চাই।

হেদায়েত নং ৬ : মহিলাদের সাথে কথা বলার সময় নফ্‌ছ আপন আওয়াজকে নরম বানাইয়া (মিষ্ট আওয়াজে) কথা বলে, যাহাতে তাহার মন খুশি হয়। ইহাও গুনাহ্। এমনিভাবে সুশ্রী বালকদের সাথে কথা বলার

সময় তাহাদের প্রতি নফ্ছের হারাম আকর্ষণ বশত: নরম ভাষা ও সুর অবলম্বন করাও গুনাহ্।

হেদায়েত নং ৭ : কখনো পরিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তো দেখে না; কিন্তু চোখের কিনারা দিয়া দেখিয়া কিছু মজা লইয়া লয়। এহেন কর্মও দিলকে বরবাদ করিয়া দেয় এবং ইহাও গুনাহের কাজ। নফ্ছের এ সকল ধোকা হইতে অত্যন্ত সাবধান থাকা চাই। যিকির ও ফিকিরের মেহনত-মোজাহাদা দ্বারা উপার্জিত নূর একটু গাফ্লতির কারণে ধ্বংস হইয়া যায়।

হেদায়েত নং ৮ : কুদৃষ্টি হইতে বাঁচার সময় কিছু লোক নজর নিচু করিয়া অগ্রসর হইয়া যায়। কিন্তু 'অন্তর তাহার সহিত যুক্ত' থাকে। অর্থাৎ দিলে দিলে তাহার কল্পনা করিয়া স্বাদ গ্রহণ করে। এ কারণে বুযুর্গানেদ্বীন বলিয়াছেন, বাহিরের চক্ষুর হেফাজতের পাশাপাশি অন্তর্চক্ষুর হেফাজতেরও এহ্তেমাম করা চাই। অর্থাৎ অন্তরকেও তাহার কল্পনা হইতে হটাইয়া লইবে এবং অন্য কোন বৈধ চিন্তায় মগ্ন হইবে। সর্বোত্তম হইল আল্লাহ্র যিকিরে লিপ্ত হওয়া। সারকথা হইল, বাহিরের চক্ষু এবং অন্তর্চক্ষু উভয়টাই একই সাথে হটাইবে।

হেদায়েত নং ৯ : হাদীছ শরীফের মধ্যে গুনাহ্সমূহ হইতে আল্লাহ্ তাআলার নিকট এতটা দূরত্ব প্রার্থনা করা হইয়াছে যতটা দূরত্ব মাশরেক এবং মাগরেবের (পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের) মাঝে রহিয়াছে। বুযুর্গানেদ্বীন বলিয়াছেন, যাহারা মহিলা এবং সুশ্রী বালকদের সাথে মাখামাখি করে, বিশেষ করিয়া নির্জনে একত্রে বসিয়া গভীর সম্পর্ক বিনিময় করে এবং তাহাদের সাথে কথাবার্তা বলে, তাহারা উহাদের ফেতনায় এবং গুনাহে একদিন না একদিন লিপ্ত হইয়াই যায়।

শয়তান বিশেষ করিয়া ছালেকদেরকে (আল্লাহ্পিপাসুদেরকে) অধিকাংশ সময় **দুই পথে ধ্বংস করিবার চেষ্টা করে। হয়ত অন্তরের মধ্যে বড়াই ঢালিয়া** অহংকারের লা'নতে পতিত করিয়া আল্লাহ্ তাআলা হইতে দূরে হটাইয়া দেয়। **অথবা নারী বা সুশ্রী বালকদের প্রেমে আক্রান্ত করিয়া** ধ্বংস করিয়া দেয়। শয়তান মানুষকে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে এবং ধীরগতিতে এই হারাম প্রেমে আক্রান্ত করে। অর্থাৎ প্রথমে নিজের অজান্তে কোন সুদর্শনের

চোখ বা মুচকি হাসি অথবা অন্য কোন অঙ্গভঙ্গির দ্বারা প্রভাবিত করিয়া দেয়। তারপর আস্তে আস্তে তাহার সাথে উঠাবসা, মাখামাখি বাড়াইয়া দেয়। আর সে মনে করে যে, শুধু দিলকে একটু প্রশান্তি দেওয়াতে কি ক্ষতি? গুনাহ্ ত করিব না। কিন্তু যখন গভীর প্রেম-ভালবাসার বিষ আস্তে আস্তে তাহার পূর্ণ হৃদয়-মনকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে তখন হযরত শেখ সা'দী (রহ.)-এর উক্তি "যখন কাদা বেশি হইয়া যায় তখন হাতিও পিছ্‌লাইয়া যায়" তাহার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। ইহার পর তো চূড়ান্ত অপকর্মের নম্বরও আসিয়া যায়।

হেদায়েত নং ১০ : হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এই ঘটনা লিখিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি যে হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে-মক্কী (রহ.)-এর মুরীদ ছিল এবং খুব বৃদ্ধ ছিল। সে থানাভবনে (হযরত থানবী রহ.-এর কাছে) চিঠি লিখিল যে, এক যুবক ছেলের প্রতি আমি আসক্ত। তাহার সান্নিধ্যেই আমি প্রশান্তি পাইতাম। কিন্তু আজকাল সে আমার প্রতি নারাজ। তাই অন্তরে অস্থিরতা বিরাজ করিতেছে। আপনি একটা তাবীয দিন। হযরত থানবী (রহ.) উত্তরে লিখিলেন, তওবা করুন। ইহা নফছের ধোকা। কোন সুশ্রী যুবক-তরুণের দ্বারা মনের প্রফুল্লতা লাভ করা হারাম। তিনি আরো বলেন, যেই সুদর্শন বালক-তরুণের সাথে কথা বলার দ্বারা নফ্‌ছ হারাম স্বাদ আস্বাদন করিতে শুরু করে, তৎক্ষণাৎ তাহার থেকে দূরে সরা জরুরী। কেননা, ইহা নফ্‌ছের অংশ এবং অন্তর অন্ধকার ও কালিমাযুক্ত হওয়ার কারণ।

হেদায়েত নং ১১ : এক মধ্য-বয়সী কাপড় বিক্রেতা চোখে গাঢ় সুরমা লাগাইয়া প্রত্যেক মহিলা খরিদ্দারের দিকে লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকাইত এবং খালাম্মা খালাম্মা বলিয়া তাহাদের সাথে কথা বলিত। অতএব প্রকাশ থাকে যে, কোন ভিন নারী ও না-মাহরাম মহিলাকে খালাম্মা বলার দ্বারা সে খালাও হইয়া যায় না এবং আম্মাও হইয়া যায় না। ইহা একমাত্র নিজেকে নিজে ধোকা দেওয়া এবং অপকর্মে লিপ্ত করার জন্য নফ্‌ছের একটা বাহানা মাত্র। এ ধরনের কথাবার্তায় মহিলারাও ধোকা খাইয়া যায় যে, এমতাবস্থায় তাহার নিয়ত খারাপ কিভাবে হইতে পারে? সে তো খালাম্মা বলিতেছে। আল্লাহ্ পানাহ্। এগুলি নিশ্চিত আল্লাহ তাআলার নাফরমানী এবং গুনাহের কাজ। ইহা ছাড়া কিছুই নহে।

হেদায়েত নং ১২ : এক নওয়াব সাহেব যে যিকির-শোগলও আদায় করে, কোন বুযুর্গের কাছে বায়আতও। একদিন সে বলিতেছে, এক আত্মীয়ের বাড়িতে মহিলাদের নাচ দেখিতে যাইব। তখন তাহার বন্ধু তাহাকে বলিল, আপনি যিকিরও করেন, আবার এ সকল নাজায়েয-হারাম কাজও করেন? ইহার দ্বারা ত আপনার যিকিরের নূর সব খতম হইয়া যাইবে। সে বলিতে লাগিল, বাহ্ বাহ্ জনাব! আপনি যিকিরের শক্তি এবং নূরকে ছোট নজরে দেখিতেছেন? আমাদের গুনাহ্ যিকিরের নূর ও যিকিরের শক্তির কোন ক্ষতি করিতে পারে না।

দেখুন, শয়তান কিভাবে সুন্দর সুন্দর কথার ফাঁদে ফেলিয়া গুনাহে লিপ্ত করিয়া রাখিয়াছে। উহার উদাহরণ ঠিক এইরূপ, যেমন কোন হাকীম কোন রোগীকে হার্টের জন্য "খামীরা মারওয়ারীদ" খাওয়ায় এবং বলিয়া দেয় যে, খবরদার! জীবননাশক বিষ কখনো খাইবে না। অন্যথায় খামীরার ক্রিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে এবং হার্ট পূর্বের চেয়ে বেশী দুর্বল হইয়া যাইবে। এমনকি, মৃত্যুও ঘটিয়া যাইতে পারে। এখন যদি ঐ রোগী একথা বলে যে, বাহ্! জনাব, তাহা হইলে আপনার খামীরাই বা কি কাজে আসিল?

এ সকল কথাবার্তা শুধুই নফ্ছ্ ও শয়তানের ধোকা। যদি গুনাহ্ ক্ষতিকারক ও ধ্বংসাত্মক না হইত তাহা হইলে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে গুনাহ্ হইতে কেন নিষেধ করিয়াছেন? হাদীছ শরীফে বর্ণিত হইয়াছে–

يَا اَبَا هُرَيْرَةَ اِتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ اَعْبَدَ النَّاسِ

অর্থ : হে আবূ হুরায়রা! সকল হারাম কাজ হইতে বাঁচ। তাহা হইলে তুমি সবচাইতে বেশি এবাদত-গুযার সাব্যস্ত হইবে।

দুনিয়াবী প্রেম-ভালবাসায় প্রিয়জনের সামান্য একটু অসন্তুষ্টি বরদাশত হয় না। তাহা হইলে গুনাহের মাধ্যমে সীমাহীন দয়ালু-মায়ালু মাওলা-পাকের অসন্তুষ্টির উপর কিভাবে ছবর হইতে পারে?

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন :

اے کہ صبرت نیست از فرزند و زن
صبر چوں داری زرب ذوالمنن

হে লোক সকল! বিবি-বাচ্চা হইতে দূরত্বের উপর তোমাদের ছবর হয় না। তাহা হইলে মাওলায়ে কারীম হইতে দূরত্বের উপর কিভাবে তোমরা ছবর করিতে পার?

ধ্বংসশীল প্রেমাস্পদ সম্পর্কে বাদায়ূনের কবি 'ফানী'র কবিতা আছে :

میں نے فانی ڈوبتے دیکھی ہے نبض کائنات
جب مزاج یار کچھ برہم نظر آیا مجھے

অর্থ : প্রিয়জনকে কিছুটাও অসন্তুষ্ট দেখিলে আমার মনে হয় সমস্ত পৃথিবীর নাড়িই 'অচল' হইয়া গিয়াছে।

একটু ইনসাফ তো কর যে, এখানে তো প্রিয়জনের একটুখানি অসন্তুষ্টির কারণে শুধু প্রেমিকের নাড়িই নয় বরং সমস্ত পৃথিবীর নাড়িই অচল বলিয়া মনে হইয়াছে। অথচ আল্লাহ্ তাআলা যিনি মাহ্বূবে-হাকীকী ও আসল প্রিয়জন তাঁহার প্রতি মহব্বতের টানে তাঁহার অসন্তুষ্টির যদি পরোয়া না থাকে তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আসলে এখানে মহব্বতের দাবীটা শুধুই মৌখিক। ইহা ছাড়া কিছুই নয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.), হযরত ইমাম গায্যালী (রহ.)– এ সকল আকাবেরগণ ইহা পর্যন্ত লিখিয়াছেন যে, কলবের নূর অনর্থক কথাবার্তার দ্বারাও কম হইয়া যায়। তাহা হইলে চিন্তা করিয়া দেখ, একদিকে গুনাহে লিপ্ত হওয়া, ভিন-নারীর গান শোনা, নাচ দেখা, আবার এ কথাও মনে করা যে, আমরা যিকিরওয়ালা, আমরা আল্লাহর ওলী– ইহা কত জঘন্য বিষয়? এইসব করা মানে আল্লাহ্ তাআলার আযাব-গজবকে খরিদ করা। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন।

আল্লাহ্ তাআলা তো কোরআন শরীফে এরশাদ করিয়াছেন–

اِنْ اَوْلِيَآؤُهٗٓ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

"মুত্তাকী (গুনাহ্-ত্যাগকারী) বান্দারাই আমার একমাত্র ওলী।"

এই আয়াতের আলোকে উম্মতের আলেমগণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত যে, যাহার মধ্যে একটিমাত্র গুনাহের অভ্যাস রহিয়াছে, সে 'অপরাধী'। কখনোই সে 'ওলী' হইতে পারে না। গুনাহের অভ্যাস বাকি রাখিয়া নিজেকে ছাহেবে-নেছবত তথা ওলীআল্লাহ্ মনে করা ধোকা ছাড়া কিছুই নয়।

وَقَوْمٌ يَدَّعُوْنَ وِصَالَ لَيْلٰى - وَلَيْلٰى لَا تُقَرِّبُهُمْ بِذَاكَا

"একদল লোক যাহারা লায়লার সাক্ষাত ও পরশ লাভের দাবীদার, অথচ লায়লার প্রেমিকদের রেজিস্টারে তাহাদের নাম পর্যন্ত নাই।"

শরীয়ত সম্মত দাড়ি নাই, পায়জামা-লুঙ্গি দ্বারা টাখনু-গিরা ঢাকা, জামাতের সাথে নামায আদায়ের প্রতি কোন গুরুত্ব নাই। তবে, (চোখে-মুখে) ওযীফা পাঠের নেশা ছাইয়া আছে আর ভাবিতেছে, আমরা দরবেশ, আমরা তাসাওউফের ইমাম। আর যদি কখনো তাহাদের ফুঁ দ্বারা কোন রোগী ভাল হইয়া গেল অথবা কোন দোআ কবুল হইয়া গেল, তাহা হইলে তো নিজেদের বেলায়েত ও ফকীরীতে উচ্চ মাকাম লাভের উপর পূর্ণ একীন হইয়া যায়। অথচ দোআ তো আল্লাহ্ তাআলা শয়তানেরটাও কবূল করিয়াছেন। যখন সে কিয়ামত পর্যন্ত জীবন লাভের প্রার্থনা করিয়াছিল তখন উহা তাহাকে দেওয়া হইয়াছিল। তাহা হইলে সেও কি ওলীআল্লাহ্ হইয়া গিয়াছে? অনেক কাফেরের ঝাড়-ফুঁক দ্বারা সাপের বিষ নামিয়া যায়। তাহা হইলে সেই কাফেরও কি ওলীআল্লাহ্ হইয়া গিয়াছে? এ সকল ধারণা ও কথাবার্তা হইতেছে ভ্রষ্টতা এবং দ্বীনের সঠিক জ্ঞান না থাকার প্রতিফল।

এক বুযুর্গ সুন্দর কথা বলিয়াছেন :

گر ہوا پہ اڑتا ہے وہ رات دن
ترک سنت جو کرے شیطان گن

"কেহ যদি রাত-দিন বাতাসে উড়িতে থাকে, কিন্তু সুন্নতের খেলাফ তাহার যিন্দেগী, তাহা হইলে তুমি তাহাকে মানুষরূপী শয়তান মনে কর।"

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) স্বীয় "কছদুছ্ ছাবীল" নামক কিতাবে "দরবেশী এবং ফকীরী কি জিনিস" তাহা স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। **তিনি লেখেন, দরবেশী এবং ফকীরী একমাত্র শরীয়ত ও সুন্নতের অনুসরণের নাম। ইহা ছাড়া সব গোমরাহী এবং যিন্দীকী। চাই যে যত বড় ওযীফাওয়ালা, ঝাড়-ফুঁকওয়ালা এবং যত বড় যোগ্যতাওয়ালাই হোক না কেন**। দাজ্জাল সম্পর্কে হাদীছ শরীফে উল্লেখ আছে যে, সেও

আজব-আজব কাণ্ড-কীর্তি দেখাইবে। কিন্তু সে ত শরীয়তে-পাকের অনুসরণ হইতে বঞ্চিত থাকিবে।

সারকথা এই যে, তাসাওউফ এবং যিকির-মোরাকাবা ইত্যাদি এগুলি হইল শরীয়তের বিধানাবলীর উপর আমল করার জন্য 'স্টিম এবং পেট্রোল' স্বরূপ, যাহাতে এগুলির দ্বারা (দিলের মধ্যে) মহব্বত সৃষ্টি হয়। অতঃপর আল্লাহ্ তাআলা এবং তাহার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর অনুসরণ সহজ হইয়া যায় এবং নিজের খাহেশাত তথা মনের অবৈধ চাহিদার বিরোধিতা করিয়া সহজেই সে গুনাহ্ ত্যাগ করিয়া দেয়।

হেদায়েত নং ১৩ : অনেক লোক ফ্যাশনধারী টেডি মহিলা ও অন্যান্য নারীদেরকে খুব মজা লইয়া দেখিতে থাকে এবং মুখে লা-হাওলা ওয়ালাকুও্ওয়াতাও পড়িতে থাকে। তদুপরি নিজের দ্বীনদারী প্রমাণের জন্য সঙ্গী-সাথীদের কাছে যুগ ও পরিবেশের বিরুদ্ধে বদনামও গাইতে শুরু করে। এ ধরনের লোকদের প্রতি অনুরোধ, যদি সত্যিকার লা-হাওলা ওয়ালা-কুওওয়াতা পড়িতে হয় তাহা হইলে ইহাদের প্রতি নজরও পরিত্যাগ কর। নিজের চক্ষুর হেফাজত কর, তারপর লা-হাওলা পড়। তখন উহা অনেক কাজে আসিবে। মহিলাদেরকে দেখিতেও থাকা, আবার মুখে লা-হাওলাও পড়িতে থাকা, ইহা ত শুধুই নিজেকে ধোকা দেওয়া। এ ধরনের আচরণ কুদৃষ্টির প্রতি সত্যিকার ঘৃণার দলীল হইতে পারে না।

হেদায়েত নং ১৪ : একবার যদি চক্ষুকে অবৈধ স্থানে ব্যবহার করা হয় তবে ইহার পর হইতে প্রত্যেক মহিলাকেই সে দেখিতে থাকিবে। কেননা, এক গুনাহ্ অপর গুনাহের জন্য কারণ হয়। যেমন এক নেকী অপর নেকীর জন্য কারণ হয়। উদাহরণস্বরূপ, এক ব্যক্তি ঘর হইতে বাহির হইল এবং নিজের চক্ষুর হেফাজত করিতে থাকিল। কিন্তু একবার শুধু কোন ভিন নারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। ইহার পর হইতে দৃষ্টিকে সংযত রাখার শক্তি দুর্বল হইয়া যাইবে এবং এখন কুদৃষ্টি হইতে বাঁচিয়া থাকা তাহার জন্য কঠিন হইয়া যাইবে। ফলে, সারাটা দিন সে গুনাহের মধ্যেই ডুবিয়া থাকিবে। যেভাবে গাড়ির ব্রেক ফেল হইয়া গেলে সবখানেই ধাক্কা খাইতে থাকে।

হেদায়েত নং ১৫ : কখনো মানুষ নিজের চক্ষুকে (ভিন নারী এবং সুশ্রী কিশোর-তরুণ হইতে) বাঁচায় এবং কয়েক দিন পর্যন্ত দৃষ্টির হেফাজত

করে। ইহার পর শয়তান এই পন্থা অবলম্বন করে যে, তাহার পূর্বের কৃত গুনাহের স্বাদ ও আনন্দের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় এবং অন্তরের খেয়ানতে লিপ্ত করাইয়া দেয়। আর যখন অতীতের গুনাহ্সমূহের কল্পনা এবং উহা হইতে স্বাদ আস্বাদন তাহার অন্তরকে সীনার খেয়ানতের মত হারাম কর্মের অন্ধকার দ্বারা বরবাদ করিয়া ফেলে, তখন অন্তর বরবাদ হওয়ার কারণে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও বরবাদ হইয়া যায়। (অর্থাৎ দিল হারাম-কর্মে আক্রান্ত হওয়ার ফলে অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হইতেও অবৈধ কর্ম প্রকাশিত হইতে থাকে।) কেননা, দিল হইল বাদশাহ, অন্যান্য সকল অঙ্গ তাহার অধীনস্থ প্রজা। হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, মানুষের মধ্যে একটা গোশতের টুকরা রহিয়াছে। যখন উহা ভাল হইয়া যায়, সমস্ত অঙ্গও ভাল হইয়া যায়। আর যখন উহা খারাপ হইয়া যায় তখন সমস্ত অঙ্গ হইতে খারাপ আমল প্রকাশিত হইতে থাকে। ঐ গোশতের টুকরাটি হইল কলব বা অন্তর। সুতরাং শয়তান দিলের মধ্যে গুনাহ্সমূহের অছ্অছা ঢালিয়া দিলকে বরবাদ করার পূর্ণ চেষ্টা করে। অতঃপর যখন দিল শাহ্ওয়াতের (কামরিপুর) কাছে পরাজিত হয় (অর্থাৎ দিল গুনাহের হারাম কল্পনায় আক্রান্ত হয়) তখন সে নিজের (সর্বশেষ) আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার জন্য চোখ, কান, হাত, পা ইত্যাদি সবকিছুকে নিজের কাজে ব্যবহার করে। সুতরাং যদি পূর্বের গুনাহের কথা স্মরণ করিয়া দিল্ হারাম মজা গ্রহণ করে, তাহা হইলে ব্রেক ফেল হইয়া গেল। (এখন অন্য অঙ্গের দ্বারা যে কোন সময় গুনাহ্ সংঘটিত হইয়া যাইতে পারে।)

জানিয়া রাখা উচিত যে, দিল এবং চোখের আপসে সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর; বরং উভয়ের ব্রেকলাইন একটাই। এ কারণে চক্ষু খারাপ (অর্থাৎ গুনাহে আক্রান্ত) হইলে দিলও খারাপ (অর্থাৎ গুনাহে আক্রান্ত) হয়। এমনিভাবে দিল খারাপ হইলে চক্ষুও খারাপ হইয়া যায়। অর্থাৎ কখনো চক্ষু প্রথমে গুনাহে লিপ্ত হয়, ইহার পর দিলও ঐ সুশ্রী দেহের কল্পনা করিয়া হারাম স্বাদ আস্বাদন করে। এমনিভাবে কখনো দিল (প্রথমে) কোন সুদর্শন দেহের কল্পনা করিয়া হারাম মজা গ্রহণ করে, ইহার পর চক্ষু তাহার তালাশে ব্যস্ত হইয়া যায়। সারকথা এই যে, দিল এবং চক্ষু উভয়টার হেফাজতই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন একটির ব্যাপারে গাফেল হইলে উভয়টিই অপকর্মে লিপ্ত হইয়া পড়িবে।

এই সত্যকে সামনে রাখিয়াই আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন–

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ

অর্থ : আল্লাহ্ তাআলা চোখের খেয়ানত এবং অন্তর যাহা কিছু গোপন করে, সবই জানেন।

এই আয়াতে তিনি চোখের খেয়ানত এবং সীনার খেয়ানত উভয় বিষয়ে আমাদেরকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন যে, দেখ– তোমরা যখন কোন ভিন নারীর দিকে তাকাও অথবা দিলের মধ্যে খারাপ খারাপ কল্পনা করিতে থাক, উভয় ব্যাপারেই আমি পূর্ণ অবগত আছি। সুতরাং আমার (মহাপরাক্রমী) শক্তি এবং কঠিন পাকড়াও-এর ব্যাপারে সাবধান হইয়া যাও।

কোন বুযুর্গ শায়েরের ছন্দ :

چوریاں آنکھوں کی اور سینے کا راز
جانتا ہے سب کو تو اے بے نیاز

হেদায়েত নং ১৬ : কিছু লোক নিজের স্ত্রীর সাথে মেলামেশার সময় অপর কোন সুশ্রী দেহের কল্পনা করে। কেননা কুদৃষ্টির কারণে ঐ সকল সূরত তাহার অন্তরে ঘর করিয়া লইয়াছে। কিন্তু জানিয়া লওয়া আবশ্যক যে, এ ধরনের কল্পনা করা হারাম এবং কঠিন গুনাহের কাজ। স্ত্রী-সহবাসের সময় ভিন নারী বা কোন সুশ্রী তরুণের কল্পনা করা জায়েয নাই।

হেদায়েত নং ১৭ : কতক লোক প্রথমবার এই নিয়তে তাকায় যে, পরীক্ষা করিয়া দেখি, যদি ছেলেটি অনেক বেশি সুন্দর হয় তাহা হইলে ভবিষ্যতে আর দেখিব না। আর যদি কম সুন্দর হয় তাহা হইলে না দেখার কষ্ট কেন করিব? এই সৌন্দর্য পরীক্ষাও শয়তানের এক সূক্ষ্ম চাল। সৌন্দর্য বেশি হোক অথবা কম, ভিন নারী বা সুশ্রী বালক-তরুণ হইতে সর্বাবস্থায় চোখের হেফাজত জরুরী। কেননা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার পূর্বে (না দেখার) মুজাহাদা সহজ থাকে। আর যদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের পর জানা যায় যে, মারাত্মক ধরনের সৌন্দর্য তো! এবং দিল তাহার দ্বারা প্রভাবিতও হইয়া যায়। তাহা হইলে এখন চেষ্টা-মোজাহাদাও কঠিনভাবে করিতে হইবে। আর ঐ পর্যবেক্ষণের গুনাহ্ তো আলাদা আছেই। সুতরাং

পেরেশানী-মুক্ত ও নিরাপদে থাকার রাস্তা ত্যাগ করিয়া কঠিন এবং বিপদসংকুল রাস্তা গ্রহণ করা কতটা নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী!

হেদায়েত নং ১৮ : কিছু লোক বিবির এন্তেকালের পরেও রাত্রের নির্জনতায় কামোত্তেজনার সহিত তাহার কল্পনা করিতে থাকে এবং পূর্বের সহবাসের চিত্র ইচ্ছাকৃতভাবে স্মৃতিপটে উপস্থিত করে। তো এ বিষয়ে জানা থাকা উচিত যে, বিবির এন্তেকালের পর সে ভিন-নারীর পর্যায়ভুক্ত হইয়া যায়। ইচ্ছাকৃতভাবে তাহার কল্পনা করিয়া কাম-পিপাসা নিবারণ করা জায়েয নাই। অবশ্য অনিচ্ছায় যদি তাহার খেয়াল আসিয়া যায় তাহা হইলে সে মা'যূর বা 'ক্ষমার পাত্র' গণ্য হইবে। কেননা, জীবনের একটা লম্বা সময় তাহার সহিত অতিবাহিত হইয়াছে।

হেদায়েত নং ১৯ : হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) লিখিয়াছেন, কিছু লোক কাহাকেও কষ্ট দিয়া পরে এইরূপ বলে যে, আমাকে ক্ষমা করিবেন, আপনাকে কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা আমার ছিল না। হযরত থানবী এ প্রসঙ্গে বলেন যে, কাহাকেও কষ্ট দেওয়ার গুনাহ্ হইতে বাঁচার জন্য 'কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা না থাকা' যথেষ্ট নয়। বরং 'কষ্ট না দেওয়ার ইচ্ছা বা সংকল্প' থাকিতে হইবে। অর্থাৎ কষ্ট দেওয়ার ইচ্ছা না থাকিলেই কাজ হইবে না। কিয়ামতের দিন পাকড়াও হইয়া যাইবে। বরং এই সংকল্প থাকিতে হইবে যে, আমার দ্বারা কাহারো কোন কষ্ট না পৌঁছে। প্রথমটিতে গাফ্লতি ঘটিয়া যায়। আর দ্বিতীয়টিতে মানুষ গুরুত্ব সহকারে খেয়াল রাখে যে, আমার দ্বারা যেন কাহারো কোন ধরনের কষ্ট না হয়।

(হযরত থানবী রহ.-এর বর্ণিত) উপরোক্ত বিধি অনুকরণে অধম লেখক আরয করিতেছে যে, কুদৃষ্টির বিষয়েও 'কুদৃষ্টির ইচ্ছা না করা' যথেষ্ট নয় বরং 'কুদৃষ্টি না করার ইচ্ছা ও সংকল্প' থাকিতে হইবে। অর্থাৎ না দেখার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া আবশ্যক। যতক্ষণ পর্যন্ত মজবুত সংকল্প না করিয়া লইবে যে, আমি কোন অবৈধ স্থানে দৃষ্টি করিব না, ততক্ষণ পর্যন্ত বিভিন্ন না-মাহরাম মহিলা ও সুশ্রী তরুণদেরকে দেখিয়া চক্ষুকে নাপাক করিতে থাকার দ্বারা অপরাধী বলিয়া অভিযুক্ত হওয়া থেকে বাঁচিতে পারিবে না।

হেদায়েত নং ২০ : 'হঠাৎ নজর বা আচকা নজর মাফ' সম্পর্কিত যে রেওয়ায়াত আছে উহার উদ্দেশ্য শুধু এতটুকুই যে, যেখানে কুদৃষ্টির কোন

সম্ভাবনা নাই (অর্থাৎ মহিলা বা সুশ্রী তরুণদের সাধারণত: আনাগোনা নাই) কিন্তু হঠাৎ কোন মহিলা সামনে দিয়া চলিয়া গেল আর অনিচ্ছায় তাহার উপর নজর পড়িয়া গেল। এক্ষেত্রে দ্বিতীয়বার তাহার দিকে নজর করা (বা প্রথম নজরকে দীর্ঘায়িত করা) হারাম গণ্য হইবে। হাঁ, প্রথমবারের (অনিচ্ছাকৃত হঠাৎ) নজর মাফ। তবে এই হাদীছের উদ্দেশ্য ইহা নয় যে, প্রথমবারের নজর ঐ ক্ষেত্রেও ক্ষমার যোগ্য যেখানে মহিলা এবং সুশ্রী বালকদের আনাগোনা বেশি। যেমন আজকাল প্রত্যেক বাস স্টপেজে পুরুষের চেয়ে স্কুল-কলেজের মেয়েরাই বেশি দাঁড়াইয়া থাকে। বাজারে-মার্কেটেও মহিলাদের সংখ্যাই বেশি।

সুতরাং এমন স্থানে যদি হিম্মতের সাথে দৃষ্টিকে সংযত না রাখা হয় তাহা হইলে নফ্ছ প্রথম নজরের বাহানায় সকলকেই দেখিয়া লইবে। একজনকেও বাদ দিবে না। নফ্ছের এই মারাত্মক চক্রান্ত হইতে সাবধান থাকা চাই এবং প্রথম নজর ক্ষমাযোগ্য হওয়ার সঠিক অর্থ মস্তিষ্কে বসাইয়া লওয়া চাই। হযরত খাজা ছাহেব মজযূব (রহ.) এই সূক্ষ্ম বিষয়টি খুব ভালভাবে বুঝিয়াছেন, তাঁহার কথাটি আমাদের এই পরিবেশের জন্য আলোকবর্তিকা। তাঁহার ভাষায়–

دین کا دیکھ ہے خطرا اٹھنے نہ پائے ہاں نظر
کوئے بتاں میں تو اگر جائے تو سر جھکائے جا

“এখানে তোমার দ্বীন ও আখেরাত ধ্বংস হওয়ার প্রবল আশঙ্কা। তাই, কখনও নারী ও সুশ্রী-তরুণদের বিচরণ-স্থলে গেলে দৃষ্টি অবশ্যই নিচু রাখিও।”

হেদায়েত নং ২১ : নিজের স্ত্রী যদি সুন্দরী না হয়, তাহা হইলে এ কথা চিন্তা করিবে যে, ঈমান এবং নেক আমলের বরকতে জান্নাতের মধ্যে ইহারা এত বেশি সুন্দরী হইবে যে, হূরেরা পর্যন্ত তাহাদের সৌন্দর্যের উপর ঈর্ষা করিবে। তাই, কয়েকটা দিন ছবর কর। দুনিয়ার এই ক্ষণস্থায়ী জীবনের সকাল-সন্ধ্যা অতি দ্রুত অতিবাহিত হইয়া যাইতেছে। অচিরেই জান্নাতী হূরদের সহিত সাক্ষাত হইবে। যাহাদের দেহাকৃতির বর্ণনা পর্যন্ত কোরআন শরীফের মধ্যে দয়াময় মাওলা আমাদেরকে দান করিয়াছেন। কী অপার রহমতের শান! বান্দাদের আবেগ ও প্রাণের সান্ত্বনার প্রতি তিনি

কতটা খেয়াল রাখিয়াছেন! যেমন কোন স্নেহশীল পিতা আপন ছেলেকে যে আমেরিকায় পড়াশোনা করিতেছে– এই চিঠি লেখে যে, দেখ (বৎস)! সেখানকার কাফের, বে-দ্বীন মহিলাদেরকে বিবাহ করিও না। কয়েকদিন ধৈর্য সহকারে পড়াশোনা করিয়া লও। এখানে ভদ্র ও উচ্চ বংশের অত্যন্ত সুন্দরী ও উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী মেয়ের সাথে তোমার বিবাহের জন্য পয়গাম পাঠাইয়াছি। ঐ মেয়ের এই এই গুণাগুণ...। সুতরাং মূমিন বান্দারও এ কথা মনে করা উচিত যে, ঈমান এবং নেক আমলের মাধ্যমে হূরদের নিকট বিবাহ প্রস্তাব পৌঁছিতেছে। কখনো কখনো মসজিদ পরিষ্কার করিয়া দিবে, যাহাতে হূরদের মহরানাও আদায় হইয়া যায়। যেমনটি হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে।

অধম লেখকের একথাটি খুবই স্মরণে রাখার যোগ্য যে, 'নিজের হালাল চাটনি-রুটি' অধিক উত্তম 'অন্যের হারাম বিরিয়ানী' হইতে। আল্লাহ্ তাআলা তোমার জন্য 'যেই জোড়া' নির্ধারণ করিয়াছেন, দুনিয়া-নামী পরদেশে উহাকেই গণীমত মনে কর। যেমন ষ্টেশনের চা খারাপ হইলেও চলে। ঠিক তেমনি দুনিয়ার কয়েক দিনের যিন্দেগীতে ঝুপড়ি এবং যেমন- তেমন বিবি হইলেও চলে, যদি না লোভে পড়িয়া হুশ-জ্ঞান, বুদ্ধি-বিবেক খোয়াইয়া বস।

ভিন দেশে মাতৃভূমির স্বপ্ন দেখিতে নাই। বস্তুতঃ আখেরাতের নেআমতই হইল চিরস্থায়ী। এখানে যাহার কাছে যাহা কিছু রহিয়াছে সব ক্ষণস্থায়ী। আল্লাহ্ তাআলা হাকেমও (বিধানদাতাও) এবং হাকীমও (সীমাহীন প্রজ্ঞাময়ও)। যাহার জন্য যাহা মুনাসিব তাহাই দান করেন। যদি কেহ আল্লাহ্ তাআলার ফয়সালার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া হারাম স্বাদ গ্রহণের পথে অগ্রসর হয় তবে সে লাঞ্ছিত হইবে। সুতরাং মনের কথা মত চলিবে না। মাওলা-পাকের নির্দেশ মোতাবেক চলিবে। ইনশাআল্লাহ্ সুখ-শান্তি এবং আরামের যিন্দেগী লাভ করিবে। আর যদি মন-চাহী যিন্দেগী এবং অবৈধ-হারাম সম্পর্কের পথ উন্মুক্ত হয় তাহা হইলে বালা-মুসীবত এবং অপদস্থ-লাঞ্ছিত হওয়ার পথও উন্মোচিত হইবে। পরিশেষে বলিতে বাধ্য হইবে–

جو پہلے دن ہی سے دل کا نہ ہم کہا کرتے
تو اب یہ لوگوں سے باتیں نہ ہم سنا کرتے

"যদি প্রথম দিন হইতেই দিলের কথা মত না চলিতাম, তাহা হইলে আজকে লোকদের এ সকল ধিক্কার ও তিরস্কারমূলক কথাবার্তাও আমাকে শুনিতে হইতো না।"

হেদায়েত নং ২২ : 'এশ্‌কের' চিকিৎসা শাস্ত্রীয় আভিধানিক ব্যাখ্যা– 'শরহে আছবাব' যাহা চিকিৎসা বিষয়ক একটি নির্ভরযোগ্য কিতাব, ঐ কিতাবে মস্তিষ্কের বিভিন্ন রোগ সম্পর্কীয় আলোচনার এক পর্যায়ে লেখা আছে যে, একটা গাছের নাম 'এশকে পেঁচা'। এই (লতাযুক্ত) গাছটি যেই গাছের সঙ্গে জড়াইয়া যায় সেই তরতাজা গাছটি শুকাইয়া যায়। এমনিভাবে 'এশকে-মাজাযী' বা অবৈধ প্রেম-ভালবাসাও প্রেমিকের দুনিয়া-আখেরাত উভয়টাই ধ্বংস ও বরবাদ করিয়া দেয়। মাত্র কিছুদিন পর ঐ বিপদসংকুল সৌন্দর্য নিজেই দীপ্তিহীন, রূপ-লাবণ্যহীন ও মলিন হইয়া যায়।

گیا حسن خوبان دلخواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا

অর্থ : মন মাতানো সুশ্রীদের যতসব রূপের আভা একদিন হারাইয়া গেল। থাকিল শুধু আল্লাহ্‌র নামের মাধুরী যাহা চিরকাল কী যে মধুর লাগিল।

সব তো গেলো চুলের মধু, ফুলের মধু
'বুক ভরে দেয় মাওলা তোমার নামের মধু'।

ঐ কিতাবে এ কথাও উল্লেখ আছে যে, এশকে-মাজাযী বা অবৈধ প্রেম-ভালবাসায় সর্বদা বেওকুফ লোকেরাই আক্রান্ত হইয়া থাকে। (আমরাযে দেমাগ, শরহে আছবাব মুতারজাম, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৯১)

হেদায়েত নং ২৩ : ছেলেদের ভালবাসায় আক্রান্ত লোকেরা একেবারেই ধ্বংস হইয়া যায়। এমনকি, বিবাহের যোগ্যও থাকে না। ফায়েল ও মফ্‌উল (অর্থাৎ সমকামিতার অপকর্মে লিপ্ত উভয়ই) একে অন্যের নজরে সদা-সর্বদার জন্য লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইয়া যায়। যেই চোখের তীব্র আকর্ষণে কখনো বেহুশ হইয়া যাইত, দাড়ি-মোচ আসার পর ঐ চোখের সাথে চোখ মিলানোও তখন কঠিন বরং অসম্ভব হইয়া যায়।

سمجھے تھے جس نظر کو کبھی وہ حیات دل
کیوں اس نظر سے آج نظر کو بچا گئے

যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপই ছিল বাঁচিয়া থাকার ধন
সে চোখ হতে চোখ সরানোর সুপ্ত কোন্ কারণ?

হেদায়েত নং ২৪ : কিছু লোক এ কথা বলে যে, আমরা সুদর্শনদিগ হইতে নজর হেফাজতের মত শক্তি আমাদের অন্তরে পাই না। এরূপ ধারণা শয়তানের মারাত্মক ধোকা। হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, যে দেখার শক্তি রাখে, সে না দেখারও শক্তি রাখে। কেননা কুদরত বা শক্তি বিপরীতমুখী দুই দিকের সাথেই সম্পর্ক রাখে। ইহা দর্শনশাস্ত্রের সর্বস্বীকৃত নীতি।

হেদায়েত নং ২৫ : কুদৃষ্টি শয়তানের তীর সমূহের মধ্য হইতে একটি তীর। মহিলারা শয়তানের রশি, যাহা দ্বারা সে শিকার করে। কখনো মামূলী সৌন্দর্যকে (ফোকাস দিয়া) অনেক বেশি সুন্দর বানাইয়া দেখায়। অতঃপর মুখ কালো হওয়ার পর ঐ সূরতকেই পুনরায় যখন দেখে, তা শয়তান নিজের টার্গেট পূর্ণ করিবার পর ঐ চাতুর্যপূর্ণ ফোকাস হটাইয়া লয়। ফলে, তাহার আসল চেহারা এখন নজরে আসে। তখন সে আক্ষেপের হাত কচলাইতে থাকে এবং বলিতে থাকে, হায় আফছোছ! কেন আমি তাহার জন্য নিজের ঈমান-আমল বরবাদ করিলাম।

হেদায়েত নং ২৬ : নিজের স্ত্রী যদি কম সুন্দরী হয়, তো হালাল চাটনি-রুটিকে হারাম বিরিয়ানী-পোলাও অপেক্ষা উত্তম মনে করিবে; বিশেষত: যখন হারাম স্বাদ গ্রহণের মধ্যে দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি এবং লাঞ্ছনাও রহিয়াছে। কিছু সাপ দেখিতে বড়ই আকর্ষণীয় ও সুন্দর হয়। কিন্তু তুমি প্রাণের ভয়ে উহাকে আদর কর না। কেননা, তোমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে যে, ঐ সুন্দরের মধ্যে প্রাণনাশক বিষও রহিয়াছে। এমনিভাবে গুনাহ্ যত সুন্দর ও আকর্ষণীয় মনে হউক না কেন, উহা জীবন ও ঈমান উভয়টাই ধ্বংস করিয়া দেয়। গুনাহের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার গযব, ক্রোধ ও অসন্তুষ্টির বিষ পূর্ণমাত্রায় মিশ্রিত রহিয়াছে। কোন শহরের শাসককে অসন্তুষ্ট করিয়া যদি নিশ্চিন্তে থাকা কঠিন হইয়া যায়, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলাকে নারাজ করিয়া কিভাবে শান্তি লাভ হইতে পারে?

হযরত শেখ সা'দী (রহ.) বলেন–

عزیزے کہ از در گہش سر بتافت
بہ ہر جا کہ رفت ہیچ عزت نیافت

অর্থ : যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার দরবার হইতে মুখ ফিরাইয়া লইল এবং তাহার নাফরমানীতে লিপ্ত হইল, সে পৃথিবীর যেখানেই গিয়াছে কোথাও কোন ইজ্জত-সম্মান পায় নাই।

দুনিয়ার এই কষ্ট-মুজাহাদা কয়েকদিনের। যেমনিভাবে ছফরে যদি ভাল চা না পাওয়া যায় তবে নিজ বাড়িতে গিয়া ভাল চা লাভের আশায় উহাকে মানিয়া লয়। উহার উপর তুষ্ট থাকে। এমনিভাবে জান্নাতের মধ্যে হূর লাভ হইবে এবং দুনিয়ার এ সকল স্ত্রীদেরকে তাহাদের নেক আমলের কারণে হূরদের চাইতেও সুদর্শনা বানাইয়া দেওয়া হইবে। (সুতরাং কয়েক দিনের এই পৃথিবীতে যেমন একটি স্ত্রীই লাভ হউক না কেন, উহার উপর তুষ্ট থাকা এবং হারাম পথ পরিহার করাই বুদ্ধিমানের কাজ হইবে।)

হেদায়েত নং ২৭ : যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি এবং নফছের খাহেশাতের রোগী, সে নির্জনে থাকিলে কোরআন তেলাওয়াতে, যিকিরে অথবা দ্বীনী কিতাবাদি পাঠে লিপ্ত থাকিবে। কেননা, কর্ম-মুক্ত অবস্থায় নির্জনে থাকার দ্বারা শয়তান তাহার দিলের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের নোংরা ও নিকৃষ্ট কল্পনা-জল্পনার সমুদ্র-বন্যা প্রবাহিত করিতে শুরু করিবে। এ কারণেই কর্মব্যস্ততাপূর্ণ জীবন অধিকাংশ ক্ষেত্রে গুনাহ সমূহ হইতে বাঁচাইয়া রাখে। নিজের সন্তানাদিকে যৌবনের শুরু লগ্নে কাজের মধ্যে খুব ব্যস্ত রাখা চাই। অনর্থক বসিয়া থাকিতে দিবে না। হাঁ, আল্লাহ্ তাআলার পবিত্র বান্দারা নির্জনতার দ্বারা ফায়দা হাসেল করেন। যেমন এক বুযুর্গ বলেন :

تمنا ہے کہ اب ایسی جگہ مجھکو کہیں ہوتی
اکیلے بیٹھے رہتے یاد انکی دلنشیں ہوتی

অর্থ : মন চায় এমন 'কোন নির্জন জায়গা' পাইতাম; একলা-একলা আল্লাহর ধ্যানে, আল্লাহ্‌র স্মরণে ডুবিয়া থাকিতাম।

কিন্তু যাহাদের জীবনের কোন একটা যামানা গুনাহের মধ্যে কাটিয়াছে এ ধরনের লোকেরা যখন নির্জনে কর্ম-মুক্ত থাকিবে তখন বিভিন্ন খারাপ

কল্পনা-জল্পনার ভীড় তাহাদিগকে ঘিরিয়া ধরিবে এবং সীনার খেয়ানতের কবীরা গুনাহে লিপ্ত হইয়া যাইবে। সুতরাং এ সকল লোকেরা দৈনন্দিন মা'মূলাত (ব্যক্তিগত যিকির ও আমলসমূহ) আদায় করিয়া (ক্ষেত-যিরাত, ব্যবসা-বাণিজ্য, ঘর-সংসার ও) নিজের বিবি-বাচ্চার খেদমতে অথবা নেক-মানবগণের সান্নিধ্যে ও তাঁহাদের খেদমতে নিজেকে ব্যস্ত রাখিবে। একাকী থাকিবে না। হাদীছ শরীফে আসিয়াছে; খারাপ সাথী হইতে একাকীত্ব উত্তম এবং একাকীত্ব হইতে 'নেক সাথী' উত্তম।

হেদায়েত নং ২৮ : অনেক ছালেক এবং নেককার-দ্বীনদার লোক শায়খের সোহ্বতে যাতায়াত এবং যিকির-ওযীফার পাবন্দী করা সত্ত্বেও নফছের কাম-উত্তেজনা এবং কুদৃষ্টির চাহিদা তাহাদেরকে পেরেশান করিতে থাকে। কখনো এই উত্তেজনা এবং তাকাযা অত্যন্ত প্রবল থাকে আবার কখনো হালকা। সুতরাং এ ব্যাপারে পেরেশান না হওয়া চাই। কেননা দিলের মধ্যে একটা সমুদ্র রহিয়াছে। সমুদ্রের পানি কখনো আগে বাড়িয়া যায়, যাহাকে জোয়ার বলে। আবার কখনো পিছু হটিয়া যায় যাহাকে ভাটা বলে।

এবাদতে কব্য্ ও বছ্ত্ বা ভাটা ও জোয়ার প্রসঙ্গ

সূফিয়ায়ে-কেরামের পরিভাষায়ও ছালেকের (খোদা-অন্বেষীর) মধ্যে দুই অবস্থার সৃষ্টি হয়। এক অবস্থার নাম বছ্ত্ (জোয়ার), অপরটার নাম কব্য্ (ভাটা)। বছ্তের সময় যিকিরে খুব মন বসে। নফ্ছ ও শয়তানের প্রবঞ্চনাও দুর্বল থাকে। আর কব্যের সময় এবাদতে-যিকিরে স্বাদ কম লাগে। বরং অনেক সময় একেবারেই মন বসে না এবং গুনাহের প্রতি চাহিদা অনেক তীব্র থাকে। এই অবস্থায় শয়তানের পক্ষ হইতে এক কঠিন আক্রমণ এই হয় যে, সে ছালেককে আসিয়া এই বলিয়া ধোকা দেয় যে, আরে ভাই! তোর বুযুর্গদের কাছে যাওয়া সম্পূর্ণ বৃথা। তুই তো কলুর-বলদের মত; উন্নতি-অগ্রগতি হইতে বঞ্চিত। যেখানে ছিলি সেখানেই পড়িয়া আছিস। তোর কাজ নয় আল্লাহর রাস্তায় চলা। ইহা বড় বড় হিম্মতওয়ালা লোকদের কাজ। সুতরাং এসব কষ্ট-মুজাহাদা ছাড়িয়া দে এবং আমার সাথে চল। সিনেমা দেখ, মহিলাদেরকে দেখিয়া দেখিয়া খুব মজা উড়া এবং পা ছড়াইয়া দিয়া শুইয়া থাক। তোর উপর তোর মোর্শেদের কোন ফয়েয পৌঁছানো সম্ভব নয়।

মোটকথা, এ ধরনের কথাবার্তা শয়তান তাহার অন্তরে ঢালিতে থাকে। তখন (ছালেকের দায়িত্ব হইল) হিম্মত ও হুশিয়ারীর সাথে ঐ মরদূদ শয়তানের সকল কূট পরামর্শে লাথি মারিবে, (সকল প্রবঞ্চনায় আগুন জ্বালাইয়া দিয়া ঘৃণা ভরিয়া প্রত্যাখ্যান করিবে) এবং নিজের পীর ও মোর্শেদের সোহ্বতে যাতায়াত খুব চালু রাখিবে। বেশি বেশি তওবা এস্তেগফার করিতে থাকিবে এবং দিলে এ কথা বদ্ধমূল রাখিবে যে, কলবের অর্থই হইল 'পরিবর্তন'। সকলের অন্তরই পরিবর্তন হইতে থাকে। এমনকি হযরত বড় পীর জীলানী (রহ.) নিজের অবস্থা এইভাবে বর্ণনা করেন–

گہے فرشتہ رشک برد زپاکئی ما
گہے دیو خندہ زند ز ناپاکئی ما
ایماں چوں سلامت بہ لب گور بریم
احسنت بریں چستی و چالاکی ما

অর্থ : কখনো ফেরেশতারাও আমাদের ভাল অবস্থার উপর ঈর্ষা করে। কখনো আবার আমাদের বদদ্বীনী ও দূরাবস্থা দেখিয়া শয়তানও বিদ্রূপের হাসি হাসে। সুতরাং যখন নিরাপদ ঈমান সাথে লইয়া কবরে যাইতে পারিব, তখনই বুঝিব যে, নিশ্চয় আমরা বড় নেক, দ্বীনদার ছিলাম।

এ সকল বড় বড় আউলিয়ায়ে-কামেলীনের মধ্যেও যখন অবস্থার পরিবর্তন ঘটে, তাহা হইলে আমরা কি কোন হিসাবের মধ্যে পড়ি?

বুযুর্গানে দ্বীন লিখিয়াছেন যে, যদি সর্বদা একই অবস্থা বিরাজমান থাকে (অর্থাৎ সকল নেক আমলের প্রতি সর্বদা উৎসাহ-উদ্দীপনা থাকে, নামায, যিকির, তেলাওয়াত, ওযীফা ইত্যাদিতে খুব মন বসে, কখনোই বিচ্যুতি না ঘটে এবং গুনাহ হইতে বাঁচা অতি সহজ মনে হয়। দিলে সর্বদা হিম্মত অনুভব হয় এবং কাম-উত্তেজনা ও গুনাহের চাহিদা সর্বদাই দুর্বল অনুভব হয় ইত্যাদি, ইহার দ্বারা ছালেকের মধ্যে অহংকার ও আত্মগরিমার সৃষ্টি হয় এবং আল্লাহ তাআলা হইতে দূরে সরিয়া যায়। আর কব্যের কারণে ছালেক নিজের (দ্বীনী) দূরাবস্থার উপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয় এবং নিজেকে মাখলূকের মধ্যে সর্বাধিক নিকৃষ্ট ভাবিতে থাকে। ইহা সেই সুউচ্চ মাকাম যাহা বছ্তের (জোয়ারের) হালতে কখনোই লাভ করা সম্ভব নয়। আল্লাহ তাআলার নিকট যিল্লত, আবদিয়ত ও ফানাইয়্যত তথা নিজেকে তুচ্ছ ও

নগণ্য ভাবা এবং নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দিয়া দাসানুদাস হইয়া থাকার মধ্যেই কদর ও মর্যাদা, যাহা কব্যের হালতে আপনা আপনিই সৃষ্টি হয়। সুতরাং এমন অবস্থায় নৈরাশ হইবে না এবং অপেক্ষা করিবে যে, ইনশাআল্লাহ্ কিছুদিনের মধ্যে এই অবস্থা বছ্তের দ্বারা (নেকীর প্রতি আবেগ-উৎসাহ দ্বারা) পরিবর্তন হইয়া যাইবে। যতদিন পর্যন্ত অবস্থার পরিববর্তন না হয় উহার মধ্যেই নিজের কল্যাণ মনে করিবে।

কব্যের হালতে হযরত খাজা সাহেব (রহ.)-এর কিছু ছন্দ যাহা মূলত হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এরই বাণী, উহা পড়িতে থাকিবে। যখন গুনাহের চাহিদা খুব তীব্র হয় তখন এই ছন্দগুলি পড়িবে :

طبیعت کی رو زور پر ہے تو رک + نہیں تو یہ سر سے گزر جائے گی
ہٹا لے خیال اس سے کچھ دیر کو + چڑھی ہے یہ ندی اتر جائے گی

মনের গতি পাপের দিকে গেলে রোখ জোরে
নইলে তুমি ভেসে যাবে ভয়াল পাপের তোড়ে।
কষ্ট করে হটাও যদি খেয়ালের এই গতি
একটু পরেই থেমে যাবে ফাঁপানো এই নদী।

ظاہر و باطن کا ہر چھوٹا گناہ + اس سے بچ رہرو کہ ہے یہ سد راہ

প্রকাশ্য কি অপ্রকাশ্য হোক না তাহা ছোট
সব গুনাহের 'বাধা' চিরে মাওলাপানে ছুট।

لب پہ ہر دم ذکر بھی ہو دل میں ہر دم فکر بھی + پھر تو بالکل راستہ ہے صاف تا در بارشاہ

অন্তরে তোর সদা ফিকির, সদা যিকির মুখে
রাস্তা তবে একদমই সাফ; পাবি তুই মাওলাকে।

যদি নফ্ছের বিরুদ্ধে মোকাবেলায় বারবার পরাজয় হয় তাহা হইলে এই ছন্দসমূহ পাঠ করিয়া শিক্ষা ও শক্তি অর্জন করিবে ঃ

کر نفس کا مقابلہ ہاں بار بار تو + سو مرتبہ بھی ہار کے ہمت نہ ہار تو
اسکو پچھاڑ کے بھی نہ پچھڑا ہوا سمجھ + ہر وقت اس کمین سے رہ ہوشیار تو

১. হাঁ, তুমি বারবার নফ্ছের মোকাবিলা কর। শত শত বার ব্যর্থ হওয়ার পরও হে পথিক, তুমি হিম্মত হারাইওনা, নিরাশ হইও না।

২. নফ্ছকে ধরাশায়ী করিয়াও তুমি উহাকে ধরাশায়ী মনে করিও না। এই খবীসের বিরুদ্ধে তুমি 'সদাই সতর্ক' থাক।

নফ্ছের সহিত যুদ্ধরত থাকো অবিরত
খবীছটারে করতেই হবে শক্ত পরাজিত।
পরাজিতের ভান ধরিয়া ঘাপটি মেরে থাকে,
বিচ্ছুটা যেন্ এবার শুধু টুপি পরেই থাকে।

نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو + تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے
ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی + کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے
جو نا کام ہوتا رہے عمر بھر بھی + بہر حال کوشش تو عاشق نہ چھوڑے
یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے + جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے

১, শক্তিধর কুপ্রবৃত্তিকে যদি তুমি কাবু করিতে না পার, তাহা হইলে হাত-পা ছাড়িয়া দিয়া নিস্তেজ হইয়া বসিয়াও থাকিও না।

২. এই নফ্‌ছের বিরুদ্ধে তো 'আজীবনের লড়াই'। তাই, কখনও সে তোমাকে পরাজিত করিয়া ফেলিলে উঠিয়া পাল্টা আক্রমণ করত: তুমিও তাহাকে পরাজিত কর।

৩. জীবনভরও যদি নফ্‌ছের বিরুদ্ধের এই যুদ্ধে তুমি বারবারই ব্যর্থ হও; যেহেতু তুমি আল্লাহকে পাইতে চাও, তাই 'পরমপ্রিয়কে পাওয়ার' চেষ্টা কিছুতেই তুমি ত্যাগ করিতে পার না।

৪. তাহার সহিত ভালবাসার এ বন্ধন অবশ্যই অটুট রাখিতেই হইবে। শতবারও যদি তাহা ভাঙ্গিয়া যায় তবে শতবার তাহা জুড়িতেই হইবে।

رہ عشق میں ہے تگ ودو ضروری + کہ یوں تا بہ منزل رسائی نہ ہوگی
پہنچنے میں حد درجہ ہوگی مشقت + تو راحت بھی کیا انتہائی نہ ہوگی

১. প্রিয় মাওলার প্রেমের পথে দৌড়-ঝাপ তো করিতেই হইবে। নতুবা নিশ্চুপ বসিয়া থাকিয়াই কি 'গন্তব্য' পর্যন্ত পৌঁছা যাইবে?

২. পরমপ্রিয়র গন্তব্য-পথে কষ্ট যদিও অনেক হইবে; কিন্তু যখন তাহাকে পাইয়া যাইবে তখন শান্তি আর আনন্দেরও কী কোন সীমা থাকিবে!

হেদায়েত নং ২৯ : অনেকের মনের কলুষ-কালিমা, খারাবির প্রতি ঝোঁক-প্রবণতা অনেক দিন পর্যন্তও দূর হয় না। তাহারা যেন নৈরাশ না হয়। কেননা, মনের কুরুচি এবং অনিচ্ছাকৃত খারাপ চাহিদার উপর শাস্তি হইবে না বরং উহার বিরোধিতার দ্বারা মুজাহাদার সওয়াব লাভ হইবে।

মনের খারাপ চাহিদা মোতাবেক যতক্ষণ পর্যন্ত কাজ না করিবে, চিন্তা-পেরেশানীর কোন কারণ নাই; এমনকি, সারা জীবনও যদি মনের বিরুদ্ধে এই মুজাহাদা ও কষ্ট করিতে হয়? নফ্‌ছ মূলত কষ্ট ও মুজাহাদা করিতে ভয় পায়। এ কারণে উহার কষ্টের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করিবে না। নিজের মনের সকল (অবৈধ) কামনা-বাসনাকে চূর্ণ করিয়া দিবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার হুকুমকে চূর্ণ করিবে না।

বাদশাহ মাহমূদ ও আয়াযের ঘটনা

মাওলানা রূমী (রহ.)-এর মছনবী শরীফে বর্ণিত আছে যে, সুলতান মাহমূদ তাহার রাজ-দরবারের সভাসদবৃন্দকে এত দুর্লভ ও অমূল্য মোতি পাথর দ্বারা ভাঙ্গিয়া ফেলার নির্দেশ দিলেন। তাহারা সকলেই অস্বীকৃতি জানাইলেন যে, এত বেশি মূল্যবান মোতি যাহা শাহী দরবারে দুর্লভ এবং অতুলনীয়, তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা ঠিক হইবে না। অতঃপর বাদশাহ তাহার গোলাম আয়াযকে একই হুকুম করিলেন। সে তৎক্ষণাৎ উহাকে ভাঙ্গিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিল। পরে যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এত মূল্যবান মোতি তুমি কেন ভাঙ্গিয়া ফেলিলে? তখন উত্তরে সে বলিল–

گفت ایاز اے مہتران نامور+امر شہ بہتر بہ قیمت یا گہر

'আয়ায বলিল, হে সম্মানিত স্বনামধন্য ব্যক্তিবর্গ, শাহী ফরমানের দাম বেশি না কি এই মোতির দাম বেশি?'

এই ঘটনার দ্বারা মাওলানা রূমী (রহ.) সকলকে এই শিক্ষাই দিয়াছেন যে, আল্লাহ তাআলার শাহী ফরমানের বিপরীতে এ সকল সুশ্রী বদন দর্শনের শত আরযু-আকাঙ্ক্ষাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতে দেরি করিও না। আল্লাহ্‌র শাহী হুকুমের বিপরীতে দিলের মোতির ন্যায় প্রিয় অন্যায় বাসনাসমূহের কোন মূল্য নাই।

অতএব, ঐ সকল সূর্যবরণ ও চন্দ্রবদন হইতে নজর হেফাজত কর। ইহার পর আল্লাহ তাআলার গভীর নৈকট্যের মধু-স্বাদ ও আনন্দ দিলের মধ্যে অনুভব কর।

توڑ ڈالے مہ وخورشید ہزاروں ہم نے+تب کہیں جا کے دکھایا رخ زیبا تو نے

অর্থাৎ হাজারো চন্দ্র-সূর্যকে আমি আমার মাওলার খাতিরে বিচূর্ণ করিয়াছি। কেবল তখনই তুমি হে প্রিয়! আমাকে তোমার অনুপম সৌন্দর্য ও জাল্‌ওয়া দর্শনে ধন্য করিয়াছ।

হেদায়েত নং ৩০ : নজর হেফাজতের নগদ পুরস্কার হইল, তাহাকে ঈমানের মধুরতা প্রদান করা হয়।

হেদায়েত নং ৩১ : যদি এমন কোন সুদর্শন হইতে নজর হটায় এবং দিলের কল্পনা ও গতি ফেরায় যাহার জন্য রাজ্য ও রাজত্ব উৎসর্গ করিয়া হইলেও তাহাকে লাভ করিতে চাহিতেছিল। তাহা হইলে কিয়ামতের দিন তাহাকে আল্লাহর রাস্তায় রাজত্ব বিসর্জনকারী আওলিয়ায়ে কেরামের কাতারে উঠানো হইবে, ইনশাআল্লাহ তাআলা। অর্থাৎ হযরত সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) যিনি বলখের রাজত্ব আল্লাহ্র রাস্তায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন, এই দরিদ্র আশেক-বেচারা তাঁহারই সারিতে স্থান লাভ করিবে। কেননা, যদিও তাহার কাছে রাজত্ব ছিল না, কিন্তু সে দিলের এমন আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা খুন করিয়াছে, এমন হৃদয়কাড়া আকর্ষণীয় সূরত হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়াছে যাহাকে পাওয়ার জন্য যদি তাহার নিকট রাজত্বও থাকিত, তাহাও উৎসর্গ করিয়া দিত। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির খাতিরে মনের সকল সাধ-আকাঙ্ক্ষা খুন করিয়া হৃদয়কে সে লহু-লাহান করিয়া দিয়াছে।

عارفاں زانند ہردم آمنوں- کہ گزر کردند از دریائے خوں (رومی)

আরেফীন-কামেলীন আল্লাহ তাআলার গভীর নৈকট্যের বরকতে এ কারণেই সর্বদা সুশান্ত ও চিন্তামুক্ত থাকেন যে, তাহারা মুজাহাদার রক্তদরিয়ার উপর দিয়া নিজেদের নফছের কিশ্‌তি চালাইয়াছেন, এভাবে ঐ দরিয়া তাহারা পাড়ি দিয়াছেন।

آرزوئے دل کو جب زیر و زبر کرتے ہیں وہ
ملبۂ دل میں انہیں کو میہماں پاتا ہے دل (اختر)

অর্থ: মনের কামনা-বাসনা সমূহকে যখনি আমার পরমজন রুদ্ধ করিয়া দেন, তখনই এ হৃদয়-গগনে মুগ্ধপ্রাণে 'মেহমান' রূপে তাঁহার আগমন ঘটে।

ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے- دل تباہ میں فرمانروائے عالم ہے
وہ سرخیاں کہ خون تمنا کہیں جسے- بنتی شفق ہیں مطلع خورشید قرب کی

১. হাজারো 'কামনার রক্তবন্যা' এবং হাজারো দুঃখ-কষ্ট সহিবার ফলে বিশ্বধিপতি আমার 'বিচূর্ণীত হৃদয়ে' আজ সদয় আসন লইয়াছেন।

২. রক্তলাল পূর্বাকাশ হইতে যেভাবে সূর্য উদয় হয় তদ্রূপ, মনের হারাম কামনা বিরোধী যুদ্ধের রক্তিম হৃদয়াকাশে 'বেলায়েত' ও 'খাস নৈকট্যে'র সূর্য উদয় হয়।

(এই মর্মে অনুবাদকের একটি ছন্দ আছে :

কলিজার রক্ত বিনে যায় কি তারে পাওয়া?

কলিজার রক্ত ছাড়া দেয় কি সুরা-মেওয়া?)

মাওলানা রূমী (রহ.)-এর উপরোক্ত শে'র তথা মুজাহাদার রক্তের দরিয়ার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সম্বলিত অধমের কিছু ছন্দ রহিয়াছে যাহার নাম 'খূন কা ছমনদর' বা রক্তের সমুদ্র। উহার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি। তাহার পূর্বে ভূমিকাস্বরূপ অধমের একটি ছন্দ লক্ষণীয় ঃ

ہزار خون تمنا ہزار ہا غم سے + دل تباہ میں فرمانروائے عالم ہے

میکدہ میں نہ خانقاہ میں ہے + جو تجلی دل تباہ میں ہے

না খানকায়, না অজস্র নফল এবাদতে এত নূর ও তাজাল্লী আছে যাহা মনের অন্যায় লালসাসমূহ দমনের দ্বারা অন্তরে অর্জিত হয়।

মোজাহাদার এক রক্ত-সাগর

میں کلی ہوں ناشگفتہ + مری آرزو شکستہ

میں ہوں ایک ہوش رفتہ + مرادور راز بستہ

مری حسرتوں کا منظر + ذرا دیکھنا سنبھل کر

আমি এক অফুটন্ত কলি। হৃদয়টা আমার দারুণ ভাঙ্গা। আমি এক হুশহারা। আমার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রহস্যঘেরা। আমার অজস্র ব্যর্থতার আঘাতসমূহ, যদি দেখিতে চাও তবে বুকে হাত চাপিয়া দেখিও।

یہ تڑپ تڑپ کے جینا + لہو آرزو کے پینا
یہی میرا جام و مینا + یہی میرا طور سینا
مری عاشقی کا منظر + ذرا دیکھنا سنبھل کر

নফ্ছের চাহিদা মত সাড়া না দেওয়ার ঘা বুকে লইয়া ছটফট করিতে করিয়া বাঁচিয়া থাকা, আর 'খাহেশাতের রক্ত' পান করিতে থাকা। ইহাতেই নিহিত আমার 'এশ্কে-এলাহীর পেয়ালা ও সুরা এবং এ পথেই এ হৃদয় এশ্কে-মাওলার তূর' হইল। তাই, আমার প্রেমের এই 'আগ্নেয় দৃশ্য' যদি দেখিতে চাও তবে আগে তোমার বুকটা চাপিয়া ধর।

مرا غمزدہ جگر ہے + مری چشم چشم تر ہے
مرا بحر خوں سے تر ہے + مرا بر لہو سے تر ہے
مرے بحر و بر کا منظر + ذرا دیکھنا سنبھل کر

আমার কলিজাটা আঘাত আর আঘাত ভরা। আমার নয়ন-দুইটি অশ্রুর ধারা। আমার জীবন-সাগরটা রক্তের সাগর। আমার মরু-তটও রক্তেই সিক্ত। মানে, আমার জীবনের যেদিকেই তাকাও, সবদিকে শুধু রক্ত আর রক্ত। তাই, আমার জীবন-সাগরটা দেখিতে হইলে আগে নিজেকে একটু সামলাইয়া নিও।

وہ جو خالق جہاں ہے + وہی میرا راز داں ہے
مرا حال خود زباں ہے + مرا عشق بے زباں ہے
کسی بے زباں کا منظر + ذرا دیکھنا سنبھل کر

ঐ যিনি এই জগতের স্রষ্টা, তিনিই আমার সকল ভেদ জানেন। 'আমার অবস্থা' নিজেই ভাষা; যদিও আমি এক ভাষাহীন প্রেমিক।

কোন 'ভাষাহীন প্রেমিক'-এর দৃশ্য যদি দেখিতে চাও, তবে নিজেকে সংযত করিয়া লও।

مری فکر لامکاں ہے+مرا درد جاوداں ہے

مرا قصہ دلستاں ہے+مری رگ سے خوں رواں ہے

مرے خون کا سمندر+ذرا دیکھنا سنبھل کر

আমার লক্ষ্য ভূলোক-ঊর্ধ্বে। (বরং ঊর্ধ্বলোকেরও ঊর্ধ্বে।) আমার 'ভালবাসা' চিরঞ্জীব-চিরস্থায়ী। আমার ঘটনা-প্রবাহ ও আমার জীবনেতিহাস চিত্তাকর্ষক হৃদয়কাড়া। আমার শিরা-শিরা হইতে লহুর ধারা বহমান। তাই, আমার এই রক্তের সাগর দেখিতে চাহিলে সাবধান ও সংযত হইয়া দেখ।

হেদায়েত নং ৩২ : কুদৃষ্টিকারীদের কিডনী এবং মূত্রথলি দুর্বল হইয়া যায়। বীর্য পাতলা হইয়া যায়। যাহার ফলে বারবার পেশাবের ফোঁটা আসার এবং দ্রুত বীর্যস্খলনের রোগ দেখা দেয়। কোমরে ব্যথা, রগ-রেশা, মন-মস্তিষ্ক সব দুর্বল হইয়া যায়।

হেদায়েত নং ৩৩ : কুদৃষ্টিকারীদের চক্ষু অস্বচ্ছ ও দীপ্তিহীন হইয়া যায়। চেহারা অভিশাপের চিহ্নযুক্ত ও ফ্যাকাসে হইয়া যায়। কেননা, কুদৃষ্টিকারী এবং ঐ সকল মহিলা যাহারা নিজেদেরকে বেপর্দা প্রদর্শন করিয়া বেড়ায়, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম তাহাদের উভয়ের ব্যাপারেই বলিয়াছেন ঃ "আল্লাহ তাআলা লা'নত বর্ষণ করুন কুদৃষ্টিকারীর উপর এবং তাহার উপর যে কুদৃষ্টির সুযোগ দেয়।" আর লা'নতের অর্থ হইল আল্লাহ তাআলার রহমত হইতে বঞ্চিত হওয়া, দূর হওয়া। সুতরাং এ ধরনের চেহারায় কি পরিমাণ লা'নতী অন্ধকার বর্ষিত হইবে!

হেদায়েত নং ৩৪ : সাইয়েদুনা হযরত উছমান গনী (রা.)-এর মজলিসে এক ব্যক্তি কুদৃষ্টি করিয়া আসিয়াছিল। তখন তিনি বলিলেন, এমন লোকদের কি অবস্থা হইবে যাহাদের চক্ষু হইতে যিনা ঝরে! ইহা দ্বারা জানা গেল যে, আউলিয়ায়ে কেরামগণ স্বীয় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা কুদৃষ্টিকারীদের চক্ষু হইতে কুদৃষ্টির অন্ধকার অনুভব করেন।

হেদায়েত নং ৩৫ : হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা থানবী (রহ.) লিখিয়াছেন, এক সুশ্রী তরুণ যে নেক এবং মুত্তাকী ছিল, এক বৃদ্ধলোক তাহাকে কামাতুর দৃষ্টিতে বারবার দেখিতেছিল। ঐ ছেলেটি স্বীয় ক্বলবের

স্বচ্ছতা-পবিত্রতা এবং তাকওয়ার নূরের বরকতে লোকটির চক্ষু হইতে ঐ কুদৃষ্টির অন্ধকার অনুভব করিল। উপযুক্ত মুহূর্ত দেখিয়া সে বলিল, বড় মিয়া! আপনি যে আমাকে বারবার দেখিতেছেন আমার অন্তরে আপনার এই কর্মে অন্ধকার অনুভব হইতেছে। বৃদ্ধ লোকটি তখন স্বীকার করিল যে, হাঁ, সত্যিই আমি গুনাহগার, খারাপ নিয়তে এবং নফছের তাড়নাতেই তোমাকে বারবার দেখিতেছিলাম। এখন আমি তওবা করিতেছি। ভবিষ্যতে তোমাকে দেখা হইতে আমার চক্ষুকে রক্ষা করিব এবং দৃষ্টি সংযত রাখিব।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, ছেলেটি মুত্তাকী ও যিকিরওয়ালা ছিল। যিকিরের নূর দ্বারা তাহার এই বছীরত বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইয়াছিল।

হেদায়েত নং ৩৬ : কুদৃষ্টির অভ্যাস বাকি রাখিয়া কেহ কখনো ওলী হইতে পারে না। যিকির ও এবাদতের মধ্যেও তাহার কোন স্বাদ লাগিবে না।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, কুদৃষ্টির ইহা কি কোন কম শাস্তি যে, যিকির ও এবাদতের স্বাদ ও তৃপ্তি ছিনাইয়া নেওয়া হয়।

হেদায়েত নং ৩৭ : কুদৃষ্টি করা এমন যেন দিল গায়রুল্লাহ্কে দিয়া দেওয়া। কেননা, দিল সীনা হইতে চুরি হয় না বরং চোখের দরজা দিয়া বাহির হইয়া যায়। এ কারণেই হযরত শেখ সা'দী শীরাযী (রহ.) বলিয়াছেন–

خواہی کہ بکس دل ندہی دیدہ بہ بند

যদি তুমি চাও তোমার দিল তুমি কাহাকেও দিবে না, তাহা হইলে (সুদর্শনদের দিকে দৃষ্টিপাত হইতে) চক্ষুদ্বয় বন্ধ রাখো। কেননা,

ایں دیدہ کہ شوخ میبرد دل بکمند

দুষ্ট চাহনী অন্তরটাকে ভিতর হইতে বাহির করিয়া লইয়াই যায়।

অথচ, দিলতো তাহাকেই অর্পণ করা চাই যিনি দিল দান করিয়াছেন। এ কারণেই আল্লাহওয়ালাগণকে 'আহ্লে দিল'ও বলে। অর্থাৎ দিলওয়ালা। এ বিষয়ে অধমের একটি শে'র লক্ষণীয় :

اہل دل آنکس کہ حق را دل دہد + دل دہد اورا کہ دل را میدہد

অর্থ : তাহারাই দিলওয়ালা যাহারা নিজের দিল আল্লাহর জন্য উৎসর্গীত ও নিবেদিত করে। অর্থাৎ দিল তাহাকে অর্পণ করে যিনি এই দিল দানকারী।

এই পার্থিব ভঙ্গুর ভালবাসায় আক্রান্ত প্রেমিকের দিল কোন ধ্বংসশীল প্রেমাস্পদ যখন গ্রহণ করে (তাহার ভালবাসায় পতিত হয়) তখন হইতে তাহার পেরেশানী শুরু হইয়া যায়। কেননা, লোনা পানি দ্বারা পিপাসা নিবারণ হয় না। এই মহাসত্যকেই প্রকাশ করিয়াছেন কোন এক কবি তাহার ছোট্ট এ পংক্তিটিতে–

دل گیا رونق حیات گئی

দিল গেল, জীবনের সব স্বাদ-সৌন্দর্যই গেল।

অর্থাৎ ধ্বংসশীলদের প্রেম-ভালবাসায় আক্রান্ত হইয়া দিল তো আমার বরবাদ হইয়া গেল। এখন দিল সর্বদা অস্থিরতায় নিমজ্জিত। জীবনের সকল স্বাদ-আনন্দ, নিঃশেষ হইয়া গেল। জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত এখন অশান্তির কষাঘাতে জর্জরিত।

ইহার বিপরীতে আল্লাহওয়ালাগণ যখন নিজেদের দিল আল্লাহ্ তাআলার জন্য উৎসর্গ করেন, তখন ঐ দিলের বানানেওয়ালা আল্লাহর পক্ষ হইতে তাহাদের অন্তরে এমন এক অপার্থিব শান্তি ও তৃপ্তি দান করা হয় যাহা বড় বড় রাজা-বাদশাদের স্বপ্নেও কপালে জুটে না। সমগ্র জগৎ ঐ প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির ব্যাপারে সম্পূর্ণ বেখবর যাহা রব্বুল-আরওয়াহের (রূহের প্রতিপালকের) পক্ষ হইতে আল্লাহওয়ালাদের রূহে প্রদান করা হয়। যেই মহান পবিত্র সত্তা চিনির স্রষ্টা, যিনি চাঁদেরও সৃষ্টিকর্তা, তিন যখন কাহারো অন্তরে আপন গভীর নৈকট্য ও একান্ত সান্নিধ্য দান করেন, তো চিন্তা করিয়া দেখিবে যে, তখন সে কেমন ও কি পরিমাণ স্বাদ ও সুমিষ্টতা তাহার অন্তরে অনুভব করিবে? এবং 'কি অপূর্ব-অভিনব এক চাঁদ' সে তাহার হৃদয়ে লাভ করিবে?

یہ کون آیا کہ دھیمی پڑ گئی لو شمع محفل کی + پتنگوں کے عوض اڑنے لگیں چنگاریاں دل کی

এই কাহার আগমন হইল আমার অন্তরে, যাহার আলোতে অন্তর এতোই আন্দোলিত ও আলোকিত যে, বিশ্ব মাহ্ফিলের সব বাতিই আমার চোখে 'আলোহীন' লাগিতেছে। ঘুড়ি নয় বরং অন্তর-গগনে এশ্কের অগ্নিস্ফূলিঙ্গসমূহ উড়িতেছে।

طریق عشق میں دیکھے کوئی جولانیاں دل کی + کہ دم میں دونوں عالم سے گزر کر پہلی منزل کی

আল্লাহ্প্রেমের পথে আসিয়া দেখ যে, এই প্রেমের কী প্রচণ্ড শক্তি! কী ক্ষিপ্রতর গতি! 'মুহূর্তে'ই সে তোমাকে উভয়-জগত পার করাইয়া 'কোথায়' যাইবে। অথচ, ইহা তাহার মাত্রই 'প্রথম মনজিল'!

মোটকথা, আল্লাহওয়ালাগণ এই পুরস্কার লাভ করেন যে, তাহাদের জীবনের সৌন্দর্য ও দীপ্তি আরো বাড়িয়া যায়। আপন জীবন মাঝে তাহারা 'সত্যিকার এক জীবন' লাভ করেন। কেননা, শরীর তো টিকিয়া আছে প্রাণের কারণে। আর প্রাণ নিজের মধ্যে 'নতুন প্রাণ' লাভ করে যখন সে নিজের খালেক তথা সৃষ্টিকর্তার সহিত গভীর নৈকট্য ও গভীর সান্নিধ্যের দৌলত লাভে ধন্য হয়। অন্যথায় আল্লাহ তাআলা হইতে দূরত্বের কারণে প্রাণ স্বয়ং নিষ্প্রাণ ও নির্জীব হইয়া যায়। সুতরাং এই নির্জীব প্রাণ দ্বারা শরীরে কী-ই বা দীপ্তি ও সজীবতা লাভ হইবে? এবং তাহার জীবনে কতটুকুই বা শান্তি আসিতে পারে? কোরআন শরীফের মধ্যে এই (শান্তির) নেয়ামতেরই ঘোষণা হইয়াছে–

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"গাফ্লত ভাঙ্গিয়া খুব মনোযোগ সহকারে শোন, অন্তর একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার স্মরণেই প্রশান্তি লাভ করে।"

যাহাদের এখনো যিকিরের তওফীক হয় নাই তাহারা পরীক্ষামূলকভাবে আল্লাহওয়ালাদের নিকট কিছুক্ষণ বসিয়া দেখুক, তখন বুঝিতে পারিবে যে, ওখানে তখন শান্তির এয়ারকন্ডিশণ্ড রুমে বসিয়া আছে। ইনশাআল্লাহ তাহাদের দিলই ফয়সালা করিবে। শর্ত হইল, দিলের মধ্যে তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ-কপটতা ও শত্রুতা লইয়া যাইবে না। দিলের আয়না সাফ করিয়া যাইবে।

সুধারণা যদি নাও থাকে তবে কুধারণাও রাখিবে না। অন্তরকে সম্পূর্ণরূপে খালি করিয়া কিছুক্ষণ তাঁহাদের কথাবার্তা শুনিবে। যেভাবে মজনূর নিকট লায়লার কবরের মাটি হইতে লায়লার খোশবু আসিতে ছিল, তেমনিভাবে ঐ সকল আল্লাহওয়ালাগণের শরীর হইতে মাওলায়ে পাকের খোশবু অনুভব হইবে। কেননা, আতরের শিশি হইতেও আতরের ঘ্রাণ আসে। যেই শিশির মধ্যে মূল্যবান আতর রাখা হয় ঐ শিশিরও হেফাজত করা হয় এবং উহার যথাযথ মূল্যায়ন ও মর্যাদা রক্ষা করা হয়। আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং আউলিয়ায়ে কেরামের শরীরের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দানের নির্দেশ এ কারণেই দেওয়া হইয়াছে যে, তাঁহাদের অন্তরে মাওলায়ে কারীম রব্বুল আরশিল আযীমের সাথে সুগভীর নৈকট্য ও মজবূত বন্ধনের মণি-মুক্তা লুক্কায়িত আছে।

হেদায়েত নং ৩৮ : ছোট বাচ্চাকে যদি মায়ের কোল হইতে অন্য কেহ ছিনাইয়া লইয়া যায় তখন সে অস্থির ও পেরেশান থাকিবে। আর যদি অন্যের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া তাহার মায়ের কোলে বসাইয়া দেওয়া হয়, তখন সে কি পরিমাণ শান্তি লাভ করিবে? তো দিলের অবস্থাও ঠিক এমনই। অর্থাৎ শয়তান যখন (কুদৃষ্টির মাধ্যমে) চক্ষুর দরজা দিয়া দিলকে ছিনাইয়া লইয়া কোন গায়রুল্লাহ্‌র প্রেম-ভালবাসায় আক্রান্ত করিয়া দেয় তখন সে অস্থির ও পেরেশান থাকে। ঘুম হারাম হইয়া যায়। অনেক লোক তো অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে আত্মহত্যা করিয়াছে এবং হারাম পন্থায় মৃত্যুর শাস্তি আলাদা খরিদ করিল।

اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے
مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے

অর্থ : এখন তো অশান্তি হইলে বলে 'আমার মৃত্যু হউক' বা আমি মরিয়া যাইব। মরার পরও যদি শান্তি না পাইল, তখন আর কোথায় যাইবে?

আর যখন কোন আল্লাহওয়ালার সোহ্‌বতের বরকতে অন্তরে আল্লাহ তাআলার সহিত গভীর সম্পর্কের দৌলত নসীব হয় তখন যেন আপন দিলকে সে আল্লাহ তাআলার রহমতের কোলে বসাইয়া দিল। তো সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক রহমতওয়ালা সীমাহীন দয়া-মায়াওয়ালা মাওলা পাকের

রহমতের কোলের সম্মুখে মায়ের কোলের শান্তির কি-বা অস্তিত্ব রহিয়াছে? এ সম্পর্কে অধমের ছন্দ :

آتی نہیں تھی نیند مجھے اضطراب سے + اس کے کرم نے گود میں لیکر سلادیا

অস্থিরতা বশত: আমার ঘুম আসিতেছিল না। মাওলার রহমত আমাকে কোলে তুলিয়া ঘুম পাড়াইয়া দিয়াছে।

معذور تھا ضمیر کے اظہار پر لیکن + اختر کو تیرے درد نے پہروں بلادیا

মনের কথা ব্যক্ত করার ছিলাম আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। তোমার প্রেমের-বেদনা মাত্র কয়েক মুহূর্তকালের মধ্যে আমাকে বাকশক্তিসম্পন্ন করিয়া দিয়াছে।

হেদায়েত নং ৩৯ : কুদৃষ্টির কারণে মহব্বত ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয় এবং মহব্বত বাড়িতে বাড়িতে গভীর প্রেম-ভালবাসা তৈরি হয়। ইহার পর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিবেক নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়। তখন সে কাণ্ডজ্ঞানহীনভাবে নিজের দিলের খায়েশ ও কাম-চাহিদাকে অবৈধ পথে পুরা করিতে থাকে। অতঃপর লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়াসহ মারধর এবং জেলের সাজাও ভোগ করিতে হয়। এমনকি কখনো কতল ও ফাঁসির করুণ পরিণতির শিকারও হইতে হয়। কখনো পরিস্থিতি এত ভয়াবহ হয় যে, মৃত্যুর সময় যখন তাহাকে কালেমা পাঠ করানো হয় তখন অন্তরে যেই মুর্দারের প্রেম-ভালবাসা পুষিয়া রাখিয়াছে তাহার নামই শুধু মুখ হইতে বাহির হইতে থাকে। এইভাবে শেষ পরিণামও তাহার খারাপ হইয়া যায় এবং দুনিয়া ও আখেরাত উভয়ই ধ্বংস হয়। এ ধরনের ঘটনাবলীও হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বর্ণনা করিয়াছেন, যাহা বিভিন্ন কিতাবে উল্লেখ আছে।

হেদায়েত নং ৪০ : সুশ্রী দেহের প্রতি আবেগ ও আকর্ষণ সম্পর্কে হযরত মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

گر ز صورت بگزری اے دوستاں + گلستانست گلستان ست گلستاں

অর্থ : হে বন্ধু! বাহিরের রূপ-সৌন্দর্য পূজা হইতে যদি তুমি মুক্তি লাভ করিতে পার তাহা হইলে আল্লাহ তাআলার গভীর নৈকট্যের অসংখ্য ফুলবাগান তুমি দেখিতেই থাকিবে।

عشقہائے کز پئے رنگے بود+عشق نبود عاقبت ننگے بود

অর্থ : ক্ষণস্থায়ী রঙ-রূপের কারণে যেই ভালবাসার সৃষ্টি হয়, উহা দ্রুতই খতম হইয়া লজ্জা, অনুতাপ আর অনুশোচনার কারণ হইয়া দাঁড়ায়।

কিছু দিনের এই ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে পরীক্ষাগার (Examine priod) মনে করা চাই। কয়েকদিন কষ্ট-মুজাহাদা করিয়া গুনাহ্মুক্ত আল্লাহ্ওয়ালা যিন্দেগী লাভ করিতে পারিলে ইহাই চিরস্থায়ী শান্তি লাভের কারণ হইবে।

যখন এই পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী জীবনে ধ্বংসশীল রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি আকর্ষণ কাহাকেও পেরেশান করে, তখন দোযখের আযাবের মোরাকাবার পাশাপাশি জান্নাতেরও কল্পনা করিবে যে, মৃত্যুর আগমন দ্বারা অচিরেই এই পরীক্ষার যমানা খতম হইয়া যাইবে। অতঃপর জান্নাতের মধ্যে এমন হুরদের সহিত সাক্ষাত হইবে যাহাদের চোখ হইবে বড় বড়, টানা টানা। সকলেই ডাগর নয়না। ভীষণ প্রীতিভাজন। তাহাদের রূপ ও প্রেমাকর্ষণ হইবে অতি তীব্রতর। প্রত্যেকেই হইবে যারপরনাই প্রেয়সী, ভীষণ মায়াবিনী। সকলেই হইবে সমবয়েসী এবং নবযৌবনা। তাই, এই কষ্ট-মুজাহাদা তো মাত্র কয়েক দিনের। ইহার পর তো মজাই মজা, খুশিই খুশি।

অধমের এই ছন্দটিও মনে রাখিবে—

دنیا سے مر کے جب تم جنت کی طرف جانا

اے عاشقان صورت حوروں سے لپٹ جانا

দুনিয়া ত্যাগ করিয়া মৃত্যুর পর যখন জান্নাতে প্রবেশ করিবে তখন হে সৌন্দর্য-প্রেমিকেরা! হুরদের সাথে খুব আনন্দ-উল্লাসে মজিয়া যাইও।

আখেরাতে গিয়া সকল কামনা-বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য ক্ষণিকের দুনিয়াতে ক্ষণস্থায়ী নাজায়েয কামনা-বাসনাসমূহ খুন করা বিফল কিছুতেই নয়। হযরত মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন—

نیم جاں بستاند وصد جاں دہد+انچہ درو ہمت نیاید آں دہد

'গুনাহ হইতে বাঁচার কষ্ট-মুজাহাদার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা বান্দাদের থেকে আধা জান গ্রহণ করেন এবং উহার বিনিময়ে শত শত জান তিনি তাহাদেরকে দান করেন।'

কত না লাভজনক ব্যবসা যে, আধা জানের বিনিময়ে ঐ সীমাহীন দয়াবান মাওলার পক্ষ হইতে সাড়ে নিরানব্বই গুণ বেশি 'লাভ' পাইবে। বরং ইহার চেয়েও বেশি আরো এমন সব নেআমত তিনি দান করিবেন যাহা এই মুহূর্তে তোমাদের কল্পনায়ও আসা সম্ভব নয়।

نے ہمہ ملک جہان دوں دہد + بلکہ صد ہا ملک گونا گوں دہد

স্বীয় প্রেমিককে তিনি এই তুচ্ছ দুনিয়ার দৌলতই শুধু দান করেন না, বরং শত শত প্রকারের বাতেনী রাজ্য-রাজত্বও তাহাকে দান করেন।"

দুনিয়ার জীবনটা শুধু এইভাবে কাটানো চাই যে, আল্লাহ তাআলা যেই কাজে সন্তুষ্ট হইবেন আমরাও উহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব। এইভাবে নিজের ইচ্ছা ও পছন্দ ত্যাগ করিয়া আল্লাহ তাআলার ইচ্ছা এবং পছন্দের উপর উৎসর্গীত ও সমর্পিত থাকার স্বাদ-আনন্দ উপভোগ কর।

এ সম্বন্ধে অধমের চারটি ছন্দ :

حقیقت بندگی کی ہے یہی اے دوستو سن لو + دل پر آرزو رکھتے ہوئے بے آرزو رہنا

আল্লাহর বন্দেগী বা দাসত্বের মূলকথা ইহাই যে, অন্তরে হাজার অন্যায় আবেগ-উচ্ছ্বাস থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ্‌র হুকুমের খাতিরে হিম্মতের সহিত উহার বিপরীতে চলিবে।

علامت جذب پنہاں کی یہی معلوم ہوتی ہے- تری خاطر مری ہر سانس وقف جستجو رہنا

হে প্রিয়! তুমি যে আমাকে শুধু তোমার করিয়া রাখিতে চাও, উহার আলামত ইহাই যে, প্রতিটি নিঃশ্বাস, প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে শুধু তোমার তালাশে, তোমার সন্তুষ্টি বিধানেই তুমি ব্যস্ত করিয়া রাখিতেছ।

یہ دعوت بے زباں تو ہے مگر آتش فشاں بھی ہے + گریباں چاک ہو کر عشق حق میں کو بہ کو رہنا

আল্লাহ্‌র ভালবাসায় 'দেওয়ানা ও বিদীর্ণ হইয়া জীবন কাটানো মানুষের জীবন' কোন বয়ান বা ভাষণ ছাড়াই অন্য মানুষদের প্রাণে মাওলাপ্রেমের আগুন আর আগুন জ্বালাইতে থাকে।

جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو+کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو

হে মানুষ! কোন মাটির তরে অমূল্য এ জীবনকে তুমি মাটি করিয়া দিও না। যিনি জীবন ও যৌবনদাতা, সেই মহান প্রিয়র তরেই তোমার জীবন ও যৌবন তুমি উৎসর্গ কর।

যৌবনের জীবন-অট্টালিকার পার্থক্যের দৃষ্টান্ত

এই সর্বশেষ ছন্দটির ব্যাখ্যা হইল, দুই টাকা মূল্যের ইট যাহা দ্বারা বাড়ি বানানো হয়, কেহ উহা প্রস্তুত করে। অতঃপর উহাকে কোন মেথরের ঘরে লাগায়। একই মূল্যের আরো একটা ইট নিজের ল্যাট্রিনে লাগায়। ঐ মূল্যেরই তৃতীয় একটা ইট মসজিদের দেয়ালে লাগায়। একই মূল্যের চতুর্থ ইটটি মসজিদে নববীতে লাগায় এবং ঐ মূল্যের পঞ্চম ইটটি পবিত্র কা'বা ঘরে লাগায়। এখন তুমিই ফয়সালা কর যে, এ সকল ইট পরস্পরে মূল্যের দিক দিয়া তো বরাবর, কিন্তু ব্যবহারের স্থান ভেদে তাহাদের মর্যাদা এবং শ্রেষ্ঠত্বে কি কোন পার্থক্যের সৃষ্টি হয় নাই? ল্যাট্রিনে ব্যবহৃত ইট কি মসজিদের দেয়ালে লাগানো ইটের সমকক্ষতা ও সমমর্যাদার দাবী করিতে পারিবে?

এমনিভাবে, এই যৌবনকে যদি তাহার তুফানী গতির খাহেশাতের অধীন করিয়া দেওয়া হয়, তাহা হইলে মরণশীল পচনশীল লাশের সাথে 'যৌবনের ইট' যুক্ত হইয়া এই যৌবন মূল্যহীন হইয়া গেল। মাটির তৈরি প্রেমিক আরেক মাটির তৈরি প্রেমাস্পদের উপর উৎসর্গ হইয়া ধ্বংস হইয়া গেল। মাটি যখন মাটির উপর উৎসর্গ হয়, তখন মাটি যেন নিজেকে মাটির সাথে মিশাইয়া দিল। কবরস্থানে ছয় মাস পরে প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের কবরে তাঁহাদের পরিণতি দেখিয়া আসিতে পার। দেখিবে যে, তাহারা উভয়ে মাটি হইয়া গিয়াছে। ইহার বিপরীতে কেহ যদি এই যৌবনকে

আল্লাহ তাআলার এবাদতে নিযুক্ত করে এবং তাহার সন্তুষ্টির অধীনে পরিচালিত করে তাহা হইলে সে যেন 'যৌবনের ইট'কে আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির বালাখানায় যুক্ত করিল। ফলত: এই যৌবন কত না মূল্যবান হইবে। আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে এই তওফীক লাভের জন্য ঐ যৌবন যত শুকরিয়াই আদায় করুক না কেন, শুকরিয়ার হক আদায় করা সম্ভব নয়। কেয়ামতের দিন ঐ যুবককে আরশের নিচে ছায়া দান করা হইবে এবং কত অসংখ্য পুরস্কারে তাহাকে ভূষিত করা হইবে।

সুতরাং নিজের কামনা-বাসনা বিসর্জিত হওয়ার জন্য কোন চিন্তাই করিবে না। বরং শুকরিয়া আদায় করিবে এবং অবস্থার ভাষায় বলিবে—

سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی

হে আমার পরম প্রিয়! আপনার তরবারি পরীক্ষার জন্য বন্ধুর মাথা হাজির। এখানেই পরীক্ষা করুন। (কেননা, আপনার তরবারীর নিচে কোরবান হওয়াকে আমি আমার শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্য মনে করি।)

এই রেসালার সারকথা এই যে, কুদৃষ্টি এবং অবৈধ প্রেম-ভালবাসা আল্লাহ তাআলার আযাব। দুনিয়া ও আখেরাত উভয়টাই ধ্বংস হওয়া যাহার নিকট সহনীয়, সে-ই এই ব্যাধির চিকিৎসার ব্যাপারে অবহেলা করে। এমন রোগীদের জন্য জরুরী যে, এখনই কোন রূহানী রোগের চিকিৎসক তথা আল্লাহওয়ালা শায়খে-কামেলের নিকট নিজের অবস্থা জানাইয়া চিকিৎসা শুরু করিয়া দিবে এবং কখনো এই কথা মনে করিবে না যে, আল্লাহওয়ালাগণ আমার এ সকল নিকৃষ্ট অবস্থা শুনিয়া আমাকে তুচ্ছ ও নিকৃষ্ট জানিবে অথবা ঘৃণা করিবে। বরং এ সকল বুযুর্গানেদ্বীন এ ধরনের রোগীদের ব্যাপারে অত্যন্ত স্নেহশীল এবং দয়াপরবশ হন। তাহাদের খেদমতকে তাঁহারা নিজেদের সৌভাগ্যের বিষয় এবং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম মনে করেন। তাহাদের এ সকল অবস্থাকে 'আমানত' মনে করিয়া কোন মাখলুকের নিকট তাহা প্রকাশও করেন না। মাতা-পিতা হইতেও অধিক স্নেহ-সোহাগ, দয়া ও মেহেরবানী যদি দেখিতে চাও তাহা হইলে আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যে তাহা প্রত্যক্ষ কর।

ইনশাআল্লাহ তাআলা আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতে গুরুত্বের সাথে আসা-যাওয়া রাখা এবং তাহাদের পরামর্শের উপর আমল করাকে এই কঠিন ও বলার অযোগ্য রোগ হইতে পরিপূর্ণ মুক্তি লাভের জন্য আশ্চর্য ফলদায়ক এবং পরীক্ষিত মহৌষধ রূপে দেখিতে পাইবে।

আলহামদুলিল্লাহ! অসৎ সম্পর্ক এবং কুদৃষ্টি সম্বন্ধীয় আলোচনাটি চিকিৎসা পদ্ধতিসহ অদ্য পূর্ণ হইল। আল্লাহ তাআলা আপন রহমতে উহাকে কবুল করুন এবং উপকারী বানান। আমীন।

লেখক

মুহাম্মদ আখতার (আফাল্লাহু আনহু)

২৯ রবীউল আউয়াল ১৩৯৬ হিজরী

কুদৃষ্টি ও এশকে-মাজাযী সম্পর্কীয় আলোচনার পরিশিষ্ট এবং কয়েকটি চরিত্র সংশোধনমূলক অমূল্য ছন্দ :

ক্ষণস্থায়ী রূপ-সৌন্দর্য সম্পর্কে অধমের এই শে'র লক্ষণীয়। দুনিয়ার কবিরা 'আরেয' শব্দটি প্রেমাস্পদের চেহারার অর্থে ব্যবহার করে–

انکے عارض کو لغت میں دیکھو + کہیں مطلب نہ عارضی نکلے

মর্মার্থ : ডিকশনারী খুলিয়া দেখ, 'প্রিয়দের গাল' মানে গলিয়া যাওয়া তো নয়?!

চেহারায় দাড়ি-মোচ আসার পর কিশোর-তরুণদের ক্ষণস্থায়ী সৌন্দর্য বিলীন হওয়া সম্পর্কে অধমের এই দুইটি ছন্দের প্রতি লক্ষ্য কর–

کبھی جب سبزہ آغاز جواں تھا + وہ سالار گروہ دلبراں تھا
بڑھاپے میں اسے دیکھا گیا جب + کسی کا جیسے وہ نانا میاں تھا

যৌবনের দীপ্তিময় যাত্রালগ্নে সে যেন ছিল সকল প্রিয়জনদেরও শিরোমণি। 'বৃদ্ধ' হওয়ার পর যখন তাহার সহিত সাক্ষাত হইল, তখন তাহাকে কাহারও 'নানাজান' বলিয়া মনে হইতেছিল।

সৌন্দর্য পতনের দৃশ্য এখন অধমের এই ছন্দটির মধ্যে লক্ষ্য কর :

یہ چمن صحرا بھی ہوگا یہ خبر بلبل کو دو
تا کہ اپنی زندگی کو سوچ کر قرباں کرے

মনোহর এ গুলিস্তান হবে একদিন মরুদ্যান
কহিও খবর বুলবুলিকে; জীবন না দেয় অসাবধান।

নজর হেফাজত সম্পর্কিত অধমের শিক্ষণীয় ছন্দ :

جب سامنے وہ آگئے نابینا بن گئے
جب ہٹ گئے وہ سامنے سے بینا بن گئے

আসিল যখন সম্মুখে সেজন
বনিলাম অন্ধজন
হটিয়া গেলেই সম্মুখ হতে
মেলিনু দুই নয়ন।

অর্থাৎ চোখের আলো যাহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে আমানত তাহা না-মাহরাম নারী বা সুশ্রী তরুণের সম্মুখে ব্যবহার করিল না; বরং ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও নিজের সাময়িক ক্ষমতাকে আসল ক্ষমতাধরের হুকুমের সম্মুখে উৎসর্গ করিয়া দিল। আর যখন ভিন নারী বা সুশ্রী তরুণ সম্মুখ হইতে চলিয়া গেল তখন সে আবার চক্ষুষ্মান হইয়া গেল। অর্থাৎ হালাল স্থানে দৃষ্টিমান এবং হারাম স্থানে অন্ধ বনিয়া গেল।

কুদৃষ্টি হইতে বাঁচার পুরস্কার সম্পর্কে অধম আবারো আরয করিতেছে যে, সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহাম (রহ.) তো বলখের রাজত্ব আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করিয়াছিলেন। কিন্তু একজন দরিদ্র মিছকীন বান্দা যদি বলখের রাজত্বের তুল্য কোন সুশ্রী সূরত হইতে নিজের চক্ষু হেফাজত করে, তাহা হইলে সেও যেন বলখের রাজত্ব আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করিল। যদি বারবার নজরের হেফাজত করে তাহা হইলে প্রত্যেকবার বলখের রাজত্ব উৎসর্গ করার সওয়াব পাইবে। যদি সমগ্র পৃথিবীর বিনিময়ে হইলেও ঐ সুদর্শনকে লাভ করার প্রবল চাহিদা অন্তরে জাগে; কিন্তু

তারপরও ঐ সুদর্শন হইতে নিজের চক্ষু হেফাজত করিল, তাহা হইলে সমগ্র পৃথিবী আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করার সওয়াব লাভ করিবে। এই বিষয়টিকে সামনে রাখিয়া অধমের কিছু শিক্ষণীয় ছন্দ এখানে উল্লেখ করিতেছি। লক্ষ্য কর :

نگہ جس نے نامحرموں سے بچالی + حلاوت بھی ایمان کی اسنے پالی

যে না-মাহরাম নারী হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া রাখিল, সে ত ঈমানের মধুস্বাদ অবশ্যই পাইয়া গেল।

دیا سلطنت راہ حق میں بلخ کی + ہے شہرہ زباں پر بھی شاہ بلخ کی
مگر پی گیا جو لہو آرزو کا + نہ دیکھا کبھی چہرہ خوبرو کا
اگر شاہ ادھم سے برتر نہیں ہے + وے شاہ ادھم سے کمتر نہیں ہے

বলখের বাদশা আল্লাহ্র জন্য বাদশাহী বিসর্জন দিয়াছেন। তাই বাদশার প্রশংসা মানুষের মুখে মুখে। কিন্তু যে ব্যক্তি মনের অন্যায় অভিপ্রায়ের বিরোধিতা করিয়া স্বীয় কলিজার রক্তই যেন চুষিয়া খাইল, কোনক্রমেই কোন নিষিদ্ধ মুখপানে তাকাইয়া দেখিল না, সেই ব্যক্তি বলখের বাদশার চেয়ে ঊর্ধ্বের না হইলেও তাঁহার চেয়ে 'নীচু' কিছুতেই নয়।

جو دل روکش غیر حق ہو رہا ہے + فقیری میں شاہ بلخ ہو رہا ہے

যে গায়রুল্লাহ্ হইতে দূরে সরিতেছে, 'ফকীরী মতে' সে বলখের বাদশাহ তথা 'নৈকট্যের মুকুটধারী সম্রাট' হইতে চলিয়াছে।

مہ وشمس سے دست بردار ہو کر + میں پہنچا خدا تک سردار ہو کر

চন্দ্র-সূর্যের মত সুন্দর মুখ সমূহ হইতে মুক্ত থাকার কঠিন কষ্ট স্বীকার করিয়া বস্তুত: আমি যেন 'মোজাহাদার' ফাঁসির-কাষ্ঠে জীবন দিয়া আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিয়া গিয়াছি।

ہوئی تیغ حق سے شہادت کسی کی + نہیں جس پہ لیکن شہادت کسی کی
مگر دل کے اندر لہو آرزو کا + خدا نے تو دیکھا یہ منظر لہو کا
قیامت کے دن باطنی یہ شہادت + کریگی شہیدوں کے صف میں اقامت

মাওলার এক বান্দা মাওলার 'হুকুমের তলোয়ার' দ্বারা শহীদ হইয়া গিয়াছে। যদিও তাহার এই শাহাদতের কোন সাক্ষী নাই; কেহ দেখে নাই। কিন্তু যেই মহান আল্লাহ্‌র জন্য মনের অন্যায় আবেগ-উচ্ছ্বাসের সে রক্ত ঝরাইয়াছে, হৃদয়ের সেই 'রক্তাক্ত দৃশ্য' তিনি ত নিশ্চয় দেখিয়াছেন। তাই, এই 'বাতেনী শাহাদত' কিয়ামতের দিন শহীদদের কাতারে অবশ্যই তাহার স্থান করিয়া দিবে।

جس عاشق کا سر ہو ترے تیغ سے خم + عجب کیا کہ ہو رشک سلطان ادہم

যেই প্রেমিকের মস্তক হে প্রিয়! তোমার হুকুমের তরবারি-তলে ঝুকিয়া পড়ে, সে যদি সুলতান ইবরাহীম ইবনে আদহামের নজরেও ঈর্ষণীয় হইয়া যায়, তাহাতে তাজ্জবের কি আছে?

এই ছন্দগুলি সম্প্রতি হিন্দুস্তান ছফরে (হায়দ্রাবাদ থাকাকালে) তৈরি হইয়াছে।

একটি ছন্দ ফজরের নামাযের পর প্রস্তুত হইয়াছে তাহা ছালেকের (আল্লাহর রাস্তার পথিকের) কষ্ট-সাধনার উপর উচ্চ প্রতিদানের সুসংবাদ বহন করে। তাহা এই :

ہائے جس دل نے پیا خون تمنا برسوں + اسکی خوشبو سے یہ کافر بھی مسلماں ہونگے

হায়! যে অন্তর বছরের পর বছর ধরিয়া সকল হারাম ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষার রক্ত পান করিয়াছে– উহাকে দমন করিয়া চলিয়াছে, সেই হৃদয়ের খোশবু পাইয়া কাফেরেরাও মুসলমান হইয়া যাইবে।

নিজের আরযু-আকাঙ্ক্ষা খুন করার পুরস্কার

যেই ছালেক নিজের চক্ষুর হেফাজতের লক্ষ্যে দিলের অবৈধ কামনা-বাসনাকে খুন করে, তাহার এই মুজাহাদার বরকতে আল্লাহ তাআলা তাহার সীনাতে আপন ভালবাসার ব্যথাভরা দিল দান করেন। তাহার কথার মধ্যে, তাহার ওয়াজ-নসীহতের মধ্যে প্রভাব দান করেন। যাহার ফলে অন্যদের অন্তরও তাহার কথায় আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভের জন্য অস্থির হইয়া ওঠে। বিশেষ করিয়া যেই ছালেক যৌবন কাল হইতেই আল্লাহ তাআলার বাধ্যগত থাকে এবং নিজের যৌবনকে ঐ মহান পবিত্র সত্তার উপর উৎসর্গ করে।

جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو
کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو

যৌবন তাহার তরে উৎসর্গ কর যিনি যৌবন দানকারী। কোন মাটির তরে জীবনটাকে তুমি মাটি করিয়া ফেলিও না।

سنبھل کر رکھ قدم اے دل بہار حسن فانی میں
ہزاروں کشتیوں کا خون ہے بحر جوانی میں

হে মন! ধ্বংসশীল রূপ-লাবণ্যের এই ক্ষণস্থায়ী জগতে তুমি সাবধানে কদম রাখ। কারণ, তোমার যৌবন-সমুদ্রে হাজারো জাহাজ পরিমাণ রক্ত ঢেউ খেলিতেছে।

সুতরাং নিজের কোন আরযু-আকাঙ্ক্ষা যখন শরীয়তের খেলাফ হইবে ঐ আরযুকে তখন খুব প্রতিহত করা চাই তথা অত্যন্ত মজবুতভাবে নফছের মোকাবেলা করা চাই। ইহা এমন এক 'জেহাদে-আকবর' (সবচাইতে বড় জেহাদ) যাহা ছালেককে আজীবনই চালাইয়া যাইতে হয়। কিন্তু ঐ মুজাহাদার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলার মহব্বতের যেই ব্যথাভরা দিল নসীব হয় তাহার খোশবু স্বয়ং ঐ ছালেককেও মুগ্ধ-মোহিত-নেশাগ্রস্ত করে এবং তাহার নিকট যাহারা বসে তাহারাও জ্বলা-ভুনা হৃদয়ের সোহ্বতে আল্লাহর তাআলার মহব্বতের এক মধুময় ব্যথা লাভ করে। যেই মূল্যবান দৌলত

সম্পর্কে হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেছে-দেহ্লবী (রহ.) এইভাবে খবর দিয়াছেন যে, আমি আমার সিনাতে এক ব্যথাভরা দিল রাখি যাহার মধ্যে আল্লাহ তাআলার মহব্বতের মণি-মুক্তা সংরক্ষিত আছে। সিনার ঐ অক্ষয় দৌলতের সামনে পৃথিবীর বুকে এবং এই আসমানের নিচে এমন কে আছে যে আমার চাইতেও ধনী?

دلے دارم جواہر پارۂ عشق ست تحویلش
کہ دارد زیر گردوں میر سامانے کہ من دارم

হযরত মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

ملک دنیا تن پرستاں را حلال + ما غلام عشق ملک لازوال

অর্থ : দুনিয়ার রাজত্ব দুনিয়া পূজারীদের জন্য উৎসর্গ হোক। কিন্তু আমরা তো আল্লাহ তাআলার মহব্বতের চিরস্থায়ী রাজত্বের গোলাম।

আল্লাহ তাআলার আশেক-দেওয়ানাদের কথার মধ্যেও প্রেমের ব্যথা মিশ্রিত থাকে। উপরোক্ত সকল বিষয়কে সম্মুখে রাখিয়া এই ছন্দটির প্রতি লক্ষ্য কর ঃ

ہم نے لیا ہے داغ دل کھو کے بہار زندگی + اک گل تر کے واسطے میں نے چمن لٹا دیا

অর্থ : স্বেচ্ছাচারী আনন্দ-ফূর্তি ত্যাগ করিয়া অন্তরকে আমি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করিয়াছি। 'একটি প্রিয় ফুলের জন্য' জগতের তাবৎ ফুলবাগানই আমি বিসর্জিত করিয়াছি। – (আছ্গর গোণ্ডবী রহ.)

আল্লাহ তাআলার আশেকদের কথার মধ্যে যে প্রভাব ও আকর্ষণ থাকে এবং ব্যথাভরা হৃদয় হইতে তাহাদের কথা বাহির হয়, ইহার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু ছন্দ যাহা এলাহাবাদে তৈরি হইয়াছিল এখানে উল্লেখ করা হইতেছে।

گرہ راز شریعت کھولتی ہے + زبان عشق جب کچھ بولتی ہے

এশ্‌কের যবান যখন কথা বলে, তখন শরীঅতের বহু ভেদের কপাট সে খুলিয়া দেয়।

خرد ہے محو حیرت اس زباں سے + بیاں کرتی ہے جو آہ و فغاں سے

মাওলাপ্রেমিক যখন বেদনার আগুনে জ্বলিয়া কিছু বলিতে থাকে, সেই বয়ান শুনিয়া সকল বিদ্বান ও জ্ঞানীরাও বিস্ময়াভিভূত হইয়া যায়।

جو لفظوں سے ہوئے ظاہر معانی + وہ پا سکتے نہیں درد نہانی

শব্দ ও বাক্য দ্বারা যতটুকু অর্থ প্রকাশ পায় তাহা মাওলাপ্রেমিকের হৃদয়-গভীরের বেদনা প্রকাশ করিতে একেবারেই অক্ষম।

لغت تعبیر کرتی ہے معانی + محبت دل کی کہتی ہے کہانی

'অভিধান' শব্দের অর্থ বলে। আর 'মহব্বত' অন্তরের ভিতরের মর্ম তুলিয়া ধরে। তাই, প্রেমিকের কথা হইল 'মহব্বতের আগুন'।

کہاں پاؤ گے صدرا بازغہ میں + نہاں جو غم ہے دل کے حاشیہ میں

প্রেমিকের হৃদয়-কোণে যেই বেদনা লুক্কায়িত আছে তাহা তোমরা তর্কশাস্ত্রে কিংবা দর্শনশাস্ত্রের গ্রন্থাদিতে কোথাও খুঁজিয়া পাইবে?

বৃদ্ধ মানুষেরও উচিত যে, নিজের নফছকে যেন বৃদ্ধ মনে না করে। সর্বদা নফছের ব্যাপারে সতর্ক থাকিবে। নফ্‌ছের হারাম চাহিদায় কখনো বার্ধক্য আসে না। এ সম্পর্কে অধমের ছন্দ লক্ষ্য কর :

مت دیکھنا سفیدئی ریش دراز کو + ہے نفس نہاں ریش مسوّد لئے ہوئے

কাহারও দীর্ঘ সাদা দাড়ি দেখিয়া তুমি ধোকাগ্রস্ত হইও না। কারণ, ভিতরে তাহার নফ্‌ছের দাড়ি এখনও ঘোর কালো। দেহ বৃদ্ধ হইলেও নফছ্ কিন্তু বৃদ্ধ হয় না।

আল্লাহর আশেক-দেওয়ানাদের সোহ্‌বতে যেই দিনগুলি কাটে উহাকে গনীমত মনে করা চাই। অধম আখতার আরয করিতেছে যে, যাহার এই বাসনা হয় যে, জান্নাতের স্বাদ দুনিয়াতেই গ্রহণ করিবে, তবে তাহার জন্য উচিত সে যেন কোন আল্লাহওয়ালার সোহ্‌বতে বসে। আল্লাহ তাআলার

আশেকদের সোহ্বতে ইনশাআল্লাহ এমন শান্তি লাভ হইবে যাহা রাজা-বাদশাদের স্বপ্নেও লাভ করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কিত অধমের একটি ছন্দ :

میسر چوں مرا صحبت بہ جان عاشقاں آید
ہمیں بینم کہ جنت برزمیں از آسماں آید

অর্থ : যখন আল্লাহ তাআলার আশেকদের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয় তখন আমার এমন অনুভব হয় যে, জান্নাত যেন আসমান হইতে যমীনে অবতরণ করিয়াছে।

আল্লাহ্ওয়ালাগণের সান্নিধ্য অর্জনের স্বাদ ও মজাকে অধম তাহার কয়েকটি ছন্দে এভাবে ব্যক্ত করিয়াছে :

اف مری جنت کے وہ لیل ونہار
ہائے تیرا در وہی تیرا دیار

হায়! আমার সেই জান্নাতী রাত-দিন– হে মোর্শেদ! হে মাওলাপ্রেমিক, তোমার দুয়ার, তোমার আস্তানা, তোমারই সেই ঠিকানা।

یہ خزاں ہو جائے میری پر بہار
گر میسر ہو مجھے دربار یار

আমার সকল অশান্তি ও দূরত্বের হেমন্ত শান্তি ও নৈকট্যের বসন্ত হইয়া যাইবে যদি তোমার দরবারের হাযিরা আমার নসীব হইয়া যায়।

ہاں بنام جام مے ومیکدہ
اپنے رندوں کو نہ بھول اے ساقیا

হে মহব্বতের শরাব পরিবেশক মোর্শেদ! মাওলার মহব্বত ও মহব্বতের আস্তানার উছীলা দিয়া প্রার্থনা, তুমি তোমার পাপী ভক্তদের ভুলিয়া যাইও না।

اے تو صد مینا وصد جام وسبو
اے تو تنہا میکدہ از فیض ہو

হে মোর্শেদ! শরাবে-এশ্কে-এলাহীর তুমিই বোতল, তুমিই পেয়ালা, তুমিই ভরা-মটকা। যিকিরের ফয়েয-বরকতে তুমি নিজেই মহা ‘শরাবখানা’।

آہ جب سنتا ہوں میں کوئل کی کو
تیز ہو جاتی ہے میری ہائے ہو

আহা! যখন আমি কোকিলের কুহু-কুহু শুনি, আমার বুকের হায়-হু তখন তীব্রতর হইয়া যায়। প্রিয়র জন্য প্রাণবেদনা ভীষণভাবে বাড়িয়া যায়।

اے تو خنداں درمیاں گلہائے ہو
من پریشاں در غم صحرائے ہو

হে দেওয়ানা! 'হূ-আল্লাহু'র বেশুমার ফুলের মধ্যে তুমি হাস্যোজ্জ্বল ও আনন্দবিহ্বল। আর আমি গুনাহ্গার 'হূ-আল্লাহু'র (কব্য্পীড়িত) এক কষ্টকর মরুভূমিতে পেরেশান জীবন কাটাইতেছি।

بہر راز سرمدی و راز ہو
من ترا جویم حبیبا کو بہ کو

হযরত ছরমদের মত আল্লাহ্প্রেমিকদের গুপ্তধন ও আল্লাহর স্মরণে নিমগ্নতার 'অমূল্য ভেদ' লাভের জন্য হে প্রিয়! আমি তোমাকে গলি-গলিতে খুঁজিয়া ফিরিতেছি।

عاشقان حق کی صحبت کی مٹھاس
پاؤ گے جب چھوڑ دو دنیا کی گھاس

হে মানুষ! আল্লাহর ওলীদের সম্পর্ক ও সান্নিধ্যের অমিয় স্বাদ তোমরা তখন পাইবে যখন তোমরা 'দুনিয়ার ঘাস-কুটা' ত্যাগ করিয়া দিবে।

مر کے تو چھوڑو گے آخر دوستو
زندگی ہی میں اسے تم چھوڑ دو

আমার বন্ধুগণ! মরিয়া তো এসব ছাড়িতেই হইবে। অতএব, জীবিত থাকিতেই ছাড়িয়া দাও।

دل ہے جسکا گھر اسے آنے تو دو
گھر نہیں جن کا انہیں جانے تو دو

এই অন্তর যাহার ঘর তাহার ঘরে তাহাকে আসিতে তো দাও। যাহাদের ঘর নয় তাহাদিগকে এই ঘর হইতে বাহির তো করিয়া দাও।

خالق عالم ہو دل میں آشکار

دیکھنا پھر دل کے عالم کی بہار

জগতস্রষ্টা যখন হৃদয়-জগতে আসন নিবেন, তখন দেখিও 'শান্তির জগত' কি জিনিস?

اہل دل کے درد دل کا گلستاں

درسگاہ غم برائے عاشقاں

আল্লাহ্‌প্রেমিকদের 'প্রেমবেদনার ফুলবাগান' প্রেমাগ্রহীদের জন্য 'বেদনা' অনুশীলনের পাঠশালা।

شرح غم بھی مجھ سے سن لو دوستو

ہاں مگر پہلے کلیجہ تھام لو

ہاں مگر جس کو خدائے پاک دے

درد دل بہر دل غمناک دے

دوستو یہ غم غم دنیا نہیں

یہ وہ غم ہے جو نہیں ملتا کہیں

مست کرتا ہے جو جان انبیاء

ہے وہی غم تو ہمارا مدعا

এই বেদনার ব্যাখ্যা তোমরা আমার নিকটই শুনিয়া লও। তবে, এজন্য প্রথমে নিজেকে তুমি সামলাইয়া নাও। আল্লাহ্ যাহাকে এই ব্যথা দান করেন, ব্যথিত-প্রাণ নিয়া বাঁচিয়া থাকার জন্যই এ প্রাণবেদনা দান করেন। আমার বন্ধুগণ! এই ব্যথা কোন পার্থিব ব্যথা নয়। পৃথিবীর কোথাও তাহা তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। ইহা সেই 'প্রাণবেদনা' যাহা স্বয়ং নবী-রসূলগণের প্রাণকে নেশা-বিভোর করিয়া রাখে।

سینہ جو اس درد سے اپنا بھرے

کیوں نہ پھر حق پر جیے حق پر مرے

সীনাকে যে এই প্রাণবেদনায় পূর্ণ করে, নিশ্চয় সে আল্লাহ্‌র জন্যই বাঁচিবে এবং আল্লাহর জন্যই জীবন দিবে।

زندگی بے دوست کیا ہے زندگی
زندہ ہے درگور ایسی زندگی

'পরমপ্রিয়'কে ব্যতীত এই জিন্দেগী কোন জিন্দেগী? এমন জিন্দেগী তো 'কবরস্থ জিন্দেগী।'

কুদৃষ্টি ও কুসম্পর্ক হইতে মুক্তি লাভ এবং আল্লাহর ওলী হওয়ার পদ্ধতি

চারটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত ঃ

১. তাকওয়া অর্জন করা (অর্থাৎ প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সকল প্রকার গুনাহ্ হইতে বাঁচা এবং ফরয, ওয়াজিব ও সুন্নতে-মুআক্কাদাগুলি ঠিক ঠিক মত আদায় করা)।

২. কোন মুত্তাকী (আল্লাহওয়ালা) বান্দার সোহ্বতে (সান্নিধ্যে) বারবার হাজির হওয়া। বরং কিছুদিন তাহার সাহচর্যেই কাটানো; যাহার সর্বনিম্ন মেয়াদ চল্লিশ দিন এবং বেশি হইতে বেশি ছয় মাস। যদি এতটা সুযোগ না থাকে তাহা হইলে যতটুকু সময় পাওয়া যায় উহাকে গণীমত মনে করিবে। এখানে মুত্তাকী বান্দা দ্বারা উদ্দেশ্য হইল, এমন কামেল মোর্শেদ যিনি অপর কোন কামেল মোর্শেদ হইতে এজাযত (খেলাফত) প্রাপ্ত।

৩. ঐ মুত্তাকী বান্দার সান্নিধ্যে উপকার লাভ করা নির্ভরশীল ইহার উপর যে, নিজের সকল অবস্থা তাহাকে জানাইবে। অতঃপর তাহার পক্ষ হইতে যেই পরামর্শ লাভ হয় উহার পূর্ণ অনুসরণ করিবে।

چار شرطیں لازمی ہیں استفادہ کے لئے
اطلاع واتباع واعتقاد و انقیاد

মোর্শেদের নিকট হইতে উপকৃত হওয়ার জন্য চারটি শর্ত অবশ্য পালনীয় ঃ

১. এত্তেলা' অর্থাৎ নিজের ভাল-মন্দ অবস্থাদি জানানো।

২. এত্তেবা' অর্থাৎ সে ক্ষেত্রে তিনি যে পরামর্শ দেন তাহা অনুসরণ করা, তদনুযায়ী চলা।

৩. এ'তেমাদ বা এ'তেকাদ অর্থাৎ তাঁহার প্রতি পূর্ণ আস্থা পোষণ করা।

৪. এন্‌কিয়াদ অর্থাৎ আন্তরিকভাবে তাঁহার পূর্ণ অনুগত ও বাধ্যগত হইয়া থাকা।

৫. কামেল শায়খের পরামর্শের উপর আমল করিতে গিয়া যে সকল কষ্ট-মুজাহাদা করিতে হয় উহাকে বরদাশত করিয়া লইবে। এ সকল কষ্ট-মুজাহাদা মাত্র কয়েকটা দিন। ইহার পর তো হাসিই হাসি, খুশিই খুশি।

چند روز ے جہد کن باقی بخند

"কয়েকটা দিন একটু কষ্ট কর। ইহার পর আজীবন আনন্দ-উল্লাস কর।"

চমৎকার এক ঘটনা

আমাদের পরম প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ্ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর এক মুরীদ যে কুদৃষ্টির কঠিন বিমারীতে আক্রান্ত ছিল, দোকানে কাপড়ের ব্যবসা করিত। হযরত তাহার জন্য প্রতিটি কুদৃষ্টির উপর পাঁচ টাকা জরিমানা নির্ধারণ করিলেন এবং ইহাও লিখিলেন যে, এই জরিমানা নিজে পরিশোধ করিবে না বরং হারদুঈতে মজলিসে দা'ওয়াতুল হকের নামে পাঠাইয়া দিবে। নিজে খরচ করিলে উপকার হইবে না। ব্যস, এই এলাজ এত উপকারী প্রমাণিত হইয়াছে যে, মাত্র দশ দিন পর তাহার চিঠি আসিল যে, দশ দিনের মধ্যে একবারও কুদৃষ্টি হয় নাই। বস্তুত: আল্লাহওয়ালাদের পরামর্শের মধ্যে বরকত রহিয়াছে। কেহ যদি নিজে নিজেই এই জরিমানা নির্ধারণ করিয়া লয়, তাহাতে কাজ হইবে না।

আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে এমন নিয়মই চালু আছে যে, যখন কোন 'ছাহেবে নিছ্‌বত' তথা আল্লাহওয়ালা কামেল শায়খের মাধ্যমে চিকিৎসা করানো হয় তখন উপকার লাভ হয়। আল্লাহ তাআলা রোগ-মুক্তির যেই পন্থাই তাহার কলম দ্বারা বা যবান দ্বারা বাহির করান উহা এলহামের মাধ্যমে হয়। এই কারণে উহার মধ্যে বরকত থাকে। বরং অনেক সময় কারামত স্বরূপ এই চিকিৎসাপত্র তীরের মত লক্ষ্য ভেদ করে। (অর্থাৎ একশত ভাগ নির্ভুল ও দ্রুত কার্যকরী হয়।) আর আওলিয়ায়ে কেরাম হইতে কারামত প্রকাশ হওয়ার বিষয়টি তো কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত।

আরও একটি ঘটনা

এক ব্যক্তি অত্যন্ত দুশ্চরিত্র ও কুদৃষ্টিবাজ ছিল। শাহ্‌ওয়াতের (কামরিপুর) গুনাহে রাত-দিন ডুবিয়া ছিল। অতঃপর কোন আল্লাহওয়ালার মাধ্যমে নিজের নফছের এসলাহের তওফীক হইল। পূর্বে তো লোকেরা তাহাকে অত্যন্ত খারাপ বলিত। সেও লাঞ্ছিত হইয়া ঘোরাফেরা করিত। নফছের এসলাহ্ এবং তাকওয়া অর্জনের পর ঐ সকল লোকেরাই তাহাকে ইজ্জত-সম্মান করিতে লাগিল। তাহার দ্বারা দোআ করাইতে লাগিল। কেননা, যেই নদীতে পানি আসে তাহার শান ও মর্যাদাই ভিন্ন হয়। অল্প দূর হইতে বাতাসের সাথে ভাসিয়া আসা শীতলতাই বলিয়া দেয় যে, এই নদী পানিতে ভরপুর টইটুম্বর হইয়া আছে। ইহার বিপরীতে যেই নদী পানিশূন্য ও শুষ্ক থাকে সেখানে ধুলা উড়িতে থাকে।

তেমনিভাবে যেই দিল আল্লাহ তাআলার মহব্বতের ব্যথা শূন্য ও বঞ্চিত, তাহা উজাড় ও বিরান হইয়া থাকে। শুকনা চৌচির মরুভূমিতে পরিণত হয়। আর যেই দিল আল্লাহ্ তাআলার খাছ নূর লাভে ধন্য হয় সেই দিল আল্লাহ্ তাআলার সহিত গভীর সম্পর্কের বরকতে সদা সতেজ-সজীব এক ফুলবাগান হইয়া থাকে। ঐ হৃদয়ে সর্বদা এমন শান্তি ও আনন্দ ধারা প্রবাহিত হইতে থাকে যাহা রাজা-বাদশাদের স্বপ্নেও লাভ করা সম্ভব নয়। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

باز آمد آب من در جوئے من

باز آمد شاہ من در کوئے من

আমার হৃদয়-নদীতে পুনরায় আমার কাঙ্ক্ষিত জোয়ার আসিয়া গিয়াছে। আমার হৃদয়-গলিতে আবার আমার হৃদয়রাজের বিচরণ শুরু হইয়াছে।

মোটকথা, তাকওয়ার বরকতে ঐ সমস্ত লোকেরাই এখন সম্মান করিতে লাগিল যাহারা তাহার অপরাধ-অপকর্মের কারণে তাহাকে নিকৃষ্ট ভাবিত এবং তাহার বিরুদ্ধে সমালোচনা করিত। যেহেতু লোকটি ওলী হওয়ার ফয়সালা ছিল। এ কারণে সে সমালোচকদের উদ্দেশে বলিত–

میرے حال پر تبصرہ کرنے والو

تمہیں بھی اگر عشق یہ دن دکھائے

অর্থ : হে আমার অবস্থার উপর সমালোচনাকারীরা! 'মাওলার প্রেম' কোনদিন যদি তোমাদেরকেও এইদিন দেখায়! (তখন বুঝিবে সব)।

একদিন সেই মুহূর্তও আসিল যখন তাহার বিজ্ঞ শায়েখ তাহাকে বায়আতের অনুমতিও দান করিলেন এবং তাহার দ্বারা অন্যদের মাঝে ফয়েয পৌঁছিতে লাগিল। তখন সে আপন শায়খের শুকরিয়া এমন ভাষায় আদায় করিল যাহাকে অধম ছন্দে রূপ দান করিয়াছে :

مری رسوائیوں پر آسماں رویا زمیں روئی
مری ذلت کا لیکن آپ نے نقشہ بدل ڈالا

আমার অপমানিত ও লাঞ্ছিত দশা দেখিয়া আসমান কাঁদিয়াছে, যমিনও কাঁদিয়াছে। কিন্তু হে মোর্শেদ! আপনি আমার সেই লাঞ্ছিত জীবনের চিত্রই পাল্টাইয়া দিয়াছেন।

بہت مشکل تھا میرے نفس امارہ کا چت ہونا
تری تدبیر الہامی نے اسکا سر کچل ڈالا

আমার ঘৃণ্যমন্ত্রদাতা 'নফ্‌ছে আম্মারা'কে ধরাশায়ী করা তো ভীষণ কঠিন ব্যাপার ছিল। হে মোর্শেদ! আপনার 'এলহামী চিকিৎসা' উহার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিয়াছে।

এই বিষয়টিকেই অধম আরো কিছু ছন্দে এইভাবে প্রকাশ করিয়াছে যাহা এক দোস্ত সাইয়েদ ছাহেব সম্পর্কে রচিত :

خوبرویوں سے ملا کرتے تھے میر + اب ملا کرتے ہیں اہل اللہ سے
مت کرے تحقیر کوئی میر کی + رابطہ رکھتے ہیں اب اللہ سے

যে ভদ্রলোকটি আগে সুশ্রীমুখদের নিকট আসা-যাওয়া করিতেন, এখন তিনি ওলীআল্লাহ্‌দের নিকট যাতায়াত করেন। তাই কেহ তাঁহাকে ঘৃণা করিও না। তিনি যে এখন স্বয়ং আল্লাহ্‌র সহিত গভীর সম্পর্কওয়ালা।

সুশ্রী বালকদের সহিত অবৈধ সম্পর্ক বিষয়ে কিছু মোবারক বাণী

১. হযরত আবূ হুরায়রাহ (রা.) হইতে বর্ণিত, রাসূলে-আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, কোন আম্‌রদের (সুশ্রী বালক-তরুণের) উপর দৃষ্টি স্থির রাখিও না।

২. হযরত আনাছ (রা.) হইতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, শাহজাদাগণ হইতে বাঁচ। (অর্থাৎ সুশ্রী কিশোর-তরুণ হইতে।) কেননা, তাহারা কুমারী মেয়েদের চেয়েও বেশী মারাত্মক ফেতনা।

৩. হযরত উমর (রা.) বলেন, কোন আলেমের জন্য কোন হিংস্র প্রাণীকে আমি এতটা আশঙ্কাপূর্ণ মনে করি না যতটা সুশ্রী ছেলেদেরকে আশংকাপূর্ণ মনে করি।

৪. হযরত সুফিয়ান ছওরী (রহ.) বলেন, মহিলার সাথে একটি শয়তান থাকে, আর সুদর্শন বালকের সাথে থাকে দুইটি শয়তান।

৫. ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, এক বুযুর্গ বলিয়াছেন, কোন আবেদের দিকে সিংহের রোখ করাকে এতটা ভয়াবহ মনে করি না, যতটা সুশ্রী বালকের ব্যাপারে আশঙ্কা করি।

৬. এক বুযুর্গ বলেন, প্রত্যেকবার কুদৃষ্টির কারণে শয়তানের এক-একটা তীর বিদ্ধ হয়। এখন যদি দ্বিতীয়বার এই খেয়ালে দেখে যে, আরেকবার ভালভাবে দেখিয়া দিলকে খুব শান্ত ও পেরেশানীমুক্ত করিয়া নিব। যাহাতে আরও দেখার আগ্রহই খতম হইয়া যায়। এরূপ ধারণা করা সম্পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা ও বোকামী। ইহাতে দেখার আগ্রহ ও পিপাসা খতম হওয়ার স্থলে আরো বেশি বৃদ্ধি পাইবে। কেননা, একবার তীরের আঘাতের পর দ্বিতীয়বার আঘাত খাওয়া যখমকে নিরাময় করে না বরং যখমকে আরো গভীর করে। কথাগুলি ভালভাবে বুঝিয়া লও। সারকথা এই যে–

گر گریزی بر امید راحتے + زاں طرف ہم پیش آید آفتے

ہیچ کنجے بے دو و بے دام نیست + جز بخلوت گاہ حق آرام نیست

অর্থ : আল্লাহ্ তাআলাকে ছাড়িয়া শান্তি লাভের আশায় পৃথিবীর যেখানেই তুমি যাও না কেন, সেখানে শুধু অশান্তিই অশান্তি এবং মুসীবতই মুসীবত দেখিতে পাইবে। কোন একটিস্থানও ফেতনা ও পেরেশানী হইতে মুক্ত নাই। তবে ঐ নির্জন স্থান যেখানে আল্লাহ্ তাআলাকে স্মরণ করা হয় একমাত্র সেখানেই আছে আরাম ও শান্তি। বড় এক বুযুর্গ বলেন :

خدا کی یاد میں بیٹھے جو سب سے بے غرض ہو کر
تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیماں تھا

'সকল স্বার্থমুক্ত ও মোহমুক্ত হইয়া যখন 'আল্লাহ্‌র স্মরণে' বসি, আমার গরীবানা চাটাইও তখন 'তখতে সুলায়মানী' হইয়া যায়।'

তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন—

پھرتا ہوں دل میں یار کو مہماں کیے ہوئے
روئے زمیں کو کوچۂ جاناں کیے ہوئے

প্রিয় মাওলাকে আমি 'মেহমান' রূপে আমার হৃদয়ে লইয়া ঘুরি। যেখানেই যাই, সমগ্র পৃথিবীকে আমি 'প্রিয় মাওলার গলি' বানাইয়া ঘুরি।

প্রিয়কে মম 'হৃদয়ে আসীন' করিয়া ভুবনে চলি
জগতটা তাই মোর নয়নে শুধুই প্রিয়র গলি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতা-মূর্খতার বিমারী

এক নং হাদীছ : হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, দুনিয়া অভিশপ্ত এবং দুনিয়াতে যাহা কিছু রহিয়াছে সবই অভিশপ্ত (আল্লাহ তাআলার রহমত হইতে বঞ্চিত)। তবে আল্লাহ তাআলার স্মরণ ও যিকির, উহার নিকটবর্তী জিনিস এবং আলেম ও তালেবে-এল্‌ম ব্যতীত। (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ্ শরীফ)

ফায়েদা : আল্লাহ তাআলার যিকিরের জন্য যে সকল বস্তু সহায়ক যেমন– পানাহার, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং জীবন যাপনের জন্য সকল আবশ্যকীয় উপকরণ ইত্যাদি। এইসব কিছু যিকিরের নিকটবর্তী। এমনিভাবে আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম হওয়ার কারণে সমস্ত এবাদত-বন্দেগীও যিকিরের অন্তর্ভুক্ত। উভয় অবস্থায়ই দ্বীনী এলেম যিকিরের মধ্যে শামিল। কেননা, এলমে-দ্বীনই আল্লাহ তাআলার যিকিরের প্রতি উৎসাহিত করে। এলমে-দ্বীন ব্যতীত আল্লাহ তাআলার পরিচয় লাভ করা সম্ভব নয়। এলমে-দ্বীনের এতটা প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব থাকা সত্ত্বেও আলেম ও তালেবে-এলেমকে বিশেষ গুরুত্ব ও মর্যাদার কারণে পৃথকভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, যাহাতে উম্মত বুঝিতে পারে যে, এলমে-দ্বীন অনেক বড় দৌলত। (এলমে দ্বীনই 'প্রকৃত জ্ঞান'। ইহা ব্যতীত সকল জ্ঞানই শাস্ত্র বিশেষ।)

এক হাদীসে বর্ণিত আছে যে, একমাত্র আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্যে এলমে-দ্বীন শিক্ষা করা আল্লাহ তাআলার ভয়ের অন্তর্ভুক্ত। এলমে-দ্বীনের তালাশে কোথাও যাওয়া এবাদত। উহাকে মুখস্ত করা তাছবীহ। এলমী কোন বিষয়ের সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা করা জেহাদের অন্তর্ভুক্ত। উহা শিক্ষাদান করা ছদকা। এলমের হকদারদের জন্য এলেম খরচ করা আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের কারণ। কেননা, এলমেদ্বীন জায়েয না-জায়েয সম্পর্কে জানার নিদর্শন। জান্নাতের রাস্তার আলোকিত স্তম্ভ। অস্থিরতায় প্রফুল্লতা দানকারী। সফরের সঙ্গী। (সফরে কিতাব পাঠ করা উভয় ফায়দা

দানকারী।) একাকীত্বে কথোপকথনকারী বন্ধু। দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-আনন্দে পথপ্রদর্শক। শত্রুর বিরুদ্ধে হাতিয়ার। ইহার দ্বারা আল্লাহ তাআলা উলামাদের এক জামাতকে উচ্চমর্যাদাশালী বানান, যাহারা মানুষদিগকে কল্যাণের দিকে ডাকিতে থাকেন। তাহারা এইরূপ 'অনুসরণীয়' হন যে, তাহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা হয়। তাহাদের কর্মসমূহের অনুকরণ করা হয়। তাহাদের সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করা হয়। ফেরেশতাগণ তাহাদের সাথে বন্ধুত্বের আগ্রহ করেন এবং (তাহাদের বরকত লাভের জন্য অথবা মহব্বতের কারণে) ফেরেশতাগণ নিজেদের ডানাসমূহ তাহাদের উপর মলেন। পৃথিবীর জল ও স্থলের সকল বস্তু তাহাদের মাগফেরাতের জন্য দোআ করিতে থাকে। এমনকি সমুদ্রের মাছ, জঙ্গলের হিংস্র প্রাণী, চতুষ্পদ জন্তু এবং বিষাক্ত জীব (সাপ ইত্যাদি)ও তাহাদের মাগফেরাতের জন্য দোআ করে। আর এতসব সম্মান ও মর্যাদা এই কারণে যে, এলমেদ্বীন অন্তরের আলো, চোখের নূর। এই এলমের কারণে মানুষ উম্মতের শ্রেষ্ঠ মানবগণের কাতারে উত্তীর্ণ হয়। দুনিয়া ও আখেরাতের সুউচ্চ মর্যাদাসমূহ লাভ করে। এলম সম্পর্কিত চিন্তা-ফিকির রোজা তুল্য। তাহার আলোচনা তাহাজ্জুদ তুল্য। তাহার ভিত্তিতেই আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপন হয়। তাহার দ্বারাই হালাল ও হারামের পরিচয় লাভ করা হয়। এলম আমলের ইমাম। আমল তাহার অধীনস্থ। সৌভাগ্যশালীদেরকে তাহার সন্ধান প্রদান করা হয়। হতভাগ্য লোকেরা তাহা হইতে বঞ্চিত থাকে। (আল্লামা ইবনু আব্দিল বার্ রহ. এর জামেউ বয়ানিল এল্ম, কুর্রাতুল উয়ূন দ্রষ্টব্য)

দুই নং হাদীছ : হুযূরে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর এরূপ, আমার মর্যাদা তোমাদের মধ্যে সর্বনিম্ন ব্যক্তির উপর যেরূপ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা, তাঁহার ফেরেশতাগণ এবং আসমান ও যমীনে বসবাসকারী সকল প্রাণী, এমনকি গর্তের পিপীলিকা এবং সমুদ্রের মৎসকুল পর্যন্ত ঐ সকল লোকদের জন্য রহমতের দোআ করিতে থাকে যাহারা অন্যদেরকে এলমেদ্বীন শিক্ষা দেয়। (কিতাবুল এলম, জমউল ফাওয়ায়েদ)

তিন নং হাদীছ : একজন ফকীহ শয়তানের উপর এক হাজার আবেদ হইতে ভারী। (তিরমিযী শরীফ)

চার নং হাদীছ : তিন ধরনের লোকের সহিত মুনাফেক ব্যতীত আর কেহই তাচ্ছিল্য ও লাঞ্ছনাকর আচরণ করে না। একজন হলো বুড়া মুসলমান, দ্বিতীয়জন আলেম, তৃতীয়জন ন্যায়পরায়ণ বাদশাহ। (জমউল ফাওয়ায়েদ)

ফায়দা : এই হাদীছের উদ্দেশ্য হইল, এই তিন ধরনের লোককে সম্মান করা ঈমানের আলামত এবং তাদেরকে অপদস্ত করা মুনাফেকীর আলামত।

পাঁচ নং হাদীছ : যে ব্যক্তি কাহাকেও এলম শিক্ষা দিল তাহার আমলের সওয়াব ঐ শিক্ষা দানকারীও প্রাপ্ত হইবে এবং আমলকারীর সওয়াবে একটুও কমি করা হইবে না। (জমউল ফাওয়ায়েদ)

ছয় নং হাদীছ : এল্‌মেদ্বীন অন্বেষণ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। (জমউল ফাওয়ায়েদ)

সাত নং হাদীছ : যখন তোমরা জান্নাতের বাগানের পাশ দিয়া যাও তখন (তাহা হইতে) খুব পানাহার কর। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! জান্নাতের বাগান কি? তিনি বলিলেন, উলামাদের মজলিসসমূহ। (জমউল ফাওয়ায়েদ)

আট নং হাদীছ : আলেমের জন্য (অন্যকে না শিখাইয়া) নিজের এলম নিয়া চুপ থাকা জায়েয নাই। জাহেলের (মূর্খের) জন্য নিজের অজ্ঞতার উপর চুপ থাকা জায়েয নাই। (অর্থাৎ জাহেলের জন্য আলেমের কাছে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লওয়া আবশ্যক।) যেমন আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন, যদি তোমরা না জান তবে আহ্‌লে-যিকিরকে জিজ্ঞাসা কর। (আহ্‌লে-যিকির দ্বারা উদ্দেশ্য আহ্‌লে এলেম; উলামায়ে কেরাম)।

নয় নং হাদীছ : যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য এলম অর্জন করে না; বরং দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্যে এলম অর্জন করে অর্থাৎ দুনিয়া উপার্জন এবং লোকদের নিকট পদ ও মর্যাদা লাভ করাই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হয় তবে সে যেন জাহান্নামকেই নিজের ঠিকানা বানাইয়া নেয়।

ফায়দা : এলমেদ্বীন শিক্ষাকারীদের জন্য এই হাদীছ হইতে এখলাছের ছবক অর্জন হয়।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

গোস্বা সম্পর্কে

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

"আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন ঃ আর যাহারা গোস্বা সংবরণ করে এবং লোকদের ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করিয়া দেয় এবং নিশ্চয় আল্লাহ্ তাআলা সদাচারী অনুগ্রহকারীদেরকে ভালবাসেন।"

শিক্ষণীয় ঘটনা : হযরত আলী ইবনে হুছাইন (রা.)-এর শরীরে তাঁহার বাঁদীর হাত হইতে গরম পানি পড়িয়া গিয়াছিল। গোস্বায় তাঁহার চেহারা লাল হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ বাঁদী কোরআন শরীফের এই আয়াত তেলাওয়াত করিল–

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ

(অর্থাৎ [ওলী তাহারা] যাহারা গোস্বা সংবরণ করে)

এই আয়াত শোনামাত্রই ক্রোধের রক্তিম ছাপ তাঁহার চেহারা হইতে বিদূরিত হইয়া গেল।

অতঃপর বাঁদীটি পড়িল–

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ

(অর্থাৎ এবং লোকদেরকে ক্ষমা করিয়া দেয়)

তিনি বলিলেন, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। অতঃপর সে পড়িল–

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহকারীদিগকে ভালবাসেন।)

(আয়াতের এই অংশ শ্রবণ মাত্রই) তিনি বলিলেন, যাও, তোমাকে আযাদ করিয়া দিলাম।

গোস্বার সময় বুদ্ধি-বিবেক ঠিক থাকে না। পরিণাম-পরিণতি সম্পর্কে চিন্তা করিবার মত হুঁশ-জ্ঞান বাকি থাকে না। এ কারণে হাত এবং মুখের দ্বারা এমনসব অসমীচীন আচরণ প্রকাশ পায় যাহার ফলে একে অপরকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করা সহ খুন-খারাবীর মত জঘন্য অপরাধও সংঘটিত হয়। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে অসংখ্য ঘরবাড়ি বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। না-জানা কত অসংখ্য প্রাণ গোস্বার অশুভ পরিণতিতে ঝরিয়া গিয়াছে, কত ধন-সম্পদ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে, কত শত মামলা-মোকদ্দমা অসংখ্য মানুষের মনের প্রশান্তি এবং রাতের নিদ্রা ছিনাইয়া লইয়াছে। যাহার অশুভ পরিণতিতে দুনিয়ার উন্নতি সাধন এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য সময়-সুযোগ ও আন্তরিক প্রশান্তি লাভ সম্ভব হয় না। ক্রোধের ধ্বংসাত্মক ক্রিয়ায় কত অসংখ্য শিশু এতীম, কত অসংখ্য মহিলা বিধবা এবং অজানা কত ঘরের প্রদীপ নিভিয়া গিয়াছে। এ কারণে এই ভয়াবহ ও ধ্বংসাত্মক রোগ হইতে বাঁচিবার জন্য চিন্তা-ফিকির (এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ) করা অত্যন্ত জরুরী।

গোস্বার বশীভূত হইয়া হিতাহিত জ্ঞান হারাইয়া ফেলে। এভাবে সৃষ্টিজীবের উপর জুলুম-নির্যাতন করা সীমাহীন হতভাগ্য ও পাষণ্ড হৃদয়ের আলামত। আল্লাহর ওলীদের জীবনধারা তো এই ছিল– যে তাহাদের কষ্ট দিয়াছে তাহাকে তাহারা ক্ষমা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহার জন্য সর্বদা দোআও করিতেন। হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রহ.)-এর আশ্চর্য উপকারী ছন্দ :

جور وستم سے جس نے کیا دل کو پاش پاش
احمد نے اس کو بھی تہہ دل سے دعا دیا

যে ব্যক্তি জুলুম-নির্যাতন করিয়া আমার অন্তরকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, আমি আহমদ তাহার জন্যও অন্তরের অন্ত:স্থল হইতে শুধু দোআই করিয়াছি।

দুই ব্যক্তি হযরত মাওলানা রূমী (রহ.)-এর সম্মুখে বিবাদে লিপ্ত ছিল। তাহাদের একজন অপরজনকে বলিল, যদি তুই আমাকে একটা গালি দিস

তাহা হইলে আমার পক্ষ হইতে তুই দশটা শুনবি। এ কথা শুনিয়া হযরত রূমী (রহ.) বলিলেন, তোমরা আমাকে এক হাজার গালি দাও, কিন্তু ইহার প্রতিদানে একটা গালিও তোমরা আমার নিকট হইতে শুনিবে না। তখন লোক দুইটি হযরত রূমী (রহ.)-এর পায়ে পড়িয়া গেল। তওবা করিল এবং আপোসে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সন্ধি করিয়া লইল।

গোস্বার প্রতিকার

গোস্বা হইলে সর্বপ্রথম এই কাজটি করিবে– যাহার উপর গোস্বা আসিয়াছে তাহাকে নিজের সম্মুখ হইতে হটাইয়া দিবে। যদি সে না সরে তবে নিজেই সেখান হইতে চলিয়া যাইবে। **অতঃপর এই চিন্তা করিবে যে, সে আমার নিকট যতটা অপরাধী, আমি আল্লাহ্ তাআলার নিকট তাহার চেয়ে অনেক বেশি অপরাধী। যেভাবে আমি ইহা কামনা করি যে, আল্লাহ্ তাআলা যেন আমার অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন, আমারও উচিত আমি তাহার অপরাধ ক্ষমা করি দিই।**

মুখে বারবার 'আঊযু বিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পড়িতে থাকিবে। পানি পান করিবে। উযূ করিবে। দাঁড়াইয়া থাকিলে বসিয়া যাইবে। বসিয়া থাকিলে শুইয়া যাইবে। পরক্ষণে যখন বুদ্ধি-বিবেক স্বাভাবিক হইবে তখন যদি অপরাধীকে শাস্তি দেওয়া উচিত বলিয়া মনে হয়– যেই শাস্তি তাহার জন্য কল্যাণকর হয়; যেমন– নিজ সন্তান যাহার সংশোধন করা জরুরী অথবা কোন অত্যাচারিত ব্যক্তিকে সাহায্য করা এবং তাহার পক্ষ হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করার প্রয়োজন পড়ে, তাহা হইলে প্রথমে খুব চিন্তা-ভাবনা করিয়া লইবে যে, এতটুকু অপরাধের জন্য কতটুকু শাস্তি হওয়া উচিত। যখন শরীয়ত মোতাবেক কি করণীয় সে ব্যাপারে পূর্ণ আস্থাশীল হইয়া যাইবে তখন অনুমোদিত মাত্রা পরিমাণই তাহাকে শাস্তি দিবে। এই নিয়ম কিছুদিন অনুসরণ করিতে থাকিলে গোস্বা নিজের আয়ত্বে আসিয়া যাইবে; ইনশাআল্লাহ।

একটি ঘটনা : একবার শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া (রহ.) তাঁহার এক খাদেমকে রাগ করিতেছিলেন। খাদেম বলিল, হুযূর! আমাকে ক্ষমা করিয়া দিন। তিনি বলিলেন, তুমি ত বারবার ভুল করিতেই থাক। আর কতবার তোমাকে ক্ষমা করিব? তোমার কত ভুল আর সহ্য

করিব? হযরত মাওলানা ইলিয়াছ ছাহেব (রহ.) তখন জীবিত ছিলেন। তিনি পাশেই বসা ছিলেন। তিনি হযরত শায়খুল হাদীছ ছাহেব (রহ.)-এর কানে কানে বলিলেন, মাওলানা! কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তাআলাকে যেই পরিমাণ (নিজের অপরাধ) সহ্য করাইতে চাও, ঐ পরিমাণ এখানে সহ্য করিয়া লও।

কত না আশ্চর্যজনক ও মর্মস্পর্শী সংশোধনের এই ভাষা। কাহারো উপর গোস্বা আসিলে তখন হযরত মাওলানা ইলিয়াছ ছাহেব (রহ.)-এর এই কথা স্মরণ করিবে। ইনশাআল্লাহ্ ক্ষমা করার তওফীক লাভ হইবে।

বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.) যখন স্বীয় ভাতিজা হযরত মিছ্তাহ্ (রা.)-এর উপর গোস্বান্বিত হইলেন এবং গোস্বায় তাঁহার ব্যাপারে কছমও খাইলেন যে, এতদিন পর্যন্ত মিছ্তাহ্কে যে আর্থিক সাহায্য করিতাম তাহা আর করিব না। তখন হযরত ছিদ্দীক (রা.)-এর সংশোধনের জন্য কোরআনে পাকে এই হুকুম অবতীর্ণ হইলো–

وَلَا يَأْتَلِ اُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ اَنْ يُّؤْتُوْا اُولِى الْقُرْبٰى وَالْمَسٰكِيْنَ وَالْمُهٰجِرِيْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلْيَعْفُوْا وَلْيَصْفَحُوْا اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

মর্মার্থ এই যে, তোমাদের মধ্য হইতে আল্লাহ তাআলা যাহাদেরকে দ্বীনী মর্যাদা এবং দুনিয়াবী ধন-সম্পদ ও ঐশ্বর্য দান করিয়াছেন তাহাদের জন্য ইহা সমীচীন নয় যে, তাহারা এমন কছম খাইবে। তাহাদের অন্তর অনেক প্রশস্ত এবং আখলাক অনেক উন্নত হওয়া চাই। উন্নত রুচি ও বদান্যতার পরিচায়ক ইহাই হইবে যে, খারাপের প্রতিদান ভালোর দ্বারা দেওয়া হইবে। গরীব-মুখাপেক্ষী আত্মীয়-স্বজন এবং আল্লাহ্ তাআলার জন্য স্বীয় মাতৃভূমি পরিত্যাগকারীদেরকে সাহায্য করা হইতে বিরত থাকা, হস্ত সংকুচিত করা মহানুভব ও বাহাদুরদের কাজ নয়। যদি কছম খাইয়া থাক তবে এ ধরনের কছম পূর্ণ করিও না। তাহার কাফফারা আদায় কর। তোমাদের অবস্থা তো এই হওয়া চাই যে, তোমরা অন্যায়কারীদেরকে ক্ষমা করিয়া দিবে।

যদি তোমরা এমনটি করিতে পার, তাহা হইলে আল্লাহ্ তাআলাও তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করিয়া দিবেন। তোমাদের নিকট ইহা কি পছন্দনীয় নয় যে, আল্লাহ তাআলা তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন? যদি তোমরা ইহা পছন্দ কর তাহা হইলে তোমাদেরও উচিত আল্লাহ তাআলার বান্দাদেরকে ক্ষমা করিয়া দেওয়া। যেন ইহার প্রতিদানে আল্লাহ তাআলাও তোমাদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করিয়া দেন।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবূ বকর (রা.) যখন এই আয়াত শ্রবণ করিলেন–

اَلَا تُحِبُّوْنَ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَكُمْ

(তোমরা কি চাও না যে, আল্লাহ্ তাআলা তোমাদেরকে ক্ষমা করিয়া দেন?)

তৎক্ষণাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন–

بَلٰى يَا رَبَّنَا اِنَّا نُحِبُّ

"নিশ্চয় হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা অবশ্যই ইহা পছন্দ করি।"

অপর এক রেওয়ায়েতে আছে যে, তিনি তখন বলিয়া উঠিলেন–

وَاللّٰهِ اِنِّىۤ اُحِبُّ اَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لِىْ

"আল্লাহর কছম! আমি অবশ্যই ইহা পছন্দ করি যে, আল্লাহ তাআলা যেন আমাকে ক্ষমা করিয়া দেন।"

এ কথা বলিয়া হযরত ছিদ্দীকে-আকবর (রা.) হযরত মিছ্তাহ (রা.)-এর প্রতি সাহায্য শুধু প্রদান পুনর্বহালই করিলেন না বরং কোন কোন রেওয়ায়েত মোতাবেক পূর্বের চেয়েও দ্বিগুণ করিয়া দেন। (রাযিআল্লাহু তাআলা আনহুমা)

আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় আওলিয়া-কেরামের (মুত্তাকী বান্দাদের) সম্পর্কে এরশাদ করিয়াছেন–

اَلَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ فِى السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ

وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

অর্থ ঃ মুত্তাকী বান্দা তাহারা যাহারা খুশি ও আরাম-আয়েশের মধ্যেও, এমনিভাবে দুঃখ-কষ্ট ও দারিদ্রতার মধ্যেও খরচ করে (অর্থাৎ কোন অবস্থাতেই আল্লাহ্ তাআলাকে ভুলে না)। এবং গোস্বা সংবরণ করে। তদুপরি, লোকদের অপরাধসমূহও ক্ষমা করিয়া দেয়। শুধু ক্ষমা করিয়াই ক্ষান্ত হয় না; বরং তাহাদের প্রতি অনুগ্রহ, দয়ার আচরণ এবং উত্তম ব্যবহারও করে।

এখন ইমাম গাযযালী (রহ.)-এর কিতাব 'তাবলীগেদ্বীন' হইতে তিনটি হাদীছ উল্লেখ করা হইতেছে যাহা বারবার মুতালাআ (পাঠ) করা চাই।

প্রথম হাদীছে বর্ণিত আছে : সে ব্যক্তি পালোয়ান নয় যে শত্রুকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে; বরং পালোয়ান ও বাহাদুর ত ঐ ব্যক্তি যে স্বীয় গোস্বার উপর বিজয়ী থাকে এবং গোস্বাকে ধরাশায়ী করিয়া ফেলে।

দ্বিতীয় হাদীছে বর্ণিত আছে : আল্লাহ্ তাআলার নিকট মুসলমানের পান করার জন্য 'সর্বাধিক উত্তম ঢোক' হইল 'গোস্বার ঢোক'।

তৃতীয় হাদীছে আছে : যেই মুসলমানের নিজ স্ত্রী, সন্তানাদি অথবা এমন লোকদের উপর গোস্বা আসে যাহাদের উপর গোস্বাকে সে প্রয়োগও করিতে পারে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে গোস্বা সংবরণ করে এবং আপন ধৈর্যের পরিচয় দেয়। আল্লাহ্ তাআলা তখন তাহার অন্তরকে প্রশান্তি ও ঈমানের দ্বারা পরিপূর্ণ করিয়া দেন।

গোস্বার রোগীদের জন্য নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমা লিখিয়া গলায় লটকাইলে এবং উহাকে চিনা মাটির বরতনে লিখিয়া গোলাপজল বা সাধারণ পানি দ্বারা ধুইয়া চল্লিশ দিন পর্যন্ত পান করাইলে খুব উপকার সাধিত হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত। আয়াতে কারীমাটি এই–

وَالْكٰظِمِيْنَ الْغَيْظَ وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ

(সূরায়ে আলে-ইমরান, পারা ৪)

হিংসা

কাহারো সুখ-শান্তি, আরাম-আয়েশ দেখিয়া অন্তরে তাহার প্রতি কষ্ট ও জ্বালা-পোড়া অনুভব করা এবং তাহার আরাম-আয়েশ, সুখ-শান্তির এই নেয়ামতের বিনাশ কামনা করাকে হিংসা বলে। ইহা সম্পূর্ণ হারাম।

হযরত রাসূলে মাকবূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, হিংসা নেকীসমূহকে এভাবে খাইয়া ফেলে যেমনিভাবে আগুন কাষ্ঠখণ্ডকে খাইয়া জ্বালাইয়া শেষ করিয়া ফেলে।

অবশ্য এমন ব্যক্তির উপর হিংসা করা জায়েয যে আল্লাহ তাআলার দেওয়া নেয়ামতসমূহ তাহার নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে। তার সম্পদ ধ্বংস হইয়া যাওয়ার কামনা করা গুনাহ নহে। কেননা, তার ক্ষেত্রে ইহা প্রকৃতপক্ষে তার গুনাহের পথ রুদ্ধ হওয়ারই কামনা করা। হিংসা মূলত: আল্লাহ তাআলার আসমানী ফয়সালাকে অপছন্দ করার নাম। এইভাবে যে, হায়! আল্লাহ তাআলা তাকে এত নেয়ামত কেন দান করিতেছেন? আর তার সম্পদ বিলুপ্ত হইলে অন্তর পুলকিত হওয়া। পক্ষান্তরে, কাহারো নেয়ামত দেখিয়া যদি এইরূপ কামনা করে যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় রহমত দ্বারা আমাকেও এই নেয়ামত দান করুন, তো এইরূপ কামনাতে কোন ক্ষতি নাই। ইহাকে গেব্‌তাহ্ (ঈর্ষা) বলে। হিংসার দ্বারা দ্বীনী ক্ষতি এই যে, সমস্ত নেকী ধ্বংস হইয়া যায়। আর দুনিয়ার ক্ষতি এই যে, হিংসুকের অন্তর সর্বদা হিংসার আগুনে জ্বলিতে পুড়িতে থাকে।

চিকিৎসা : হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর নিকট এক ব্যক্তি হিংসার এলাজ জিজ্ঞাসা করিল। তিনি লিখিলেন, তিন সপ্তাহ নিম্নোক্ত আমলগুলি করার পর পুনরায় নিজের অবস্থা জানাও। এ বিষয়টি আমি হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর নিকট শুনিয়াছি।

১. যার বিরুদ্ধে হিংসা জাগে তার জন্য প্রতিদিন দোআর নিয়ম চালু রাখিবে।

২. স্বীয় মজলিসসমূহে তাহার প্রশংসা করিবে।

৩. মাঝে মাঝে তাহাকে হাদিয়া-তোহফা দিবে।

৪. কখনো কখনো নাশতা অথবা খানার দাওয়াত দিবে।

৫. সফরে যাওয়ার সময় তাহার সহিত সাক্ষাত করিয়া যাইবে এবং সফর হইতে ফিরিয়া আসার সময় তাহার জন্য হাদিয়া স্বরূপ কোন কিছু নিয়া আসিবে।

তিন সপ্তাহ পর লোকটি লিখিয়া জানাইলো, হযরত! আমার হিংসার বিমারী অর্ধেকটা খতম হইয়া গিয়াছে। হযরত থানবী (রহ.) উত্তরে

লিখিলেন, আরো তিন সপ্তাহ এই নোসখার উপর আমল কর। তিন সপ্তাহ পর লোকটি জানাইলো যে, হযরত! এখন তার প্রতি ঘৃণা এবং মনোকষ্টের স্থলে হৃদয়ে তাহার প্রতি মহব্বত অনুভব হইতেছে।

হিংসার মারাত্মক বিমারী হইতে মুক্তি লাভের জন্য এই সকল ঔষধ তিক্ত তো বটে; কিন্তু (একটু কষ্ট করিয়া) গলা দিয়া পেটে প্রবেশ করানোর পর অন্তরে কত না প্রশান্তি অনুভব হইলো। আর যদি এইটুকু কষ্ট স্বীকার না করা হইতো তবে সারাটা জীবন হিংসার আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়া ধ্বংস হইতো, মনের শান্তি এবং প্রফুল্লতাও হাতছাড়া হইয়া যাইতো। এতদ্ভিন্ন আখেরাতও বরবাদ হইত।

হযরত মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব (রহ.)-এর হিংসা সম্পর্কীয় সংশোধনমূলক দুইটি শে'র এখানে উল্লেখ করা হইল :

حسد کی آگ میں کیوں جل رہے ہو
کف افسوس تم کیوں مل رہے ہو
خدا کے فیصلے سے کیوں ہو ناراض
جہنم کی طرف کیوں چل رہے ہو

অর্থ : হিংসার আগুনে তুমি কেন জ্বলিতেছ? আফসোসে হাত কেন মলিতেছ? আল্লাহ্র ফয়সালার উপর তুমি অসন্তুষ্ট? কেন তুমি এভাবে জাহান্নামের দিকে আগাইতেছ?

চতুর্থ অধ্যায়

তাকাব্বুর (অহংকার)

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন, অহংকারীর ঠিকানা অনেক নিকৃষ্ট। অহংকার আমার বিশেষ চাদর। সুতরাং যে ব্যক্তি ইহার মধ্যে প্রবেশের চেষ্টা করিবে তাহাকে আমি হত্যা করিয়া ফেলিব।

হযরত রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন, যাহার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও অহংকার থাকিবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

তাকাব্বুর (বা অহংকার) কাহাকে বলে? হাদীছ শরীফে গমতুন্‌নাছ ও বাতারুল হক্-কে তাকাব্বুর বলা হইয়াছে। অর্থাৎ অন্য মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা এবং হক কথা গ্রহণ না করিয়া বরং অস্বীকার ও প্রত্যাখ্যান করা। অহংকারী ব্যক্তি তাওয়াযু' (বিনয়) হইতে বঞ্চিত থাকে। হিংসা এবং ক্রোধ হইতে সে বাঁচিতে পারে না। লৌকিকতা ত্যাগ এবং নরম আচরণ তাহার জন্য কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। নিজের মহত্ত্ব ও বড়ত্ব বোধের নেশায় মত্ত থাকে।

হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য বিনয় অবলম্বন করে (যাহা 'তাওয়াযাআ লিল্লাহ্' হইতে স্পষ্ট হয়) তখন সে মনে মনে নিজেকে ছোট এবং তুচ্ছ জ্ঞান করে। আর আল্লাহ তাআলা মাখলূকের নজরে তাহার সম্মান-মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া দেন। পক্ষান্তরে, যে নিজেকে বড় মনে করে, সে আপন বিবেচনায় তো বড় থাকে, কিন্তু মানুষের নজরে তাহাকে হেয় ও তুচ্ছ করিয়া দেওয়া হয়। এমনকি লোকের চক্ষে শূকর, কুকুর হইতেও সে অধিক লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়া যায়।

চিকিৎসা : নিজের কৃত গুনাহসমূহের কথা চিন্তা করিবে এবং আল্লাহ তাআলার শক্ত পাকড়াও ও তাঁহার সম্মুখে হিসাব দানের কথা স্মরণ করিবে। যখন নিজের (পরিণামের) কথা চিন্তা করিতে থাকিবে, ইহার ফলে অন্যকে তুচ্ছ জানা, তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমালোচনা করা হইতে বাঁচিয়া যাইবে। যেভাবে কোন কুষ্ঠরোগী সর্দিতে আক্রান্ত কোন ব্যক্তিকে দেখিয়া নিজের চেয়ে তাহাকে তুচ্ছ মনে করে না, তেমনিভাবে নিজের আত্মার

ব্যাধিসমূহকে অধিকতর কঠিন ও ভয়াবহ মনে করিবে এবং নিজের পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া ভয়ে কাঁপিতে থাকিবে।

আমার প্রিয় মোর্শেদ হযরত ফুলপুরী (রহ.) এই ব্যাধির এস্‌লাহের জন্য একটি ঘটনা বর্ণনা করিতেন যে, এক মেয়েকে তাহার বিবাহের মুহূর্তে খুব উন্নত পোশাক এবং মূল্যবান অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত করা হইল। মহল্লার বান্ধবীরা আসিয়া তার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলো। বলিতে লাগিলো, বোন! আজ তো তোমাকে বড়ই সুন্দর লাগিতেছে।

মেয়েটি কাঁদিতে লাগিলো এবং বলিলো, তোমরা আমার অনর্থক প্রশংসা করিতেছো। আমার স্বামী যখন আমাকে দেখিয়া পছন্দ করিবে, তখনকার খুশিই হইবে আমার আসল খুশি। এখনও তো আমার জানা নাই যে, তার নজরে আমার চেহারা-সূরত কেমন লাগিবে? তোমাদের (নজরের) ফয়সালা আমার জন্য নিষ্ফল।

এই ঘটনা উল্লেখ-পূর্বক হযরত মোর্শেদ ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন, ঠিক এমনিভাবে কোন বান্দার জন্য উচিত নয় মাখলুকের প্রশংসায় বা নিজের রায় ও সিদ্ধান্তে নিজেকে উত্তম এবং বড় মনে করা। কেননা, কাল কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তাআলার নজরে কাঠগড়ায় আমাদের ব্যাপারে কি ফয়সালা হইবে, সে ব্যাপারে আমাদের এখনো কিছুই জানা নাই। তাহা হইলে কোন্ যুক্তিতে মৃত্যুর পূর্বে এবং ঈমানের সাথে দুনিয়া হইতে যাওয়ার পূর্বে নিজেকে উত্তম ভাবিবার কোনও অধিকার আছে?

হযরত শায়েখ আবদুল কাদের জিলানী (রহ.) বলিতেন–

ایماں چوں سلامت بہ لب گور بریم + احسنت بریں چستی و چالاکی ما

অর্থ : যদি নিরাপদে ঈমান লইয়া কবরে যাইতে পারি, একমাত্র তখনই নিজেকে সফলকাম মনে করিব।

ইহাই কারণ যে, তামাম আউলিয়ায়ে কেরাম ইন্তেকালের পূর্বে কখনো আত্মগর্বে পতিত হন না, অহংকারমূলক কথাবার্তা বলেন না। ঈমানের সহিত মৃত্যুর জন্য দোআ করেন এবং অন্যের নিকট দোআর জন্য দরখাস্ত করিতে থাকেন। ইহা ত বেওকুফ লোকদের কাজ যে, নিজের ব্যাপারে মহান মালিকের ফয়সালার অপেক্ষা করা ব্যতীত স্বীয় সিদ্ধান্ত দ্বারা অথবা

মাখলূকের প্রশংসার কারণে নিজেকে নিজে উত্তম এবং শ্রেষ্ঠ হওয়ার ফয়সালা করিয়া বসিয়া আছে।

উজব ও কিবিরের (তথা আত্মপ্রসাদ ও অহংকারের) মধ্যে পার্থক্য

নিজেকে নিজে উত্তম ভাবা (নিজের অর্জন মনে করিয়া নিজের গুণে নিজেই মুগ্ধ হওয়া) এবং অন্যকে তুচ্ছ না জানা, ইহাকে উজব, আত্মপ্রসাদ, আত্মম্ভরিতা বা আত্ম-অহমিকা বলে। আর নিজেকে উত্তম ভাবার পাশাপাশি অন্যকে তুচ্ছ মনে করাকে তাকাব্বুর বা অহংকার বলে। উভয়টিই হারাম।

বান্দা যখন স্বীয় নজরে নিজেকে তুচ্ছ গণ্য করে, আল্লাহ্ তাআলার নজরে তখন সে সম্মানিত থাকে। আর যখন স্বীয় দৃষ্টিতে নিজেকে বড় ও উত্তম মনে করে তখন আল্লাহ্ তাআলার নজরে সে হীন ও তুচ্ছ হইয়া যায়। গুনাহের প্রতি ঘৃণাবোধ থাকা ওয়াজিব। কিন্তু গুনাহ্গারকে ঘৃণা করা হারাম। এমনিভাবে কোন কাফেরকেও তাচ্ছিল্যের নজরে দেখিবে না। কেননা, হইতে পারে আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে ঈমানের সহিত তাহার ইন্তেকালের ফয়সালা হইয়া আছে। অবশ্য, তার কুফর-শির্ককে ঘৃণা করা ওয়াজিব।

ہیچ کافر را بخواری منگرید
کہ مسلماں بودنش باشد امید

কোন কাফেরকেও তুমি তাচ্ছিল্যের নজরে দেখিও না। কেননা, কোন না কোন একদিন তাহার ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা তো রহিয়াছে।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) বলিয়াছেন যে, আমি বর্তমান হিসাবে সমস্ত মুসলমান হইতে নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করি। আর পরিণামের দিকে লক্ষ্য করিয়া কাফের এবং জানোয়ার হইতেও নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করি।

অর্থাৎ বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমান আমার চেয়ে উত্তম এবং শেষ পরিণতি কেমন হইবে (ঈমানের সাথে হইবে কি না?) তাহা আমার জানা নাই। সেই ভয়ের বিবেচনায় কাফেরদের চেয়েও নিজেকে নিকৃষ্ট মনে করি।

হযরত মুজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহ.)-এর উক্তি, তিনি বলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মূমিন কামেল ঈমানওয়ালা হইতে পারিবে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজেকে জন্তু-জানোয়ার এবং কাফেরদের চেয়েও নিকৃষ্ট না মনে করিবে।

যখন আল্লাহ্ তাআলার শান এই যে, ইচ্ছা করিলে বড় হইতে বড় গুনাহ্ও তিনি কোনরূপ শাস্তি প্রদান ব্যতীত সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন। আবার ইচ্ছা করিলে ছোট হইতে ছোট গুনাহের ব্যাপারেও পাকড়াও করিয়া শাস্তি দিতে পারেন। তাহা হইলে কোন্ মুখে কোন্ যুক্তিতে মানুষ নিজেকে বড় ভাবিতে পারে? এবং কোন মুসলমান, চাই সে যত বড় গুনাহ্গারই হউক না কেন, কিভাবে তাহাকে তুচ্ছ মনে করা যাইতে পারে?

হযরত সা'দী সিরাজী (রহ.) বলেন–

ازیں بر ملائک شرف داشتند

کہ خود را بہ از سگ نہ پنداشتند

আল্লাহর ওলী তথা আউলিয়ায়ে কেরামগণ এ কারণেই ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদার অধিকারী হন যে, নিজেদেরকে তাঁহারা কুকুর অপেক্ষাও উত্তম মনে করেন না।

ইমাম গাযযালী (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ তাআলা তার 'বেলায়েত' তথা 'নৈকট্যের দৌলত'কে স্বীয় বান্দাদের মাঝে গোপন রাখিয়াছেন। সুতরাং কোন বান্দাকে চাই সে যত কঠিন গুনাহ্গারই হউক না কেন– তুচ্ছ মনে করিও না। কেননা, যদিও তোমার জানা নাই, কিন্তু হইতে পারে আল্লাহ্ তাআলার জ্ঞানে সে ওলী হিসাবে বিবেচিত। কোন এক সময় তাহার 'বেলায়েত' সত্যিকারের তওবা এবং সুন্নতের অনুসরণের রঙে প্রকাশ পাইয়া যাইবে। যেমন, ইতিহাস সাক্ষী যে, অনেক মানুষ সারা জীবন শরাব পানে মত্ত ছিল। সব ধরনের অপকর্ম ও গুনাহের কাজে তারা লিপ্ত ছিল। হঠাৎ তাহাদের মধ্যে পরিবর্তন আসিল। তওবা করিয়া পাক-সাফ যিন্দেগীওয়ালা হইয়া গেল। যেভাবে কোন সুদর্শন রাজপুত্রের চেহারায় কালি লাগিয়া গেল। (দেখিতে অসুন্দর লাগিতেছিল।) কিন্তু হঠাৎ সে তাহার চেহারাকে সাবান দ্বারা ধুইয়া ফেলিল। এখন ত তার চেহারা পুনরায় চন্দ্রের ন্যায় ঝলমল করিতে লাগিল।

جوش میں آئے جو دریا رحم کا + گبر صد سالہ ہو فخر اولیاء

আল্লাহ্ তাআলার রহমতের দরিয়ায় যখন জোশ পয়দা হয়, শত বৎসরের অগ্নিপূজকও তখন এক মুহূর্তে শ্রেষ্ঠ ওলীর স্তরে পৌঁছিয়া যায়।

হযরত ছিদ্দীকে-আকবর (রা.) এরশাদ করেন, মানুষ দুনিয়াতে অস্তিত্ব লাভের জন্য দুই-দুইবার কত না নিকৃষ্ট পথ অতিক্রম করে। একবার বাপের পেশাবের রাস্তা দিয়া নুত্‌ফার (বীর্যের) আকৃতিতে মায়ের রেহেমে (জরায়ুতে) প্রবেশ করে। দ্বিতীয়বার মায়ের রেহেম হইতে নাপাক রাস্তা দিয়া পৃথিবীতে আগমন করে। সুতরাং এই মানুষের জন্য অহংকার করা কিভাবে শোভা পায়?

সর্ববিনাশী মৃত্যু বড় বড় অহংকারী রাজা-বাদশাহগণকে কবরের মধ্যে কত না ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন করিয়া দিয়াছে এবং হাজারো লাখো পোকা-মাকড়ের খোরাক বানাইয়া দিয়াছে।

যেমনিভাবে পরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অবগত হওয়ার পূর্বে নিজেকে শ্রেষ্ঠ এবং সফলকাম ধারণাকারী ছাত্রটি নিছক একটি বোকা, তদ্রূপ, কিয়ামতের ময়দানে নিজের ব্যাপারে কি ফয়সালা হইবে, তাহা জানার পূর্বে দুনিয়াতেই নিজেকে কাহারো চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বড় মনে করাও অনুরূপই সম্পূর্ণ বোকামী।

এ সম্পর্কে হযরত আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী (রহ.)-এর একটি সুন্দর ছন্দ আছে। তিনি বলেন–

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے + وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

"এখানে আমরা যেভাবেই থাকি না কেন, যেভাবেই জীবন যাপন করি না কেন, আসল লক্ষণীয় বিষয় তো এই যে, ওখানে আমাদের কি অবস্থা হইবে?"

এক ব্যক্তির ঘোড়া অবাধ্য এবং ত্রুটিযুক্ত ছিল। একদা কোন এক দালালকে বলিলো, ভাই! ইহা তুমি বিক্রি করিয়া দাও। দালাল ঘোড়াটি বাজারে নিয়া উহার খুব প্রশংসা করিতে লাগিলো। বেওকুফ লোকটি দালালের মুখে নিজ ঘোড়ার ভূয়সী প্রশংসা শুনিয়া তাহাকে সত্য মনে করিলো এবং বলিলো, আমি এখন আর এই ঘোড়া বিক্রি করিবো না। আমার ঘোড়া আমাকে দিয়া দাও। দালাল বলিলো, কী আশ্চর্য! ঘোড়া সম্পর্কে আমার কিছু মিথ্যা প্রশংসা যাহা শুধুমাত্র বিক্রির জন্যই ছিল, তাহা শুনিয়া সারা জীবনের (তিক্ত) অভিজ্ঞতার কথা তুমি ভুলিয়া গেলে?

আমাদের অবস্থাও ঠিক তেমনই যে, নফসের অসৎ চরিত্র এবং সর্বদা গুনাহের প্রতি উৎসাহ ও কুমন্ত্রণা দানের নিকৃষ্ট স্বভাব সম্পর্কে জানা থাকা সত্ত্বেও যখনই কেহ আমাদের সম্পর্কে সামান্য প্রশংসা করিয়া বলিলো যে, হযরত! আপনি তো এমন! (আপনি তো এত বড় ইত্যাদি,) তো ব্যস! সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যে অহংকার মাথাচাড়া দিয়া ওঠে। বড়ত্ববোধের নেশা আমাদেরকে মোহগ্রস্ত করিয়া ফেলে এবং নিজেদের নফছের কথা আমরা ভুলিয়া যাই। অথচ, আল্লাহওয়ালাগণ কাহারো মুখে নিজেদের প্রশংসা শুনিলে আরো বেশি লজ্জিত হন এবং আল্লাহর দরবারে স্বীয় দোষাবলী গোপন রাখার জন্য শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন।

হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে-মক্কী (রহ.) বলেন, লোকেরা যে আমার প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা ও ভালবাসা রাখে ইহা সম্পূর্ণ আল্লাহ তাআলার ছাত্তারীর (দোষ গোপন রাখার) কারণে। যদি তিনি আমার ত্রুটিযুক্ত জীবনের অধ্যায়গুলি প্রকাশ করিয়া দেন তবে সকল ভক্তই দূরে সরিয়া যাইবে। পলায়নের পথ অবলম্বন করিবে। সুতরাং মাখলুকের সুধারণাও আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এবং নিজেকে সুনিশ্চিতভাবে ছোট এবং তুচ্ছ জানা মানে সুস্পষ্ট এক সত্যকে মানিয়া নেওয়া। 'আব্দিয়াতে কামেলা' বা পরিপূর্ণ দাসত্বের জন্য নিজের প্রতি এই ধারণা পোষণই অত্যাবশ্যকীয় বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়

রিয়া (লৌকিকতা বা লোক দেখানো)

রিয়া বলা হয় কোন এবাদত বা নেক কাজ কাউকে দেখানোর জন্য করা এবং উহার দ্বারা দুনিয়াবী কোন উদ্দেশ্য, ধন-দৌলত বা সম্মান-মর্যাদা লাভের নিয়ত করা। কিন্তু যদি নিজের দ্বীনী উস্তাদ, পীর-মোর্শেদ অথবা কোন বুযুর্গকে এই নিয়তে সুন্দর আওয়াজে তেলাওয়াত করিয়া শুনানো হয় যে, ইহাতে তাহার অন্তর খুশি হইবে, তবে তাহা রিয়া হইবে না। যেমন হাদীছ শরীফে এই রেওয়ায়াত বিদ্যমান যে, হুযূরে-পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম রাত্রিবেলা কোন এক সাহাবীর কুরআনে-পাকের তেলাওয়াত শুনিলেন এবং দিনের বেলা নিজের শ্রবণের কথা তাহাকে জানাইয়া তাহার তেলাওয়াতের উপর খুশি প্রকাশ করিলেন। তখন ঐ সাহাবী বিনীতভাবে বলিলেন, যদি আমি জানিতাম যে, আপনি আমার তেলাওয়াত শ্রবণ করিতেছেন, তাহা হইলে আমি আরো সুন্দরভাবে তেলাওয়াত করিতাম। ঐ সময় হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর চুপ থাকা এবং সাহাবীর কথা রদ না করা উপরোক্ত কথার স্বপক্ষে দলীল ও স্বীকৃতি।

মুসলিম শরীফের বর্ণনা, হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হইল যে, এক ব্যক্তি (আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্য) নেক আমল করে, অন্যদিকে লোকেরা তাহার প্রশংসা করে। অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে, লোকেরা তাহাকে মহব্বত করে (তার ব্যাপারে আপনার মতামত কি?) হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিলেন–

تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ

'ইহা মুমিনের জন্য দ্রুত প্রাপ্ত সুসংবাদ।'

অর্থাৎ ইহা দুনিয়ার পুরস্কার। আর আখেরাতের পুরস্কার তো ভিন্নভাবে আছেই। এই হাদীছ হইতে বোঝা গেল, অনেক লোক অন্য মানুষ দেখিয়া ফেলিবে– এই আশংকায় নিজের নেক আমলই যে ছাড়িয়া দেয়, তাহা সঠিক নয়। বরং সুবিজ্ঞ মাশায়েখে-কেরাম বলিয়াছেন যে, নেক আমল

মাখলুককে দেখানোর উদ্দেশ্যে করা যেমন রিয়া, তেমনিভাবে মাখলুকের (দেখিয়া ফেলার) আশংকায় কোন নেক আমল ছাড়িয়া দেওয়াও রিয়া। সুতরাং যেই আমলের জন্য যেই সময় নির্ধারিত আছে, আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির নিয়তে উক্ত সময়েই তাহা করিয়া ফেলিবে। কেউ দেখিলো কি না দেখিলো সেদিকে কখনোই ভ্রূক্ষেপ করিবে না। রিয়া এমন কোন বালা নয় যাহা নিয়ত ও এরাদা ব্যতীত নিজে নিজেই কাহারো সাথে জড়াইয়া যায়, যতক্ষণ পর্যন্ত কাহাকেও দেখানোর নিয়ত না থাকে। আর নিয়তও হইতে হইবে দুনিয়াবী কোন স্বার্থ হাসিলের। তখনই তাহা রিয়া হইবে। আর যদি (আমলের সময়) আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের নিয়ত থাকে কিন্তু তারপরও দিলের মধ্যে এই অছ্অছা আসে যে, হয়ত এই এবাদতের দ্বারা আমি লৌকিকতা করিতেছি। সে ক্ষেত্রে ইহা (রিয়া নয়) রিয়ার অছ্অছা মাত্র। তাই, সেদিকে একটুও ভ্রূক্ষেপ করিবে না এবং পেরেশান হইবে না। অন্যথায় শয়তান (দিলের মধ্যে) অছ্অছা ঢালিয়া ঐ নেক আমল হইতে মাহরূম করিয়া ফেলিবে। অর্থাৎ রিয়ার আশংকা সৃষ্টি করিয়া ঐ আমল হইতেই আপনাকে ফিরাইয়া রাখিবে।

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) ইহার একটা সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন যে, আয়নার উপর যখন মাছি বসে তখন মনে হয় মাছিটা আয়নার ভিতরেও আছে। অথচ সে বাহিরেই বসিয়া আছে। এমনিভাবে ছালেকের কলবের বাহির হইতে শয়তান (তাহার দিলে) অছ্অছা ঢালিতে থাকে। এদিকে ছালেক মনে করে, হায়! এই অছঅছা তো আমার অন্তরের ভিতর হইতে আসিতেছে। এমতাবস্থায় ছালেকের দায়িত্ব হইল ইহাকে রিয়া মনে করিবে না। বরং রিয়ার অছ্অছা মনে করিয়া নিশ্চিন্তে আপন কাজে ব্যস্ত থাকিবে।

তিরমিযী শরীফে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম! আমি নিজ ঘরে নামায পড়িতেছিলাম। হঠাৎ এক ব্যক্তি আমার নিকট আগমন করিলো এবং সে আমাকে নামায পড়া অবস্থায় দেখিলো। ইহা আমার কাছে ভাল লাগিলো যে, সে আমাকে এই অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করিলেন, হে আবূ হুরায়রা! আল্লাহ তাআলা তোমার

উপর রহমত বর্ষণ করুন। তোমার জন্য 'দ্বিগুণ সওয়াব'। একটি হইল গোপন (এবাদত) করার সওয়াব, আর একটি প্রকাশ্য (এবাদতের) সওয়াব। এই হাদীছের মধ্যে এবাদতকারীদের জন্য কত বড় সুসংবাদ বিদ্যমান।

হাঁ, কখনো নিজের এবাদত (অন্যের সামনে) প্রকাশ করা হয় সম্মান ও মর্যাদা লাভের জন্য। উহা নিকৃষ্টতম রিয়া। যেমন বন্ধু-বান্ধবের সম্মুখে এই কথা বলা যে, অদ্য তাহাজ্জুদ নামাযে অনেক মজা অনুভব হইয়াছে। অনেক কান্না আসিয়াছিল। আজ অনেক সকালে চোখ খুলিয়া গিয়াছে ইত্যাদি। এ সকল কথা নিজের পীর ও মোর্শেদ ব্যতীত অন্য কাহারো নিকট বলা ঠিক নয়।

হযরত থানবী (রহ.) বলেন, এক ব্যক্তি দুইবার হজ্জ করিয়াছিল। কিন্তু এক বাক্যের দ্বারা তার দুই হজ্জের সওয়াবই বরবাদ করিয়া দিল। তাহা এইভাবে যে, একদা তার কাছে এক মেহমান আসিল। সে কর্মচারীকে নির্দেশ দিয়া বলিলো, হে কর্মচারী! তুমি তাহাকে ঐ কলসির পানি পান করাও, যাহা আমি দ্বিতীয় হজ্জে মক্কা শরীফ হইতে খরিদ করিয়াছিলাম।

রিয়ার প্রতিকার

রিয়া (বা লোক দেখানো রোগের) চিকিৎসা হইল, অন্তরে এখলাস অর্জন করা। হাদীছ শরীফের মধ্যে এখলাছের হাকীকত এভাবে বর্ণিত আছে যে, এবাদত এই ধ্যানের সাথে করিবে "যেন আল্লাহ তাআলাকে আমি দেখিতেছি। কেননা, যদি আমি তাঁহাকে নাও দেখি, কিন্তু তিনি তো আমাকে দেখিতেছেন।" যখন আল্লাহ তাআলার মহত্ত্ব ও বড়ত্বের ধ্যান দিলে পয়দা হইবে তখন মাখলুকের খেয়াল আর আসিবে না। এই মোরাকাবা (ধ্যান) বারবার জাগ্রত করার দ্বারা তাহা দিলের মধ্যে বসিয়া যায়। নির্জনে বসিয়া অল্প সময় এই কল্পনা মনের মধ্যে বসাইবে যে, 'আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখিতেছেন'। কিছুদিন এভাবে চেষ্টা করিলে আল্লাহ তাআলার ধ্যান ও স্মরণ মনের মধ্যে জাগরুক রাখা সহজ হইয়া যায়। বাস্তব সত্য এই যে, এখলাছ অর্জন ও রিয়া (লৌকিকতা) হইতে পবিত্রতা লাভ আউলিয়ায়ে-কেরামের সোহ্বত এবং তাদের সাথে এসলাহী সম্পর্ক কায়েম করা ব্যতীত সাধারণত: এক অসম্ভব বিষয়। এজন্যই হাকীমুল উম্মত

হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, নিজের নফছের এসলাহের জন্য কামেল মাশায়েখদের মধ্য হইতে যার সাথে মুনাছাবাত (মনের মিল-মহব্বত) হয় তাহার সহিত (এসলাহী) সম্পর্ক রাখা ফরযে-আইন। কেননা, ফরয যেই কাজের উপর নির্ভরশীল, তাহাও ফরয হয়। (অর্থাৎ নফছকে সকল কলুষ-কালিমা হইতে মুক্ত করা ফরযে-আইন। আর সাধারণত: ইহা সম্ভব হয় না আল্লাহওয়ালাদের সাথে এসলাহী সম্পর্ক ব্যতীত। সুতরাং আল্লাহওয়ালাদের সাথে 'এছলাহী সম্পর্ক' গড়াও ফরযে-আইন।)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) এরশাদ করেন, যে যেই নেক কাজের মধ্যে লিপ্ত আছে, রিয়ার আশংকা বশত: তাহা ছাড়িয়া দিবে না। বরং নিজের নিয়ত ঠিক করিয়া নিবে এবং যবানেও বলিবে যে, আয় আল্লাহ! এই নেক আমল আপনার সন্তুষ্টি লাভের জন্য করিতেছি। ইহার পরও (আল্লাহ না করুন) যদি নফছের ধোকার কারণে তাহার এই আমলটা রিয়ায়ও পরিণত হয় (আমল চালু রাখিলে) কিছুদিনের মধ্যে উহা প্রথমে অভ্যাস, অতঃপর এবাদতেই পরিণত হইবে ইনশাআল্লাহ। হযরত খাজা সাহেব (রহ.) এই বিষয়টিকে এই শে'র-এর মধ্যে বর্ণনা করিয়াছেন–

وہ ریا جس پر تھے زاہد طعنہ زن
پہلے عادت پھر عبادت بن گئی

অর্থ : রিয়াপূর্ণ যেই আমলের প্রতি সাধকের মন রুষ্ট ছিল, প্রথমে তাহা 'আদত', অত:পর 'এবাদতে' পরিণত হইয়াছে। (আদত মানে অভ্যাস।)

'রিয়া' বুঝে ভেবেছিলাম 'অসার এবাদত'।
পরে দেখি 'সেই আদতই' 'খালেছ এবাদত'।

ষষ্ঠ অধ্যায়

দুনিয়ার প্রতি ভালবাসার ক্ষতি সম্পর্কে

یوں تو دنیا دیکھنے میں کس قدر خوشرنگ تھی
قبر میں جاتے ہی دنیا کی حقیقت کھل گئی

দুনিয়াতে থাকাকালীন চমৎকার এই পৃথিবীটাকে কত না চাকচিক্যপূর্ণ মনে হইয়াছে। কিন্তু কবরে যাওয়া মাত্রই দুনিয়ার আসল রূপ ও অসারতা উলঙ্গভাবে প্রকাশ হইয়া গেল।

'দুনিয়ার মহব্বত সকল গুনাহের মূল'। এই ধোকার ঘরই মানুষকে আখেরাত হইতে গাফেল বানাইয়া দেয় এবং কবরস্থানে শোওয়াইয়া একদিন তাহাকে ঘরছাড়া করিয়া দেয়। গভীরভাবে মৃত্যুর মোরাকাবা করিলে দুনিয়ার প্রতি আসক্তি অন্তর হইতে বাহির হইয়া যায়। মাঝে মাঝে কবরস্থানে গিয়া খুব গভীরভাবে চিন্তা করিবে যে, এখানে যুবা, বৃদ্ধ, শিশু, পুরুষ, মহিলা, ধনী, গরীব এমনকি মন্ত্রী-উজির এবং রাজা-বাদশাগণও আজ সাপ-বিচ্ছু ও পোকা-মাকড়ের খাদ্যে পরিণত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে।

کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا   معطر کفن تھا مشین بدن تھا
جو قبر کہن ان کی اکھڑی تو دیکھا   نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا

চন্দ্রবদন শত শত জন
করিয়াছি মোরা মাটিতে দাফন।
ছিল সুগন্ধ মোহিত কাফন
কোমল-কান্ত প্রিয়-দরশন।
কিছুদিন পর পুরাতন কবর
খুঁড়িয়া মরমে লাগে যে ব্যথা
কোথায় বদন, কোথায় কাফন?
চিহ্ন কিছুই নাহি কো হেথা।

آئی قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی
ہنگامۂ حیات کو خاموش کر گئی

মৃত্যু আসিয়া হুশওয়ালাদের হুশ কাড়িয়া নিল
জীবনের যত 'স্বপ্নীল খেলা' স্তব্ধ করিয়া গেল।

দুনিয়া এবং আখেরাত এই দুই-এর পারস্পরিক সম্পর্ক ও অবস্থান কেমন, সে সম্বন্ধে 'উম্মতের বিখ্যাত আকায়েদ শাস্ত্রবিদ' হযরত মাওলানা রূমী (রহ.) উত্তম সমাধান পেশ করিয়াছেন। তিনি বলেন–

آب اندر زیر کشتی پشتی است
آب در کشتی ہلاک کشتی است

অর্থ : নৌকার নিচে পানি থাকা নৌকার নিরাপদ গতিতে শক্তি যোগায়। আর নৌকার ভিতরে পানি প্রবেশ করিলে তাহা নৌকার অনিবার্য ধ্বংস ডাকিয়া আনে।

দুনিয়ার দৃষ্টান্ত পানি দ্বারা এবং আখেরাতের দৃষ্টান্ত নৌকা দ্বারা দিয়াছেন। যেভাবে পানি ব্যতীত নৌকা চলিতে পারে না, কিন্তু শর্ত হইলো, পানি নিচে থাকিবে; নৌকার মধ্যে প্রবেশ করিবে না। পানি যদি ভিতরে প্রবেশ করে, তবে যেই-পানি নিচে থাকাকালীন গন্তব্যে নিয়া যাওয়ার মাধ্যম ছিল, তাহাই এখন নৌকা ধ্বংসের কারণ হইবে। ঠিক তেমনিভাবে দুনিয়া যদি অন্তরের বাহিরে থাকে এবং অন্তরে আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রবল থাকে, অর্থাৎ নেয়ামতের প্রতি মহব্বত অপেক্ষা নেয়ামতদাতার প্রতি মহব্বত প্রবল থাকে, তখন আখেরাতের নৌকা ঠিক মত চলে এবং এই দুনিয়া দ্বারাই দ্বীনের জন্য খুব প্রস্তুতি নেওয়া যায়। আর যদি দুনিয়ার মহব্বতের পানি দিলের মধ্যে প্রবেশ করে অর্থাৎ আখেরাতের নৌকার মধ্যে দুনিয়ার পানি প্রবেশ করে তাহা হইলে দোজাহানই বরবাদ হওয়া নিশ্চিত। দুনিয়াবী লাভ এবং আত্মিক প্রশান্তিও হাতছাড়া হইয়া যাইবে। যেভাবে নৌকা ডুবিয়া যাওয়ার সময় অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল। ঐ পানি নৌকার জন্য শান্তির কারণ হওয়ার স্থলে আতঙ্ক ও ধ্বংসের কারণ হইয়া গেল। তদ্রূপ, নাফরমানের জন্য এই দুনিয়া নাফরমানির কারণ হয়, আর আল্লাহওয়ালার নিকট এই দুনিয়া আল্লাহ তাআলার হুকুম পালনের কাজে ব্যয় হয়। দুনিয়া তাদের নিকট আরাম ও শান্তির বাহন হইয়া যায়।

আশ্চর্যের ব্যাপার হইলো, দুনিয়াকে সৃষ্টিকারী মহান আল্লাহপাক তো কোরআন-পাকের মধ্যে দুনিয়াকে 'ধোকার ঘর' বলিয়া ঘোষণা দিতেছেন। আর আমরা তাঁহার সৃষ্টি হইয়া ঐ ধোকার ঘরের সাথে দিল লাগাইয়া বসিয়া আছি। আল্লাহ তাআলা আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস ও একীনের ঘাটতি ও অনুপস্থিতিকে দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং দুনিয়াবী যিন্দেগী নিয়া তুষ্ট ও খুশি থাকার কারণ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অন্যথায় আখেরাতের চিন্তা থাকিলে বান্দা আল্লাহ তাআলার স্মরণ ব্যতীত অন্য কোন জিনিসে শান্তি পাইতে পারে না। পুরাতন পচা খুঁটির উপর ভর দিয়া দাঁড়ানো যেমন বোকামী, মৃত্যুর আগমন সুনিশ্চিত জানা সত্ত্বেও দুনিয়ার ধন-দৌলত, নাজ-নেয়ামতকে শান্তির উপকরণ মনে করাও অনুরূপ বোকামী।

হযরত রাসূলে কারীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম কত না প্রিয় দোয়া করিয়াছেন যে, হে আল্লাহ! যখন আপনি দুনিয়াদারদের চক্ষু তাদের (ধ্বংসশীল) দুনিয়া দ্বারা ঠাণ্ডা করেন, আমার চক্ষুকে তখন আপনি আপনার এবাদত-বন্দেগী দ্বারা ঠাণ্ডা করুন (যাহার স্বাদ কখনো নিঃশেষ হইবার নয়)।

رنگ تقوی رنگ طاعت رنگ دیں
تا ابد باقی بود بر عابدیں

তাকওয়ার রঙ এবং এবাদতের রঙ আল্লাহর এবাদতগুযার বান্দাদের আত্মা ও জীবনে সর্বদাই বাকি থাকে। কেননা, মা'বূদে-পাক নিজেই তো চিরঞ্জীব, চির মহান ও চির সুন্দর।

দুনিয়াপ্রীতির প্রতিকার

১. মৃত্যুর কথা বরবার স্মরণ করিতে থাকা। কবরের একাকীত্বের জীবন এবং দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার মুরাকাবা করা।

২. রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দৃষ্টিতে 'দুনিয়ার হাকীকত' নামক অধমের লিখিত কিতাব প্রতিদিন কয়েক মিনিট পাঠ করা। অত্র কিতাবের মধ্যে ঐ সকল 'হাদীছে নববী' একত্রিত করা

হইয়াছে যাহা পড়ার দ্বারা দিল নরম হয় এবং আখেরাতের স্মরণ তাজা হয়। উক্ত কিতাবে একশত পঁচাশিটি হাদীছ উল্লেখ করা হইয়াছে।

৩. আল্লাহ্ওয়ালাদের মজলিসে বারবার হাজির হওয়া। বরং যাহার সাথে মুনাছাবাত (মনের মিল-মহব্বত) হয়, তাহার সহিত নিয়মতান্ত্রিক এসলাহী সম্পর্ক গড়া আত্মিক রোগমুক্তির জন্য অত্যন্ত উপকারী।

৪. দুনিয়ার প্রতি আসক্ত লোকজন হইতে দূরে থাকা। কেননা, তাহাদের দুনিয়ার প্রতি আসক্তির ব্যাধি পারস্পরিক উঠাবসার দ্বারা অন্যদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে।

৫. আখেরাতকে স্মরণ করার নিয়তে মাঝে মাঝে কবরস্থানে যাওয়া।

৬. কোন দ্বীনী মুরব্বীর পরামর্শে নিয়মিত (প্রতিদিন কিছু সময়) যিকিরের অভ্যাস চালু রাখা।

৭. আসমান-যমিন, চন্দ্র-সূর্য, তারকারাজি এবং দিন-রাতের পরিবর্তনের মধ্যে চিন্তা-গবেষণা করিয়া নিজের স্রষ্টা ও মালিককে চেনা এবং তাঁহার সম্মুখে হিসাব দেওয়ার কথা চিন্তা করা।

সপ্তম অধ্যায়

নেতৃত্ব ও মর্যাদার মোহ এবং আত্মতুষ্টি বা নিজ গুণে মুগ্ধ হওয়া

'হুব্বে জাহ্' বা নেতৃত্ব ও সম্মানের মোহ্ এমন এক বিমারী যাহার ফলে মানুষ নিজের প্রসিদ্ধি কামনা করে। মাখলুকের মধ্যে বড় হওয়ার এই আকাঙ্ক্ষাও অত্যন্ত ভয়াবহ রোগ। এই রোগের কারণেই মানুষ হক কথা গ্রহণ হইতে বঞ্চিত থাকে। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন– আখেরাতের কল্যাণ কেবলমাত্র ঐ সকল লোকদের জন্য নির্ধারিত যাহারা যমিনের উপর থাকিয়া গর্ব-গরিমা ও ফেতনা-ফাসাদ করিতে চাহে না।

হযরত রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন যে, যদি দুইটি চিতা বাঘ বকরী পালের উপর আক্রমণ করে, তাহা এতটা ক্ষতি সাধন করে না যতটা ধন-সম্পদের মোহ্ এবং নেতৃত্ব ও মর্যাদার মোহ্ দ্বীনদার মুসলমানের দ্বীন-ঈমানের ক্ষতি সাধন করে।

নিজের প্রসিদ্ধি কামনা করা হারাম। তবে যদি কামনা বা চাওয়া ব্যতীত আল্লাহ্ তাআলা নিজেই কাহাকে প্রসিদ্ধ করিয়া দেন, যেমন আউলিয়ায়ে-কেরাম বুযুর্গানেদ্বীনের প্রসিদ্ধি, তবে স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলাই তাঁহাদিগকে হেফাযত করেন। কেননা, তাহারা নেতৃত্ব ও প্রসিদ্ধি চান নাই। একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য এবাদত করিয়াছিলেন। যেই অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলা তাহাদেরকে রাখিয়াছেন সেই অবস্থার উপরই তাহারা সন্তুষ্ট থাকিয়াছেন। ফলে, কখনো তাহারা নেতৃত্বের মোহ্ বা সম্পদের লিপ্সায় পতিত হন নাই। সুতরাং ওলী কখনো প্রসিদ্ধি প্রাপ্ত হন, কিন্তু নেতৃত্ব বা প্রসিদ্ধি কামনার রোগাক্রান্ত হন না। আর মর্যাদালোভী রোগী সর্বদা চায় যে, লোকেরা আমার প্রশংসা করুক এবং নিজের প্রশংসা শুনিয়া তাহার 'নফ্ছ' অনেক মোটা হইয়া যায়।

جانور فربہ شود از راہ نوش
آدمی فربہ شود از راہ گوش

জানোয়ার ঘাস-ভূষি দানা-পানি দ্বারা মোটা হয়। আর মানুষ কান-পথে নিজের প্রশংসা শুনিয়া মোটা হয়।

এই রোগের প্রতিকার

এই রোগের প্রতিকার হইলো মৃত্যুর স্মরণ। অর্থাৎ মনে মনে এই কথা ভাবা যে, যদি সমস্ত পৃথিবীও আমার পায়ের নিচে আসিয়া যায়; কিন্তু কবরে আমার কি অবস্থা হইবে (তাহা তো আমার জানা নাই)। সেখানে কে আমাকে সালাম জানাইতে আসিবে? কাহার প্রশংসা সেখানে কাজে আসিবে? কয়েক দিনের বিলীয়মান এই আনন্দ-উল্লাস তখন কোন্ কাজের? এমন খুশি ও আনন্দ অর্জন কর যাহা কখনো খতম হইবে না। আর তাহা হইলো আল্লাহ্ তাআলার সাথে সুসম্পর্ক এবং তাঁহাকে রাজি করা। যখন কেহ প্রশংসা করে তখন এই কল্পনা করিবে যে, ইহা আল্লাহ্ তাআলার ছাত্তারী (দোষ-ত্রুটি গোপন করার) ফসল মাত্র। তিনি আমার প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, দৃশ্য ও অদৃশ্যমান সর্বপ্রকার 'নাজাছাত' (নাপাকী) গোপন করিয়া রাখিয়াছেন। অনুভবনীয় নাজাছাত তো এই যে, পেটের মধ্যে পেশাব-পায়খানা ভরপুর হইয়া আছে। পেটে যদি কোন ছিদ্র থাকিতো এবং তাহা দ্বারা বিশ্রী দুর্গন্ধময় ভাপ বাহির হইতো, তখন বোঝা যাইত যে, কত লোক আপনার নিকট বসিয়া আপনার প্রশংসা বা গুণকীর্তন করে।

সুতরাং আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া আদায় করুন যে, কিভাবে তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ গোপন রাখিয়া আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন। এমনিভাবে গুনাহের বিষয়েও আল্লাহ্ তাআলা আমাদের দোষ-ত্রুটিসমূহ গোপন রাখিয়াছেন। দিলের মধ্যে যে সকল জঘন্য জঘন্য খাহেশাতপূর্ণ খেয়াল আসিতে থাকে, যদি মাখলুকের সামনে সেগুলি প্রকাশ হইয়া যায় তখন বোঝা যাইবে যে, হযরত, শায়েখ এবং স্যার উপাধি কয়জনে ব্যবহার করে। সুতরাং ইহা আল্লাহ্ তাআলার ছাত্তারী যে, তিনি আমাদের দিলের (জঘন্যতম গুনাহসমূহের) অছ্অছাগুলি এবং নিকৃষ্ট আমলসমূহ সম্পর্কে মানুষকে অবগত করেন না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলার ছাত্তারীর শুকরিয়া কি ইহাই যে, আমরা নিজেকে বড় ভাবিবো? অথবা মানুষের নিকট প্রশংসা কামনা করিতে থাকিবো? বরং আমাদের তো নিজেকে আরো বেশি ছোট ও নিকৃষ্ট জানা উচিত এবং সর্বদা অনুতপ্ত-লজ্জাবনত থাকা উচিত। এ কথা

মনে করিবে যে, হে আল্লাহ! ইহা আপনার অনুগ্রহ ও দয়া। যদি আপনি আমাদের এই দোষ-ত্রুটিগুলি গোপন না করিতেন তাহা হইলে মানুষ আজ আমাদেরকে পাথর মারিতো।

আসল ফকীরী বা পীর-মুরিদী ইহাই যে, নিজেকে মিটাইয়া দেওয়া। অর্থাৎ নিজের আমিত্ব ও অস্তিত্বকেই নির্মূল করিয়া দেওয়া। হযরত খাজা আযীযুল হাছান মজযূব (রহ.) স্বীয় মোর্শেদ হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর খেদমতে উপস্থিত হইয়া এই শে'র পড়িয়াছিলেন–

نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں
مٹا دیجے مٹا دیجے میں مٹنے ہی کو آیا ہوں

হে হাকীমুল উম্মত! আর কোন উদ্দেশ্য নয়, শুধু নিজেকে মিটানোর জন্যই আমি আপনার দুয়ারে আসিয়াছি। অতএব, হে হযরত! আমাকে মিটাইয়া দিন, 'বিলীনতা' শিখাইয়া দিন।

যখন নিজের আমল কবুল হওয়ার কোন খবর নাই, আমার ব্যাপারে চূড়ান্ত ফয়সালা কি হইবে সে ব্যাপারে কিয়ামতের দিনই শুধু জানা যাইবে (তার আগে কিছুই জানা যখন সম্ভব নয়) তাহা হইলে মাখলুকের নিকট প্রশংসা কামনা করা এবং প্রশংসা শুনিয়া খুশি হইয়া যাওয়া বোকামী বৈ কি? যেই মাখলুক (সর্ববিষয়ে) দুর্বল, অক্ষম এবং কাহারো উপকার বা ক্ষতির ক্ষমতা যার হাতে নাই, তাহার নিকট প্রশংসা কামনা করা কতটা অর্থহীন! সকল প্রশংসা এবং গুণাবলী একমাত্র আল্লাহ তাআলারই ভূষণ, একমাত্র তাঁহারই অধিকার।

مَا اَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا اَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَّفْسِكَ

আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন ঃ "যেই নেকী, যেই কল্যাণ তোমার মধ্যে প্রকাশিত হয়, তাহা আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে। আর যে অন্যায় তোমার মধ্যে প্রকাশ পায় তাহা তোমার নছফের পক্ষ হইতে।"

এই রূহানী রোগও কোন আল্লাহওয়ালা কামেল শায়খের সোহ্বত এবং তাঁর খেদমত দ্বারাই দূর হয়। আল্লাহ তাআলা তাওফীক দান করুন। আমীন।

اے تو افلاطون و جالینوس ما
اے دوائے نخوت و ناموس ما

অর্থ : হে মোর্শেদ! আপনিই মহাজ্ঞানী প্লেটো, আপনিই আমার মহা চিকিৎসাবিজ্ঞানী জালীনূস। আপনিই আমার দম্ভ-অহংকারের অব্যর্থ ঔষধ।

আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন যে, নিজের নফ্ছকে পাক-পবিত্র ও উত্তম মনে করিও না। ইহা ত কাফেরদের অভ্যাস যে, তারা নিজেদের আমলকে এবং নিজেদেরকে উত্তম মনে করে। হাদীছ শরীফে আছে ঃ

আত্মপ্রসাদ মানুষকে ধ্বংস করিয়া দেয়। কেননা, মানুষ যখন নিজেকে নিজে নেককার মনে করিতে থাকে তখন সে নিশ্চিন্ত হইয়া যায় এবং আখেরাতের কামিয়াবী হইতে বঞ্চিত হইয়া যায়।

শয়তান চার হাজার বৎসর এবাদত করিয়াছে। কিন্তু তাহার শেষ পরিণতি কি হইয়াছে? অথচ, হযরাত সাহাবায়ে কেরাম (রা.) এত অধিক নেক আমল করা সত্ত্বেও সর্বদা ভয়ে কাঁপিতে থাকিতেন مَخَافَةَ اَنْ لَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ এই আশংকায় যে, না জানি কবুল হয় কি না?

আল্লাহ্ তাআলার 'জামাল ও কামাল' (রূপ-সৌন্দর্য ও পূর্ণতার গুণাবলী) দেখার বদলে নিজের রূপ-সৌন্দর্য ও গুণাগুণ দেখিতে থাকা এমনই, যেমন কোন প্রেমিক স্বীয় প্রেমাস্পদের রূপ-সৌন্দর্য দেখার স্থলে একটি আয়না পকেট হইতে বাহির করিয়া নিজের চেহারা ও উহার সাজগোজ দেখিতে থাকে। তখন প্রেমাস্পদ তাহাকে এক থাপ্পড় মারিয়া এই বলিয়া তথা হইতে তাড়াইয়া দিবে যে, যদি তোমার নিজেকেই দেখার দরকার হয় তবে এখানে কেন আসিয়াছ? সুতরাং নিজের সকল সৌন্দর্য ও গুণাবলীকে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলার দান মনে করিবে। আল্লাহ্ তাআলার শুকরিয়া ও তাঁর প্রশংসা দ্বারা যবানকে তরতাজা রাখিবে এবং তাঁহার 'কামাল ও জামাল'-এর (মহা পরিপূর্ণ গুণাবলী ও রূপ-সৌন্দর্যের) ধ্যান ও কল্পনায় ডুবিয়া থাকিবে।

অষ্টম অধ্যায়
গীবত এবং কুধারণা

এই রোগও অত্যন্ত ব্যাপক আকার ধারণ করিতেছে। অধিকাংশ নেককার (নামে পরিচিত) লোকদের মাঝেও গীবতের মহামারী চালু হইয়া গিয়াছে। প্রত্যেকে অন্যের সমালোচনা এবং সাথী-সঙ্গীদের উপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের চেষ্টায় লিপ্ত। এমনিভাবে কুধারণার ব্যাধিও ব্যাপক হইয়া যাইতেছে। সমস্ত ঝগড়ার ভিত্তি এবং মনের অস্থিরতা-অশান্তি ও পেরেশানীর কারণও ব্যাপকভাবে গীবত এবং বদগুমানী বা কুধারণা।

কিয়ামতের দিন প্রত্যেক কুধারণার উপর শরয়ী দলীল (শরীয়তগ্রাহ্য দলীল) চাওয়া হইবে এবং সুধারণার জন্য কোন দলীল (চাওয়া) ছাড়াই উত্তম প্রতিদান দেওয়া হইবে।

সুতরাং ইহা অত্যন্ত মূর্খতার বিষয় যে, সুধারণা পোষণ করিয়া বিনা দলীলে ও বিনা চেষ্টায় মোফ্‌তের সওয়াব অর্জন না করিয়া বরং কুধারণা করত: নিজেকে প্রমাণাদি পেশ ও জবাবদিহিতার সম্মুখীন করিতেছে।

আল্লাহ্‌ তাআলা উভয় বিমারীর কথা কুরআনে-পাকে বর্ণনা করিয়াছেন এবং বান্দাদেরকে তা হইতে বাঁচার নির্দেশ দিয়াছেন। হাদীছ শরীফেও গীবতকে যিনা হইতে অধিক কঠিন গুনাহ বলা হইয়াছে এবং কুধারণাকে 'সর্ববৃহৎ মিথ্যা কথা' নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

পরম প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) বলিয়াছেন যে, এখন আমি বায়আত করার সময় গীবত, কুধারণা ও কুদৃষ্টি না করা এবং কুরআন শরীফের হরফসমূহ সহী-শুদ্ধভাবে আদায়ের মশ্‌ক করার ব্যাপারে অঙ্গীকার নিয়া থাকি এবং হারদুঈ হইতে ছাপানো পরচাও এ বিষয়ে প্রচার করিয়াছেন যা এখানে হুবহু উদ্ধৃত করিতেছি।

এসলাহুল গীবাহ্‌ অর্থাৎ গীবতের ক্ষতিসমূহ এবং উহার চিকিৎসা

(সংকলক আমার পরম প্রিয় শায়েখ ও মোর্শেদ আলহাজ্জ মাওলানা শাহ আবরারুল হক (রহ.) নাযেম মজলিসে দাওয়াতুল হক হারদুঈ)

(তিনি বলেন :) আজকাল গীবত অনেক ব্যাপক আকার ধারণ করিয়াছে। অথচ ইহা এমন নিকৃষ্ট অভ্যাস যে, ইহার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই ধ্বংস এবং অপমানিত হওয়ার প্রবল আশঙ্কা রহিয়াছে। এ কারণে কতিপয় দোস্ত-আহ্‌বাবের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী সংক্ষিপ্তাকারে ইহার কিছু ক্ষতি এবং প্রতিকার বুযুর্গানেদ্বীনের কিতাবাদি ও বাণীসমূহ হইতে সংকলন করিয়া প্রকাশ করা হইতেছে। বারবার এই কথাগুলির চিন্তা ও স্মরণ দ্বারা এবং সেই মোতাবেক আমল করার দ্বারা ইনশাআল্লাহ্ তাআলা উক্ত বিমারী দূরীভূত হইয়া যাইবে এবং তাহা হইতে হেফাজতে থাকিবে।

১. গীবতের সুনিশ্চিত ক্ষতি এই যে, ইহার ফলে বিভেদ সৃষ্টি হয়। আর বিভেদ-বিচ্ছিন্নতার দ্বারা মামলা-মুকদ্দমা, লড়াই-ঝগড়া ইত্যাদি সবকিছুই হয়। আর আপসে মিল-মহব্বতের মধ্যে যে সকল কল্যাণ ও উপকারিতা রহিয়াছে, বিভেদ-বিচ্ছেদের কারণে তাহা হইতে বঞ্চিত থাকে।

২. কাহারো গীবত করার সাথে সাথে অন্তরে এমন অন্ধকার পয়দা হয় যাহার ফলে অনেক কষ্ট হয়, যেন কেহ্ গলা টিপিয়া ধরিয়াছে। যার অন্তরে সামান্য পরিমাণও অনুভূতি আছে এ বিষয়টি তাহার অনুভব হয়।

৩. গীবত করার দ্বারা দ্বীন ও দুনিয়া উভয়েরই ক্ষতি হয়। দুনিয়ার ক্ষতি এই যে, যাহার গীবত করিয়াছে সে যদি জানিতে পারে, তবে গীবতকারীকে অপদস্থ্ করিয়া ছাড়িবে। আর যদি শক্তি-সামর্থে কুলায় তাহা হইলে অত্যন্ত কঠিনভাবে তাহাকে শায়েস্তা করিয়া ছাড়িবে। গীবতের দ্বারা দ্বীনের ক্ষতি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা অসন্তুষ্ট হন। আর আল্লাহ্ তাআলাকে নারাজ করা মানে দোযখে যাওয়ার পথ সুগম করা।

৪. হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, গীবত যিনা হইতেও অধিক ক্ষতির কারণ।

৫. আল্লাহ তাআলা গীবতকারীকে ক্ষমা করিবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা ক্ষমা না করে। কেননা ইহা হক্কুল-এবাদের অন্তর্ভুক্ত।

৬. গীবত করা যেন নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়া। এমন কে আছে যে নিজের মৃত ভাইয়ের গোশত খাইতে প্রস্তুত? সুতরাং যেভাবে ইহাকে নিকৃষ্ট ও অপছন্দনীয় মনে করা হয়, গীবতকেও তেমনই মনে করা চাই।

৭. গীবতকারী ভীতু প্রকৃতির ও হীন মনোবলের হয়। এ কারণেই তো কাহারো অগোচরে তাহার বদনাম করে।

৮. গীবত করার দ্বারা চেহারার নূর ও ঔজ্জ্বল্য হ্রাস পায় এবং চেহারা ফ্যাকাসে হইয়া যায়। এমন ব্যক্তিকে লোকেরা তাচ্ছিল্যের নজরে দেখিতে থাকে।

৯. গীবতের কারণে বড় ক্ষতি এই যে, কিয়ামতের দিন গীবতকারীর নেকীগুলি যাহার গীবত করা হইয়াছে তাহাকে দিয়া দেওয়া হইবে। ইহাতেও যদি ক্ষতি পূরণ না হয় তাহা হইলে গীবতকৃত ব্যক্তির পাপগুলি গীবতকারীর গর্দানে চাপাইয়া দেওয়া হইবে, যাহার ফলে তাহাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিতে হইবে। এমন ব্যক্তিকে হাদীছ শরীফে 'দ্বীনের অসহায়' বলা হইয়াছে। সুতরাং দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়ই ইহার ক্ষমা চাহিয়া নেওয়া জরুরি।

১০. কার্যতও গীবতের এলাজ করা চাই। আর তাহা এইভাবে যে, যখন কেহ গীবত করে আর সে ক্ষেত্রে তাহার বাধা দেওয়ার ক্ষমতা থাকে, তবে বাধা দিবে। অন্যথায় নিজে তথা হইতে উঠিয়া যাওয়া জরুরি। তাহার মনোক্ষুণ্নতার পরোয়া করিবে না। কেননা, অন্যের মন ভাঙ্গা হইতে বাঁচার চেয়ে নিজের দ্বীনের ক্ষতিসাধন হইতে বাঁচা বেশি জরুরি। স্বাভাবিকভাবে যদি সেখান হইতে উঠিতে না পারে তবে কোন বাহানা দিয়া উঠিয়া যাইবে। অথবা নিজে ইচ্ছাকৃত অন্য কোন বৈধ আলোচনা শুরু করিয়া দিবে।

১১. গীবতের এক আশ্চর্যজনক আমলী চিকিৎসা এই যে, যাহার গীবত করা হইল তাহাকে নিজের এ অপকর্মের কথা জানাইয়া দিবে। কিছুদিন নিয়মিত এইরূপ আমল করিলে ইনশাআল্লাহ এই রোগ একেবারে নির্মূল হইয়া যাইবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য– ১ : গীবতের অর্থ এই যে, কোন মুসলমানের অবর্তমানে তাহার সম্পর্কে এমন কোন কথা আলোচনা করা যাহা সে শুনিলে তাহার মনঃকষ্ট হইবে। যেমন– কাহাকেও বেকুব বা নির্বোধ বলা অথবা কাহারো জাত-বংশে খুঁত বাহির করা অথবা কাহারো কোন আচরণ, ঘরবাড়ি, জন্তু-জানোয়ার, লেবাছ-পোশাক ইত্যাদি মোটকথা, যেই জিনিসের সাথেই তাহার কোন সম্পর্ক রহিয়াছে সে সম্পর্কে এমন কোন দোষ বলা যাহা শুনিলে ঐ মুসলমানের কষ্ট হইবে এবং এই দোষচর্চা চাই মুখে

প্রকাশের মাধ্যমে হউক অথবা কোন ইশারা-ইঙ্গিত দ্বারা হউক অথবা হাত কিংবা চোখের ইশারায় হউক অথবা (তাচ্ছিল্যস্বরূপ) তাহার কোন আচরণ নকল করা হউক, এই সবগুলিই গীবতের অন্তর্ভুক্ত।

১২. পরিপূর্ণ ফায়দার জন্য উপরোক্ত কথাগুলির উপর আমল করার পাশাপাশি কোন কামেল শায়খের সাথে এসলাহী সম্পর্ক কায়েম করাও জরুরি। যাহাতে এ সকল এলাজের দ্বারা ফল প্রকাশ না পাইলে এ বিষয়ে ঐ মোসলেহের সাথে যোগাযোগ করিতে পারে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য–২ : কতিপয় ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েয আছে। যেমন– কোথাও কোন ব্যক্তির অবস্থা গোপন করার দ্বারা দ্বীনের অথবা অন্য কোন মুসলমানের ক্ষতি হওয়ার প্রবল আশংকা অনুভব হইলে সেক্ষেত্রে ঐ ব্যক্তির অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেওয়া চাই। ইহা নিষেধ নয়। বরং ইহা কল্যাণকামিতার অন্তর্ভুক্ত। তবে ইহা আবশ্যকীয় যে, যাহার গীবত করিতে মনস্থ করিবে প্রথমে তাহার সংশ্লিষ্ট অবস্থাদি লিখিয়া কোন আমলদার আলেমের নিকট জিজ্ঞাসা করিবে। তাহার ফতোয়া গ্রহণ করত: সেই মোতাবেক আমল করিবে। আর যদি গীবতের পক্ষে দ্বীনী জরুরত না থাকে বরং একমাত্র নফছের দুরভিসন্ধিই হয়, তবে সেক্ষেত্রে কাহারো দোষযুক্ত বাস্তব অবস্থা বর্ণনা করা অবৈধ এবং হারাম গীবতের অন্তর্ভুক্ত। আর সঠিকভাবে প্রকৃত ঘটনা জানা ছাড়া কাহারো দোষ বর্ণনা করা তো তোহ্মত ও অপবাদ। (যাহা আরো নিকৃষ্ট হারাম এবং নিকৃষ্টতম গুনাহের কাজ।)

বিশেষ দ্রষ্টব্য–৩ : যদি শায়েখের মজলিসেও গীবত হইতে লাগে তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে উঠিয়া যাওয়া চাই। যেমন বৃষ্টি উত্তম জিনিস। বৃষ্টিতে গোছল করা উপকারী। কিন্তু যদি শিলা পড়িতে শুরু করে তখন তো সেখান হইতে পলায়ন করা চাই।

আহ্কার আবরারুল হক উফিয়া আনহু
খাদেম– আশরাফুল মাদারেস হারদুঈ

প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.)-এর অতি অমূল্য উপদেশ

যাহারা রীতিমত কোন বুযুর্গের সাথে আত্মশুদ্ধি ও চরিত্র সংশোধনমূলক সম্পর্ক রাখে না; তবে আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি শ্রদ্ধাশীল; তাহাদেরকে

মহব্বত করে এবং তাহাদের মজলিসে আসা-যাওয়া রাখে, এ ধরনের ব্যক্তিদেরকে নিম্ন বর্ণিত আমলগুলি নিয়মিত শুরু করাইয়া দেওয়া চাই।

১. প্রত্যহ এক তাছবীহ্ (অর্থাৎ একশতবার) লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ যিকির।

২. এক তাছবীহ্ 'আল্লাহ আল্লাহ' (আল্লাহ পাকের নামের যিকির)।

৩. এক তাছবীহ্ দুরূদ শরীফ।

এই মা'মূলাতগুলি পালন করিলে ইহার বরকতে ও নূরে অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার প্রতি অনুরাগ ও সম্পর্ক আরো বৃদ্ধি পাইবে, শক্তিশালী হইবে এবং তাহা তাহাদের অনুভব হইবে। ইহার পর তাহারা নিজেরাই রীতিমত নিজেদের এসলাহের চিন্তা-ফিকির গুরুত্ব সহকারে উপলব্ধি করিতে থাকিবে। ইহা একটা পরীক্ষিত এবং মহোপকারী নোছখা (ব্যবস্থাপত্র)। আল্লাহ্ তাআলা নিজ অনুগ্রহে আমার অন্তরে ইহা ঢালিয়াছেন।

– আবরারুল হক (আফাল্লাহু আনহু)

আলহামদুলিল্লাহ্! অতি গুরুত্বপূর্ণ এই অধ্যায়টি সমাপ্ত হইল। সর্বশেষে পরম প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব দামাত বারাকাতুহুম কর্তৃক লিখিত উম্মতের এসলাহের জন্য আশ্চর্য উপকারী অথচ সহজ ব্যবস্থাপত্রটিও ব্যাপক ফায়দার উদ্দেশ্যে সংযোজন করিয়া দেওয়া হইয়াছে। আল্লাহ তাআলা দয়াপরবশ হইয়া ইহাকে কবুল করেন এবং উপকারী বানান। আমীন।

সম্মানিত পাঠকবৃন্দের নিকট সাধারণভাবে এবং প্রিয় মোর্শেদ দামাত বারাকাতুহুমের নিকট বিশেষভাবে সবিনয় দরখাস্ত এই যে, এই অযোগ্য বান্দার জন্য আল্লাহ্ তাআলার স্থায়ী সন্তুষ্টি, ঈমানী মউত এবং পূর্ণ ক্ষমার দোআ করিয়া কৃতজ্ঞ ও ধন্য করিবেন।

– মুহাম্মদ আখতার (আফাল্লাহু আনহু)

৬ যীকা'দাহ ১৩৯৭ হি.

একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ

তাসাওউফের জরুরত, মোর্শেদের জরুরত ও মোর্শেদের মহব্বত

হাকীমুল উম্মত, মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা শাহ্ আশরাফ আলী থানবী (রহ.) তাঁহার মাছায়েলুছ-ছুলূক, আত্-তাশাররুফ, আত্-তাকাশ্শুফ নামক গ্রন্থসমূহের মধ্যে পবিত্র কোরআনের দেড় হাজার আয়াত এবং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর দুই হাজার হাদীসের আলোকে, অন্য কথায় দেড় হাজার আয়াত ও দুই হাজার হাদীসের প্রমাণাদি সহকারে তাসাওউফের মাছ্আলাসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বিশ্ববিখ্যাত আলেম শায়খুল হাদীছ হযরত মাওলানা যাকারিয়া ছাহেব (রহ.) তাঁহার এক পত্রের মধ্যে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ মন্যূর নো'মানী ছাহেবের মত আলেমকে তাছাওউফের মাছয়ালাসমূহের দলীল-প্রমাণের ব্যাপারে উল্লেখিত কিতাবসমূহ অধ্যয়নের পরামর্শ দিয়াছিলেন।

অল্প কয়েক পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধের মধ্যে যেই কথাগুলি লেখা হইয়াছে, এ ব্যাপারে আমাদের বুযুর্গানের যে সকল কিতাবাদি হইতে আমি সাহায্য গ্রহণ করিয়াছি তাহা এই : মাওলানা শাহ ওছীউল্লাহ্ ছাহেব (রহ.)-এর লেখা তাছাওউফ আওর নিছ্বতে ছূফিয়াহ্, হযরত মাওলানা আবুল হাছান আলী নদভীর লেখা তাযকেরায়ে শাহ ফযলুর রহমান ছাহেব (রহ.) এবং হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর মলফূযাত 'কামালাতে আশরাফিয়্যাহ'।

শুকনা ও মাজা-ঘষা না খাওয়া কাঠমোল্লা হইও না ঃ

হযরত মাওলানা শাহ ওছীউল্লাহ ছাহেব (রহ.) তাঁহার কিতাব তাছাওউফ আওর নিছ্বতে ছূফিয়াহ্-এর মধ্যে লিখিয়াছেন যে, শায়েখ্ আবদুল হক মুহাদ্দিছে-দেহ্লবী (রহ.)-এর আব্বাজান তাঁহাকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে—

ملائے خشک و ناہموار نباشی

'বৎস! শুক্না ও কোন কামেলের হাতে ঘষা-মাজা না খাওয়া মোল্লা হইও না।'

তাই জিন্দেগীভর তাঁহার এক হাতে ছিল 'জামে শরীঅত' جام شریعت (শরীঅতের পেয়ালা), আর এক হাতে ছিল 'ছন্দানে এশ্ক্' سندان عشق (এশকের হাতুড়ি)। হযরত শায়খ ছাইফুদ্দীন (রহ.) তাঁহার মধ্যে

এশকে-হাকীকীর সেই আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিলেন যাহা জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁহার অন্তর-আত্মাকে দগ্ধ ও উত্তপ্ত করিতে থাকিয়াছে। (হায়াতে শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিছে-দেহ্লবী পৃষ্ঠা ৮৮ দ্রষ্টব্য)

হযরত শায়েখ্ আবদুল হক মুহাদ্দিছে-দেহ্লবী (রহ.) বলেন : শরীঅত ও তরীকতের মধ্যে পার্থক্য করা গোমরাহী এবং যে ব্যক্তি শরীঅতের উপর চলে না, শরীঅত মতে আমল করে না, সে সূফী-দরবেশ নামে অভিহিত হওয়ার অযোগ্য। তাহাকে সূফী বা দরবেশ বলার কোনই হক্দার সে নয়।

শরীঅত ও তরীকত সম্পর্কে আল্লামা শামী (রহ.)-এর বিদগ্ধ অভিমত ঃ

শরীঅত, তরীকত ও হাকীকত যে পরস্পর অভিন্ন এবং একটি অপরটির সহিত অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত, এ বিষয়ে আল্লামা শামীরও একই অভিমত। তিনি ফাতাওয়া শামীতে লিখিয়াছেন, মাশায়েখগণ বলেন :

اَلطَّرِيْقَةُ سُلُوْكُ طَرِيْقِ الشَّرِيْعَةِ وَالشَّرِيْعَةُ اَعْمَالٌ شَرْعِيَّةٌ مَعْدُوْدَةٌ وَهُمَا وَالْحَقِيْقَةُ ثَلٰثَةٌ مُتَلَازِمَةٌ - شامى ج ١ ص ٤٢

শরীঅতের রাস্তায় যথাযথভাবে চলার নামই তরীকত। অর্থাৎ কিভাবে শরীঅতের রাস্তায় সফল হওয়া যায় এবং অটল থাকা যায়, তরীকত তাহাই শিক্ষা দান করে। আর শরীঅত হইল শরীঅতী দলিল-প্রমাণ তথা কোরআন-সুন্নাহ্ প্রভৃতির আলোকে নির্ধারিত সুনির্দিষ্ট কতিপয় আমল। আর শরীঅত, তরীকত ও হাকীকত নামের তিনটি জিনিসের প্রত্যেকটি অপরটির সহিত এমনভাবে জড়িত যে, একটি হইতে অপরটি পৃথক হইতে পারে না। ফাতাওয়া শামী প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪২ দ্রষ্টব্য।

আল্লামা শামী আরও লিখিয়াছেন :

اِنَّ عِلْمَ الْاِخْلَاصِ وَالْعُجْبِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَا فَرْضُ عَيْنٍ وَمِثْلُهَا غَيْرُهَا مِنْ اٰفَاتِ النُّفُوْسِ كَالْكِبْرِ وَالشُّحِّ وَالْحِقْدِ وَالْغِشِّ وَالْغَضَبِ وَالْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ وَالطَّمَعِ وَالْبُخْلِ وَالْبَطَرِ وَالْخِيَانَةِ وَالْمُدَاهَنَةِ

وَالْاِسْتِكْبَارِ عَنِ الْحَقِّ وَالْمَكْرِ وَالْمُخَادَعَةِ وَالْقَسْوَةِ وَطُوْلِ الْاَمَلِ وَنَحْوِهَا مِمَّا هُوَ بَيِّنٌ فِىْ رُبْعِ الْمُهْلِكَاتِ ..... مِنَ الْاِحْيَاءِ

আল্লামা শামী যিনি পরবর্তী ফকীহদের অন্যতম এবং সাধারণত তাঁহার কিতাবের আলোকেই ফতওয়া প্রদান করা হয়, আর আমরা সকলে ঐ ফতওয়া শিরোধার্য করিয়া লই, তাঁহার মত ফকীহ বলিতেছেন যে, এখলাছ ও আখলাকের এল্‌ম হাসিল করা 'ফরযে আইন' (যাহা প্রত্যেকের উপর ফরয)। প্রত্যেকে কিংবা প্রায় মানুষই আত্মগরিমা; হিংসা, রিয়া (লৌকিকতা) অনুরূপভাবে আত্মার জন্য ধ্বংসাত্মক অন্যান্য ব্যাধিসমূহ যেমন অহংকার, লোভ, বিদ্বেষ, কুটিলতা, ক্রোধ, শত্রুতা, অন্তর্দাহ, মোহ, কৃপণতা, সত্য কবূল না করা, দাম্ভিকতা, দ্বীনী কর্তব্যে গাফলত ও শিথিলতা, আত্মগরিমা বশত: সত্য প্রত্যাখ্যান, চালবাজি, ধোঁকা দেওয়া, মনের কাঠিন্য, দীর্ঘ আশা প্রভৃতি চারিত্রিক ব্যাধিসমূহের এক-দুইটিতে অথবা সব কয়টিতে আক্রান্ত। তবে আল্লাহ যাকে খাছভাবে হেফাযত করেন, যেমন পয়গাম্বরগণ। অথচ এই সকল দুশ্চরিত্র হইতে মুক্ত হওয়া ফরয। বস্তুত তাছাওউফের মধ্যে সৎ গুণাবলী অর্জন ও অসৎ গুণাবলী বর্জনের শিক্ষাই দেওয়া হয়। (ইহাতে প্রমাণিত হইল যে, এই অর্থে তাছাওউফ হাসিল করা ফরয।)

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর বাণী

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন, যেহেতু দ্বীনের যাহেরী আমলগুলি সহজ, তাই যাহেরী আমলগুলি পালন ও গ্রহণ করিয়া লওয়া হয়। পক্ষান্তরে বাতেনী আমলসমূহ পালন করা এবং চরিত্র সংশোধন করা খুবই কষ্টকর। কারণ, চরিত্র গঠনের জন্য নফ্‌ছকে দমন করিয়া কুপ্রবৃত্তিসমূহের মোড় পরিবর্তন করিতে হয়। এজন্য লোকেরা আত্মগঠন ও আত্মসংশোধনের এই পথে পা বাড়াইতে ভয় পায়। তিনি আরও বলেন যে, এই পথে চলার জন্য লোকদের মধ্যে উন্নত মনোবল, দৃঢ়চিত্ততা ও সাহসিকতার প্রয়োজন। কারণ, এই রাস্তায় চলিতে হইলে অন্য সব সম্পর্ক-সম্বন্ধের উপর আল্লাহর সম্পর্ককে প্রাধান্য দিয়া জিন্দেগী কাটাইতে হয়। সর্বক্ষেত্রে গায়রুল্লাহ্‌র সম্পর্ককে দুর্বল এবং আল্লাহর সম্পর্ককে সবকিছুর উপর প্রবল, সফল ও অটলভাবে ধরিয়া রাখিতে হয়। কিন্তু আফসোস, এই মানুষগুলি আল্লাহর সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে তো ছবর করিয়া কাটায়, কিন্তু

গায়রুল্লাহর (অন্য সব বস্তু বা ব্যক্তির) সহিত সম্পর্কের ক্ষেত্রে ছবর করিতে পারে না। অর্থাৎ ইহারা আল্লাহকে এড়াইয়া ত চলিতে পারে, কিন্তু নিজেদের সাধের জিনিস বা সখের মানুষকে এড়াইয়া চলা সম্ভব হয় না।

অধম আখতার এই মর্মে জনৈক বুযুর্গের একটি আরবী ছন্দ পেশ করিতেছে :

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا فَارَقْتَهُ عِوَضٌ

وَلَيْسَ لِلّٰهِ إِنْ فَارَقْتَ مِنْ عِوَضٍ

“যে কোন জিনিস ত্যাগ করিলে উহার একটা বিকল্প বা বদল তুমি পাইবে। কিন্তু যদি তুমি আল্লাহকে ত্যাগ কর বা আল্লাহ্ হইতে জুদা হইয়া যাও তবে আল্লাহ্পাকের বদল তুমি কোথাও পাইবে না। আল্লাহ পাকের মত আর একজন তো আর কোথাও মিলিবে না।”

আল্লামা শামী (রহ.) ‘এলমুল-আখলাক’ বা চরিত্র সম্বন্ধীয় জ্ঞান অর্জনকে ফরয বলিয়াছেন যাহা ইতিপূর্বে উল্লেখিত হইয়াছে। কিন্তু শুধু জানার দ্বারা কাজ হইবে না। কারণ, জ্ঞান অর্জন করা এক জিনিস, আর সেই জ্ঞান মোতাবেক জীবন গঠন করা আর এক জিনিস। পাখির বুলি রপ্ত করিয়া লইলেই ঐ বুলি নকলকারী পাখির মনের গভীর ভেদ ও রহস্যাবলী জানিতে পারে না। তদ্রূপ, আল্লাহর ওলীদের কথা ও পরিভাষাসমূহ কণ্ঠস্থ করিয়া লইলেই সে ওলীআল্লাহ হইয়া যায় না। মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

گر بیاموزی صفیر بلبلے — تو چہ دانی کو چہ گوید با گلے

لحن مرغاں را اگر واقف شوی — بر ضمیر مرغ کے عارف شوی

তুমি যদি বুলবুলির আওয়াজের অনুসরণ রপ্ত করিয়া লও তবে তুমি কিরূপে বুঝিবে যে, ফুলের সহিত বুলবুলি কি কথা বলিতেছে। কারণ, পাখিদের বুলি নকল করিতে পারিলেই ইহা জরুরি নয় যে, উহাদের অন্তরের হাল-অবস্থাও তুমি অবগত হইয়া যাইবে।

তাই, হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, কোন কামেল পথপ্রদর্শক ব্যতীত ‘এছলাহে নফ্ছ’ বা চরিত্র সংশোধন ও গঠন করা অসম্ভব। নফ্ছের এছলাহ ফরয। অতএব, যেই মাধ্যম ব্যতীত এই ফরয

আদায় করা সম্ভব নয় তাহাও ফরয হইবে। (যেহেতু মোর্শেদের পরামর্শ ও পথ প্রদর্শন ব্যতীত এছলাহ হয় না, তাই উহাও ফরযের অন্তর্ভুক্ত।)

এতদ্ব্যতীত পবিত্র কোরআনে আল্লাহ্‌পাক يُزَكِّيهِمْ 'যুযাক্কীহিম' শব্দ নাযিল করিয়াছেন যাহার অর্থ, নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম সাহাবাগণের এছলাহ ও তাযকিয়াহ (চরিত্র গঠন ও পরিমার্জন) করেন। এখানে 'তায্‌কিয়াহ' (সংশোধন ও পরিমার্জন) এমন একটি ক্রিয়া যাহা সম্পাদনের জন্য একজন মুযাক্কীর দরকার। মুযাক্কী অর্থ সংশোধন ও পরিমার্জনকারী। যেমন, উক্ত আয়াতে মুযাক্কী স্বয়ং নবী করীম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম। আবার মুযাক্কাও আবশ্যক। 'মুযাক্কা' অর্থ যাহাকে সংশোধন ও পরিমার্জন করা হয়। যেমন, উক্ত আয়াতে মুযাক্কা স্বয়ং সাহাবায়ে কেরাম (রা.)। মোরব্বা যেরূপ মুরব্বী (মোরব্বা প্রস্তুতকারী) ছাড়া হয় না, তদ্রূপ মুযাক্কাও মুযাক্কী ছাড়া হয় না। অর্থাৎ 'সংশোধনকারী' ব্যতীত 'সংশোধিত ও পরিমার্জিত' হওয়া যায় না।

এখন যদি কেহ হার্টের শক্তি বৃদ্ধির জন্য রূপার পাতে মোড়াইয়া আমলকীর মোরব্বা খায়; তখন ঐ আমলকী যাহা মোরব্বা হয় নাই সেও যদি সমকক্ষতা ও সমমর্যাদার দাবী করিয়া ইহা চায় যে, আমাকেও রূপার পাত দ্বারা জড়াও এবং আমার সাথেও ঐ রকম মর্যাদাপূর্ণ আচরণ কর। তখন আপনি কি উত্তর দিবেন? সুতরাং ঐ সকল উলামায়ে-কেরাম যাঁহারা বুযুর্গানেদ্বীনের সোহ্‌বত ও তরবিয়তপ্রাপ্ত এবং যে সকল আলেম সোহ্‌বত ও তরবিয়ত প্রাপ্ত নন আল্লাহ্‌ তাআলার সহিত তাঁহাদের সম্পর্কের মান এবং উম্মতের মধ্যে তাঁহাদের মকবূলিয়ত ও মর্যাদাকে এই দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝিয়া নিন।

হযরত মাওলানা শাহ ফযলুর রহমান (রহ.) স্বীয় পীর ও মোর্শেদের মহব্বতে এই দুইটি ছন্দ পড়িতেন ঃ

اے شہ آفاق شیریں داستاں - باز گو از من نشان بے نشان
صرف ونحو ومنطقم را سوختی - در دلم عشق خدا افروختی

অর্থ : আল্লাহ্‌প্রেমের মধুর-মধুর কথা বয়ানকারী হে মোর্শেদ শাহ্‌ আফাক্‌! বে-নিশান সত্তাকে চিনিবার কোন 'নিশান' আমাকে বলিয়া দাও।

আমার আরবী গ্রামার ও তর্কবিদ্যাকে জ্বালাইয়া ফেলিয়া আমার অন্তরে যে তুমি আল্লাহ্প্রেমের আগুন প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ।

হযরত শায়খুল হিন্দ (রহ.)-এর ঘটনা

দেওবন্দের প্রধান মুফতী হযরত মাওলানা মুফতী মাহ্মূদ হাছান গঙ্গুহী (রহ.) আমার নিকট বর্ণনা করিয়াছেন যে, হযরত শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহ্মূদ হাসান দেওবন্দী (রহ.) প্রতি জুম্আয় দেওবন্দ হইতে স্বীয় পীর ও মোর্শেদ হযরত গঙ্গুহী (রহ.)-এর খেদমতে হাজির হইতেন। একদিন এক ঘনিষ্ঠ রসিক বন্ধু বলিল, মাওলানা! আপনি কেন যান গঙ্গুহ্? সেখানে কি পাওয়া যায়? তিনি বলিলেন :

لطف مے تجھ سے کیا کہوں زاہد
ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں

হে শুকনা মোল্লা! প্রেম-শরাবের কি মজা, কি নেশা, তাহা তোমাকে কিভাবে বলিব! হায়রে হতভাগা! তুই তো অদ্যাবধি পান করিয়াই দেখিস নাই!

আমিত্ব নির্মূলের চিহ্নসমূহের বহিঃপ্রকাশ 'নেছ্বত'-এর (আল্লাহর সহিত গভীর সম্পর্কের) জন্য আবশ্যকীয় বিষয় :

অধম আরয করিতেছে যে, এই আত্মদর্প, আত্মপ্রসাদ ও বড়ত্ববোধ কোন কামেল মোর্শেদের সোহ্বত এবং আল্লাহ্র সহিত গভীর সম্পর্ক লাভ ব্যতীত দূর হয় না। হযরত থানবী (রহ.)-এর খলীফা হযরত মাওলানা শাহ্ ওয়াছীউল্লাহ ছাহেব (রহ.) এই কথার সমর্থনে একটা সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর দলীল পেশ করিয়াছেন যাহা আমি ডাক্তার সালাহুদ্দীন ছাহেব হইতে জানিয়াছি। তাহা হইল এই যে, আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন :

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا اَعِزَّةَ اَهْلِهَا اَذِلَّةً

অর্থ ও ব্যাখ্যা : রাজা-বাদশাগণ যখন (বিজয়ী বেশে) কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাহারা উহাকে তছনছ করিয়া ফেলে এবং উহার প্রভাবশালী বাসিন্দাদেরকে হেয় ও অপদস্ত করিয়া ছাড়ে।

হযরত ইবনে আব্বাছ (রা.) বলিয়াছেন, আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, যখন বাদশা যুদ্ধের মাধ্যমে শহরে প্রবেশ করে তখন শহরবাসীকে নাজেহাল করে এবং সর্দারদিগকে বেইজ্জত করে। অর্থাৎ আমীর-উমারা, মন্ত্রী ও বড় বড় ব্যক্তিগণকে অত্যন্ত অপদস্ত করে কিংবা হত্যা করিয়া ফেলে অথবা তাহাদেরকে গ্রেপ্তার করে। হযরত ইবনে আব্বাছ (রা.) বলেন : اَذِلَّةً পর্যন্ত বিলকীছের কথা। وَكَذَالِكَ يَفْعَلُوْنَ আল্লাহ্ তাআলার কথা। (ইবনে কাছীর)

হযরত শাহ্ ওছীউল্লাহ্ ছাহেব (রহ.) বলেন, এই আয়াত হইতে আমার অন্তরে একটি এলমী কথা আসিয়াছে যে, আল্লাহ্ তাআলার তাজাল্লীর অবস্থাও ঠিক অনুরূপ। অর্থাৎ যখন যিকির ও আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহ্বতের বরকতে আল্লাহ্র রাস্তায় মুজাহাদাকারী পথিকের অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার সহিত গভীর সম্পর্কের দৌলত নসীব হয় এবং আল্লাহ তাআলার নৈকট্যের নূর তাহার অন্তরে প্রবেশ করে, তখন এই তাজাল্লী ঐ ছালেকের অহংকার, দাম্ভিকতা ও আত্মপ্রসাদকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দেয়। অতঃপর তাহার 'আনা' 'ফানা' দ্বারা (আত্মঅহংকার আত্মবিলীনতা দ্বারা) পরিবর্তন হইয়া যায়।

উত্তম চরিত্র এবং 'নেছ্বতে বাতেনী' :

অধম আরয করিতেছে যে, বান্দার সহিত আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ মহব্বত ও অনুগ্রহের আচরণ যদি খোদাঅন্বেষীর মধ্যে প্রকাশ না পায় তাহা হইলে বুঝিয়া লইতে হইবে যে, এই ব্যক্তি যিকির ও নফল আদায় সত্ত্বেও এখনও পথেই রহিয়া গিয়াছে। 'মন্যিলে মকসূদ' হইতে এখনো সে দূরে রহিয়াছে। যেমন আল্লামা আবুল কাছেম কুশাইরী (রহ.) তাঁহার 'রেছালায়ে কুশাইরিয়া'র মধ্যে লিখেন যে, ওলীর মধ্যে সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার হক সমূহ নিষ্ঠার সাথে পালন এবং মাখলুকের প্রতি সর্বদা কোমল ও ভালবাসাপূর্ণ আচরণের আদর্শ প্রবল থাকে। তাঁহার ভাষায়—

ثُمَّ انْبِسَاطُ رَحْمَتِهٖ لِكَافَّةِ الْخَلْقِ ثُمَّ دَوَامُ تَحَمُّلِهٖ عَنْهُمْ بِجَمِيْلِ الْخُلُقِ وَابْتِدَائُهٗ بِطَلَبِ الْاِحْسَانِ مِنَ اللّٰهِ اِلَيْهِمْ مِنْ غَيْرِ الْتِمَاسٍ مِّنْهُمْ وَتَرْكُ الْاِنْتِقَامِ مِنْهُمْ وَتَرْكُ الطَّمَعِ لِكُلِّ وَجْهٍ فِيْهِمْ وَلَا يَكُوْنُ خَصْمًا لِاَحَدٍ فِى الدُّنْيَا وَلَا فِى الْآخِرَةِ

সারমর্ম : তিনি বলেন : ওলী তিনি হন যিনি নিষ্ঠার সহিত আল্লাহ্ তাআলার হক সমূহ পুরাপুরি আদায় করেন, সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র সৃষ্টিকুলের প্রতি কোমলতা ও দয়াশীল আচরণ করেন। সদাচার দ্বারা লোকদের অন্যায় আচরণসমূহ সহ্য করিতে থাকেন। মাখলূকের আবেদন-নিবেদন ব্যতীত নিজ হইতেই তিনি তাহাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোআ করিতে থাকেন। প্রতিশোধ গ্রহণ না করা তাঁহাদের অভ্যাস। মাখলুকের নিকট হইতে কোন কিছু পাওয়ার লোভ-লালসা হইতে মুক্ত থাকেন। দুনিয়া ও আখেরাতে নিজের জন্য কাহারো সহিত বিবাদ বা কাহারো প্রতি শত্রুতাপূর্ণ অবস্থান তাহারা নেন না।

অধম আরয করিতেছে যে, স্থূলদর্শীরা 'আহ্লে-বাতেন' তথা তরীকতের বুযুর্গান হইতে ততক্ষণ পর্যন্ত দূরে দূরে থাকে, তাঁহাদের প্রতি বিরক্ত এবং তাঁহাদেরকে দেখিলে পালাইতে থাকে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁহাদের অন্তর ঐ সকল ওলীদের অন্তর্গত হাল-হাকীকত সম্পর্কে বে-খবর থাকে। কিন্তু যখন তাঁহাদের (উচ্চ মাকামের বেলায়েতের) পরিচয় লাভ করে তখন তাহারা নিজেদের বাতেনকে (অন্তর্দেশকে) তাঁহাদের বাতেনের (অন্তর্দেশের) সম্মুখে নিঃস্ব, অসহায় ও শূন্য মনে করিয়া তাঁহাদের বাতেনী দৌলত হইতে কিয়দাংশ হইলেও অর্জন করার জন্য তাঁহাদের সম্মুখে দীনতা-হীনতা, অক্ষমতা ও ভক্ত গোলামে পরিণত হইয়া যায়।

আল্লাহওয়ালাদের সান্নিধ্যের অনন্য তৃপ্তি

আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতের স্বাদ ও তৃপ্তি সম্পর্কে আমার একটি ছন্দ এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

حاصل جسے کہ آپ کی صحبت مدام ہے
دنیا میں رہ کے پھر بھی وہ جنت مقام ہے

হে আল্লাহওয়ালা! সর্বদা আপনার সাহচর্যে থাকিবার যাহার তওফীক হইয়াছে, দুনিয়াতে থাকিয়াও সে জান্নাতের যমিনেই বসবাস করিতেছে।

অপর শে'রটি ফার্সিতে—

میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آید
ہمیں بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آید

'আল্লাহওয়ালাদের সোহবতে থাকিবার যখন সৌভাগ্য লাভ হয় তখন আমার এরূপ উপলব্ধি হয় যে জান্নাত যেন আছমান হইতে যমিনে নামিয়া আসিয়াছে।'

এই ফার্সী ছন্দটি এলাহাবাদে তৈরি হইয়াছিল। আমি হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব পরতাবগড়ী (রহ.)-এর খেদমতে এমন একটি বিষয় আলোচনা করিয়াছিলাম যাহা শ্রবণ করত তিনি খুশিতে উৎফুল্ল হইলেন এবং আছরের পরের মজলিসে পুনরায় উক্ত বিষয়টি আলোচনা করার নির্দেশ দিলেন। উহার সারকথা এই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা কোরআন শরীফে প্রথমে فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ 'আমার বিশেষ বান্দাগণের মাঝে প্রবেশ কর'। তারপর وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ 'এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর' উল্লেখ করিয়াছেন। আমার প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আব্দুল গনী ফুলপুরী (রহ.) বলিতেন : فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ আয়াতটিকে পূর্বে উল্লেখ করিবার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাহার মকবুল বান্দাগণের সাহচর্য, নৈকট্য এবং বন্ধুত্বকে জান্নাতের নেয়ামত হইতেও শ্রেষ্ঠ সাব্যস্ত করিয়াছেন। অতঃপর অধম লেখক আরয করিল যে, ইহা একটা 'কায়েদায়ে কুল্লিয়া' (সর্বক্ষেত্রে স্বীকৃত নিয়ম) যে, মাকান (ঘর) হইতে মাকীন (ঘরে বসবাসকারী) শ্রেষ্ঠ। তো জান্নাত হইল মাকান (বসবাসস্থল), জান্নাতীরা হইল মাকীন। আর জান্নাতবাসী আউলিয়ায়ে-কেরাম এ দুনিয়া হইতেই জান্নাতে যান। আর আউলিয়ায়ে-কেরাম তো সর্বকালেই পৃথিবীতে বিদ্যমান থাকেন। সুতরাং যে ব্যক্তি এই দুনিয়াতে নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সহিত তাহাদের সান্নিধ্য ও সাহচর্য অবলম্বন করিল, এখানেই সে জান্নাতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ নেয়ামত পাইয়া গেল। অতঃপর আখেরাতে দ্বিতীয় পর্যায়ের নেয়ামত জান্নাতও সে অবশ্যই লাভ করিবে ইনশাআল্লাহ। অতএব, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে থাকাকালীন فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ-এর উপর আমল করিল (অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বত অবলম্বন করিল) আর কামেল সোহবতের জন্য শর্ত হইল তাহাদের অনুসরণ করা; যেমন– আল্লাহ তাআলা এরশাদ করিয়াছেন–

وَاتَّبِعْ سَبِيْلَ مَنْ اَنَابَ اِلَىَّ

(তাহার পথ অনুসরণ কর যে আমার অনুগামী হইয়া থাকে।)

তাহা হইলে আখেরাতে جَزَاءً وِّفَاقًا ‘যেমন কর্ম ঠিক তেমন ফল’-এর সূত্র অনুযায়ী জান্নাতের মধ্যেও সে তাহাদের সান্নিধ্য লাভ করিবে। অতএব, আল্লাহ তাআলার আশেক-দেওয়ানাদের সোহ্বতে বসা যেন জান্নাতেই বসা। যদি ভিতরে ‘ক্বলবে ছালীম’ (নির্মল অন্তর) থাকে তবে তাহাদের সোহ্বতে বসিলে সত্যিকার অর্থেই সে জান্নাতের স্বাদ ও আনন্দ উপভোগ করিতে থাকে।

উপরোক্ত বিষয়টিকে অধম লেখক নিজের এই ছন্দে বর্ণনা করিয়াছে–

میسر چوں مرا صحبت بجان عاشقاں آید + ہمیں بینم کہ جنت بر زمیں از آسماں آید

যখন আল্লাহ্ওয়ালাদের সোহ্বত অবলম্বনের তওফীক হয়, তখন আমি ইহাই প্রত্যক্ষ করি যে, জান্নাত আসমান হইতে যমিনে অবতরণ করিয়াছে।

হযরত পরতাবগড়ী (রহ.) আমার এ আলোচনায় অত্যন্ত মুগ্ধ ও আপ্লুত হইলেন।

যৌবন বয়সের এবাদতের উপকারিতা বার্ধক্যে

অতঃপর অধম আখতার (ঐ বুযুর্গের সম্মুখে) আরেকটি বিষয় আলোচনা করিয়াছিল যে, যে সকল আউলিয়ায়ে কেরাম যৌবন বয়সে অনেক বেশি এবাদত-বন্দেগী ও যিকির করেন, বার্ধক্য ও অসুস্থ অবস্থায় যিকির ও নফল এবাদত করা ব্যতীতই আল্লাহ তাআলা তাঁহাদের অন্তরকে নূর দ্বারা ভরপুর রাখেন। যেমন– হাদীছ শরীফে বর্ণিত আছে–

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهٗ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا (رواه البخارى - مشكوة)

বান্দা যখন অসুস্থ হইয়া যায় অথবা ছফরে বাহির হয়, তাহা হইলে পূর্বেই যে আমলগুলি সে করিত, অসুস্থ ও মুছাফির অবস্থায় ঐ আমলগুলি করা ব্যতীতই উহার হুবহু সওয়াব সে পাইতে থাকে।

অধম লেখক এ বিষয়টিকে একটা উদাহরণ দ্বারা বুঝাইয়া দিল, যাহা হযরত পরতাবগড়ী (রহ.) অত্যন্ত পছন্দ করিয়াছিলেন। উদাহরণটি এই

যে, সরকারী চাকরিজীবীরা দুর্বল ও বার্ধক্যপীড়িত হইবার পর পেনশন লাভ করে। এমনিভাবে আল্লাহর হুকুমতের পক্ষ হইতে তাহার সরকারী বান্দাদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম বিদ্যমান। যখন তাহারা দুর্বল এবং অসুস্থ হইয়া যায়, পূর্বে চালু করা নফল আমলগুলি বর্তমানে পালন না করা সত্ত্বেও তাঁহাদের অন্তরসমূহকে নৈকট্যের নূর দ্বারা পূর্ণ করিয়া দেওয়া হয়। তাই, যদিও বাহ্যিকভাবে তাঁহাদের নফল আমল কম দেখা যায়, কিন্তু তাঁহাদের রূহানী বরকতসমূহ অনেকগুণ বৃদ্ধি পায়; যদিও তাঁহারা দুর্বলতার দরুন একেবারে চুপচাপ বসিয়াও থাকেন অথবা শুইয়াই থাকেন।

আমাদের প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবরারুল হক ছাহেব (রহ.) বলিতেন, হাসনাহেনা ফুল চুপ থাকে, কিন্তু যাহারা তাহার পাশে বসে অথবা ঘুমায়, সারা রাত তাহাদের মস্তিষ্ক সতেজ ও খোশবুদার হইতে থাকে। অতএব, হাসনাহেনার মধ্যে যখন এতটা ক্রিয়াশক্তি বিদ্যমান, তাহা হইলে আল্লাহওয়ালাদের রূহানিয়তের মধ্যে কি পরিমাণ ফয়েয পৌঁছানোর শক্তি-সামর্থ বর্তমান?

'মযাকে-কলন্দরী' (কলন্দরী প্রকৃতি)র হাকীকত

কিছু সংখ্যক আউলিয়া-কেরামের যওক ও রুচি কলন্দরী হয়। তাঁহারা নিছ্‌বতে-কলন্দরীর দ্বারা ভূষিত হন। আমাদের প্রিয় মোর্শেদ হযরত মাওলানা শাহ আবদুল গনী ফুলপুরী (রহ.) হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর নিকট আরয করিয়াছিলেন, হযরত! নিছ্‌বতে-কলন্দরী কি? থানবী (রহ.) বলিলেন, ইহা আল্লাহ তাআলার সহিত গভীর সম্পর্কের এমন এক রঙ যে, এই নিছ্‌বতওয়ালা আউলিয়াগণ অধিক নফল, অধিক পরিমাণ তাছবীহ পাঠের প্রতি গুরুত্ব প্রদানের চেয়ে সর্বজ্ঞ আল্লাহ তাআলার সহিত আপন অন্তরের এক খাছ ও গভীর সম্পর্ক বজায় রাখিবার ব্যাপারে সদা যত্নবান থাকেন, যেন এক মুহূর্তও আল্লাহ তাআলা হইতে গাফেল না হন। 'এছ্‌তেহ্‌যারে দায়েমী' ও 'হুযূরে দায়েমী' তথা আল্লাহ তাআলার ধ্যান সদা-সর্বদা অন্তরের মধ্যে জাগরুক রাখা ও জাগ্রত থাকার নেয়ামত তাঁহাদের লাভ হয়। তাঁহাদের মজলিসসমূহ এবং কথাবার্তার দ্বারাও জীবন্তপ্রাণ আউলিয়ায়ে কেরাম তাঁহাদের এই বাতেনী দৌলতের সন্ধান পাইয়া যান। যাকেরীন-শাগেলীন (যাহারা যিকির-আযকার ও বিভিন্ন ধরনের আমলে

অভ্যস্ত তাহারা) তো যিকিরের সময় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে থাকে। অথবা মসজিদের মধ্যে এশরাক, অন্যান্য নফল এবাদত ও তেলাওয়াতের সময় আল্লাহ তাআলার সঙ্গে থাকে। আর যখন ঘরে আসে এবং বিবি-বাচ্চার মধ্যে ফাঁসিয়া যায় অথবা যখন ব্যবসা-বাণিজ্যে লিপ্ত হইয়া যায় তখন তাহাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ্ হইতে গাফেল হইয়া যায়। কিন্তু ঐ সকল 'ছাহেবে নিছবত' বান্দাগণ (কলন্দরী আউলিয়ায়ে কেরামগণ) মসজিদে, ঘরে, বাজারে– মোটকথা, সর্বদা সর্বত্রই তাহারা 'আল্লাহর সঙ্গে' থাকেন।

এই স্থানের মুনাসিব অধম লেখকের একটি ছন্দ স্মরণে আসিয়াছে–

دنیا کے مشغلوں میں بھی یہ باخدا رہے
یہ سب کے ساتھ رہ کے بھی سب سے جدا رہے

"দুনিয়ার শত ব্যস্ততার মধ্যেও ইহারা 'আল্লাহ্র সঙ্গে' থাকেন। সকলের সঙ্গে থাকিয়াও তাঁহারা সকল হইতে আলাদা থাকেন।"

নিজের আরেকটি ছন্দ মনে পড়িল–

خدا کے درد محبت نے عمر بھر کے لئے
کسی سے دل نہ لگانے دیا گلستاں میں

"আল্লাহ তাআলার ভালোবাসার ব্যথা সারাটি জীবন আমাকে এই ফুলকাননের কোন বস্তুর সহিত দিল লাগাইতে দিল না।"

হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আহমদ ছাহেব পরতাবগড়ী (রহ.) সর্বদা আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ রাখার এই হালতটাকে এইভাবে বর্ণনা করেন :

خدا کی یاد میں میں بھی ہوں مشغول+زباں خاموش دل غافل نہیں ہے

আমিও আল্লাহ্র যিকিরেই লিপ্ত আছি। মুখে যদিও যিকির নাই, কিন্তু আমার অন্তর আল্লাহ্ হইতে গাফেল থাকে না।

مجھے احباب کی خاطر ہے منظور+یہ کیا طاعات میں شامل نہیں ہے

"আমি আল্লাহ্র জন্য আগমনকারী দোস্তদের খাতিরে তাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া থাকি। আমার এই সময় ব্যয় ও সঙ্গ দান কি এবাদত গণ্য হইবে না?"

جسے منزل سمجھتا ہے تو ناداں+نشان راہ ہے منزل نہیں ہے

আল্লাহর সহিত অন্তরের গভীর সম্বন্ধ স্থাপন ব্যতীত বাহ্যিক কিছু আমল করিয়াই নিজেকে তুমি 'কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যপথ' প্রাপ্ত বলিয়া ভাবিতেছ। হে বেখবর! ইহা 'গন্তব্য' নয় বরং গন্তব্যপথের 'কিছু চিহ্ন'কে তুমি গন্তব্য ভাবিয়া বসিয়াছ।

আল্লাহওয়ালাদের প্রতি মহব্বত আযীমুশ্‌শান নেয়ামত

হযরত আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ তাআলার মহব্বত লাভের জন্য' আউলিয়ায়ে কেরামের প্রতি মহব্বতের চাইতে কার্যকরী আর কোন আমল নাই। আল্লাহ পর্যন্ত পৌছার জন্য 'পৃথিবীতে সব চাইতে বড় মাধ্যম আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত'।

ان سے ملنے کی ہے یہی اک راہ
ملنے والوں سے راہ پیدا کر

মাওলার সনে মিলতে কি তুই
চাহিস বন্ধু বল?
মাওলা প্রাপ্ত কোন ওলীর
হাত ধরিয়া চল।
তাহার সনে প্রেম করিবার
একটিমাত্র পথ,
প্রেমিক সনে প্রেম করিয়া
মিটবে মনোরথ।

আল্লামা নদভী (রহ.) তাঁহার উক্ত দাবীর সমর্থনে এই হাদীস পেশ করিয়াছেন—

اَللّٰهُمَّ اِنِّیۡ اَسۡئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنۡ یُّحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ یُّقَرِّبُ اِلٰی حُبِّكَ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমি আপনার মহব্বত চাই। যাহারা আপনাকে মহব্বত করে তাহাদের মহব্বত চাই। যে সকল আমল আমাকে আপনার মহব্বতের দিকে লইয়া যাইবে উহার মহব্বত চাই।

এই হাদীসে-পাকের মধ্যে রাসূলে-আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ তাআলার মহব্বত প্রার্থনা করিবার পর আল্লাহর আশেক-দেওয়ানাদের মহব্বতও প্রার্থনা করিয়াছেন। অত:পর ঐ সকল আমলের তওফীক লাভের জন্যও দোয়া করিয়াছেন যাহা আল্লাহ তাআলার নিকট প্রিয় ও পসন্দনীয়। এখানে আল্লাহ তাআলার আশেকদের মহব্বতকে আগে উল্লেখ করার দ্বারা বোঝা গেল যে, আল্লাহওয়ালাদের মহব্বত আমলের চেয়েও 'অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অগ্রগণ্য'।

আল্লাহ্র ভয় বা তাক্ওয়ার দৌলত আল্লাহওয়ালাদের মাধ্যমে লাভ হয়

দেওবন্দের সদর মুফতী হযরত মাওলানা মাহমূদ হাসান গঙ্গুহী (রহ.) এই অধমকে বলিয়াছিলেন যে, জমউল ফাওয়ায়েদ গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) হইতে এই হাদীস বর্ণিত আছে–

لِكُلِّ شَيْئٍ مَعْدَنٌ وَمَعْدَنُ التَّقْوٰى قُلُوْبُ الْعَارِفِيْنَ

তরজমা : প্রত্যেক জিনিসের কোন খনি রহিয়াছে; ঐ বস্তু যেই খনিতে পাওয়া যায়। আর তাকওয়ার খনি হইল আরেফীন তথা আল্লাহওয়ালাদের অন্তরসমূহ।

হযরত পরতাবগড়ী (রহ.)-এর একটি সাদামাটা ছন্দ এই বাস্তবতাকে খুব প্রকাশ করে :

تنہا نہ چل سکیں گے محبت کی راہ میں
میں چل رہا ہوں آپ مرے ساتھ آئیے

মর্মার্থ : আল্লাহ্র মহব্বতের রাস্তায় তুমি একা চলিতে পারিবে না। আমি মাওলার এক দেওয়ানা; সেই পথে চলিতেছি। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আসো।

আল্লাহ তাআলার আশেকদের সম্পর্কে মাওলানা রূমী (রহ.)-এর বাণী

بنگر ایشاں را کہ مجنوں گشتہ اند + ہمچو پروانہ بوصلش کشتہ اند

خواب را بگذار امشب اے پدر + یک شبے در کوئے بیخواباں گزر

مدح تو حیف ست با زندانیاں + گویم اندر مجمع روحانیاں

قدر تو بگذشت از درک عقول + عقل در شرح شما باشد فضول

قصد کردستند ایں گل پارہا + کہ بپوشانند خورشید ترا

بوئے مے را گر کسے مکنوں کند + چشم مست خویشتن را چوں کند

ہر کہ باشد قوت او نور جلال + چوں نزاید از لبش سحر حلال

در فراخ عرصۂ آں پاک جاں + تنگ آید عرصۂ ہفت آسماں

شمۂ از گلستاں با ما بگو + جرعۂ برریز برما زیں سبو

خو نداریم اے جمال مہتری + کہ لب ما خشک وتو تنہا خوری

اولیا را در درونہا نغمہ ہاست + طالباں را زاں حیات بے بہاست

مہر پاکاں درمیان جاں نشاں + دل مدہ الا بمہر دلخوشاں

তরজমা : হযরত মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন ঃ

১. জ্বল-ভূনা দিলওয়ালা এ সকল দেওয়ানাদেরকে দেখ যে, শামাপোকার ন্যায় আল্লাহ্ তাআলার তাজাল্লীর আগুনের উপর কিভাবে নিজেদেরকে উৎসর্গ করিতেছে।

২. হে আব্বাজী! অনেক ঘুমাইয়াছ। একটি রাত্র না ঘুমাইয়া ঐ সকল আল্লাহওয়ালাদের নিকট থাক। দেখ, ঐ নিদ্রাহীন লোকদের গলিসমূহে কি হইতেছে, কি ঘটিতেছে?

৩. তোমার প্রশংসা এই নফছের গোলাম স্বেচ্ছাচারী দুনিয়া পূজারী লোকেরা কি বুঝিবে? হাঁ, আল্লাহওয়ালাগণ তোমার মর্যাদা ও মর্তবা বুঝিতে পারে। সুতরাং তাহাদের মাহফিলেই তোমার আলোচনা করিব। এখানে মাওলানা রূমী (রহ.)-এর উদ্দেশ্য হযরত হুছামুদ্দীন (রহ.)। আর অধমের উদ্দেশ্য আমাদের আকাবের (পূর্বসূরী বুযুর্গানেদ্বীন)।

৪. তোমার মর্তবা ও মর্যাদা সাধারণ মানুষের জ্ঞানের ঊর্ধ্বে। সর্বসাধারণের জ্ঞান-বুদ্ধি তোমার সুউচ্চ মর্যাদা উপলব্ধি করিতে অক্ষম।

৫. কতিপয় নাদান লোক যাহারা বাতেনী নূর কত দামী জিনিস সে সম্পর্কে সম্পূর্ণ বে-খবর, তাহারা তোমার বাতেনী নূরের সূর্যকে নিভাইয়া দিতে চায়। কিন্তু– ব্যর্থ অপচেষ্টাকারীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও আল্লাহ্র জন্য আঘাতপ্রাপ্ত তোমার এই অন্তর সূর্যের মতই চমকাইতে থাকিবে।

৬. কোন মদ পানকারী যদি শরাবের দুর্গন্ধ কোনভাবে গোপন করিয়াও ফেলে; কিন্তু তাহার নেশাগ্রস্ত চক্ষুদ্বয়কে সে কিভাবে গোপন করিবে? এমনিভাবে আপনার চেহারা ও চোখের মধ্যে আল্লাহ তাআলার মহব্বতের যে বেশুমার নূর দেদীপ্যমান, সেই নূরকে কিভাবে আপনি গোপন করিবেন? বিশেষভাবে যখন আপনার রূহনী খোরাকই হইল আল্লাহ তাআলার যিকিরের নূর।

৭. আল্লাহ তাআলার নূর যাহাদের রূহের খোরাক, তাহাদের যবান হইতে প্রভাব সৃষ্টিকারী কথা কেন বাহির হইবে না? (হযরত হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী (রহ.) 'ছেহ্রে হালাল'-এর তরজমা লিখিয়াছেন 'কালামে মুআছ্ছির' অর্থাৎ হৃদয়-মনে নূরের প্রভাব সৃষ্টিকারী কথা দ্বারা)।

৮. আল্লাহওয়ালাদের রূহের জগৎ আল্লাহ তাআলার গভীর নৈকট্যের বরকতে এতটা প্রশস্ত হইয়া যায় যে, বিশাল আসমানও ঐ রূহের সম্মুখে সংকীর্ণ মনে হয়। যেমন হাদীস হইতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় :

اِنَّ النُّوْرَ اِذَا قُذِفَ فِى الْقَلْبِ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ وَانْفَسَحَ

তরজমা : যখন আল্লাহ তাআলার হেদায়েতের নূর কাহারো অন্তরে প্রবেশ করে তখন তাহার সিনা খুলিয়া যায় এবং তাহা খুব প্রশস্ত হইয়া যায়।

৯. হাঁ, (হে পরম প্রিয় মোর্শেদ!) আল্লাহ তাআলার গভীর নৈকট্যের ফুলবাগান হইতে আমাকেও কিছু দান করুন এবং আপন মা'রেফাতের মটকা হইতে আমাকেও কিছু পান করান।

کچھ راز بتا مجھ کو بھی اے چاک گریباں + اے دامن تر اشک رواں زلف پریشاں

১০. হে প্রেম-বিদীর্ণ কোর্তাওয়ালা! হে অশ্রুসজল নয়ন! সিক্ত আঁচল! হে আউলা-কেশী দেওয়ানা! কেন তোমার এ হাল-চাল? কিছু ত খুলিয়া বল।

১১. হে আপাদমস্তক রূহানী সৌন্দর্যের ভাণ্ডার! আমরা ইহার অভ্যস্ত নই, ইহার জন্য প্রস্তুত নই যে, আপনি তো মা'রেফতের সাগরকে সাগর পান করিতে থাকিবেন, আর আমাদের ঠোঁট একটি ফোঁটাও না পাইয়া বিশুষ্ক হইয়া থাকিবে!

১২. আউলিয়ায়ে-কেরামের অন্তর্দেশে এশ্‌কে-হাকীকীর অসংখ্য সঙ্গীত লুকায়িত রহিয়াছে। পিপাসিতদের জন্য 'গুপ্ত ঐ সঙ্গীতের মধ্যে' আল্লাহ তাআলার মহব্বতের 'আবে হায়াত' রহিয়াছে। ইহার ফয়যে তাহাদের মুর্দা দিল আল্লাহ তাআলার মহব্বতের দ্বারা যিন্দা হইয়া যায়।

হযরত আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) বলেন–

یہی زندگی جاودانی بنے + جو آب حیات محبت ملے
ترے غم کی جو مجھکو دولت ملے + غم دو جہاں سے فراغت ملے
محبت تو اے دل بڑی چیز ہے + یہ کیا کم ہے جو اس کی حسرت ملے

১. যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তাআলার মহব্বতের 'আবে হায়াত' লাভ করিবে, নিশ্চয় তাহার জীবন স্থায়ী জীবনে পরিণত হইবে।

২. আমার মাহ্‌বূব! আপনার প্রেমের জ্বালা যখন আমি আমার সিনাতে লাভ করিব, দো-জাহানের সকল জ্বালা-যন্ত্রণা হইতে তখনই আমি মুক্তি লাভ করিব।

৩. হে দিল্! মহব্বত তো অনেক বড় জিনিস। তবে, ইহাও কি কম বড় দৌলত যে, মহব্বত লাভের আক্ষেপই যদি দিলের মধ্যে পয়দা হইয়া যায়?

তিনি অন্যত্র বলেন–

نام لیتے ہی نشہ سا چھا گیا + ذکر میں تاثیر دور جام ہے
وعدہ آنے کا شب آخر میں ہے + صبح سے ہی انتظار شام ہے

১. মাওলার নাম লইতেই আমাকে ঐ নামের নেশা বিভোর করিয়া ফেলিয়াছে। মাওলার যিকিরের মধ্যে যে বারংবার সুরা-পেয়ালা পানের মত ক্রিয়া বিদ্যমান রহিয়াছে।

২. প্রিয়র তো ওয়াদা ছিল ভোর রাতে আগমনের। অথচ ভোর হইতেই আমি সন্ধ্যা হওয়ার জন্য 'অস্থির অপেক্ষা'য় আছি।

১২. আল্লাহ তাআলার পাক বান্দাগণ তথা তাঁহার আশেকগণের মহব্বত দিলের মধ্যে বসাও। এই দিল আর কাহাকেও দিও না। একমাত্র তাঁহাদিগকেই দিল দাও যাঁহাদের অন্তর আল্লাহ তাআলার নূরে ধন্য, সুন্দর ও নূরান্বিত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতের বরকতেই আল্লাহর মহব্বত ও ভালবাসার জ্বালা নসীব হয়। সেই মহা দৌলত প্রাপ্তির স্বাদ ও আনন্দ সমগ্র পৃথিবীর রাজত্বকে নজরের সামনে একেবারেই তুচ্ছ করিয়া দেয়।

چو سلطان عزت علم بر کشد + جہاں سر بجیب عدم در کشد

اگر آفتاب است یک ذرہ نیست + اگر ہفت دریاست یک قطرہ نیست

যখন ঐ মহান হাকীকী বাদশাহ তাঁহার ভালবাসা ও নৈকট্যের ঝাণ্ডা কোন হৃদয়ের যমিনে উত্তোলন করেন তখন ঐ হৃদয়ের সম্মুখে সমগ্র জগৎ (ও উহার সকল স্বাদ-লয্যত) তুচ্ছ ও মূল্যহীন হইয়া যায়। যেভাবে সূর্যের সম্মুখে একটি যার্রা এবং সাত সমুদ্রের সম্মুখে একটি বিন্দু তুচ্ছাতিতুচ্ছ ও সম্পূর্ণ অথর্ব।

بوئے گل سے یہ کہتی ہے نسیم سحری

حجرۂ غنچہ میں کیا کرتی ہے آ سیر کو چل

ফুলের ঘ্রাণকে লক্ষ্য করিয়া প্রভাতের বায়ু বলিতে থাকে, ফুলকলির বদ্ধ কুঠরিতে বসিয়া তুমি কি করিতেছ? চল, ভ্রমণ করিতে যাই।

তো যেভাবে প্রভাত সমীরণ ফুলকলির সুঘ্রাণকে সীল-মোহর মুক্ত ও আবরণ-মুক্ত করিয়া ফেলে এবং ফুলের বদ্ধ কুঠরি হইতে ঘ্রাণকে বাহির করিয়া ফুলবাগান এবং বাগানের মালিক ও বিচরণকারীদিগকে খোশবুদার বানাইয়া দেয়। তেমনিভাবে আল্লাহওয়ালাদের সোহ্বতের ফয়েয ও বরকত সত্যিকারের খোদাঅন্বেষীদের অন্তরের সীল খুলিয়া দেয়। অতঃপর আল্লাহ তাআলার মহব্বত ও ভালবাসার ব্যথার যেই খোশবু অনাদি বণ্টনকারী আল্লাহ তাআলা তাহাদের অন্তরে সীল-মোহর যুক্ত করিয়া রাখিয়া ছিলেন, উহা তখন উপচাইয়া বাহির হইতে থাকে।

হযরত মাওলানা শাহ ফযলে রহমান গঞ্জ-মুরাদাবাদী (রহ.) অধিকাংশই এই ছন্দটি পড়িতেন–

بادِ نسیم آج یہ کیوں مشکبار ہے
شاید ہوا کے رخ پہ کھلی زلفِ یار ہے

অর্থ : প্রভাতের বায়ু আজ এত বেশি খোশবুদার কেন লাগিতেছে! হয়ত বাতাসের সম্মুখে প্রিয়জন তাহার তাজাল্লীগুচ্ছ ছড়াইয়া দিয়াছেন। তাই উহার খোশবুতেই বাতাস আজ এত খোশবুদার।

অর্থাৎ, আকাশে, বাতাসে, পৃথিবীর সবকিছুতেই মাওলার তাজাল্লী ও খোশবু ছড়াইয়া আছে এবং প্রেমিকদিগকে তাহা মুগ্ধ-মোহিত করিতেছে।

جائیے کس واسطے اے درد میخانے کے بیچ
اور ہی مستی ہے اپنے دل کے پیمانے کے بیچ

(কবির ছদ্মনাম দর্‌দ্। তিনি বলেন :) হে দর্‌দ্! নেশার জন্য শরাবখানায় যাওয়ার দরকার কি? হৃদয়-পেয়ালাস্থ 'মাওলাপ্রেমের প্রচণ্ড নেশাই' তো আমাকে ব্যাকুল ও বিভোর করিয়া তুলিয়াছে।

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী (রহ.) থানাভবন (খানকায়) উপস্থিত হইবার পর তাঁহার কি অবস্থা হইয়াছিল, আল্লামা নিজেই তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার ভাষায়– থানা ভবনে উপস্থিত হওয়ার পর কয়েক মজলিসে বসিয়াই আমার উপলব্ধি হইয়াছে যে, **যে জিনিসকে আমরা এল্‌ম বলিয়া মনে করিতাম, আসলে উহা ছিল 'অজ্ঞতা'। হাকীকী এল্‌ম তো এ সকল আল্লাহওয়ালাদের নিকটই রহিয়াছে।** অতঃপর আপন হৃদয়ের অনুভূতিকে তিনি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন–

جانے کس انداز سے تقریر کی + پھر نہ پیدا شبہۂ باطل ہوا
آج ہی پایا مزہ قرآن میں + جیسے قرآں آج ہی نازل ہوا
چھوڑ کر تدریس و درس و مدرسہ + شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا

খোদা জানে একি বয়ান ছিল! যাহার ফলে সকল সন্দেহ-সংশয় সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়া গিয়াছে। হায়! কোরআনে-পাকের প্রকৃত স্বাদ-মজা তো আজই পাইলাম। মনে হয় পবিত্র কোরআন যেন আজই অবতীর্ণ হইয়াছে। দরছ-তাদরীছ তথা পড়া, পড়ানো ও মাদরাসার যাবতীয় খেদমত বাদ দিয়া এল্‌ম-আমলের এই মহা সম্রাট তো আজ দেওয়ানাদের কাতারেই শামিল হইয়া গিয়াছেন।

তিনি আরো বলিলেন–

جی بھر کے دیکھ لو یہ جمال جہاں فروز
پھر یہ جمال نور دکھایا نہ جائے گا
چاہا خدا نے تو تری محفل کا ہر چراغ
جلتا رہے گا یوں ہی بجھایا نہ جائے گا

১. বিশ্বজগত উজ্জ্বলকারী এই জ্যোতিষ্ককে মন ভরিয়া তোমরা দেখিয়া লও। নূরের এ ঝলক দেখিবার সুযোগ অচিরেই হয়ত: আর হইবে না।

২. আল্লাহ চাহেন তো আপনার মাহফিলের প্রতিটি চেরাগই অশেষ কাল ধরিয়া প্রজ্জ্বলিত থাকিবে এবং পৃথিবীময় আলো বিতরণ করিতে থাকিবে। কেহই তাহা কোনক্রমেই নিভাইতে পারিবে না।

আল্লামা সাইয়েদ সুলাইমান নদবী (রহ.)-এর এই পরিবর্তনের ক্ষেত্রে হযরত মাওলানা যফর আহমদ উছমানী (রহ.)-এর ঐ চিঠিটিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে যেই চিঠিতে মাওলানা রূমী (রহ.)-এর এই ছন্দগুলিও উদ্ধৃত ছিল–

قال را بگذار مرد حال شو + پیش مرد کاملے پامال شو
بینی اندر خود علوم انبیا + بے کتاب و بے معید و اوستا

'নিছক বলাবলি ও বক্তৃতা' ছাড়িয়া দাও। অর্থাৎ এল্‌মকে শুধু মৌখিক আলোচনা ও বয়ান বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখিও না। বরং সেই এলম অনুযায়ী খোদাভীতি ও খোদাপ্রেমে সিক্ত সদা উজ্জীবিত এক প্রাণ ও জীবন তুমি অর্জন কর। আর ইহার তরীকা হইল, কোন প্রকৃত কামেল শায়খের সম্মুখে তুমি নিজেকে সম্পূর্ণ মিটাইয়া দাও। ইহার বরকতে অবশ্যই তুমি আপন হৃদয়ে নবুওয়তী সূর্য হইতে নববী এল্‌মের ফয়েয অনুভব করিবে। এমনকি কোন উস্তাদ, কোন কিতাবের সহযোগিতা ও অধ্যয়ন ব্যতীতই।

কারণ, তাহা হইবে খোদাপ্রদত্ত এল্‌হামী জ্ঞান যাহা একমাত্র নবীজীর গোলামীর বরকতেই নসীব হইয়া যাইবে।

মোর্শেদের বিশেষ অনুগ্রহ

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রহ.)-এর একটি বাণী মনে পড়িয়াছে। তিনি বলেন, কতিপয় মূর্খ লোক মনে করে যে, হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে-মক্কী (রহ.) তাঁহার সহিত কিছুসংখ্যক প্রসিদ্ধ উলামায়ে কেরামের সম্পর্ক রাখিবার দরুনই চমকাইয়া গিয়াছেন। অথচ ইহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা। আল্লাহর কছম! স্বয়ং ঐ সকল প্রসিদ্ধ আলেমগণের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়া লও যে, তাঁহারাই বরং হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর দোয়া, তাওয়াজ্জুহ ও তাঁহার বরকতেই কি পরিমাণ চমকাইয়া গিয়াছেন। তাঁহারা নিজেরাই নিজেদের বাতেন (আভ্যন্তরীণ অবস্থা) সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করিয়া দেখুক যে, হযরত হাজী সাহেব (রহ.)-এর সহিত সম্পর্ক করিবার পূর্বেও কি তাঁহাদের বাতেনী অবস্থা এমনই ছিল যাহা এখন রহিয়াছে?

প্রত্যেক বুযুর্গের পৃথক পৃথক রঙ

হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.)-এর আরো একটি বাণী স্মরণ হইয়াছে। তিনি বলেন—

هر گلے را رنگ و بوئے دیگر ست

"প্রত্যেক বুযুর্গের শান ও রঙ ভিন্ন ভিন্ন হয়।" কেননা, জন্মগতভাবেই প্রত্যেকের স্বভাব-প্রকৃতি ভিন্ন হয়। যখন তিনি বুযুর্গ হইয়া যান তখন তাঁহার ঐ সকল স্বভাব-চরিত্র যাহা জন্মগত ছিল যেমন— তেজস্বিতা, নাজুকতা, সহনশীলতা, অসহনশীলতা, পরিচ্ছন্নতা, সুশৃঙ্খলা-সুবিন্যস্ততা, অবিন্যস্ততা ইত্যাদি বহাল থাকে। আর এ সকল চারিত্রিক গুণাবলীর ভিন্নতার কারণে বুযুর্গদের শান-মর্যাদাও ভিন্ন হইয়া যায়।

এই প্রসঙ্গে তিনি বিভিন্ন শানের বুযুর্গানেদ্বীনের নিম্ন বর্ণিত ঘটনাবলী উল্লেখ করিয়াছেন।

১. হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত মাওলানা কাছেম নানূতবী (রহ.) এবং ইমামে-রব্বানী মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) যখন হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইলেন, পথিমধ্যে বোম্বাইতে মাওলানা কাছেম নানূতবী (রহ.) প্রায়ই লোকদের সহিত দেখা-সাক্ষাতের কাজে লিপ্ত থাকিতেন। ঐ দিকে

মাওলানা গঙ্গুহী (রহ.) হজ্জ সংক্রান্ত বিবিধ কর্তব্য ও ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিলেন। মাওলানা নানূতবী (রহ.) যখন দেখা-সাক্ষাত শেষে ফিরিয়া আসিতেন, তখন মাওলানা গঙ্গুহী (রহ.) বলিতেন, হজ্জের জন্য কি কি প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে হইবে তাহার কোন চিন্তা-ভাবনা কি আছে আপনার মধ্যে? আপনি তো সাক্ষাত করিয়াই ফিরিতেছেন। তখন মাওলানা নানূতবী (রহ.) বলিতেন, আপনার মত মহান ব্যক্তি যেখানে আমার মাথার উপর বিদ্যমান তখন আমার কোন চিন্তা-ফিকিরের আর কি দরকার আছে?

২. মাওলানা কাছেম নানূতবী (রহ.)-এর নিকট যদি কেহ বসিয়া থাকিত তখন তিনি এশরাক, চাশ্‌ত্‌ সব কাযা করিয়া দিতেন। হযরত মাওলানা গঙ্গুহী (রহ.)-এর শান ছিল ভিন্ন। যদি কেহ তাঁহার কাছে বসিয়া থাকিত, যখন এশরাক অথবা চাশ্‌তের সময় হইল, উযু করিয়া সেখানেই নামাযে দাঁড়াইয়া গেলেন। আমি নামায পড়িয়া লইতেছি বা নামায পড়ার অনুমতি চাইতেছি, এ ধরনের কোন কথাও তিনি বলিতেন না। যখন খানা খাওয়ার সময় হইল, ছড়ি হাতে লইলেন এবং রওয়ানা হইয়া গেলেন। চাই সেখানে কোন নওয়াবের বাচ্চাই বসা থাকুক না কেন। হযরত গঙ্গুহীর তো বাদশাহদের ন্যায় শান-শওকত ছিল। একে তো তিনি কথাই কম বলিতেন, আর যদি সংক্ষিপ্ত কোন কথা বলিতেন, তো দ্রুত কথা শেষ করিয়া তছবীহ লইয়া যিকিরে লিপ্ত হইয়া যাইতেন। যদি কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল, তো জওয়াব দিয়া দিলেন। আর যদি জিজ্ঞাসা না করে তাহা হইলে ঘণ্টার পর ঘন্টাও যদি কেহ বসিয়া থাকিল, তাহার প্রতি মনোযোগী হইতেন না। ইহার বিপরীতে হযরত মাওলানা কাছেম নানূতবী (রহ.)-এর নিকট কেহ আসিলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে বসিয়া থাকিত, তিনি তাহার সহিত কথা বলিতে থাকিতেন।

৩. হযরত হাকীমুল উম্মত থানবী (রহ.) বলেন, একবার মাওলানা কাছেম নানূতবী (রহ.) মাওলানা গঙ্গুহী (রহ.)কে বলিতে লাগিলেন যে, একটা বিষয়ে আমার খুব ঈর্ষা লাগে। তাহা এই যে, ফেকাহ্‌তে আপনার জ্ঞানের গভীরতা অনেক বেশি। আপনার নজর অনেক সূক্ষ্মদর্শী, অনেক বেশী দূরদর্শী। আমার নজর তো এমন নয়। হযরত গঙ্গুহী (রহ.) বলিলেন, জ্বী হাঁ, আমার কয়েকটি ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র মাছআলা মুখস্থ হইয়া গিয়াছে, তাহাতেই আপনার ঈর্ষা হইতেছে! আর আপনি যে 'মহা জ্ঞানভাণ্ডার মুজতাহিদ' হইয়া বসিয়া আছেন, সেজন্য তো কখনো আপনার উপর আমার ঈর্ষা লাগে নাই।

তাঁহাদের আপসে এমন এমনতর কথাবার্তা হইত। হযরত নানূতবী হযরত গঙ্গুহীকে বড় জানিতেন, হযরত গঙ্গুহী হযরত নানূতবীকে বড় জানিতেন। (কামালাতে আশরাফিয়া : পৃষ্ঠা ২২৬)

হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান সাহেব (রহ.)-এর ঘটনা

মৌলবী তাজাম্মুল হুছাইন সাহেব হযরত মাওলানা শাহ্ ফযলুর রহমান সাহেব (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, হযরত! আপনার প্রতিটি কাজ সুন্নত মোতাবেক। কিন্তু আল্লাহ্র বান্দাদের সহিত ধমকা-ধমকি করা এবং তাহাদের উপর গোস্বান্বিত হওয়া কেমন সুন্নত?

হযরত মুচকি হাসি দিয়া বলিলেন, মিয়া! এদিকে আস। অতঃপর কানে কানে বলিলেন, উপরওয়ালার ইচ্ছায় আমি কঠোরতা করি। আমার সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নিকট দোয়া করিয়া লইয়াছি যে, আমি যাহার জন্য বদ-দোআ করিব, উহাকে যেন নেক দোআ গণ্য করা হয়। এতটা কঠোরতা না করিলে মানুষের ভিড়ের কারণে নামায পড়াও কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। লোকেরা অনেক জ্বালাতন করে। (তাযকেরায়ে শাহ মাওলানা ফযলে রহমান রহ. : পৃষ্ঠা ৩৮)

তরীকত বা তাসাওউফের সংজ্ঞা

وَهُوَ عِلْمٌ تُعْرَفُ بِهٖ اَحْوَالُ تَزْكِيَةِ النَّفْسِ وَتَصْفِيَةِ الْقَلْبِ

وَتَعْمِيْرِ الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الْاَ بَدِيَّةِ

তরজমা : তাসাওউফের মাশায়েখগণ বলেন যে, তাসাওউফ এমন এক এল্মের নাম যাহা দ্বারা আত্মশুদ্ধি, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা অর্জন এবং যাহের-বাতেনকে (আল্লাহর পছন্দের আমল ও গুণাবলী দ্বারা) সাজানোর পদ্ধতি জানা যায়, যাহাতে ইহার উপর আমল করিয়া চিরস্থায়ী সৌভাগ্য অর্জন হয় এবং قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا (যে নিজের নফ্ছকে পরিমার্জিত করিয়াছে, সে সফলকাম হইয়া গিয়াছে)-এর ওয়াদা মোতাবেক কামিয়াবী হাসিল হয়।

(মোটকথা, তাসাওউফ অর্থঃ অন্তরের মধ্যকার দোষ-ত্রুটিগুলি দূর করিয়া আল্লাহ্কে খুব রাজী করার জন্য অন্তরের সর্বাঙ্গীন অবস্থাদিকে আল্লাহ্র পছন্দ মোতাবেক তৈরি করা।)

তাসাওউফ এবং সূফী শব্দের নামকরণের তাৎপর্য

আল্লামা আবুল কাছেম কুশাইরী (রহ.) তাঁহার 'রেছালায়ে কুশাইরিয়া'র ৮নং পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, হযরাত সাহাবায়ে কেরামগণকে সাহাবী, হযরাত তাবেয়ীনকে তাবেয়ী এবং পরবর্তীদের জন্য তাব্‌য়ে-তাবেয়ীর উপাধি যথেষ্ট ছিল। তাঁহাদের পরে যাঁহারা অনেক বড় ইবাদতগুযার, যাহেদ ও সুন্নতের অনুসারী হইয়াছেন তাঁহারা নিজেদের আদর্শ ও কর্মপন্থার নাম 'তাসাওউফ' নির্ধারণ করিয়াছেন এবং ঐ জামাতকে 'সূফী' আখ্যা দেওয়া হইত। এই জামাত দুইশত হিজরীর পূর্বেই অস্তিত্ব লাভ করিয়া ছিল।

[তাসাওউফ আওর নিছবতে সূফিয়া : পৃষ্ঠা নং ১৯]

তাসাওউফ শব্দটি যদিও দুইশত হিজরীর পরে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে কিন্তু তাহার আসল মর্ম ও বিষয়বস্তু অর্থাৎ 'এহ্‌ছান ও এখলাছ' হাদীছ শরীফের মধ্যে পূর্ব হইতেই যথাযথভাবেই বিদ্যমান ছিল। আর উক্ত হাদীছের আলোকে ঈমান ও ইসলামের বিশুদ্ধতা যে এহ্‌ছান ও এখলাছের উপর নির্ভরশীল, উলামায়ে কেরামের সম্মুখে তাহা ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট।

হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গঙ্গুহী (রহ.) তাঁহার 'মাকাতীবে রাশীদিয়াহ্'র মধ্যে লিখেন– বাস্তবিক পক্ষে শরীয়ত হইল ফরয এবং আসল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আর তরীকত হইল 'বাতেনী শরীয়ত'। আর হাকীকত ও মা'রেফাত হইল শরীয়তের পরিপূরক। শরীয়তের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ মা'রেফাত অর্জন ব্যতীত সম্ভব নয়। [মাকাতীবে রাশীদিয়াহ : পৃষ্ঠা ২৪]

পীর ও মোর্শেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে
আল্লামা কুশাইরী (রহ.)-এর বাণী

ইমাম আবুল কাছেম কুশাইরী (রহ.) স্বীয় প্রসিদ্ধ কিতাব 'রেছালায়ে কুশাইরিয়া'র ১৯৯ নং পৃষ্ঠায় মোর্শেদের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোচনা করিতে গিয়া লিখেন–

"ثُمَّ يَجِبُ عَلَى الْمُرِيْدِ اَنْ يَتَأَدَّبَ بِشَيْخٍ فَاِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ اُسْتَاذٌ
لَايُفْلِحُ اَبَدًا وَهٰذَا اَبُوْ يَزِيْدَ يَقُوْلُ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ اُسْتَاذٌ فَاِمَامُهُ
الشَّيْطَانُ وَسَمِعْتُ الْاُسْتَاذَ اَبَا عَلِيِّ الدَّقَّاقَ يَقُوْلُ اَلشَّجَرَةُ اِذَا

نَبَتَتْ بِنَفْسِهَا مِنْ غَيْرِ غَارِسٍ فَإِنَّهَا تُورِقُ لٰكِنْ لَّا تُثْمِرُ كَذَالِكَ الْمُرِيْدُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَّهُ اُسْتَاذٌ يَّاْخُذُ مِنْهُ طَرِيْقَتَهُ نَفْسًا فَنَفْسًا فَهُوَ عَابِدٌ هَوَاهُ لَا يَجِدُ نَفَاذًا

তরজমা : অতঃপর মুরীদের (খোদাঅন্বেষীর) উপর ওয়াজিব যে, সে কোন শায়খের নিকট হইতে আদব (জীবন গড়ার নিয়ম-নীতি), তালীম-তরবিয়ত গ্রহণ করিবে। যদি তাহার কোন শায়েখ ও মোর্শেদ না থাকে, তাহা হইলে সে কখনো কামিয়াব হইতে পারিবে না। খোদ হযরত বায়েযীদ বোস্তামী (রহ.) বলেন : যাহার কোন দ্বীনী পথপ্রদর্শক নাই, তাহার গুরু শয়তান। অর্থাৎ সে তাহার কথা মত চলিবে। আমি স্বীয় উস্তাদ আবু আলী দাক্‌কাক (রহ.)কে বলিতে শুনিয়াছি যে, যেই গাছ নিজে নিজেই উৎপন্ন হয় সেই গাছে পাতা তো গজায়, কিন্তু ফল ধরে না। তদ্রূপ, খোদাঅন্বেষী বা মুরীদেরও ঠিক একই অবস্থা। অর্থাৎ যদি তাহার কোন শায়েখ না থাকে যাহার নিকট সে এই রাস্তার দীক্ষা কিছু কিছু করিয়া গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে সে আপন নফ্‌ছের কু-চাহিদার দাসানুদাস হইয়া যাইবে। এই দাসত্বের শৃঙ্খল হইতে কখনো সে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে না।

বায়আতের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

হযরত মাওলানা শাহ্ রফীউদ্দীন সাহেব (রহ.) যিনি হযরত শাহ্ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেছে-দেহ্‌লবী (রহ.)-এর সাহেবজাদা, তাঁহার রেছালায়ে বায়আত-এ লিখেন ঃ হে তরীকতের ছালেক সকল! শুনিয়া রাখ। বায়আতের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ যেন গাফ্‌লত এবং গুনাহ হইতে মুক্ত হইয়া তাক্‌ওয়া ও শরীয়ত-সুন্নতের অনুসরণের যিন্দেগী গ্রহণ করে। বায়আতের জন্য এমন বা-আমল মুত্তাকী আলেম নির্বাচন করিবে যিনি কোন কামেল শায়খের তরবিয়ত প্রাপ্ত। যিনি আপন মাশায়েখ ও বুযুর্গানে দ্বীনের অনুসরণ করেন, নিজের রায় বা খামখেয়ালি মোতাবেক চলেন না। অন্যথায় বেদআতের রাস্তা খুলিয়া যাইবে। উপরন্তু, তিনি সৎকাজে আদেশ ও অসৎ কাজ হইতে নিষেধের ব্যাপারে কোনক্রমেই শিথিলতা ও অলসতা করেন না; করিতেই

পারেন না। তৎসঙ্গে সংশোধনপ্রার্থী ছালেকের অবস্থা অনুযায়ী যাহা অধিক উত্তম ও অধিক সহজ সেইসব বিষয়েও তিনি অবশ্যই অবগত থাকেন।

আর মুরীদের দায়িত্ব ও কর্তব্য হইল, শায়খের হাতে নিজেকে এমনভাবে ন্যস্ত করিবে যেভাবে মৃত ব্যক্তি জীবিত ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত থাকে। অর্থাৎ শায়খের সিদ্ধান্তের সামনে নিজের কোন মত বা সিদ্ধান্ত যোগ করিবে না। (আর শায়খের এই কামেল এত্তেবা বা অনুসরণের বিষয়টি শুধু তাঁহার রূহানী চিকিৎসা এবং দুশ্চরিত্র ও দোষাবলীর সংশোধন ও পরিমার্জন সংক্রান্ত বিভিন্ন তদবীর বা পদ্ধতির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। যেভাবে শরীরের বাহ্যিক রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে ডাক্তার ও হাকীমের সিদ্ধান্ত রোগীকে পুরাপুরি অনুসরণ করার পরামর্শ দেওয়া হয়। কিন্তু এই 'পূর্ণ অনুসরণ'-এর বিষয়টি শুধু চিকিৎসা-বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কতিপয় স্থুলদর্শী লোকের মধ্যে 'এত্তেবায়ে শায়েখ' (মোর্শেদের অনুসরণ) শব্দের দ্বারা যেই আতঙ্কের সৃষ্টি হয়, হাকীমুল উম্মত মাওলানা থানবী (রহ.)-এর এই ব্যাখ্যা দ্বারা তাহা দূর হইয়া যাওয়া উচিত।

হযরত আল্লামা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) যিনি হযরত শাহ ওলীউল্লাহ মুহাদ্দেছে-দেহ্‌লবী (রহ.)-এর শাগরেদ এবং হযরত মাওলানা মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (রহ.)-এর খলীফা, স্বীয় কিতাব 'মালাবুদ্দা মিন্‌হু'র মধ্যে লিখেন—

بداں اسعدک اللہ تعالی ایں ہمہ کہ گفتہ شد صورت ایمان واسلام وشریعت است ومغزو حقیقت درخدمت درویشاں باید جست وخیال نباید کرد کہ حقیقت خلاف شریعت است کہ ایں سخن جہل وکفر ست

তরজমা : আল্লাহ তাআলা তোমাকে সৌভাগ্যশালী বানান। জানিয়া রাখ যে, (এই কিতাবে) ইতিপূর্বে যেই আলোচনা অতিবাহিত হইয়াছে তাহা ঈমান, ইসলাম ও শরীয়তের বাহ্যিক রূপ ছিল। উহার মগজ এবং হাকীকত দরবেশগণের (তথা আল্লাহ্‌র ওলীদের) নিকট তালাশ করা চাই। এ কথা কখনো মনে না করা চাই যে, হাকীকত শরীয়তের পরিপন্থী কোন জিনিস। কেননা, এমন কথা মুখ হইতে বাহির করা শুধুই মূর্খতা এবং কুফরী।

আর একটু অগ্রসর হইয়া তিনি আরো বলেন–

واما نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم را پس از سینہ درویشاں باید جست - بداں نور سینۂ خود را روشن باید کرد تا ہر خیر وشر بفراست صحیحہ دریافت شود (مالابد منہ)

তরজমা : পয়গাম্বর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর অন্তরের নূর বুযুর্গানেদ্বীনের সিনা হইতে অর্জন করা চাই। দেখ, নিজের অন্তরকে নূর দ্বারা নুরান্বিত ও আলোকিত করা চাই। যাহাতে সকল ভাল-মন্দ বিষয়াদি সঠিক অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা নিজেই বুঝিতে পারা যায়। (মালাবুদ্দা মিন্‌হু)

তাসাওউফ ও ছুলূক কি জিনিস?

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম (রহ.) স্বীয় মাকতূবের তৃতীয় খণ্ডে লিখেন– হযরত মুহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর সুন্নতকে ভালভাবে আঁকড়াইয়া ধরিবে। (অপ্রয়োজনীয়) দুনিয়াবী সম্পর্ক হইতে দূরে থাকিবে। গায়রুল্লাহ্‌র সহিত সম্পর্কের প্রতি বিরক্ত থাকিবে, ঘৃণাবোধ রাখিবে। এবং আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও মা'রেফাতের 'শাহীপর্দা'র সহিত অন্তর দিয়া মহব্বত রাখিবে।

ইহা বুঝিয়া লও যে, আল্লাহ তাআলার এই 'খাছ নৈকট্য' যাহার নাম নিছ্‌বত (বা তাআল্লুক মাআল্লাহ্), মাধ্যম ও উপকরণের এই পৃথিবীতে এই দৌলত হযরাত সূফিয়ায়ে কেরামের রাস্তায় চলার দ্বারাই নসীব হয়। এ সকল আউলিয়াগণ আল্লাহ তাআলার মহব্বতের ক্ষেত্রে না নিজেকে দেখিয়াছেন, না অপরকে দেখিয়াছেন। বরং সকল হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছেন। (যাহাকে তাঁহারা মহব্বত করেন, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যই করেন এবং যাহার প্রতি তাঁহারা বিদ্বেষ রাখেন, শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই রাখেন।)

বাতেনী কব্‌য্ (অন্তরের ভাটা) এবং অস্থিরতা ও অপ্রফুল্লতা

হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম (রহ.) লিখেন, কখনো বাতেনী কব্‌যের (অন্তরের অস্থিরতা, এবাদতে অনাগ্রহ-অনাসক্তি ও অশান্তির) কারণ হয় 'নিছ্‌বতে-বাতেনী'র দুর্বলতা। তথা আল্লাহর সহিত সম্পর্ক দুর্বল হওয়া।

কেননা, নিছ্‌বত (আল্লাহর সহিত সম্পর্ক) যখন শক্তিশালী না হয় তখন কখনো নিছবতের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, আবার কখনো উহা ঢাকা পড়িয়া যায়। বিশেষ করিয়া যখন স্বীয় পীর ও মোর্শেদ হইতে বাহ্যিকভাবে দূরে থাকে। এজন্যই যতক্ষণ পর্যন্ত অন্তরে নিছ্‌বত (আল্লাহর সহিত সম্পর্ক) গভীর, মজবুত ও পাক্কা না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত স্বীয় মোর্শেদ হইতে দূরত্ব এই জাতীয় দুর্বলতার কারণ হইয়া থাকে। অর্থাৎ যখন শায়খের সোহ্‌বতে থাকিবে (আল্লাহর সহিত সম্পর্কের ব্যাপারে অন্তরে) শক্তি অনুভব করিবে। আর যখন শায়েখ হইতে দূরে থাকিবে তখন আল্লাহর সহিত ঐ গভীর সম্পর্কের ব্যাপারে কমি ও ঘাটতি অনুভব করিবে। এই পরিস্থিতির প্রতিকার হইল, কামেল রাহ্‌বর অর্থাৎ শায়খের সোহ্‌বতে এত দীর্ঘ মেয়াদ পর্যন্ত থাকিবে যেন 'তাআল্লুক মাআল্লাহ্'র এই দৌলত মজবুত হইয়া যায়।

তাআল্লুক মাআল্লাহ্‌র এই দৌলত শক্তিশালী হওয়ার পর তথা আল্লাহর সহিত সুগভীর ও সুদৃঢ় স্থায়ী সম্পর্ক লাভ করিবার পর ছালেক 'ফানা'র (নিজেকে বিলীন করার) মাকামে পৌঁছিয়া যায়।

আল্লাহর সহিত সম্পর্কের দুর্বলতা কখনো গুনাহের কারণে হয়। পদস্খলন এবং গুনাহের কারণে 'নিছ্‌বতের মধ্যে' অন্ধকারাচ্ছন্নতা সৃষ্টি হয়। ঐ মুহূর্তেও (ছালেকের জন্য) কামেল শায়খের তাওয়াজ্জুহ এবং সোহ্‌বত ফলপ্রদ হয়। কেননা, শায়খে কামেলের দোআ ও তাওয়াজ্জুহ এমন শক্তিশালী জিনিস যে, চতুর্দিক হইতে অন্ধকার এবং আবর্জনা-অস্বচ্ছতার পাহাড়ও যদি দৃষ্টিগোচর হয়, তাঁহার সেই দোআ ও তাওয়াজ্জুহ্ সেগুলিকে সত্যিকার (পিপাসিত ও আশেক) মুরীদ হইতে দূর করিয়া তাহার বাতেনকে সম্পূর্ণ পূত-পবিত্র ও উজ্জ্বল করিতে অবশ্যই সক্ষম।

এমনিভাবে শায়খের এই দোআ ও তাওয়াজ্জুহ ছালেকের জন্য কব্‌যের হালতেও উপকারী। সুতরাং শায়খের তাওয়াজ্জুহ অতি দ্রুত তাহার মধ্যে 'বছ্‌ত' (অন্তরের প্রফুল্লতা, নেক আমলের প্রতি উৎসাহ ও আসক্তি) সৃষ্টি করিয়া তারাক্কী ও উন্নতির পথ তাহার জন্য উন্মোচন করিতে পারে। তবে শায়খের সোহ্‌বত ও তাওয়াজ্জুহ্ তখনই ফলদায়ক হয় যখন মহব্বত ও ভক্তি-শ্রদ্ধা সহকারে নিজেকে তাঁহার হাতে সম্পূর্ণ ন্যস্ত করিয়া দিয়া তাঁহার সহিত সম্পর্ক রাখা হয় এবং এইভাবে তাঁহার সোহ্‌বত অবলম্বন করা হয়।

ইহা মহব্বতেরই কারামত যে, মহব্বত একাই শায়খের বাতেনী তাওয়াজ্জুহ্‌কে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে এবং তাঁহার বিশেষ কামালাত ও আভ্যন্তরীন গুণাবলীকে নিজের দিকে টানিয়া লয় এবং 'ফানা ফিশ্‌-শায়েখ' বরং 'ফানা ফিল্লাহ্‌'র মাকাম পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। অর্থাৎ শায়খের প্রতি ভক্তিপূর্ণ তীব্র ভালবাসার মাধ্যমে ছালেক দ্রুত শায়খের প্রিয়পাত্র বনিয়া যায়। এই মহব্বতের শক্তি-বলে মুরীদও একদিন শায়খের মত উচ্চ মাকামের ঈমান, আমল, তাকওয়া ও তাআল্লুক মাআল্লাহ ওয়ালা হইয়া যায়। শায়খের সামনে নিজেকে সম্পূর্ণ বিলীন করিয়া দিয়া ইহার উছিলায় একদিন আল্লাহ তাআলার উপর নিজেকে 'সম্পূর্ণ উৎসর্গ' এবং 'তাঁহার গভীর নৈকট্য' লাভে ধন্য হইয়া যায়। [মাকতূবাত : পৃষ্ঠা ১৬৫]

তালেব (আল্লাহপ্রেমের সন্ধানী) যদি কোন কামেল শায়খের সোহ্‌বতে উপস্থিত হয় এবং যে সকল শর্তাবলী তরীকতের আকাবেরগণ নির্ধারণ করিয়াছেন সেগুলি অনুযায়ী নিজেকে পরিচালনা করে, তাহা হইলে আশা করা যায় (একদিন) সে অবশ্যই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছিবে।

[মাকতূবাতে মা'ছূমিয়া : পৃষ্ঠা ১৬৬]

(অন্যত্র বলেন :) তরীকতের মাকছুদ হইল, নিজের অখ্যাতি-অপ্রসিদ্ধ ও আত্মবিলীনতা অর্জন। নফ্‌ছকে একদম পিষিয়া ফেলা এবং নফ্‌ছের অহংবোধ, অবাধ্যতা এবং স্বেচ্ছাচারিতা দূরীভূত করা। কেননা, 'আল্লাহ তাআলার মা'রেফাত অর্জন' এ বিষয়গুলির সহিত অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

[মাকতূবাতে মা'ছূমিয়া : পৃষ্ঠা ১৬৮]

contents

দস্তুরে তায্‌কিয়ায়ে নফস্‌ বা আত্মশুদ্ধির সহজ তরিকা

আমি অধম সংকলক দীর্ঘদিন যাবত হযরত আক্বদাছ মাওলানা শাহ্‌ আবরারুল হক সাহেব (দা. বা.)-এর নিকট এছলাহী চিঠিপত্র লিখিবার পর আত্মশুদ্ধিমূলক অতি উপকারী নির্দেশনাগুলি ব্যাখ্যা সহকারে অত্র পুস্তিকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি।

ভূমিকা

বক্ষ্যমান ‘দস্তুরে তায্‌কিয়ায়ে নফ্‌ছ’ পুস্তিকাটি সমস্ত রযায়েল বা আত্মিক দোষ-ত্রুটি ও কুপ্রবৃত্তি হইতে আত্মাকে পবিত্রকরণ, আল্লাহ্‌র সহিত নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন এবং তাঁহার কুর্‌ব্‌ ও নৈকট্য অর্জনে পরশ পাথরের ন্যায় আজব ক্রিয়াশীল। যদিও প্রত্যেক মোমেনের হৃদয়ের কামনা ইহাই হইয়া থাকে যে, ‘মাহ্‌বূবে হাকীকী’ তথা আসল প্রেমাস্পদ আল্লাহ্‌ তাআলার পূর্ণ আনুগত্য করিবে এবং সর্বপ্রকার নাফরমানী ও অবাধ্যতা হইতে স্বীয় আত্মাকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখিবে কিন্তু;

دائم اندر آب کار ماہی است - مار را با او کجا ہمراہی است

অর্থ : সর্বক্ষণ পানিতে বসত ত করা মৎসের কাজ। এইক্ষেত্রে সর্প কখনো মৎসের সঙ্গী হইতে পারে না। ছালেক বা আল্লাহ্‌র পথের পথিক স্বীয় নীচু মনোবৃত্তির দরুন সর্প সমতুল্য যাহা মুমিনের চলার পথে পদে পদে আল্লাহ্‌র হুকুম তামিলের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করিতে থাকে এবং উড্ডয়নমুখী আত্মাকে প্রতারণার জালে ফেলিয়া পতনের গহ্বরে নিক্ষেপ করে।

গুনাহ্‌ করার পরক্ষণে ছালেকের অন্তরে যখন গুনাহের যুলমত ও তমসা অনুভূত হয় তখন সে নেহায়েত অস্থির ও বিচলিত হইয়া পড়ে।

بر دل سالک ہزاراں غم بود - گر ز باغ دل خلالے کم بود

অর্থ : ছালেকের দিলে পেরেশানীর কোন শেষ থাকে না, যদি হৃদয়ের পুষ্পকাননে একটি ফুলেরও ঘাটতি দেখা দেয়। অর্থাৎ ছালেকের দিলের হালত এত উচ্চমানের হয় যে, শরীয়তে-পাকের এত্তেবার ক্ষেত্রে এক তিল পরিমাণ কমতিও সে বরদাশত করিতে পারে না। আর এজন্য কেনইবা সে চিন্তিত হইবে না? কারণ, তাহার অবস্থা তো এইরূপ হইল যে, কোন ব্যক্তি বড় চেষ্টা-মেহনত করিয়া বিপুল পরিমাণে গম স্তূপ করিতেছে। অপরদিকে ইঁদুর আসিয়া স্তূপের তলদেশে ছিদ্র করিয়া সব শেষ করিয়া ফেলিতেছে। ইহাতে লোকটি ব্যথিত-ভারাক্রান্ত না হইয়া পারে না। অনুরূপ ছালেক যিক্‌রুল্লাহ্ ও ইবাদত-বন্দেগী করিয়া দিলের মধ্যে কিছু নূর ও জ্যোতিমালা সঞ্চয় করিয়া থাকে। কিন্তু কুদৃষ্টি ও নাজায়েজ কল্পনা করিয়া কিংবা অন্য কোন গুনাহের কারণে যখন তাহাতে কমতি অনুভব করে তখন দুঃখ ও দুশ্চিন্তার কোন ইয়ত্তা থাকে না। এভাবে নফ্‌ছের মোকাবেলায় যুদ্ধে বারংবারের পরাজয় তাহাকে দারুণভাবে হতাশ করিয়া ফেলে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদিগকে হেফাযত করুন। লাগাতার গুনাহের অভ্যাস হওয়ার কারণে ছালেকের রাতদিন এই পরিমাণ তিক্ত ও বিস্বাদ হইয়া যায় যে, তাহার নিকট নিজের জীবনটা পর্যন্ত ঘৃণিত হইয়া উঠে এবং আল্লাহপাকের সুবিশাল পৃথিবী তাহার নজরে ছোট্ট ও সংকীর্ণ হইতে থাকে। কেননা, প্রতিটি গুনাহের জন্য সে শত জান দিয়া কাঁদিতে থাকে। সঙ্গে সঙ্গে তাহার লজ্জাও লাগে যে, হায়! আমি কত বড় নালায়েক, কত বড় বে-হায়া যে, প্রতিনিয়তই গুনাহের মধ্যে লিপ্ত আছি।

কোন কবির ভাষায়–

حیا طاری ہے تیرے سامنے میں کس طرح آؤں
نہ آؤں تو دل مضطر کو پھر لے کر کہاں جاؤں

অর্থ : আমি বড় লজ্জায় মরিতেছি যে, কোন্ মুখে তোমার সামনে আসিব। আর না আসিয়াই বা উপায় কি? দ্বিতীয় আর কোন ঠিকানা আছে যেখানে যাইয়া আমার অস্থির মনে প্রশান্তি লাভ করিবো?

ইহা ধ্রুব সত্য কথা যে, আমাদের গুনাহ্ যত বড়ই হউক না কেন, আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব ও অফুরন্ত দয়ার সামনে তাহা অতি তুচ্ছ, অতি নগণ্য। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) বলেন–

–১৬

اے عظیم از ما گناہان عظیم- تو توانی عفو کردن در حریم

یہ جو کھڑا پہاڑ ہے سر پہ مرے گناہ کا

وہ جو میری مدد کریں ہے میری ایک آہ کا

অর্থ : হে আল্লাহ্! আপনি অতি মহীয়ান-গরীয়ান। আমাদের অসংখ্য পাপরাশি অপেক্ষা আপনার ক্ষমার পরিব্যাপ্তি অনেক বেশি। আপনি চাহিলে আপনার মাগফেরাতের সংরক্ষিত শাহী বেষ্টনীতে আমাদের সব ত্রুটি-বিচ্যুতিই সম্পূর্ণ ক্ষমা করিয়া দিতে পারেন।

গুনাহ্‌র পাহাড় মাথার পরে যদিবা অনেক পূর্ণ,
মাওলা যদি মদদ করেন, দমেই তাহা চূর্ণ।

কোন অবস্থাতেই হতাশাকে কাছে ভিড়িতে দিবে না; এমনকি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্তও যদি কামেল তায্‌কিয়া বা আত্মার পূর্ণ পরিশুদ্ধি সম্ভব না হয় তবুও না। তবে জীবনভর মুজাহাদা ও চেষ্টা চালাইয়া যাইতেই হইবে। যেমন হযরত খাজা আযিযুল হাসান মজযূব (রহ.) বলেন–

نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے

ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے

অর্থ : কুস্তিতে যদি তোমার তাগড়া ও বলীয়ান নফছ্‌কে তুমি ধরাশায়ী করিতে সক্ষম নাও হও, তবু হিম্মত হারাইয়া হাত-পা ছাড়িয়া বসিয়া পড়িও না। আরে! নফ্‌ছের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো জীবনব্যাপী চলিতেই থাকিবে। ফলে, কখনো তুমি হারিবা, আবার কখনও তাহাকে হারাইয়া দিবা।

অতি গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবাণী

তওবা করিলে গুনাহ্ মাফ হইয়া যায় সত্য, কিন্তু তাই বলিয়া তওবার ভরসায় গুনাহ্ করিতে থাকা বড়ই ভয়াবহ ব্যাপার। কারণ, তওবার তাওফীক স্বয়ং আল্লাহ্‌র হাতে। ইহা কাহারও এখতিয়ারে নয় যে, যখন ইচ্ছা হইল তওবা করিয়া লইল। বিচিত্র কি যে, তওবার সৌভাগ্য আর নাও হইতে পারে। বেপরোয়াভাবে পাপ কাজ করিতে থাকা বড়ই ধৃষ্টতা ও দুঃসাহসের কাজ। ইহা সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, আখেরাতের কোন চিন্তা ও ভয়

অন্তরে নাই বিধায় এমনটা হইতেছে। তবে ইহার অশুভ পরিণাম ইহাও হইতে পারে যে, চিরতরে আল্লাহ তাআলার পক্ষ হইতে তওবার তওফীকই ছিনাইয়া লওয়া হইবে। মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী (রহ.) বলেন–

ہیں بہ پشت آں مکن جرم و گناہ
کہ کنم توبہ در آیم در پناہ
زانکہ استغفار ہم در دست نیست
ذوق توبہ نقل ہر سرمست نیست

অর্থ : সাবধান! এই আশায় গুনাহের অনুশীলন করিও না যে, এখন গুনাহের মজা লুটিয়া লই। পরে অতি শীঘ্রই তওবা করিয়া লইবো, পরে ভাল হইয়া যাইব, আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাহিয়া লইবো। শয়তান প্রতারিত করিয়া আজীবন আল্লাহর পূর্ণাঙ্গ মহব্বত লাভ ও তাঁর খাছ ওলী হওয়া হইতে তোমাকে বঞ্চিত রাখিবে। তৎসঙ্গে আল্লাহ তাআলা তওবার তওফীকই তোমা হইতে ছিনাইয়া লইবেন, ইহাও অসম্ভব নয়।

হাদীস শরীফে আসিয়াছে হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম আল্লাহ্ তাআলার দরবারে আরজ করেন–

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُبِكَ اَنْ نَقْتَرِفَ عَلٰى اَنْفُسِنَا سُوْٓءًا اَوْ نَجُرَّهٗ اِلٰى مُسْلِمٍ اَوْ نَكْتَسِبَ خَطِيْئَةً اَوْ ذَنْبًا لَا تَغْفِرُهٗ

অর্থ : হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি যেন পাপ করিয়া নিজেরাই নিজেদের কোন প্রকার অনিষ্ট না করিয়া বসি কিংবা কোন মুসলমানের প্রতি ক্ষতি না করিয়া বসি। এবং এমন কোন গুনাহে যেন লিপ্ত না হই যাহা আপনার নিকট ক্ষমার অযোগ্য।

মাওলানা রূমী (রহ.) ইহাই বলিতেছেন যে, রহমাতুল্লিল আলামীন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম-এর উছিলায় অতীতের উম্মতগণের ন্যায় শরীর বিকৃত হওয়ার মত সাজা তো এই উম্মত হইতে উঠাইয়া লওয়া হইয়াছে, কিন্তু অন্তরাত্মার বিকৃতির সাজা এই উম্মতের উপরও রহিয়াছে। অর্থাৎ লাগাতার নাফরমানীর কারণে আশংকা রহিয়াছে যে, অন্তরের সুস্থ রুচিবোধ ছিনাইয়া লওয়া হইবে, যাহার ফলশ্রুতিতে গুনাহ্

আর গুনাহ্ মনে হইবে না। এমনকি গুনাহ্কে ঘৃণা করার স্থলে গুনাহের প্রতি আসক্তি সৃষ্টি হইবে এবং গুনাহ্ ও পাপাচার স্বভাবে পরিণত হইবে। এই অবস্থারই 'অন্তরের বিকৃতি' বলিয়া নামকরণ করা হইয়াছে। সুতরাং সাবধান! তওবার আশায় নির্ভীক হইয়া কখনও গুনাহের আদত বানাইও না।

لیک مسخ دل بود اے بوالفطن

কেননা, ইচ্ছা করিলেই এস্তেগফার করা যায় না। তওবা-এস্তেগফার যাহার-তাহার হাতের মুঠার জিনিস না।

زانکہ استغفار ہم در دست نیست

উপরোল্লিখিত ব্যাখ্যার দ্বারা বুঝা গেল যে, সদা-সর্বদা পাপাচারের পুরানা অভ্যাস থাকা সত্ত্বেও আত্মশুদ্ধি এবং গুনাহ্ ত্যাগের চিন্তা ও পন্থা জানার চেষ্টা না করা বড়ই হতভাগ্যের কথা। ইহাতে মানুষ দুইটি কঠিন বিপদে আক্রান্ত হয়।

প্রথমত এই প্রকৃতির মানুষ আল্লাহর পথের নূর ও জ্যোতিমালা হইতে এবং তাঁহার বিশেষ নৈকট্যের খাস বরকত হইতে বঞ্চিত থাকে। স্পষ্ট কথা যে, এবাদত-বন্দেগী ও যিকির-আযকারের নূর গুনাহের কালিমার দরুন কখনও তো সম্পূর্ণই খতম হইয়া যায়। আবার কখনো এই নূর চরমভাবে বেকাইফ, ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। হযরত আরেফ রুমী (রহ.)-এর নিম্নোক্ত কবিতা দ্বারাও এই বিষয়ের সমর্থন পাওয়া যায়।

اے دریغا اے دریغا اے دریغ

کاں چناں ماہے نہاں شد زیر میغ

হায় আফসোস! হায় আফসোস! আমাদের আত্মা যাহা অধিক যিকিরের বরকতে পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান ও জ্যোতিষ্মান ছিল, হায়! তাহা গুনাহের মেঘে ঢাকা পড়িয়া গেল।

দ্বিতীয়ত প্রতিটি মুহূর্তে সে ঝুঁকি ও আশংকার মধ্যে থাকে। অর্থাৎ সে তো সর্বদা গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার কূপের কিনারে দণ্ডায়মান। বলা যায় না, কখন সেই কঠিন মুহূর্ত আসিয়া যাইবে যে, সে স্বীয় অভ্যাস অনুযায়ী গুনাহ্ করিয়া বসিবে এবং আল্লাহর পক্ষ হইতেও আকস্মিক পাকড়াও

আসিয়া যাইবে। ফলে, আল্লাহর রহমত ও হেলেম তথা দয়া ও সহনশীলতার স্থলে তাহার ক্রোধ ও প্রতিশোধ জাহির হইবে। যাহার ফলে পুনরায় আর তওবা ও এস্তেগফারের তাওফীক হইবে না। আর গুনাহের এই আঁধার ক্রমশ সম্পূর্ণ হৃদয়কে আচ্ছন্ন এবং মরিচাযুক্ত করিয়া ফেলিবে। এমনকি আল্লাহর যিকিরের প্রতি বিরক্তি ও বিরাগভাব সৃষ্টি হইবে। যাহার পরিণতি হইবে অত্যন্ত ভয়াবহ। অবশেষে চির মরদূদ ও অভিশপ্ত হইয়া লা'নতের বেড়ী গলায় পরিয়া জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হইবে। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে রক্ষা করুন। আমীন।

অতি সঙ্গীন এই দুইটি পরিণামের কথা ভাবিলে স্পষ্ট হইয়া যায় যে, কোন গুনাহের অভ্যাস হইয়া গেলে তাহার চিকিৎসা না করাইয়া উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকা উচিত হইবে না। আল্লাহ্পাকের অশেষ মেহেরবানী যে, তিনি অধমকে গুনাহ্ পরিত্যাগের এই সহজ পদ্ধতি তৈরি করার তওফীক দান করিয়াছেন যাহার উপর আমল করিয়া ছালেকীন কুদৃষ্টি ও কুসম্পর্কের বহু পুরাতন ব্যাধি হইতে চিরমুক্তি লাভ করিয়াছে। এই নীতিমালাসমূহ বুযুর্গদের এরশাদাত তথা মুখঃনিসৃত বাণীর সারনির্যাস এবং কোরআন ও হাদীস হইতে সংগৃহীত। ইহা কুদৃষ্টি ও নাজায়েয সম্পর্কের সকল যোগসূত্র জ্বালাইয়া পোড়াইয়া ছারখার করিবার মহৌষধ– যাহার উপকারিতা বর্ণনা করিয়া শেষ করা যাইবে না। যাহার ইচ্ছা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারে। কুদৃষ্টি ও অবৈধ সম্পর্ক খতম করা ছাড়াও এই 'এছলাহী নীতিমালা' অনুসরণ করিয়া চলিতে পারিলে আরও যে-সকল বরকত ও সুফল লাভ হইবে ঃ

১. নেছ্বত মা'আল্লাহ্ শক্তিশালী হয়। অর্থাৎ 'অন্তরে আল্লাহ্ তাআলার সহিত সম্পর্ক গভীর হইতে গভীরতর হইতে থাকে।

২. খাস মাইয়্যত অর্জিত হয়। অর্থাৎ 'আল্লাহ্ তাআলা সর্বদা-সর্বত্র আমার সঙ্গে আছেন' আপন যওক ও হাল তথা অন্তরের মধ্যে দিব্যি তাহা উপলব্ধি, উপভোগ ও অনুভূত হইতে থাকে।

৩. খাস বেলায়েত তথা আল্লাহ্ তাআলার 'সবিশেষ বন্ধুত্ব' অর্জিত হয়। তাক্ওয়ার বরকতে এই দৌলতও নসীব হইয়া যায়। কেননা–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ

'ওলী' তাহারা যাহারা ঈমান আনিয়াছে এবং তাক্ওয়ার উপর থাকিয়াছে।

উক্ত আয়াতের মধ্যে আল্লাহ্‌র খাস ওলী হওয়ার জন্য ঈমান ও তাক্বওয়ার শর্ত উল্লেখিত হইয়াছে। আর এই ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করিলে ইহার বরকতে পূর্ণ তাকওয়া হাছিল হয়। অর্থাৎ ছোট বড় সর্বপ্রকার গুনাহ্ হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

নফ্‌ছের নাজায়েয লালসাসমূহ নিঃশেষিত ও মূলোৎপাটিত হওয়া কাম্যও নয় এবং তাহা সম্ভবও নয়। কেননা, যদি সমুদয় রিপু খতম করিয়া দেওয়া হয় তবে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির চুলা কি করিয়া আলোকিত ও প্রজ্জ্বলিত হইবে? 'জ্বালানি' ছাড়াও কি চুলা জ্বলা সম্ভব?

তাই, দুনিয়ার প্রতি নাজায়েয লিপ্সাসমূহ হইল জ্বালানী সদৃশ, যাহার দ্বারা তাকওয়ার চুলা আলোকিত ও প্রজ্জ্বলিত হয়।

মানুষের মনের সহিত প্রবৃত্তির সম্পৃক্ততার বিষয়টি খোদ কোরআনে কারীম দ্বারাই সমর্থিত ও সুপ্রমাণিত। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন—

وَاُحْضِرَتِ الْاَنْفُسُ الشُّحَّ

অর্থ : "লোভ-লালসা মানুষের অন্তরের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে।"

বলাবাহুল্য, যেই বস্তুকে আল্লাহ্ তাআলা অবিচ্ছেদ্য সঙ্গী করিয়া দিয়াছেন, কাহার সাধ্য তাহা পৃথক করার? আর এই ধরনের কামনাই বা কেন থাকিবে? কারণ, আল্লাহ্ তাআলা তো উক্ত মুজাহাদা তথা নফ্‌ছের বিরুদ্ধাচরণের কারণেই বান্দাদেরকে 'বেলায়েতে খাছ্‌ছাহ্' তথা আল্লাহ্‌র সবিশেষ বন্ধুত্বের সম্মানে ভূষিত করেন।

ور بعقل وادراک ایں ممکن بدے　　قہر نفس از بہر چہ واجب شدے

অর্থ : যদি বিবেক-বুদ্ধি দ্বারাই দ্বীনের সমস্ত হাকীকত অনুধাবন করা যাইত তাহা হইলে বলুন, নফ্‌ছকে এত কঠোর নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তাহার ওপরে চাপ সৃষ্টি করিয়া এত মুজাহাদা বা চেষ্টা-সাধনা অপরিহার্য হওয়ার কি যৌক্তিকতা আছে?

৪. দীর্ঘ একটি সময়কাল পর্যন্ত এই নিয়মাবলীর ওপর আমল করার বরকতে ইনশাআল্লাহ্ দিন দিন ঈমানের এই পরিমাণ উন্নতি সাধিত হইবে যে, সকল অদৃশ্য বিষয়াবলী অর্থাৎ জান্নাত-জাহান্নাম, কেয়ামত ও আখেরাত 'সর্বদা স্মরণে' থাকিবে এবং একজন মূমেনের ইয়াকীনের যেই মাকাম ও স্তর অর্জিত হওয়া চাই, ইনশাআল্লাহ্ ধীরে ধীরে তাহাও অর্জিত হইবে।

৫. এই কামেল ঈমান ও কামেল একীনের বরকতে ছালেক প্রত্যেকটি এবাদতের মধ্যে অপূর্ব হালাওয়াত (মিষ্টতা) অনুভব করিতে থাকে। নামাযে চক্ষু শীতল হয়। শরীঅতের সকল হুকুম-আহ্কামের পাবন্দী করা সহজ ও মজাদার হইয়া যায়। সকল পাপাচারের প্রতি অন্তরে কঠিন এক দূরত্ব ও বিরক্তিবোধ পয়দা হয় এবং এমন 'হায়াতে তাইয়েবা' তথা এক পবিত্র জীবন লাভ করে যে, সমগ্র জগতের ধন-ভাণ্ডারও উক্ত নেয়ামতের সামনে তুচ্ছ মনে হইতে থাকে।

چوں سلطان عزت علم بر کشد
جہاں سر بجیب عدم در کشد

অর্থ : আরেফে-কামেলের হৃদয়ে যেই মুহূর্তে মহামহিম আল্লাহ্র ইজ্জত ও পরাক্রমের উদ্ভাস ঘটে, সেই মুহূর্তে কুল জাহানই তাহার দৃষ্টিতে অস্তিত্বহীন বলিয়া মনে হয়। নৈকট্যের এই স্তরে উপনীত হইয়া সালেক অস্ফূট ভাষায় বলিতে থাকে–

ترے تصور میں جان عالم مجھے یہ راحت پہنچ رہی ہے
کہ جیسے مجھ تک نزول کرکے بہار جنت پہنچ رہی ہے

হে প্রিয়! তোমার ধ্যান ও কল্পনায় আমি এতটা প্রশান্তি অনুভব করিতেছি যেন 'জান্নাতের বসন্ত' স্বর্গীয় সুখ লইয়া সরাসরি আমার নিকটেই আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

ছালেক কুর্ব্ ও নৈকট্যের নূরের স্বাদ উপভোগ করত: বলিয়া উঠে যে, হায়, আমি তো মাত্র অর্ধপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলাম, কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাআলা তাহার বিনিময়ে আমাকে শত শতপ্রাণ দান করিয়া দিলেন! অর্থাৎ নফ্ছের নাজায়েয চাহিদা ও মনোবৃত্তির গলায় ছুরি চালাইতে যেই কষ্ট সহিতে হইয়াছে তাহা নৈকট্যের দৌলতের সামনে অতি তুচ্ছ মনে হয়। আর ছালেক বলিতে থাকে যে, হায় আফসোস! অদ্যাবধি আমি মনের অসৎ চাহিদা পূরণ করিতে যাইয়া অযথা আমার জীবনকে জাহান্নামী জীবনে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিলাম এবং গুনাহ্ করিয়া সমস্ত এবাদতের নূর নষ্ট করিতেছিলাম। তখন সে বরবাদ ও নষ্ট জীবনের জন্য চক্ষের অশ্রুর পরিবর্তে রক্ত ঝরাইয়াও অতীতের ক্ষতিসমূহ আর পূরণ করিতে পারিবো না বলিয়া

ধারণা করিতে থাকে। এমতাবস্থায় সে স্বীয় প্রভুর নিকট কাঁদিতে থাকে এবং অপরাধপূর্ণ জীবনের প্রতি রহমত ও দয়ার ভিক্ষা চাহিয়া মিনতির সুরে বলে যে, হে আল্লাহ্! আপনি তো এত বড় মেহেরবানী ওয়ালা যে, আমার সমস্ত ধ্বংস ও বরবাদীকে চাই তাহা যত চরমই হউক না কেন, এক নিমিষে আপনার মেহেরবানী দ্বারা উহার যথাযথ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে পারেন। আর শুধু পূরণ করাই নয় বরং এ যাবত আপনার নৈকট্য লাভে যতটা বিলম্ব হইয়াছে, জীবনের সময় নষ্ট হইয়াছে এবং নফছ্ ও শয়তান যতটা আমার পথ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, আপনার মেহেরবানী হইলে মুহূর্তের মধ্যে আপনি আমাকে বেলায়েতের ঐ উচ্চ স্থান দান করিতে পারেন, হাজার মেহনত-মুজাহাদা করিয়াও যাহা অর্জন করা আমার সাধ্য ছিল না।

ছালেক যতদিন পর্যন্ত পাপাচারে লিপ্ত ছিল ততদিন সে দোয়া ও মোনাজাতের স্বাদ হইতে বঞ্চিত ছিল। অথচ এখন হাত উঠাইয়া ঘন্টার পর ঘণ্টা দোয়া করিতেছে আর পরম আত্মিক প্রশান্তি অনুভব করিতেছে।

از دعا نبود مراد عاشقاں
جز سخن گفتن بآں شیریں دہاں

আল্লাহর প্রেমিকরা হাত তুলিয়া এত লম্বা সময় জুড়িয়া যে দোআ-মোনাজাত করেন, তাহার উদ্দেশ্য শুধু নিজের হাজত পূরণ করা নয় বরং আসল উদ্দেশ্য হইল মহা প্রেমাস্পদ আল্লাহ্ তাআলার সহিত প্রেমালাপ ও ভালবাসা বিনিময় করা। মাওলায়ে পাকের আশেক নীরবে বসিয়া আছে; কিন্তু দিলে দিলে সে আল্লাহ্ তাআলার সহিত গোপন আলাপে মগ্ন। বন্ধু-বান্ধবের মজলিসে থাকিলেও তাহার দিল মাহবূবে-পাকের সহিত ব্যস্ত আছে এবং নীরবে-নিঃশব্দে আল্লাহ্ তাআলাকে বলিতেছে—

تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے
باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

অর্থ: হে প্রিয়! তোমার তুল্য একান্ত ও অন্তরঙ্গ সঙ্গী দ্বিতীয় আর নাই। প্রতিক্ষণে তোমার সনে কত রকম বাক বিনিময় চলিতেছে বটে, কিন্তু কোন শব্দ নাই, কোন আওয়াজ নাই।

তাছাওউফের পরিভাষায় এই মাকামকে 'দাওয়ামে যিকির' নিরন্তর স্মরণ, হুযূরে তাম এবং 'হুযূরে দায়েম' বলিয়া অভিহিত করা হয়। (অর্থাৎ, সর্বক্ষণ আল্লাহ্কে ধ্যানে রাখা, সর্বদা তাঁহাকে হাযির ও সঙ্গে পাওয়া।) ইহা সেই মহাদৌলত যাহা নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত থাকিয়া হাসিল হয় না।

أُحِبُّ مُنَاجَاةَ الْحَبِيْبِ بِأَوْجَهٍ + وَلٰكِن لِّسَانُ الْمُذْنِبِيْنَ كَلِيْلُ

অর্থ : প্রিয়তমের সহিত একান্তভাবে খুব সুন্দর করিয়া মোনাজাত ও গোপন আলাপ করিতে আমার দারুণ আকাঙ্ক্ষা জাগে। কিন্তু খোদ পাপী বান্দা বিধায় ভীষণ লজ্জায় জবান বন্ধ হইয়া আসে, মুখ দিয়া কথা বাহির হইতে চায় না।

আল্লাহর রাস্তায় তাযকিয়া অর্থাৎ সার্বক্ষণিক তাকওয়া ও গুনাহ্ হইতে বিরত থাকা অত্যন্ত জরুরী। আল্লাহ্ তাআলা এরশাদ করেন—

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا

অর্থাৎ যে ব্যক্তি স্বীয় আত্মার তায্কিয়া (পরিশুদ্ধি ও পরিমার্জন) করিয়া লইল সে সফলকাম হইয়া গেল। আর যে আত্মশুদ্ধি করিল না সে ব্যর্থকামই রহিয়া গেল।

কাফেরের জীবন তো পুরাটাই ব্যর্থ ও নিষ্ফল। আর যেই মোমেন বান্দা পাপাচারে লিপ্ত ও অভ্যস্ত, তৎসঙ্গে কিছু আত্মশুদ্ধির চেষ্টা-যিকিরও করে, তাহার জীবন কিছুটা সফলতা ধন্য, তবে আরেক দিকে ব্যর্থতার গ্লানিযুক্ত। কারণ, আল্লাহ্ তাআলার বিশেষ বন্ধুত্বের মর্যাদা হইতে সে বঞ্চিত।

গুনাহের কালিমালিপ্ত মানুষ মাহ্বূবে-পাকের নৈকট্য পাওয়ার উপযুক্তই থাকে না। কেননা, তিনি যে সুন্দর এবং শুধু সৌন্দর্যকেই পছন্দ করেন।

মাওলানা রূমী বলেন—

چوں شدی زیبا بداں زیبا رسی - کہ رہاند روح را از بے کسی

অর্থ : তুমি যদি সুন্দর ও পবিত্র হও তবেই তুমি পরম-সুন্দর আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছিতে পারিবে এবং তখনই তিনি তোমাকে স্বীয় খাস নৈকট্য দানে ধন্য করিবেন। এ কারণেই আরেফে-রূমী (রহ.) তাকওয়া ও তাযকিয়া

তথা আল্লাহ্ভীতি ও আত্মশুদ্ধি এবং গুনাহ্ বর্জনের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে নিম্নোক্ত ছন্দ সমূহের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন ঃ

موش تا انبار ما حفره زده ست - وز فنش انبار ما خالی شده ست

অর্থাৎ যখন হইতে নফ্ছের ইঁদুর আমাদের নেক আমলের স্তূপে গোপন ছিদ্র করিতে সক্ষম হইয়াছে, তখন হইতে আমাদের অজান্তেই আমাদের নেক আমলের নূরের স্তূপ ক্রমশ ফুরাইয়া যাইতেছে।

اول اے جاں دفع شر موش کن - وانگہ اندر جمع گندم کوش کن

অর্থ : সর্বপ্রথম নফ্ছের ইঁদুরের উপদ্রব বন্ধ কর, তবেই রূহের প্রতাপ ও তৎপরতা বিজয়ী হইবে এবং সৎকাজের নূর ও বরকত খুব দেখিতে পাইবে। তখন সামান্য এবাদতের নূরও তোমাকে আল্লাহ্র নৈকট্যের অনেক উচ্চস্তরে পৌঁছাইয়া দিবে।

মাওলানা রূমী (রহ.)-এর কথার উদ্দেশ্য ইহাই যে, যিকির-ফিকির ও এবাদত-বন্দেগীর রাস্তায় যেই পরিমাণ মেহনত করিবে, আমলসমূহ নষ্ট হওয়ার এবং উহার জন্য যে কোন প্রকার ক্ষতিকর পথ-পন্থা পরিহারের চেষ্টা তদপেক্ষা অধিক হওয়া উচিত। এই চেষ্টা ও মেহনতের অপর নাম হইতেছে তাযকিয়া। অর্থাৎ অতীতে যদি কোন গুনাহের অভ্যাস হইয়া থাকে তবে এক্ষণি তাহা দূর করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ও প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

گر نہ موشے دزد ایں انبار ماست - گندم اعمال چل سالہ کجاست

অর্থাৎ গুনাহের তমসা যদি আমাদের নেক আমলের নূরসমূহ নষ্ট না করিয়া থাকে তবে বল, আমাদের চল্লিশ বছরের মেহনত-মুজাহাদা এবং যিকির ও শোগল সত্ত্বেও আত্মার কাঙ্ক্ষিত উন্নতি কেন সাধিত হইল না? সুদীর্ঘ চল্লিশ বছরের আমল কোথায় চলিয়া গেল? আসল কথা হইল, হৃৎপিণ্ডের শক্তিবর্ধক ঔষধও সেবন করিতেছে, তৎসঙ্গে অল্পমাত্রায় বিষ পানেরও অভ্যাস রহিয়াছে। তাই বিষের কারণে বলবর্ধক ঔষধ স্বীয় ক্রিয়া দেখাইতে পারিতেছে না।

আল্লাহ্ তাআলার রহমতে এছলাহের যেই পদ্ধতি এখানে লিপিবদ্ধ হইল, অন্তত: ছয় মাস আমল করিলে ইনশাআল্লাহ্ ইহার মূল্য ও গুরুত্ব বুঝে আসিবে।

পাপাচারে জীবনের একটা বিরাট অংশ যাহার নষ্ট এবং কুদৃষ্টি ও নাজায়েয সম্পর্কে লিপ্ত হওয়ার কারণে বারংবার যাহার তওবা ভাংগিয়া গিয়াছে, যাহার ফলে জীবন দুর্বিষহ হইয়া উঠিয়াছে। এখন আন্তরিকভাবে সে আত্মার চিকিৎসার জন্য চিন্তা-ফিকির করিতেছে, কিন্তু কুপ্রবৃত্তির পাঁক-কাদা হইতে মুক্তি পাইতেছে না। পাপাচার ও নজরের গুনাহ্ তাহার স্বভাবে পরিণত হইয়াছে। তাই স্বীয় জীবনের প্রতি সে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট। নফ্সের নিকট একটানা পরাজয়, অঙ্গীকার ভঙ্গ এবং অবিরাম নাফরমানীর দরুন তাহার পুরা জীবনটাই জাহান্নামে পরিণত হইয়া গিয়াছে।

আল্লাহ্পাক যে বলিয়াছেন–

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا

("আমার স্মরণ হইতে যে মুখ ফিরাইবে, তাহার জন্য 'এক তিক্ত জীবন' সুনিশ্চিত।")

সেই তিক্ততা সে বাস্তবে প্রত্যক্ষ করিতেছে এবং সেই কষ্টের চোটে কলিজা ফাটিবার উপক্রম হইয়া গিয়াছে। এই ব্যবস্থাপত্রটি উক্ত ব্যক্তির জন্য 'আবে হায়াত'-এর ন্যায় ক্রিয়াশীল হইবে। মাত্র ছয়টি মাস ইহার ওপর যত্ন সহকারে আমল করিতে পারিলে অবশ্যই সে বলিতে বাধ্য হইবে–

ہمہ تن ہستی خوابیدہ مری جاگ اٹھی   ہر بن مو سے مرے اس نے پکارا مجھکو (اصغر)

باز آمد آب من در جوئے من   باز آمد شاہ من در کوئے من

১. আমার 'ঘুমন্ত জীবন' জাগিয়া উঠিয়াছে। অদ্য আমি আমার প্রতিটি পশম-মূলে আমি মাওলার আহ্বান শুনিতে পাইতেছি।

২. আমার হৃদয়-নদী শুকাইবার পর পুনরায় তাহাতে 'কাঙ্ক্ষিত পানি' আসিয়াছে এবং আমার হৃদয়ের গলিতে পুনরায় আমার বিশ্বঅধিপতির জাল্ওয়াময় আগমন ঘটিয়াছে।

کرگسے را شاہبازے کردۂ - ضال را بر شاہراہے کردۂ

হে খোদা! শকূনকে আপনি বাজপাখি বানাইয়া দিয়াছেন। অর্থাৎ মড়কখেকো শকূনতুল্য নফ্ছকে উন্নত রুচির পংখীরাজ বানাইয়া দিয়াছেন। পূর্বে যে দুনিয়া ও কুপ্রবৃত্তির পূজারী ছিল, আপনি তাহার পিশাচপনা দূর করিয়া তাহাকে বাজপাখীর ন্যায় উচ্চাভিলাসী বানাইয়াছেন। এখন নফ্ছ সমস্ত গায়রুল্লাহ্ হইতে মুখ ফিরাইয়া আপনার দিকে রুজু হইয়াছে। যেমন কোন বাজপাখি বাদশার হাতে পড়িলে আনন্দচিত্তে বাদশার নৈকট্যের মজা অনুভব করিতে থাকে, ঠিক তদ্রূপ আপনি মেহেরবানী করিয়া আমার পথহারা আত্মাকে রাজপথে উঠাইয়া দিয়াছেন এবং আপনার নৈকট্যের নূর ও করুণার সুবাসে মুগ্ধ ও সুবাসিত করিয়াছেন।

بوئے گل از خار پیدا می کنی - نور را از نار پیدا می کنی

হে আল্লাহ্! আমার নফ্ছ যাহা এ যাবত পাপাচারের ফলে কণ্টকাকীর্ণ ছিল এবং নৈকট্য-পুষ্পের সুগন্ধ হইতে বঞ্চিত ছিল, জানি না আপনার কি মেহেরবানী হইল যে, এখন গুনাহের পরিবর্তে তাহার দ্বারা নেক আমল প্রকাশ পাইতেছে। অনুরূপভাবে যেই হারাম লালসার অগ্নিতে আমার জীবন দগ্ধ হইতেছিল আপনার কুদরতের কারিশমা যে, সে অগ্নি আজ নূর ও আলোতে রূপান্তরিত হইয়াছে। অর্থাৎ নিয়মিত গুনাহ্ হইতে বাঁচার তওফীকের দ্বারা তাহা নূরানী হইয়া গিয়াছে। আর নফ্ছ যখন তাহার হারাম চাহিদার উপর আমল করা হইতে বাঁচিয়া গেল, তখন এই মুজাহাদার দ্বারা তাকওয়া ও আল্লাহ্‌ভীতির 'হাম্মাম' আলোকিত হইয়া গেল। আর ঘৃণ্য মনোবৃত্তিসমূহ এখানে জ্বালানির কাজ দিল। অর্থাৎ তাকওয়ার হাম্মামে যাইয়া এই আগুন নূর ও আলোতে রূপান্তরিত হইল।

آفتابت کرد در کویم گذر - شد شب دیجور مارشک سحر

হে আল্লাহ্! আমার হৃদয়-আকাশে আপনার ভালবাসা ও নৈকট্যের সূর্য উদিত হইয়াছে এবং কুপ্রবৃত্তির প্রাবল্য যাহা আঁধার রাতের ন্যায় আমার হৃদয়কে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আপনার নূরের উছিলায় ঐ সকল

অন্ধকার এমনি দূরীভূত হইয়াছে যে, ভোরের আলোর চোখেও তাহা ঈর্ষাযোগ্য হইয়া গিয়াছে।

سست گامے از رجال اللہ شد – ایں مقام شکر وحمد اللہ شد

যেই দুর্বল বান্দা অদ্যাবধি আপনার গোলামী ও আনুগত্যে শম্ভুকগতি ছিল, আপনার দয়ায় আজ সে রেজালুল্লাহ্ তথা খাস মর্দে-খোদার কাতারে আসিয়া শামিল হইয়াছে। হে প্রিয়! অবশ্যই ইহা আমার জন্য অশেষ শোকর ও কৃতজ্ঞতার বিষয়।

می نگیرد بازِ شہ جز شیر نر

کرگساں بر مردگاں بکشادہ پر

বাজপাখি তাহার আত্মমর্যাদা ও উচ্চ মনোবলের কারণে নর-সিংহ ব্যতীত শিকার করে না। আর শকূনেরা তো মড়কের উপর ডানা মেলিয়া পড়িয়া থাকে।

جاں عارف ہمچو باز شاہ ہست

صید او از ہمتش خود شاہ ہست

আরেফের জানও বাজপাখির ন্যায় বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষী। কেননা, সারা জাহানের মধ্যে তাহার আত্মার আসল কাঙ্ক্ষিত ও প্রত্যাশিত বস্তু হইতেছে বিশ্ব চরাচরের একমাত্র কর্মাধিনায়ক মহান আল্লাহ্ তাআলা– যিনি চিরন্তন, চিরসুন্দর ও চিরঞ্জীব। তাই, সে আত্মা সমগ্র ক্ষয়শীল, লয়শীল সৃষ্টি জগত হইতে মুখ ফিরাইয়া গগনবিদারী শ্লোগান দিতে থাকে যে, চিরঞ্জীব পাক-পরোয়ারদেগার ব্যতীত ক্ষয়িষ্ণু ও অস্তায়মান কোন বস্তুকেই আমি পছন্দ করি না।

এইবার আমি সেই' দস্তুরে আমল' বা 'এছলাহের নীতিমালা' লিপিবদ্ধ করিতেছি যাহার ভূমিকাস্বরূপ উপরের ছত্রগুলো লেখা হইয়াছে। আল্লাহ্ তাআলা নিজ দয়া গুণে কবুল করুন এবং কদর ও আমল করিয়া ফায়দা হাসিল করার তওফীক দিন। বিশেষত যে সকল লোক দীর্ঘদিন যাবত কোন গুনাহে লিপ্ত রহিয়াছে এবং স্বীয় নাপাক জিন্দেগী ছাড়িয়া পবিত্র জীবন

যাপন করিতে চায় তাহাদের জন্য এই নীতিমালা আবে হায়াত-এর মতই কাজ করিবে।

হে প্রতিপালক! আপনি কবুল করুন। নিশ্চয় আপনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞাতা। – মোহাম্মদ আখতার

'দস্তুরে তায্কিয়াহ্' বা আত্মশুদ্ধির নীতি

সকল মন্দ স্বভাবের মূল মাত্র দুইটি বিষয়। ১. যশ ও খ্যাতির মোহ এবং ২. কামোদ্দীপনা। অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা, ক্রোধ প্রভৃতির মূলে যশ:মোহের চোর লুকানো আছে। অনুরূপ কুদৃষ্টি, নাজায়েয সম্পর্ক, অতীতের পাপরাশি স্মরণ করিয়া মজা লওয়া, লোভ-লালসা, কৃপণতা ইত্যাদির গভীরেও নফছের গুপ্ত নাজায়েয লালসা ও কামশক্তি সক্রিয়। বুযুর্গানেদ্বীনের অভিমত হইল, যশ ও পদলোভের রোগ তুলনামূলক অধিক ভয়াবহ হইয়া থাকে। কেননা, ইহা মরদূদ ইবলিছের উত্তরাধিকার। আর শয়তান যেভাবে তওবা ও অনুতাপ হইতে বঞ্চিত ছিল, যশ:মোহে আক্রান্ত ব্যক্তিও তদ্রূপ বঞ্চিত থাকে। কারণ, সাধারণত তার অনুতপ্ত হওয়া ও ক্ষমা চাওয়ার মানসিকতা কম থাকে। কাম-বিহ্বল রোগীর মেযাজে সাধারণত নম্রতা থাকে। এই জন্য তাহার চিকিৎসা দ্রুত সম্ভব হয়। যে কোন মানুষের মধ্যেই কম-বেশি যশমোহ ও কামশক্তি উভয়টির উপাদানই থাকে। হাঁ, তবে কাহারো মধ্যে প্রথমটি বেশি থাকে আর কাহারো মধ্যে দ্বিতীয়টি। কাহারো মধ্যে প্রথমটা প্রবল হয় আর কাহারো মধ্যে দ্বিতীয়টা।

উল্লেখ্য যে, যেভাবে নফ্ছের সমস্ত রোগ-ব্যাধিকে সংক্ষেপে দুইভাগে ভাগ করা যায়, ঠিক তেমনিভাবে তার চিকিৎসারও প্রধান ভিত্তি দুইটি। বাকী সব তাহার বিশ্লেষণ মাত্র।

১. গুনাহের শাস্তি বা কোন্ গুনাহের কি শাস্তিসমূহ তাহা স্মরণ করা।

২. আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ বেশি বেশি করা।

সমগ্র অপরাধের দরজা বন্ধকরণ ও পূর্ণ আনুগত্য আনয়নের মূল উপায় মাত্র দুইটি

১. আল্লাহ্র ভয়, যাহা অর্জন করার উপায় গুনাহের শাস্তিসমূহ স্মরণ করা।

২. আল্লাহ্র মহব্বত ও ভালবাসা, যাহা অর্জনের উপায় বেশি বেশি আল্লাহ্র যিকির ও স্মরণ করা।

এই ভূমিকার পর এইবার এছ্‌লাহের সেই পদ্ধতিসমূহ বিস্তারিত লিখিতেছি যাহার উপর এখলাস ও যত্ন সহকারে মাত্র ছয়টি মাস আমল করিলেই কলবের মধ্যে প্রতিশ্রুত ঐ পুরস্কারসমূহ অর্জিত হইয়াছে বলিয়া অনুভব হইতে থাকিবে। আর চল্লিশ বৎসর যাবতও যদি কোন গুনাহের অভ্যাস থাকিয়া থাকে তবে তাহা হইতেও বাঁচিয়া থাকার তওফীক হইবে ইনশাআল্লাহ। পরিপূর্ণ এছলাহ্ হওয়ার পরও এই তরীকা চালু রাখা চাই। কেননা, আল্লাহ্‌র নৈকট্যের ঊর্ধ্ব হইতে ঊর্ধ্বতর মর্তবা হাসিল করিতে উক্ত আমলসমূহের তাছির বড়ই বিস্ময়কর। ইহা ছাড়া উক্ত আমলসমূহ এইজন্যও চালু রাখা জরুরী যেন পূর্বের কুঅভ্যাসগুলি পুনরায় মাথাচাড়া দিয়া না উঠে। বস্তুত এই পরামর্শের কোন প্রয়োজনও পড়ে না। কারণ, একাধারে ছয় মাস আমল করার পর ইহা দ্বারা খোদ ছালেকের রূহ্ এতটা মধুরতা ও প্রশান্তি প্রাপ্ত হইবে যে, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত সে নিজেই এই আমলসমূহ ধরিয়া রাখিতে বাধ্য হইবে। সুনির্দিষ্ট একটি সময় পর্যন্ত পাবন্দী সহকারে এই মা'মূলাতসমূহ আদায় করিতে থাকিলে মনে হইবে কেমন যেন আমি আখেরাতের জমিনের উপর চলাফেরা করিতেছি, বেহেশত-দোযখ যেন স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। অপরদিকে দুনিয়ার সমস্ত স্বাদ-আনন্দ ও মোহনীয় বিষয়াদি তাহার কাছে এখন বিস্বাদ লাগিবে। অথচ ইতিপূর্বে ইহা হইতে বাহির হইয়া আসা তাহার পক্ষে অত্যন্তই দুষ্কর ও অসম্ভব মনে হইত।

وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ

যেই ব্যক্তি সর্বদা ময়লা ও কাদা পানি পান করিয়াছে (অর্থাৎ গুনাহের দরুন তাহার দিলে যখন যিকিরের নূর তমসামিশ্রিত হইয়া যাইত, তখন স্বচ্ছতার অভাবে যিকিরের পানির ঢোক কর্দমাক্ত মনে হইত,) এইবার যখন স্বচ্ছ পানি পান করিবে, তাহার ক্রিয়া অন্য রকমই দেখিতে পাইবে। উদ্দেশ্য এই যে, যিকরুল্লাহ্‌র যেই নূরসমূহ গুনাহ্ ও পাপের আবিলতা হইতে মুক্ত হইবে সেই নূর ছালেককে আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও একীনের অতি উচ্চ মাকামে পৌঁছাইয়া দিবে। আর যখন ছালেক স্বীয় একীনকে সিদ্দীকীনের মাকামে উন্নীত দেখিবে তখন এই দস্তুর ও এছলাহের তরিকার প্রতি ছালেকের কতই না খুশি লাগিবে। ঐ সময় তাহার মনে হইবে দুনিয়াতে থাকিয়াই

যেন সে বেহেশ্‌তি বসন্তের পরশ পাইতেছে। এখন এছলাহ্ বা আত্মশুদ্ধির সেই আবে হায়াতরূপী দস্তুর ও কানুন নিম্নে উল্লেখ করিতেছি।

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

১. দিন-রাত চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে একাগ্রতা ও সুস্থিরতাপূর্ণ একটি সময়ে যখন পেটে অতিমাত্রায় ক্ষুধাও না থাকে, আবার এতটা ভরাও না থাকে যে, দীর্ঘক্ষণ বসিয়া থাকিতে কষ্ট হয়। প্রত্যহ ঐ সময় উক্ত দস্তুরের জন্য ঘণ্টা খানেক সময় নির্ধারণ করিবে। অবস্থা ও ব্যস্ততা দৃষ্টে প্রত্যেকের সময় ভিন্ন-ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। তবে সাধারণতঃ মাগরিব-এশার মধ্যবর্তী সময় অথবা ফজরের পরের সময়টা অধিক সমীচীন মনে হয় এবং ঐ সময় নির্জন পরিবেশও থাকা চাই। বিবি-বাচ্চা, বন্ধু-স্বজন কেউ সেখানে না থাকা উত্তম যাহাতে নির্জনে মন চাহিলে অনায়াসে কাঁদিতে পারে এবং হাদীস শরীফে বর্ণিত ফযীলতও লাভ করিতে পারে। হাদীসে আছে ঃ যেই বান্দা নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করিয়া তাহার চোখ হইতে অশ্রু ঝরে, কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাআলা তাহাকে আরশের নিচে ছায়া দান করিবেন। হযরত আবূ বকর (রা.) এরশাদ করেন, যদি কান্না নাও আসে তবে কান্নার ভান করিলেও উক্ত মর্তবা হাসিল হইবে বলিয়া আশা করা যায়। উল্লেখ থাকে যে, এই দস্তুরের সমুদয় কাজ এক সময়ে সম্পন্ন করিতে না পারিলে ভাগ করিয়া দুই সময়েও সম্পন্ন করিতে পারে। তবে বাদ-বিঘাত যেন কিছুতেই না যায়।

২. প্রথমে তওবার নিয়ত করিয়া দুই রাকাত নফল নামায পড়িবে। অতঃপর সাবালেগ হওয়ার পর হইতে চলতি বয়স পর্যন্ত সমস্ত গুনাহের জন্য দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিবে এবং নিজেকে নালায়েক, বে-হায়া, ঘৃণিত, পাপিষ্ঠ, বদআমল, নির্লজ্জ ইত্যাদি বলিতে থাকিবে এবং এইরূপ দোয়া করিবে যে, হে মেহেরবান মাওলা! যদিও আমার গুনাহের কোন সীমা নাই; কিন্তু আপনার দয়া তো আমার গুনাহ্ অপেক্ষা অতি বিশাল ও বিস্তৃত। সুতরাং আপনার অফুরন্ত রহমতের উছিলায় আমার সকল পাপরাশি ক্ষমা করিয়া দিন। হে আল্লাহ্! আপনি মহাক্ষমাশীল, ক্ষমাকে আপনি পছন্দ করেন। অতএব, আমার যাবতীয় ত্রুটি-বিচ্যুতি নিজ গুণে ক্ষমা করিয়া দিন।

৩. ইহার পর হাজত (উদ্দেশ্য) পূরণের নিয়তে দুই রাকাত নামায আদায় করিবে এবং এই দোয়া করিবে, হে আমার রব্! আমি আমার জীবনের বিরাট অংশ গুনাহের রাস্তায় বরবাদ করিয়াছি। আপনি আমার সেই বরবাদ জীবনের প্রতি রহম করুন এবং আমার এছলাহ্ ফরমাইয়া দিন। যদি আপনার দয়া না হয় তবে আমাদের মধ্যে কেহই পবিত্র হইতে পারিবে না। যেমন আপনিনিজেই পবিত্র কোরআনে তাহা এরশাদ করিয়াছেন।

আয় আল্লাহ! আমার অতীতের গুনাহ্রাশির অন্ধকারকে আমার দিল হইতে দূর করিয়া দিন এবং আপনার এতটুকু ভয় আমাকে দান করুন যাহা আমাকে আপনার নাফরমানী হইতে রক্ষা করিতে সক্ষম।

৪. অতঃপর পাঁচশতবার 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'-এর যিকির করিবে। লা-ইলাহা বলার সময় খেয়াল করিবে যে, আমি দিলকে তামাম গায়রুল্লাহ্ হইতে পাক করিতেছি এবং ইল্লাল্লাহ্ বলার সময় ধ্যান করিবে যে, আল্লাহ্র মহব্বত দিলের মধ্যে খুব জমাইতেছি।

৫. কোন এক সময় এক হাজারবার 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ' যিকির করিয়া লইবে। এই যিকিরকে ইছ্মে-যাতের যিকির বলা হয়। যবানে যখন আল্লাহ্ বলিবে তখন খেয়াল করিবে যে, যবানের সঙ্গে সঙ্গে কলবের গভীর হইতেও 'আল্লাহ আল্লাহ' যিকির বাহির হইতেছে এবং অত্যন্ত মহব্বত ও ব্যথাভরা দিল দিয়া আল্লাহর নাম লইবে।

মাওলানা রূমী (রহ.) বলেন–

عام میخوانند ہردم نام پاک - ایں اثر نکند چو نباشد عشقناک

অর্থাৎ সাধারণ মানুষ হর-হামেশা আল্লাহর নাম জপিতে থাকে। কিন্তু তাহার তেমন কোন সফল ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না। কেননা, তাহাদের জপনা এশ্‌ক ও মহব্বতশূন্য হইয়া থাকে। গভীর মহব্বতে হৃদয়ের গভীর হইতে আল্লাহ্র নাম নেওয়ার আছর ও ক্রিয়া ভিন্ন রকমই হইয়া থাকে।

دل کی گہرائی سے ان کا نام جب لیتا ہوں میں
چومتی ہے میرے قدموں کو بہار کائنات (اختر)

–১৭

প্রাণের গভীর হতে যখন ডাকতে লাগি তারে,
জগতের সব ফূর্তি আসে চুমু খেতে পায়ে।

৬. এই মোরাকাবা করিবে যে, আল্লাহ্ তাআলা খাবীর ও বাছীর (তিনি সবকিছু দেখেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন)।

অতএব, 'সর্বদা তিনি আমাকে দেখিতেছেন' এই কথা খেয়াল রাখিবে। আর মাওলা-পাককে লক্ষ্য করিয়া দিলে দিলে বলিবে, হে আল্লাহ্! যেই মুহূর্তে আমি কুদৃষ্টির গুনাহ্ করিতেছিলাম এবং হারাম খেয়াল দিলে আনিয়া মজা লইতেছিলাম সেই মুহূর্তে আপনার মহাপরাক্রমশালী শক্তিও আমাকে দেখিতেছিল। তখন যদি আপনার হুকুম হইত হে জমিন! এই অপদার্থকে গিলিয়া ফেল। অথবা আপনি যদি হুকুম করিতেন–

كُوْنُوْا قِرَدَةً خَاسِئِيْنَ

(অর্থ : 'তোমরা লাঞ্ছিত বানর হইয়া যাও।') তাহা হইলে আমি তখনই চরম লাঞ্ছিত হইয়া যাইতাম এবং মানুষ আমার সেই লাঞ্ছনার তামাসা দেখিত।

হে আল্লাহ! আপনার সুমহান কুদরত যদি ঐ সময় আমাকে কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত করিয়া দিত অথবা আমাকে অভাব-অনটনে ফেলিয়া দিত তাহা হইলে আমার কি দশাই না হইত। কিন্তু আপনি আপনার করম ও হেল্‌ম (অপূর্ব মেহেরবানী ও সহনশীলতার গুণ) বশত: আমা হইতে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই। যদি আপনার হেল্‌ম ও করম (অনুকম্পা ও সহিষ্ণুতা) না হইত তাহা হইলে আমার বরবাদী ও ধ্বংসের কোন সীমা থাকিত না।

অনুরূপ কিছু সময় বসিয়া কল্পনা করিবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার দিকে চাহিয়া আছেন এবং আমি তাঁহার সম্মুখে উপবিষ্ট আছি। তৎসঙ্গে মনে মনে এস্তেগফার করিতে থাকিবে। আর দোয়া করিবে, হে আল্লাহ্! 'আপনি আমাকে দেখিতেছেন'– এই প্রগাঢ় বিশ্বাস আমার দিলে জমাইয়া দিন।

৭. অতঃপর হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা শাহ আশরাফ আলী থানবী (রহ.)-এর বাণী ও বয়ান হইতে সংগৃহীত নিম্নের কথাগুলি গভীর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিবে। (যাহা 'গায্‌যুল বাছার' ওয়ায হইতে সংক্ষেপিত।)

সারকথা এই যে, কুদৃষ্টি যাহারা করে কাহারো নিকট ইহা বৈধ হওয়ার কোন যুক্তি বা অজুহাত নাই। বরং কুদৃষ্টি সর্বাবস্থায় হারাম ও ভারী গুনাহ্।

এজন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট দোয়া করিবে, হে আল্লাহ! এই ভারী গুনাহের পাহাড় আমার মাথায় রহিয়াছে এবং আমার জীবনের বিশাল একটা অংশ এই গুনাহের কাজে ধ্বংস হইয়াছে। আপনি আমার বরবাদ জীবনের প্রতি রহম করুন। কেননা, আপনি তো আরহামুর রাহিমীন, সমস্ত দয়ালুর উপর দয়ালু। আপনি ব্যতীত আমার প্রতি দয়া করিবার আর কেহই নাই।

কুদৃষ্টি করা যেমন হারাম, তেমনি দিলে দিলে নাজায়েয সূরতের কল্পনা করাও হারাম। সরাসরি কুদৃষ্টি করার চেয়ে কল্পনার ক্ষয়ক্ষতি আরো বেশি। কুদৃষ্টির ফলে নেক আমলের নূরসমূহ ছিনাইয়া লওয়া হয় এবং দিলের সর্বনাশ হইয়া যায়। কুদৃষ্টির বিষফলস্বরূপ অনেকে 'কাফের' হইয়া দুনিয়া হইতে বিদায় নিয়াছে। অর্থাৎ নাজায়েয প্রেমে পড়িয়া শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত আর মুক্তি পায় নাই এবং অন্তিম মুহূর্তে কালেমার পরিবর্তে মুখ হইতে অন্য কিছু বাহির হইয়া গিয়াছে।

কোন ভিন নারী সামনে পড়িয়া গেলে চক্ষু নত করিয়া রাখিবে। চক্ষু তুলিয়া তাহার দিকে মোটেই তাকাইবে না। এমনকি চোখের কোণ দিয়াও না। যদি শয়তান ভয় দেখায় যে, না তাকাইলে তুমি মরিয়া যাইবা, তবুও কোন পরোয়া করিবে না। চিন্তা করিবে যে, এইজন্য মরিয়া গেলে তো আমি বড়ই ভাগ্যবান। তখন আমার মউত হইবে শহীদী মউত। হারামভাবে কাহারো দিকে তাকাইলে দিল এমন অন্ধকার হইয়া যায় যে, তখন আর যিকিরে জান থাকে না, এবাদতে মন বসে না। পরক্ষণে যেই পর্যন্ত প্রবল চাহিদা সত্ত্বেও বারংবার নজরের হেফাযত ও খুব বেশি এস্তেগফার করা না হয় সে পর্যন্ত দিল পরিষ্কার হয় না। কুদৃষ্টি করিলে অনেক সময় যিকির-শোগল হইতে মন উঠিয়া যায়। পরে তাহা বিরক্তি ও ঘৃণার আকার ধারণ করে। এইভাবে বিষয়টি কুফর পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়। (নাঊযুবিল্লাহ্ মিন যালিক।)

কুদৃষ্টিকারীর চোখ জ্যোতিহীন হইয়া যায়। কারণ, প্রথমত তাহার দিল নূরশূন্য হইয়া যায়। আর যখন দিলে নূর থাকে না তখন চোখে নূর কোথা হইতে আসিবে? মনে মনে চিন্তা করিবে যে, কত কষ্ট করিয়া যিকির করি, এবাদত-বন্দেগী করি, আবার কুদৃষ্টি করিয়া তাহার নূর নষ্ট করিয়া ফেলি। উপরন্তু আল্লাহ্ তাআলার নৈকট্যের খুছূছী আনওয়ার ও বারাকাত হইতে বঞ্চিত হইতেছি।

খুব ভাল করিয়া বুঝিয়া লও যে, গুনাহের কাজে লিপ্ত ও অভ্যস্ত থাকা, তৎসঙ্গে নেছ্‌বত মা'আল্লাহ (আল্লাহ্‌র সহিত খাস সম্পর্ক) বহাল আছে বলিয়াও ধারণা করা মারাত্মক ধোঁকা ও আত্মপ্রবঞ্চনা বৈ আর কিছুই নয়।

যখনই কোন সুন্দর-সুন্দরীর দিকে দৃষ্টি যাইবে তৎক্ষণাৎ (যাহাকে দেখা জায়েয এমন) কোন বদ-ছূরত কুৎসিত চেহারার দিকে তাকাইবে। এমন কোন চেহারা সামনে না থাকিলে, এমন কোন একজনের কথা কল্পনা করিবে যে ভীষণ কালো-কুৎসিত, চেহারায় বসন্তের দাগ আর দাগ, কানা, নাক বোঁচা, লম্বা-লম্বা দাঁত, মাথায় টাক, পেট ফুলা, সর্দি-কাশি ও কফ আর কফে আক্রান্ত, ঘন ঘন দাস্ত হইতেছে, তাহার চারিদিকে মাছি ভ্যান ভ্যান করিতেছে। আরো চিন্তা করিবে যে, আমার এই প্রিয়জন যখন মারা যাইবে তখন তাহার লাশ পচিয়া গলিয়া বিশ্রী হইয়া যাইবে, দেহে পোকারা হাঁটিতে থাকিবে।

উল্লেখ্য, কুৎসিত চেহারার কল্পনা সাময়িক ফায়দা দিলেও তাহা স্থায়ী হইবে না। কিছু সময় পর আবার সেই সুন্দর-সুন্দরীর কল্পনা পীড়া দিবে। অতএব, ভবিষ্যতে মনের আকর্ষণ দুর্বল ও নিস্তেজ করিবার চিকিৎসা এই যে, প্রথমতঃ বেশি বেশি আল্লাহ্ তাআলার স্মরণ করিবে। দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ্ তাআলার কঠিন আযাব ও শাস্তির কথা খেয়াল করিবে। তৃতীয়তঃ এই চিন্তা করিবে যে, তিনি আমার উপর পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন, আমি সম্পূর্ণতই তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন। তিনি ইচ্ছা করিলে যখন তখন আমার বিরুদ্ধে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। বিশেষ একটা সময় পর্যন্ত এই আমল করিতে থাকিলে ধীরে ধীরে ভিতরের চোর বাহির হইয়া যাইবে। এই ধরনের পুরাতন ব্যাধির চিকিৎসা দুই-একদিনে বা দুই-এক সপ্তাহে হয় না। তাই হতাশ হইবে না। বরং চেষ্টা করিতে থাকিবে। ক্রমান্বয়ে মনের টান কমিতে থাকিবে এবং নফ্‌ছ কাবুতে আসিয়া যাইবে।

কখনও এই কামনা করিবে না যে, মনের কুচাহিদা একেবারেই শেষ হইয়া যাউক। কেননা, চাহিদা না থাকিলে কিসের বিনিময়ে ছওয়াব হইবে? যদি কোন পুরুষত্বহীন ব্যক্তি বলে যে, আমি নারীর সকাশে যাইব না, তবে তাহাতে প্রশংসার কি আছে? যদি কোন অন্ধ ব্যক্তি বলে যে, আমি কুদৃষ্টি করি না, ইহাতে তাহার কি বুযুর্গী নিহিত? মোদ্দাকথা, গুনাহের স্পৃহা একেবারেই থাকিবে না, ইহা নাদানী ও মূর্খতাপ্রসূত চিন্তা; নিরেট ভ্রান্ত

ধারণা। কাম্য শুধু এতটুকুই যে, মনের নাজায়েয লালসা এই পরিমাণ দুর্বল ও পরাজিত থাকিবে যাহা সহজে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব।

আজ এই রোগ ব্যাপকভাবে ছড়াইয়া পড়িতেছে। যাহারা দ্বীনদার-নেক্‌কার বলিয়া পরিচিত তাহারাও এই রোগের শিকার রহিয়াছে। তাই ইহা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়া বাহির করা উচিত।

বন্ধুগণ! একটু চিন্তা করিয়া দেখুন, যদি কেয়ামত দিবসে আল্লাহ্ তাআলা সম্মুখে দাঁড় করাইয়া এতটুকু জিজ্ঞাসা করেন যে, বান্দা! তুমি আমাকে ছাড়িয়া অন্যদের দিকে দৃষ্টি করিয়াছিলে কেন? তাহা হইলে কি জবাব দিবেন বলুন? ইহা কোন মামুলী ব্যাপার নয়। তাই এ প্রশ্নের জবাব তৈরি করা উচিত। আর একটি পদ্ধতি হইল যদি দিলের মধ্যে কোন খারাপ খেয়াল উদিত হয় কিংবা কুদৃষ্টির গুনাহ্ হইয়া যায় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ উযূ করিয়া দুই রাকাত তওবার নামায আদায় করিবে। প্রথম দিন তো বহু নফল নামাযই পড়িতে হইবে। তবে যখন নফ্‌ছ দেখিবে, মুহূর্তের মজার জন্য এই শাস্তি হইতেছে যে, সারাক্ষণ শুধু নামায আর নামাযই পড়িতেছে, তখন দ্বিতীয়বার আর এই ধরনের কুমন্ত্রণা দিবে না। আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোয়া করুন তিনি যেন আমাদেরকে সব ধরনের মুছীবত হইতে হেফাযত করেন। – হুসনুল আযীয

উপরোক্ত বিষয়সমূহ মনোযোগ সহকারে প্রতিদিন অবশ্যই পাঠ করিবে

৮. অতঃপর এই মোরাকাবা (ধ্যান) করিবে এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট মিনতির সুরে বলিতেও থাকিবে ঃ হে আল্লাহ্! বালেগ হওয়ার পর হইতে এই পর্যন্ত আমার চক্ষু দ্বারা যত খেয়ানত ও গুনাহ্ সংঘটিত হইয়াছে এবং অন্তরে কুকল্পনাদির দ্বারা যত হারাম স্বাদ আস্বাদন করিয়াছি, ইহা ব্যতীত আরো যত প্রকার গুনাহ্ আমার দ্বারা হইয়াছে, আমি ঐ সকল গুনাহ্ হইতে আপনার নিকট তওবা করিতেছি এবং ক্ষমা চাহিতেছি। আপনি নিজ দয়া গুণে আমার চক্ষু, দেহ ও সীনাকে ঐ সকল খেয়ানত হইতে রক্ষা করুন। কারণ, এইগুলি এমন ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যাহাতে আক্রান্ত হইয়া কত মানুষ ঈমানহারা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করিয়াছে এবং কত মানুষ দুনিয়াতেই লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইয়াছে। হে আল্লাহ্! আমার অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেমন– যবান, হাত, পা, কান দ্বারাও যে-সকল গুনাহ্ হইয়াছে মেহেরবানী করিয়া

সব মাফ করিয়া দিন। হে আল্লাহ! আমার জীবনের এক বৃহদাংশ এসব অন্যায়-অপরাধে নষ্ট হইয়াছে। এভাবে নানা গুনাহের দরুন আমার যে ক্ষতি হইয়াছে আপনি নিজ দয়ায় উহার প্রতিকার করিয়া দিন এবং মেহেরবানী করিয়া আমার প্রতি রাজী ও খুশি হইয়া যান। এবং আমাকে আপনার সেই সন্তুষ্টি দান করুন যাহার পর আপনি আর কখনও 'নারাজ' হইবেন না।

৯. তাহার পর জাহান্নামের আযাবের মোরাকাবা এইভাবে করিবে যেন জাহান্নাম এই মুহূর্তে তাহার সামনে উপস্থিত এবং আল্লাহ্ তাআলার নিকট আরজ করিবে, হে আল্লাহ্! এই জাহান্নাম আপনারই জ্বালানো আগুন।

نَارُ اللّٰهِ الْمُوْقَدَةُ

(এই জাহান্নাম তো আপনারই জ্বালানো আগুন!)

হে আল্লাহ্! এই আগুনের যন্ত্রণাদাহ ত হৃৎপিণ্ড পর্যন্ত পৌঁছিবে।

تَطَّلِعُ عَلَى الْاَفْئِدَةِ

হে আল্লাহ্! জাহান্নামবাসীরা আগুনের লম্বা লম্বা খুঁটির মধ্যে চাপা পড়িয়া দগ্ধ হইতে থাকিবে।

اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّؤْصَدَةٌ فِىْ عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ

হে আল্লাহ্! যখন তাহাদের চর্ম জ্বলিয়া কয়লা হইয়া যাইবে তখন দহন বেদনা বাড়াইবার জন্য আপনি তাহাদের চর্মসমূহ বদলাইয়া দিবেন।

كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُوْدًا غَيْرَهَا

হে আল্লাহ্! যখন তাহাদের ক্ষুধা লাগিবে তখন আপনি তাহাদিগকে কণ্টকযুক্ত 'যাক্কূম বৃক্ষ' আহার করিতে দিবেন। গলায় কাঁটা ঢুকিবার ভয়ে ভক্ষণ করিতে যে অস্বীকৃতি জানাইবে– এই সুযোগটুকুও তাহাদের থাকিবে না। কেননা, ক্ষুধার যাতনায় পেটে আগুন জ্বলিতে থাকিবে। তাই উদরপূর্তি না করিয়া কোন উপায়ও থাকিবে না।

لَاٰكِلُوْنَ مِنْ شَجَرٍ مِّنْ زَقُّوْمٍ فَمَالِئُوْنَ مِنْهَا الْبُطُوْنَ

হে আল্লাহ্! যখন তাহাদের পিপাসা লাগিবে তখন আপনি তাহাদেরকে টগবগে ফুটন্ত গরম পানি পান করাইবেন। তাহারা উক্ত পানি পান করিতে আপত্তিও করিতে পারিবে না। বরং তাহা এইভাবে পান করিতে থাকিবে যেভাবে ভীষণ তৃষ্ণার্ত উট অস্থির হইয়া পান করিতেই থাকে।

فَشَارِبُوْنَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيْمِ فَشَارِبُوْنَ شُرْبَ الْهِيْمِ

'কেয়ামত দিবসে ইহাই হইবে তাহাদের 'আপ্যায়ন-সামগ্রী'।

هٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّيْنِ

হে আল্লাহ! তাহাদেরকে যখন গরম পানি পান করানো হইবে তখন তাহাদের নাড়িভুড়ি কাটিয়া কাটিয়া মলদ্বার হইতে নির্গত হইবে।

فَسُقُوْا مَآءً فَقَطَّعَ اَمْعَآءَهُمْ

হে আল্লাহ্! দোযখবাসীরা আগুন ও টগবগে গরম পানির মাঝে ঘুরপাক খাইতে থাকিবে।

يَطُوْفُوْنَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيْمٍ اٰنٍ

আয় আল্লাহ্! তাহারা কাঁদিতে চাহিলে অশ্রুর বদলে চক্ষু দিয়া রক্ত ঝরাইবে। আযাবের কষ্টে যখন জাহান্নাম হইতে বাহির হইয়া পালাইতে চেষ্টা করিবে তখন তাহাদেরকে আবার জাহান্নামে ফিরাইয়া আনা হইবে।

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَآ اُعِيْدُوْا فِيْهَا

হে আল্লাহ্! যখন তাহাদের সব ধরনের চেষ্টা বিফলে যাইবে তখন তাহারা আপনার সমীপে ফরিয়াদ করিবার জন্য অনুমতি চাহিবে। তখন আপনি বলিবেন–

اِخْسَئُوْا فِيْهَا وَلَا تُكَلِّمُوْنِ

তোমরা লাঞ্ছিত ও অপদস্ত হইয়া ঐখানেই পড়িয়া থাক এবং আমার সহিত কথাই বলিও না।

হে আল্লাহ্! দুনিয়ার একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কষ্ট আমরা সহিতে পারি না। তাহা হইলে ইহা অপেক্ষা সত্তর গুণ বেশি তেজ জাহান্নামের আগুন

কিভাবে সহ্য করিব? হে আল্লাহ্! আমাদের আমল তো জাহান্নামের উপযোগী; কিন্তু আপনার রহমত সমীপে আমার এই ফরিয়াদ যে, দয়া করিয়া জাহান্নামের কঠিন শাস্তি হইতে আমাকে নাজাত দিয়াই দিন।

এখানে আসিয়া উক্ত দোয়াটি তিনবার আরয করিবে এবং খুব কান্নাকাটি করিবে। কান্না না আসিলে ক্রন্দনকারীদের ভান করিবে এবং দিলে দিলে খুব ভয় করিবে।

শুরু-শুরুতে জাহান্নামের আযাবের কল্পনায় দিলের মধ্যে বেশি একটা ভয় অনুভব হইবে না। কিন্তু নিয়মিত এই আমল করিতে থাকিলে এবং ক্রন্দনকারীদের ভাব-ভঙ্গির অনুকরণ করিলে তাহার বরকতে আস্তে আস্তে ঈমান-একীনের মধ্যে উন্নতি হইতে থাকিবে এবং অচিরেই একদিন এমন আসিবে যখন মনে হইবে, তুমি যেন জাহান্নামকে স্বচক্ষে দেখিতেছ। তখন আর কোন নাফরমানী করার সাহস হইবে না। কারণ, জাহান্নামের তেজস্বি অগ্নির কল্পনা নফ্ছকে গুনাহের স্বাদ-মজার দিকে আকৃষ্ট হইতে দিবে না। এইভাবে একদিন সর্বপ্রকার গুনাহ্ হইতে পূর্ণাঙ্গরূপে বাঁচিয়া থাকার তৌফিক হইয়াই যাইবে।

১০. অতঃপর কিছু সময় মৃত্যুকে স্মরণ করিবে যে, আমার মৃত্যুর পর বিবি-বাচ্চা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন এবং যাহারা সর্বদা বাহ্বা দিত, সালাম করিত, সকলেই পৃথক হইয়া গিয়াছে। যেই বাসস্থানকে নিজের বলিয়া মনে করিতাম এখন স্ত্রী-পুত্ররা সেখান হইতে আমাকে বাহির করিয়া দিয়াছে। আত্মা এখন নিঃসঙ্গ হিসাবে রহিয়া গিয়াছে। পঞ্চইন্দ্রিয়ের যত ধরনের সুখ ও আনন্দ ছিল সবই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। এই মুহূর্তে রূহের মধ্যে যদি মাওলা-পাকের এবাদত ও দাসত্বের লজ্জত ও জ্যোতি থাকিয়া থাকে তবে তাহাই কেবল এখন কাজে আসিবে। অন্য সব সুখ ও ফূর্তি সম্পূর্ণ স্বপ্ন হইয়া গিয়াছে। অতঃপর মনকে এই বলিয়া ভীতি প্রদর্শন করিবে–

لطف دنیا کے ہیں کے دن کیلئے　　کھو نہ جنت کے مزے ان کیلئے

یہ کیا اے دل تو بس پھریوں سمجھ　　تو نے ناداں گل دیۓ تنکے لئے

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم　　چپکے رفتہ رفتہ دمبدم

هو رهی هے عمر مثل برف کم

چپکے چپکے رفتہ رفتہ دمبدم

অর্থ : দুনিয়ার আনন্দ-উল্লাস তো মাত্র কয়েক দিনের। ইহার জন্য 'জান্নাতের চিরস্থায়ী আনন্দ' তুমি খোয়াইয়া ফেলিওনা। হে মন! বিশ্বাস কর, 'ফুল' ত্যাগ করিয়া তুমি 'খড়কুটা' লইয়াছ। অথচ, জীবনটা যে চুপে-চুপে বরফের মত গলিয়া গলিয়া শেষ হইয়াই যাইতেছে।

সম্ভব হইলে মাঝে মধ্যে কবরস্থানে গমন করিবে এবং চিন্তা করিবে যে, এই কবরের বাসিন্দারাও এক সময় আমাদের ন্যায় জমিনের উপর চলাফেরা করিত। অথচ আজ তাহারা 'রূপকথায়' পরিণত হইয়াছে।

یہ عالم عیش وعشرت کا یہ حالت کیف ومستی کی
بلند اپنا تخیل کر یہ سب باتیں ہیں پستی کی
جہاں دراصل ویرانہ ہے گو صورت ہے بستی کی
بس اتنی سی حقیقت ہے فریب خواب ہستی کی
کہ آنکھیں بند ہوں اور آدمی افسانہ ہو جائے

অর্থ : কেন তোমার এই পার্থিব নেশামত্ততা? দুনিয়াটা কি লাগামহীন আনন্দ-ফূর্তির? এসব নীচু কাজ, নীচু চিন্তা। চিন্তা-চেতনাকে তুমি উন্নত কর। জগৎটাকে সুন্দর-আবাস মনে হইলেও আসলে তাহা 'বিরান ভিটা'। ধোকাময় এই জীবনের 'বাস্তবতা' তো শুধু এতটুকু যে, চক্ষুদ্বয় বন্ধ হইল, আর লোকটি এক 'অতীত কাহিনী' হইয়া গেল।

মৃত্যুকে অধিক স্মরণ করিলে দুনিয়া হইতে মন উঠিয়া যায় এবং ইহা হেদায়েতের বড় কারণ হইয়া থাকে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে যে, মৃত্যু সকল স্বাদ-মজা বিস্বাদ করিয়া দেয়, ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া দেয়। অতএব, বেশি বেশি তাহা স্মরণ কর। মাওলানা রূমী (রহ.) মসনবী শরীফের মধ্যে বলেন–

اطلس عمرت بمقراض شهور – پاره پاره کرد خیاط غرور

অর্থাৎ হে লোক সকল! 'প্রতারণা'র দর্জি মাস-মাহিনার কাঁচি দ্বারা তোমাদের 'হায়াতের থান কাপড়'টি কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিয়াছে।

সুতরাং মৃত্যুর স্মরণ এত বেশি কর যে, মৃত্যুর ভয় আনন্দে পরিণত হইয়া যায়। স্বদেশের কথা মনে করিয়া আনন্দ তো পাওয়াই উচিত। বস্তুতঃ মৃত্যু মূমিনের জন্য 'প্রকৃত প্রেমাস্পদ' আল্লাহ্ তাআলার পক্ষ হইতে 'সাক্ষাতের আমন্ত্রণ মাত্র'।

১১. অতঃপর অন্তরে খওফ ও খাশ্ইয়ত (আল্লাহ্র ভয়-ভীতি) পয়দা করার নিয়তে নিম্নোক্ত বিষয়গুলি খুব মন লাগাইয়া পড়িবে। (আল্লাহ্ভীতি সঞ্চারক এই বিষয়গুলি শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া [রহ.] কৃত হেকায়াতে সাহাবা নামক গ্রন্থ হইতে লওয়া হইয়াছে।)

বিষয়গুলি এই : হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন যে, আমি আখেরাতের যে সকল অবস্থাদি দেখিতে পাই যদি তোমরা তাহা অবগত হইতে তবে তোমাদের হাসি কমিয়া যাইত এবং কান্নাকাটি বাড়িয়া যাইত। হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.) আক্ষেপ করিয়া বলেন যে, হায়! আমি যদি কোন বৃক্ষ হইতাম, যাহা কাটিয়া ফেলা হইত! আবার কখনও বলিতেন, হায়! আমি যদি কোন ঘাস হইতাম যাহা জীব-জন্তু খাইয়া শেষ করিয়া ফেলিত। কখনো বলিতেন, হায়! আমি যদি কোন মূমিনের শরীরের লোম হইতাম! একদিন তিনি কোন বাগানে তাশরীফ নিয়া গেলেন। তখন সেখানে একটি পশু দেখিয়া ঠাণ্ডা নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন, হে পশু! তুই কত আনন্দে রহিয়াছিস! নিশ্চিন্তে পানাহার করিস, আর মনের আনন্দে বৃক্ষের ছায়ায় ঘুরিয়া বেড়াইস। আখেরাতে তোর কোন হিসাব-নিকাশ নাই। আবূ বকরও যদি তোর মত হইত।

হযরত ওমর (রা.) আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, হায়! আমার মা যদি আমাকে প্রসবই না করিতেন! অনেক সময় কোন খড়কুটা হাতে লইয়া বলিতেন, হায়! আমি যদি এই খড়কুটা হইতাম। অনেক সময় তাহাজ্জুদের নামাযে কাঁদিতে কাঁদিতে পড়িয়া যাইতেন, এমনকি অসুস্থ হইয়া পড়িতেন। একদা ফজরের নামাযে إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ (অর্থ : আমি আমার সকল দুঃখ-বেদনার কথা শুধু আল্লাহ্কেই বলিব।) এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে তাঁহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) আল্লাহ্ তাআলার ভয়ে এই পরিমাণ ক্রন্দন করিতেন যে, অধিক অশ্রু ক্ষরণের দরুন চেহারায় দুইটি নালী হইয়া গিয়াছিল।

একদা রাসূলে পাক ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে তাশরিফ নিয়া গেলেন। সেখানে একদল মানুষকে খিলখিল করিয়া হাসিতে দেখিলেন। হাসির কারণে তাহাদের দাঁতও দেখা যাইতেছিল। তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা যদি বেশি বেশি মৃত্যুকে স্মরণ করিতে তাহা হইলে যে অবস্থা আমি দেখিতে পাইলাম তাহা তোমাদের দ্বারা প্রকাশ পাইত না। তাই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ কর। কবরের উপর এমন কোন দিন যায় না যে দিন কবর ডাকিয়া ডাকিয়া এই কথা না বলে যে, আমি প্রবাস ঘর, আমি নির্জনতার ঘর, আমি মাটির ঘর, আমি পোকা-মাকড়ের ঘর ইত্যাদি।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) অত্যধিক কান্নাকাটি করিতেন যাহার ফলে চক্ষুদ্বয় সম্পূর্ণ দৃষ্টিহীন হইয়া গিয়াছিল। জনৈক ব্যক্তি একদা তাঁহাকে কাঁদিতে দেখিয়া তাজ্জব হইলে তিনি বলিলেন, আরে, আল্লাহ্র ভয়ে ত সূর্যও কাঁদে। অথচ, আমার সামান্য কান্না দেখিয়া তুমি এইরূপ তাজ্জব করিতেছ? আরেকবার অনুরূপ এক ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি বলিলেন : আল্লাহ্র ভয়ে চন্দ্রও ক্রন্দন করে।

একদা হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম জনৈক তরুণ সাহাবীর নিকট দিয়া যাইতেছিলেন। (ঐ তরুণ কোরআন তেলাওয়াতে রত ছিলেন।) যখন তিনি–

فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ

(অর্থ : "যখন আসমান ফাটিয়া খান খান হইয়া যাইবে এবং তেলের তলানীর ন্যায় গোলাপী বর্ণ ধারণ করিবে।")

এই আয়াত পর্যন্ত পৌঁছিলেন তখন শরীরের লোমগুলি দাঁড়াইয়া গেল। কাঁদিতে কাঁদিতে দম আটকিয়া আসিতেছিল এবং তিনি বলিতে লাগিলেন : হায়! যেদিন কেয়ামত আসিয়া যাইবে এবং আসমান ফাটিয়া যাইবে, হায় সর্বনাশ! সেদিন আমার কি অবস্থা হইবে?

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এই কথা শুনিয়া বলিলেন ঃ "তোমার এই কান্না দেখিয়া ফেরেশতারাও কাঁদিতেছে।"

জনৈক আনসারী সাহাবী তাহাজ্জুদের নামায পড়িয়া বসিয়া বসিয়া খুব কাঁদিতেছিলেন এবং বলিতে ছিলেন ঃ আমি জাহান্নামের আগুন হইতে আল্লাহর নিকট পানাহ চাহিতেছি এবং তাহারই নিকট ফরিয়াদ করিতেছি। তখন হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলিলেন ঃ (আমার প্রিয়!) তুমি তো আজ ফেরেশতাদেরকেও কাঁদাইয়া ফেলিয়াছ।

এক সাহাবী কাঁদিতেছিলেন। স্ত্রী উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেনঃ আমি এই জন্য কাঁদিতেছি যে, পুলসিরাত তো জাহান্নামের উপরই স্থাপিত। সুতরাং জাহান্নামের ওপর দিয়া তো অতিক্রম করিতেই হইবে। জানিনা মুক্তি পাইব, নাকি সেখানেই পড়িয়া থাকিব। সেই ভয়ে কাঁদিতেছি।

হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) একদা

وَامْتَازُوا الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُوْنَ

রাতভর শুধু এই আয়াত পড়িতেছিলেন আর কাঁদিতেছিলেন। আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, দুনিয়াতে ভাল-মন্দ সব ধরনের মানুষ একত্রে মিশ্রিত থাকে। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা হুকুম করিবেন ঃ "হে পাপীরা! আজ তোমরা পৃথক হইয়া যাও।"

এই হুকুম শুনিয়া যতই ক্রন্দন করা হউক, তাহা অতি সামান্য। জানিনা, আমার গণনা পাপীদের মধ্যে হয়, না বাধ্যগতদের মধ্যে?

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম এরশাদ করেন ঃ যেই চক্ষু হইতে আল্লাহ্র ভয়ে মাছির মাথা পরিমাণ অশ্রু বাহির হইয়া চেহারার উপর গড়াইয়া পড়ে, উক্ত চেহারাকে আল্লাহপাক জাহান্নামের আগুনের উপর হারাম করিয়া দেন।

হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম ফরমাইয়াছেন ঃ যেই মুসলমানের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কম্পিত হয় তাহার গুনাহ্সমূহ ঐরূপ ঝরিয়া যায় যেভাবে গাছের পাতা ঝরে। তিনি অন্য এক হাদীছে এরশাদ করেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করে তাহার জাহান্নামে প্রবেশ করা তেমনি অসম্ভব, দুধ দোহনের পর পুনরায় তাহা ওলানে ঢোকা যেইরূপ অসম্ভব। এক সাহাবী আরয করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! নাজাতের উপায় কি?

তিনি বলিলেন ঃ স্বীয় যবানকে নিয়ন্ত্রণ কর, ঘরে বসিয়া থাক এবং নিজ গুনাহের জন্য ক্রন্দন কর।

হযরত আয়েশা ছিদ্দীকা (রা.) আরয করিলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আপনার উম্মতের মধ্যে এমন কোন ব্যক্তি আছে কি যে বিনা হিসাবে বেহেশতে প্রবেশ করিবে? তিনি বলিলেন, হাঁ, যে ব্যক্তি নিজের গুনাহসমূহ স্মরণ হইলে কাঁদিতে থাকে। হুযূর ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তাআলার নিকট দুইটি ফোঁটার চেয়ে অধিক পছন্দনীয় তৃতীয় কোন ফোঁটা নাই। এক. ঐ অশ্রুফোঁটা যাহা আল্লাহর ভয়ে প্রবাহিত হয়। দুই. ঐ রক্তের ফোঁটা যাহা আল্লাহর রাস্তায় ঝরিল।

হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.) বলেন, যাহার কান্না আসে সে কাঁদিবে। আর যাহার কান্না না আসে সে কান্নার ভান-ভণিতা করিবে। হযরত কা'বে আহ্‌বার (রা.) বলেন, ঐ মহান সত্তার কসম, যাহার হাতে আমার প্রাণ! আমি যদি আল্লাহর ভয়ে কাঁদি এবং অশ্রু আমার গন্ডদেশে গড়াইয়া পড়ে, ইহা আমার নিকট পাহাড় পরিমাণ ছদকা করা হইতে অধিক প্রিয়।

উপরোল্লিখিত বিষয়গুলি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে অন্তরে আল্লাহর ভয় পয়দা হইবে, গুনাহ হইতে বাঁচা সহজ হইবে। আর আল্লাহ তাআলার অসীম রহমত হইতে নিরাশ হওয়া উচিতও নয়। অতীতের গুনাহসমূহ স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিলে আল্লাহপাকের সীমাহীন নৈকট্য হাছিল হয়।

যাহার চোখে পানি আসে না সে যেন ক্রন্দনকারীদের অনুকরণের চেষ্টা করে। অনুকরণের বরকতে ইনশাআল্লাহ সেও কামিয়াব হইয়া যাইবে। হযরত আবূ বকর ছিদ্দীক (রা.)-এর পূর্বোক্ত রেওয়ায়েত হইতে ক্রন্দনের ভান-বাহানা করাও প্রমাণিত হইয়াছে।

اے خوشا چشمے کہ آں گریان اوست

اے ھمایوں دل کہ آں بریان اوست

আহা! সেই চোখ কত ভালো যাহা আল্লাহ্‌র জন্য কাঁদে। এবং ঐ অন্তর কত কল্যাণময় যাহা আল্লাহ্‌র জন্য জ্বলিয়া-পুড়িয়া ভূনা-ভূনা হইতেছে।

১২. অতঃপর আল্লাহ্‌প্রদত্ত নেআমতসমূহের মোরাকাবা করিবে এবং বলিবেঃ আয় আল্লাহ! আমার রূহ আপনার নিকট স্বীয় অস্তিত্বের জন্য কোন আবেদন করে নাই। কোন প্রকার আবেদন ছাড়াই আপনি নিজ দয়ায় আমাকে 'অস্তিত্ব' দান করিয়াছেন। আমার রূহ্ মানব-আকৃতি লাভ করার জন্যও আপনার নিকট কোন দরখাস্ত করে নাই। কিন্তু আপনি কেবল আপনার মেহেরবানী বশত: আমাকে শূকর-কুকুরের আকৃতি না দিয়া সৃষ্টির সেরা মানুষের আকৃতি দান করিয়াছেন।

হে আল্লাহ! আপনি যদি আমাকে কাফের-মোশরেকের ঘরে সৃষ্টি করিতেন তবে আমি কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম। বাদশাহী এবং রাজত্ব পাইলেও তখন কাফের ও মোশরেক হওয়ার দরুন চতুষ্পদ জন্তু হইতেও আমি নিকৃষ্ট হইতাম। ইহা আপনারই অনুগ্রহ যে, কোন আবেদন-নিবেদন ছাড়াই মুসলমানের ঘরে সৃষ্টি করিয়া আমাকে যেন 'শাহ্‌জাদা'র মর্যাদায় ভূষিত করিয়াছেন। ঈমান যাহা এত বড় সম্পদ যে, উহার সামনে কুল জাহানের সমস্ত ধন-দৌলত, রত্ন ভাণ্ডার এবং সবকিছুই তুচ্ছতর, কোনরূপ চাওয়া ছাড়াই আপনি আমাকে তাহা দান করিয়াছেন। হে আল্লাহ! আপনি যখন কোন প্রকার আবেদন-নিবেদন ছাড়াই এত বড় দৌলত দান করিয়াছেন, তাহা হইলে যাহারা আপনার নিকট প্রার্থনা করে তাহাদেরকে আপনি কিভাবে খালি হাতে ফিরাইয়া দিবেন? হে আল্লাহ্! আপনার দয়া প্রদত্ত ঐ সকল নেয়ামতের উছিলা দিয়া বলিতেছি, মেহেরবানী করিয়া আপনি আমার এছলাহ করিয়া দিন। সকল কুরিপু-কুজীবন হইতে আমাকে পাক-ছাফ করিয়া দিন, যেন মৃত্যু পর্যন্ত আমি সর্বপ্রকার গুনাহ্ হইতে হেফাযতে থাকিতে পারি।

আয় আল্লাহ্! আমার প্রতি আপনার আরো মেহেরবানী যে, আমাকে আপনি ভালো ঘরে, দ্বীনদার পরিবারে পাঠাইয়াছেন, আপনার নেক বান্দাদের সহিত মহব্বত দান করিয়াছেন এবং দ্বীনের ওপর আমলের তওফীকও দিয়াছেন। আপনি যদি পথপ্রদর্শন না করেন তাহা হইলে মুসলিম পরিবারে জন্মলাভ করিয়াও বহু মানুষ বদ্‌দ্বীন, নাস্তিক ও প্রকৃতিবাদী হইয়া যায়।

• ما نبودیم وتقاضا ما نبود – لطف تو نا گفتۂ ما می شنود

অর্থ : আমরা ছিলাম না, আমাদের কোন আবেদনও ছিল না। 'তোমার দয়া' আমাদের 'না বলা কথা' শ্রবণ ও মঞ্জুর করিয়াছে।

হে আল্লাহ! আপনারই দেওয়া তওফীকে আল্লাহ্ওয়ালাদের সহিত সম্পর্ক স্থাপনের তওফীক হইয়াছে। হে আল্লাহ! আপনি কত রোগ-ব্যাধি হইতে হেফাযত করিয়াছেন, কত ভয়াবহ অসুখ-বিসুখ হইতে আরোগ্য দান করিয়াছেন। আপনারই মেহেরবানী বশত: হকপন্থী লোকদের সহিত সম্পর্ক হইয়াছে। নচেৎ কোন পথভ্রষ্ট-আনাড়ীর হাতে পড়িলে গোমরাহীর মধ্যেই পড়িতে হইত।

যদি কোন মুসীবতে আক্রান্ত হও, যেমন সন্তান মারা গেল, তখন বলিবে ঃ হে আল্লাহ্! আমার যেই সন্তান আপনার নিকট পৌঁছিয়াছে তাহাকে আমার 'আখেরাতের পুঁজি' বানাইয়া দিন। আর যাহারা জীবিত আছে তাহাদিগকে আল্লাহ্ওয়ালা বানাইয়া দিন এবং স্ত্রী ও সন্তানাদি দ্বারা আমার চক্ষু শীতল করিয়া দিন। হে আল্লাহ্! দুনিয়াতে আপনি যেভাবে ছালেহীন ও পুণ্যাত্মাদের সঙ্গ নসীব করিয়াছেন, দয়া করিয়া আখেরাতেও তাহাদের সঙ্গ নসীব করুন।

হে আল্লাহ্! আমার দ্বারা আপনার হুকুমের কত নাফরমানী হইয়াছে! আপনার পরাক্রমশালী কুদরত তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছিল। কিন্তু আপনার ক্ষমা ও ধৈর্যের আঁচল দিয়া তাহা ঢাকিয়া রাখিয়াছেন। আমাকে বেইজ্জত করেন নাই। আয় আল্লাহ্! লক্ষ লক্ষ জান আপনার এই হেল্ম ও ধৈর্যের উপর কোরবান। নতুবা আজও যদি আপনি আমার দুষ্কৃতি, বেহায়াপনা ও নির্লজ্জতার ঘটনাবলী মানুষের নিকট খুলিয়া দেন তাহা হইলে মানুষ আমাকে কাছেও বসিতে দিবে না।

হে আল্লাহ্! যখন আমাকে মৃত্যু দিবেন, মেহেরবানী করিয়া ঈমানের সহিত মৃত্যু দান করিবেন। হে আল্লাহ্! আমি যখন আপনার সম্মুখে আসিব তখন আমা হইতে 'আপনার দৃষ্টি' ফিরাইয়া নেওয়ার আযাব হইতে আমি

আপনার নিকট পানাহ্ চাহিতেছি। হে আল্লাহ্! আমার তকদীরে যদি জাহান্নামী হওয়ার ফয়সালা করিয়া থাকেন তবে আপনার রহমতের প্রতি আমার এই মিনতি যে, দয়া করিয়া আপনার এই সিদ্ধান্ত আপনি পরিবর্তন করুন এবং আমার জান্নাতী হওয়ার ফয়সালা করিয়া দিন। কারণ, ফয়সালার ক্ষেত্রে আপনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। আপনি ফয়সালার অধীন নন বরং ফয়সালা আপনার অধীন। সুতরাং আপনি নিজ দয়া গুণে আমার তকদীর হইতে মন্দ ফয়সালা বদলাইয়া দিন। অর্থাৎ আমার জান্নাতী হওয়া সুনির্ধারিত করিয়া দিন।

بگذراں از جان ما سوء القضا

وامبر ما را ز اخوان الصفا

سینکڑوں کو تو کریگا جنتی

ایک یہ نا اہل بھی ان میں سہی ।

১. আমার আল্লাহ্! আমার জাহান্নামী হওয়ার সিদ্ধান্ত আপনি পরিহার করুন। আপনার প্রিয়দের দল হইতে আপনি আমাকে বাহির করিয়া দিয়েন না।

২. অসংখ্য মানুষকে তো আপনি 'জান্নাতী' করিবেন। এই একটা নালায়েককেও তন্মধ্যে শামিল করিয়া নেন না মাওলা! একটু দয়া করিয়া।

হে আল্লাহ্! সর্বপ্রথম বেহেশতে প্রবেশকারীদের দলে আমাকে শামিল করুন। হে আল্লাহ্! যদি আপনার ফযল ও করম সহায় হয় তাহা হইলে নফ্‌স ও শয়তান কখনো আমাকে পরাজিত করিতে পারিবে না।

হে আল্লাহ্! আপনি যদি আমার তাযকিয়া ও তাত্‌হীর (সংশোধন ও পবিত্রকরণ)-এর ইচ্ছা করেন তবে কে আছে যে আপনার ইচ্ছাকে প্রতিহত করিতে পারে? অতএব মেহেরবানী করিয়া আমার তাযকিয়া ও এছলাহের আপনি এরাদা করিয়া নিন। হে আল্লাহ্! আপনার জানা মোতাবেক আমার উপরে যত ধরনের এহ্‌সান করিয়াছেন তন্মধ্য হইতে যে সকল নেয়ামতের

কথা এই মুহূর্তে আমার মনে পড়িতেছে এবং আরো ঐ অপরিসীম এহ্সানসমূহ যাহা এখন স্মরণে আনা সম্ভব নয়, আমি আমার শরীরের প্রতিটি বিন্দু বিন্দু দ্বারা আপনার সমুদয় এহ্সান ও মেহেরবানীর শোকর আদায় করিতেছি।

১৩. যে সকল লোকদের বাজারে বা শহরে যাতায়াত করিতে হয়, তাহারা ঘর হইতে বাহির হওয়ার পূর্বে দুই রাকাত 'ছালাতুল হাজত' পড়িয়া এই দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ! আমি আমার চোখ ও দিলকে আপনার হেফাযতে দিতেছি। নিশ্চয় আপনি সর্বোত্তম হেফাযতকারী। ইহার পরও যদি পথিমধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি হইয়া যায়, তাহা হইলে ঘরে ফিরিয়া উহার জন্য আল্লাহ তাআলার নিকট ক্ষমা চাহিবে এবং একেকটি ভুলের জন্য জরিমানা স্বরূপ চার রাকাত করিয়া নফল নামায পড়িবে। আর যদি গুনাহ না হইয়া থাকে তাহা হইলে অন্তর দিয়া আল্লাহর নিকট শোকর আদায় করিবে।

১৪. এই আমল করার পরও যদি ভুল-ত্রুটি হইতে থাকে, তবে ভয়ের কোন কারণ নাই। মা'মূলাত (নির্ধারিত মোরাকাবা, আমল ও যিকির ইত্যাদি) আদায় করিতে থাকিবে এবং এস্তেগফার করিতে থাকিবে। এখানে বর্ণিত এই আমলসমূহ করিতে থাকাতেই নাজাতের উছিলা মনে করিবে। ইনশাআল্লাহ পর্যায়ক্রমে এমন একদিন আসিবে যে, গুনাহের স্পৃহা দুর্বল হইয়া যাইবে। অসংখ্য মানুষকে দেখা গিয়াছে যে, সারা জীবন কুদৃষ্টি ও অন্যান্য জঘন্য ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থাপত্র অনুসরণ করার ফলে ঐ সকল ব্যাধি হইতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিয়াছে।

১৫. প্রত্যহ একশতবার 'ইছ্মে যাত' অর্থাৎ 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির করিবে। এই ধ্যান করিবে যে, আমার 'প্রতিটি বিন্দু', 'প্রতিটি লোমকূপ' হইতেও 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও খেয়াল করিবে যে, জমিন, আসমান, গাছ-পালা, তরুলতা, পাহাড়-পর্বত, নদ-নদী ও পশু-পক্ষী মোটকথা, পৃথিবীর সমস্ত অণু-পরমাণু হইতে 'আল্লাহ' 'আল্লাহ' যিকির হইতেছে।

১৬. যশ:মোহে আক্রান্ত রোগীরা এই খেয়াল করিবে যে, যে সকল লোকদের নজরে বড় ও উঁচু হওয়ার জন্য শরীঅতের বিভিন্ন আমল ছাড়িয়া

দিতেছি অথবা সংকোচবোধ করিতেছি যে, লোকে আমাকে মোল্লা ও সেকেলে বলিবে। দেহ হইতে যখন রূহ্ বাহির হইয়া যাইবে এই লোকগুলির কেহই তখন আমার সঙ্গে যাইবে না। আমার সঙ্গে তো শুধু আমার নেক আমলসমূহই যাইবে। এবং এই চিন্তা করিবে যে, কোন মেথর বাদশার 'একান্ত সহচর'কে যদি বলে যে, আপনি বাদশার পসন্দ-বিরোধী অমুক কাজটা করুন। নতুনা আমার দৃষ্টিতে আপনি তুচ্ছ গণ্য হইবেন। এমতাবস্থায় ঐ ব্যক্তি মেথরের দৃষ্টিতে হেয়প্রতিপন্ন হইবার আদৌ কোন পরোয়া করিবে? কক্ষনো নয়। বরং সে বলিবে, তোমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গিয়াছে, তাই জল্দি চিকিৎসা করাও। মোটকথা, আল্লাহ্ তাআলার হুকুম-আহ্কামের ক্ষেত্রে উক্তরূপ মোরাকাবা করিবে। শয়তান কিংবা দুনিয়াদাররা যদি ভয় দেখায় যে, তুমি শরীঅত মোতাবেক চলিলে সমাজের লোকদের নজরে হেয়প্রতিপন্ন হইবে। তখন মনকে বুঝাইবে, হে মন! তাহাদের নজরে বড় হইয়াইবা কি লাভ হইবে? তাহারা কি আমাকে আল্লাহর আযাব হইতে রক্ষা করিতে পারিবে? যে সকল লোক আজ আমার অগ্র-পশ্চাতে চলিতেছে এবং ইজ্জত করিতেছে, রূহ্ বাহির হইবার পর তাহারা আমার লাশের কাছে বসাও তো পছন্দ করিবে না। এমনকি আমার সহধর্মিণী এবং আমার সন্তানেরাই ঘর হইতে আমার লাশটি বাহির করিয়া দিবে। সুতরাং এ রকম মরণশীল অক্ষম ও মুখাপেক্ষী মাখলুকের দৃষ্টিতে বড় হইবার শখ করা বড়ই নাদানী ও মূর্খতা। মৃত্যুর পরে ইহা কোনই কাজে আসিবে না। একমাত্র হাকীকী মালিক ও প্রকৃত মনিবের দৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য রাখাই কর্তব্য যে, তাঁহার নিকট আমি ভাল না খারাপ। এভাবে প্রতি মহূর্তে মাওলা-পাকের মর্জি ও সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল করিয়া চলাই বান্দার জীবনের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

سارا جہاں خلاف ہو پروا نہ چاہیئے
مد نظر تو مرضی جانانہ چاہیئے
اب اس نظر سے جانچ کے تو کر یہ فیصلہ
کیا کیا تو کرنا چاہیئے کیا کیا نہ چاہیئے

১. সারা জাহানও যদি তোমার বিরুদ্ধে যায়; তুমি উহার কোনই পরোয়া করিও না। তোমার নজর তো থাকা চাই শুধুই 'আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি'র উপর।

২. 'এই দৃষ্টি'তেই তুমি এখন সিদ্ধান্ত নাও যে, এই জগতে তোমার কি কি করা উচিত এবং কি কি করা উচিত না।'

সাইয়েদ সুলাইমান নদভী (রহ.) একদম সহজ-সরল ভাষায় কী চমৎকার কথা বলিয়াছেন ঃ

ہم ایسے رہے یا کہ ویسے رہے - وہاں دیکھنا ہے کہ کیسے رہے

অর্থ : এখানে (এই জগতে) আমরা যেভাবেই থাকি না কেন, আসলে দেখার বিষয় হইল, ওখানে (পরজগতে) আমরা কিভাবে থাকিব?

আকেরটি উদাহরণ মনে রাখা উচিত যে, মহল্লার সমস্ত মানুষ এক মহিলার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। সবাই বলে, অমুক মহিলার আচার-ব্যবহার ভাল, চরিত্র বড় সুন্দর ইত্যাদি। কিন্তু স্বামী তাহার প্রতি অসন্তুষ্ট। স্বামীর দৃষ্টিতে মহিলা অত্যন্ত ঘৃণিত ও খারাপ। এমতাবস্থায় মহল্লাবাসীর এহেন হাজারো প্রশংসায় সেই মহিলা কখনো খুশী হইতে পারে? কখনো না। কারণ, সে জানে যে, জীবনের তরে স্বামীই তাহার জীবনসঙ্গী, স্বামীই তাহার পরিচালক ও কাঙ্ক্ষিত গৃহকর্তা। সে সন্তুষ্ট না থাকিলে এলাকাবাসীর শত প্রশংসা নিরর্থক। আল্লাহু আকবার! স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রভাব যেখানে এত, তাহা হইলে কুল জাহানের প্রকৃত ও একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূ এবং তাহার সহিত চির দাসত্ব-বন্ধনে আবদ্ধ বান্দার মাঝে এতটুকু সম্পর্কও কি থাকিবে না? যিনি আমাদের খালেক ও স্রষ্টা, আমাদের উপর এবং সমগ্র সৃষ্টি-জগতের উপর যাহার একচ্ছত্র প্রভূত্ব, আমাদের বিন্দু বিন্দু যাহার একমাত্র স্বত্বাধিকার, আমরা যাহার রিযিক খাইয়া বাঁচি, যিনি আমাদের লালন-পালন করেন, আমাদের উপর যাহার সর্বময় ক্ষমতা ও এখতিয়ার, তাহার নজরে ঘৃণিত ও ধিকৃত হওয়ার ভয় না করিয়া দুর্বল মরণশীল মানুষের নজরে হেয় ও ঘৃণিত হওয়ার পরোয়া করা? ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন!

হায়! কাহার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করিলে আর কাহার সাথে জুড়িলে?

بقول دشمن پیمان دوست بشکستی
ببیں از کہ بریدی و با کہ پیوستی

পরের কথায়, দুশমনের প্ররোচনায় এমন বন্ধুর সহিত কৃত অঙ্গীকার তুমি ভঙ্গ করিলে? ভাবিয়া দেখ, কাহার সহিত সম্পর্ক কাটিলে, আর কাহার সহিত জুড়িলে?

پیش نور آفتاب خوش مساغ - رہنمائی جستن از شمع و چراغ

প্রোজ্জ্বল সূর্যের আলোর বর্তমানে মোমবাতি কিংবা চেরাগের নিকট আলো তালাশ করিতে যাওয়া?!

بے گماں ترک ادب باشد زما - کفر نعمت باشد و فعل ہوا

নিশ্চয় ইহা আমাদের গোস্তাখী-বেআদবী এবং অকৃতজ্ঞতা ও কুমানসিকতারই বহি:প্রকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

অতঃপর এই দোয়া করিবে যে, হে আল্লাহ্! আমার দিলে 'জাহী' ও 'বাহী' তথা যশ:মোহ ও কাম প্রসূত যত ধরনের ব্যাধি রহিয়াছে, সব দূর করিয়া দিন। আমার যাহের ও বাতেন, ভিতর ও বাহিরকে এই পর্যায়ের পবিত্র ও সুন্দর করিয়া দিন যাহার প্রতি আপনি খুশী ও সন্তুষ্ট। আমাকে খাঁটি 'তলব' (অকৃত্রিম পিপাসা ও অনুসন্ধিৎসা) দান করুন।

১৭. কোন আল্লাহ্ওয়ালার সোহ্বতে কিছুদিন পর পর অতি অবশ্যই হাজিরা দিতে থাকিবে এবং আল্লাহ্র মহব্বতের কথা শুনিতে থাকিবে। কেননা 'আহ্লুল্লাহ্'র সোহ্বত ও সান্নিধ্য ছাড়া 'এছলাহে নফ্ছ' (বা আত্মার

পরিশুদ্ধি) এবং দ্বীনের উপর এস্তেকামত (অটলতা-অবিচলতা) সাধারণত: দুষ্কর বরং অসম্ভব বিষয়।

১৮. হারাম সম্পর্কে লিপ্ত অর্থাৎ সুন্দর-সুন্দরীদের প্রেমে আক্রান্ত রোগীদের জন্য একটি সম্পূরক আলোচনা ঃ

১. মোরাকাবা ঃ দুনিয়ার সুন্দর-সুন্দরীদের 'অবিশ্বস্ততা ও অকৃতজ্ঞতা'র কথা চিন্তা করিবে যে, যদি আমি তাহাদের জন্য আমার জীবন, ধন-সম্পদ, ইজ্জত-সম্মান সবকিছুও উৎসর্গ করিয়া দিই, ইহার পরও যদি আমার চেয়ে কোন বিত্তশালী প্রেমিক সে পাইয়া বসে, তখন অবশ্যই সে পূর্বের প্রেমিককে ভুলিয়া যাইবে এবং নজর ফিরাইয়া লইবে।

অনেক সময় ইহারা সাবেক প্রেমিককে বিষ খাওয়াইয়া মারিয়াও ফেলে– যাহাতে নতুন পথের বাধা সম্পূর্ণ দূর হইয়া যায়।

২. এই মোরাকাবা করিবে যে, যদি উক্ত প্রেমাস্পদ মৃত্যুবরণ করে তাহা হইলে আপনি তাহাকে দ্রুত কবরস্থানে রাখিয়া আসিবেন। আর যদি আপনি মারা যান তাহা হইলে প্রেমাস্পদ আপনার লাশ দেখিয়া ঘৃণা করিবে। হায়! কতইনা 'ঠুনকা এই ভালবাসা'।

৩. এই হাদীসের মোরাকাবা করিবে ঃ

أَحْبِبْ مَنْ شِئْتَ فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ

অর্থ ঃ 'তুমি যাহাকে ইচ্ছা ভালবাস, কিন্তু (স্মরণ রাখিও) একদিন তোমাকে তাহা হইতে নিশ্চয় পৃথক হইতে হইবে।'

বিশেষ সতর্কীকরণ

যদি কোন নির্দিষ্ট নারী বা নির্দিষ্ট পুরুষের সহিত গভীর প্রেম সৃষ্টি হইয়া থাকে এবং দীর্ঘদিন যাবত তাহার সহিত পত্র আদান-প্রদান কিংবা একত্রে উঠাবসা হইয়া থাকে তবে সেক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বিষয়ের প্রতি যত্নবান হইতে হইবে এবং খুব হিম্মত সহকারে কাজ করিতে হইবে। তাহা হইলে অল্প দিনের মধ্যে 'ঐ জাহান্নাম' হইতে মুক্তি পাইয়া দুনিয়াতে বসিয়াই বেহেশতের মত আনন্দ-ফূর্তি অনুভব করিতে থাকিবে।

এক. তাহার সাথে উঠাবসা, পত্র লেখা, সাক্ষাত করা সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিবে এবং নিজে এত দূরে অবস্থান করিবে যাহাতে তাহার সহিত সাক্ষাতের সম্ভাবনাই না থাকে।

দুই. যদি স্বয়ং ঐ বন্ধুটি তাহার নিকট আসিয়া পড়িবে বলিয়া আশংকা হয় তাহা হইলে তাহার সহিত এমন ঝগড়া করিবে যাহাতে সে বন্ধুত্ব টিকিয়া থাকার মত কোন আশাই করিতে না পারে।

তিন. ইচ্ছা করিয়া কখনো তাহার খেয়াল দিলে আনিবে না এবং তাহার কথা কল্পনা করিয়া মজা লইবে না। কেননা এইরূপ কল্পনা 'কবীরা গুনাহ্' যাহা দিলের সর্বনাশ করিয়া দেয়।

চার. কখনও প্রেম বিষয়ক কাব্য ও কাহিনী পড়িবে না। তবে নিয়মিত এই 'এছলাহী নীতিমালা' অনুসরণ করিয়া চলিবে।

পাঁচ. এই সবকিছু করার পরও যদি অনিচ্ছাকৃতভাবে দিলে তাহার খেয়াল আসে ইহাতে চিন্তিত হইবে না, ইনশাআল্লাহ।

পর্যায়ক্রমে এমন একটা সময় আসিবে যখন সে গায়রুল্লাহ্র ভালবাসা হইতে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ করিবে। এই মা'মূলাতের উপর আমল করিতে যতই কষ্ট হউক না কেন, 'মাহ্বূবে হাকীকী' আল্লাহ্ জাল্লা শানুহূর রেযামন্দির খাতিরে সবই সহ্য করিবে। কিছুদিন পর অন্তর-আত্মায় এমন অনুগ্রহরাজি অনুভব হইবে যাহা সর্বক্ষণ রূহ্কে 'ওয়াজ্দ' তথা মাওলার প্রেমবিহ্বলতা ও নূরানী প্রফুল্লতায় আচ্ছন্ন করিয়া রাখিবে। এইরূপ মনে হইবে যে, পূর্বে আস্ত একটা 'জাহান্নামী জিন্দেগী' ছিল, যাহা এখন 'জান্নাতী জিন্দেগী'তে পরিণত হইয়াছে।

نیم جاں بستاند وصد جاں دہد
انچہ درو ہمت نیاید آں دہد

১. আধা-মরা জান্ নিয়া 'শত শত জীবন্ত প্রাণ' তিনি দান করিবেন। যাহা কোনদিন কল্পনাও করিতে পার নাই, এমন নেআমতসমূহ তোমাকে দান করিবেন।

২. 'জ্ঞানের বাদশাহ্' নিজের জন্যই এই জ্ঞানকে প্রথম 'বিরান' করেন। অতঃপর নিজেই তিনি উহাকে পূর্ণভাবে আবাদ করেন।

পরিশেষে দোআ করি আল্লাহ্ তাআলা এই খেদমতটুকু কবূল করুন। এই 'দস্তুর'কে স্বীয় বান্দাদের নফ্সানী রোগ-ব্যাধি হইতে মুক্তির 'সফল ব্যবস্থাপত্র' হিসাবে মঞ্জুর করুন এবং আমাদিগকে ইহার উপর আমল করার তওফীক দানে ধন্য করুন। আমীন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ই আমাদের একমাত্র মহান তওফীকাদাতা।

সহজে স্মরণ রাখার লক্ষ্যে দস্তুরের সারসংক্ষেপ

সহজে স্মরণ রাখার জন্য উপরোক্ত দস্তুরের সার সংক্ষেপ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ

১. তওবার নিয়তে দুই রাকাত নামায পড়িবে। অতঃপর বালেগ হওয়ার পর হইতে এই পর্যন্ত যত গুনাহ্ হইয়াছে উহার জন্য এস্তেগফার করিবে এবং হাজত (উদ্দেশ্য) পূরণের নিয়তে দুই রাকাত নফল পড়িবে। অতঃপর স্বীয় কুপ্রবৃত্তি ও দোষ-ত্রুটির সংশোধনের জন্য দোআ করিবে। (দশ মিনিট)

২. যতটুকু সম্ভব কোরআনে কারীম তেলাওয়াত করিবে। যদি অর্থের দিকে খেয়াল রাখিয়া পড়া হয়, তাহা অধিক উত্তম ও বেশী উপকারী।

৩. নফী-এছবাতের যিকির অর্থাৎ "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" পাঁচশত বার এবং 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির এক হাজার বার এই ধ্যানের সাথে করিবে যে, আমার কল্ব ও জবান হইতে একই সঙ্গে 'আল্লাহ্ শব্দ' বাহির হইতেছে। 'হালকা জাহ্রী যিকির' তথা 'হাল্কা যিক্রে-জলী' করিবে। অর্থাৎ এতটুকু আওয়াজ সহকারে করিবে যাহাতে নিজ কানে শুনিতে পায়। ব্যথাতুর কণ্ঠে হালকা কান্নার সুরে যিকির করিবে; যদিও তাহা ভান-ভণিতা করিয়াও করিতে হয়।

(আল্লামা ইবনে-আবেদীন শামী [রহ.] ফাতাওয়া-শামী প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৬০-এ লিখিয়াছেন ঃ যিকিরের আওয়াজের দ্বারা রোগীর কষ্ট হইলে ঘুমন্তের ঘুমে ব্যাঘাত হইলে তাহা নাজায়েয হইবে। হযরত থানবী (রহ.) বলেন যে, যিকির এতটুকু মুনাসিব আওয়াজে করা চাই যাহাতে যিকিরের হালতে আল্লাহ্পাকের সত্তার দিকে ধ্যান রাখা সহজ হয়। এমন না হয় যে,

আল্লাহ্পাকের দিকে ধ্যানের স্থলে নিজেদের চীৎকার ও শোঁ-শাঁর দিকেই ধ্যান আকৃষ্ট হইয়া গেল।

রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যাহাকে ডাকিতেছ, তিনি দূরেও না (যে শুনিতে পাইবেন না) এবং তিনি বধিরও না (যে শুনিতে না পাওয়ার দরুন চীৎকার দিয়া শুনাইয়া দিতে হইবে)।

ইনশাআল্লাহ্ মাওলার যিকিরের প্রতি আসক্ত সকল ভাইদের জন্যই এই কথাগুলি উপকারী হইবে বলিয়া বড়ই আশা ও দোআ মহান রাব্বুল-আলামীনের মহান দরবারে। নিশ্চয় আমাদের যাকেরীন ভাইগণ ইহার খুব কদর করিবেন, ইনশাআল্লাহু তাআলা।

৪. প্রতিদিন কোন এক সময় নিম্নোক্ত দরূদ শরীফ ৩০০ বার পাঠ করিবে ঃ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيْمِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ

ছাল্লাল্লাহু আলান্-নাবিয়্যিল কারীম, ওয়া-বারাকা ওয়াছাল্লাম।

৫. আল্লাহ্ তাআলা যে 'খাবীর ও বাছীর' অর্থাৎ সবকিছু জানেন এবং দেখেন– এই মোরাকাবা (ধ্যান) করিবে। –(তিন মিনিট)

৬. কুদৃষ্টির ক্ষতি সম্পর্কে লিখিত কথাগুলি দৈনিক পাঠ করিবে। (তিন মিনিট।)

৭. বালেগ হওয়ার পর হইতে এই পর্যন্ত চক্ষু ও অন্তরের যত গুনাহ্ হইয়াছে তজ্জন্য বিশেষভাবে এস্তেগফার করিবে এবং বর্তমানে এই সকল গুনাহ্ হইতে হেফাযতের দোয়া করিবে এবং এ সকল গুনাহের ক্ষতি ও ধ্বংসাত্মক পরিণতির কথা স্মরণ করিবে। – (তিন মিনিট)

৮. পূর্বে সবিস্তারে জাহান্নামের যেই শাস্তিসমূহ বর্ণিত হইয়াছে তাহার মোরাকাবা করিবে। – (পাঁচ মিনিট)

৯. ভয়-ভীতি সংক্রান্ত যে সকল আয়াত ও হাদীস লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহা স্মরণ করিবে। (তিন মিনিট)

১০. জন্মলগ্ন হইতে অদ্যাবধি প্রাপ্ত নেয়ামতসমূহ স্মরণ করিবে এবং তজ্জন্য শোকর আদায় করিবে। (দশ মিনিট)

১১. মৃত্যুর মোরাকাবা করিবে এবং মৃত্যুর পর (প্রথমত:) দেহবিহীন আত্মা একাই যে আল্লাহ্ পাকের সম্মুখে হাজির হইবে, মহাপ্রতাপশালী বাদশার সম্মুখে সেই উপস্থিতির অবস্থা কল্পনা করিবে। আর 'খাতেমা বিল খায়ের' (ঈমানের সহিত মৃত্যু)-এর জন্য দোয়া করিবে। (পাঁচ মিনিট)

১২. একশত বার 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির এই ধ্যানে করিবে যে, আমার প্রতিটি বিন্দু ও প্রতিটি পশমের গোড়া হইতে 'আল্লাহ্' 'আল্লাহ্' যিকির হইতেছে এবং পৃথিবীর যার্রা-যার্রা অণু-পরমাণু হইতে আল্লাহ্ পাকের যিকির ধ্বনিত হইতেছে। উক্ত কাজগুলি এক বসায় শেষ করিতে না পারিলে দুই বসায় আদায় করিবে।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : এ সকল চেষ্টা-তদবীর সত্ত্বেও ভরসা কেবল আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও রহমতের উপরই রাখিবে। তাঁহার মেহেরবানী ব্যতীত কোন কাজই সুসম্পন্ন হইতে পারে না।

ذرہ سایہ عنایت بہتر است - از ہزاراں کوشش طاعت پرست

'আজীবন এবাদতে নিবেদিত বান্দার হাজারো চেষ্টা-মেহনতের চেয়ে অনেক উত্তম আল্লাহ্পাকের দয়ার একটুখানি ছায়া।'

উপাসনা যতোই করুক 'নিবেদিত প্রাণ'
তোমার একটু 'স্নেহছায়া' সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

উল্লেখিত বিভিন্ন আমল ও নিয়মাবলী নিজের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার দয়া ও করুণার দৃষ্টি আকৃষ্ট করার লক্ষ্যেই লেখা হইয়াছে।

অতীব জরুরী ও নেহায়েত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ

যদি শারীরিক কোন সমস্যা বা দুর্বলতা থাকে তবে স্বীয় মোছলেহ বা শায়খের পরামর্শক্রমে যিকিরের পরিমাণ কমাইয়া নিবে। শায়খের পরামর্শ ব্যতীত এই 'দস্তুরে তাযকিয়াহ্' (আত্মিক রোগ-ব্যাধির এই ব্যবস্থাপত্র) মোটেই উপকারী নয়। সরাসরি সান্নিধ্য ও এছলাহী চিঠিপত্রের মাধ্যমে

মোর্শেদকে নিজের আত্মিক ও চারিত্রিক অবস্থাদি সম্পর্কে অবহিত করা এবং আন্তরিক ভক্তি-বিশ্বাসে তাঁহার পরামর্শ ও ব্যবস্থাপত্রাদি মানিয়া চলা অত্যন্ত জরুরী।

প্রিয় বন্ধু! মাত্র কয়েক দিনের কষ্ট। অতঃপর ইনশাআল্লাহ্ উভয় জাহানে শুধু শান্তি আর শান্তিই নসীব হইবে।

জুমআর দিন মাগরিবের পূর্বক্ষণে দোআ কবূল হওয়ার সময়। তাই, এই মুহূর্তে আল্লাহ্ তাআলার নিকট দোআ করিতেছি তিনি যেন নিজ দয়ায় এই পুস্তিকাখানা কবূল করেন এবং ছালেকীন ও পীর-মাশায়েখের জন্য ইহাকে উপকারী করেন। আমীন।

رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ

হে আল্লাহ! আপনি কবূল করিয়া নিন। নিশ্চয় আপনি ফরিয়াদ শ্রবণকারী, অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক পরিজ্ঞাত।

মুহাম্মদ আখতার (আফাল্লাহু আনহু)
২২ জুমাদাছ-ছানী ১৩৯২ হিঃ
জুমআ দিবস, মাগরিবের পূর্বক্ষণ

দীদারের তৃষ্ণা

–মুহাম্মদ আব্দুল মতীন বিন হুসাইন

প্রিয় হে আমি দিন গুণিতেছি
দেখিবো তোমায় কবে?
হরষে কত যে নাচিবো গাহিবো
দেখিবো তোমায় যবে।

সূর্য-কিরণে তোমার কিরণ
চন্দ্র-আলোকে তোমার আলো
তোমার প্রেমেই উতলা সাগর
উতলা পৃথিবীর সবে।
দেখিবো তোমায় কবে?
শুঁকিবো তোমায় কবে?

আড়ালে থাকিয়া শুধু টানিতেছ
দিতেছো কত না জ্বালা
তারকারাজি ও ফুলের আড়ালে
তুমি হে জাল্‌ওয়াওয়ালা।
হেরিয়া এসব বুকে জাগে বেদন
অশ্রু ঝরাইয়া দু'চোখের রোদন
প্রিয়কে দেখিবো কবে?
দীদার লভিবো কবে?

মন আনচান, বুক টনটন
ব্যথা যে কাহার লাগি?
'প্রিয়মুখ' কতো দেখিয়া-শুঁকিয়া
দাওয়াইও করিয়া থাকি।
তবু যে বুকের কমেনা ব্যথা
প্রতীক্ষা কাহার তবে?
দেখিবো তোমায় কবে?
শুঁকিবো তোমায় কবে?

প্রিয়তমাদের প্রিয়-মুখ দেখে
দাওয়াই করিলাম যারা
কচি-কাঁচাদেরও কচি-মুখ পানে
চাহিয়া থাকিলাম যারা
তবুযে কেবলই উদাস হৃদয়
ঘোচেনা ব্যথা এসবে।
কাছে টানিবে কবে?
দেখা দিবে বল কবে?

শাপলা পারুল পদ্ম বেলি
কৃষ্ণচূড়ার লাললাল ডালি
আম্র-কাননের মৌ-মৌ ঘ্রাণ
রজনীগন্ধার সুগন্ধ আঘ্রাণ
সবি তো দেখিলাম, শুঁকিলাম কতো
ডুবিলাম কতনা ভাবে।
দেখিবো তোমায় কবে?
ডাকিবে কাছে হে কবে?

আসিবো যেদিন নিকটে তোমার
দেখিবো তোমার জালওয়া অপার
গাহিবো কত কি কবিতা তখন
হারাইয়া তোমার রূপে।
কাছে ডাকিবে কবে?
আসিব নিকটে কবে?

মে ২০০৮ ইং

আমার প্রিয় রাসূলের স্মরণে
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)

নবীজী তুমি 'আমার জীবন'
নবীজী তুমি 'আমার নয়ন'
নবীজী তুমি 'আমার স্বপন'
আমার বুকের 'প্রাণস্পন্দন'।

বাঁচিয়া আছি তোমার সাথে
বাঁচিয়া আছি তোমার পাশে
বাঁচিয়া আছি তোমার ঘ্রাণে
প্রিয় হে শুধুই তোমার টানে।
নবীজী তুমি আমার জীবন......

কেউ দেখে না আমি জানি
কেউ জানেনা জান তুমি
তোমার-আমার বুকের টানেই
বাঁচিয়া আছি এই জীবনে
নবীজী তুমি......

জানিনা দিন আমি, জানিনা রাত
জানি শুধু তব মুখের প্রভাত
এই আমার দিন, এই আমার রাত
এভাবেই আছি বাঁচি জীবনে।
নবীজী তুমি......

ফুল জানিনা, ফল চিনিনা
জগতটারেই তো আমি চিনি না।
হাঁ, ফুলের মাঝে তোমায় চিনি
ফলের বুকে তোমায় জানি,
এই আমার ফুল, এই আমার ফল
এই রবি ও এই আমার চাঁদ।
এসব মাঝে তোমায় দেখেই
বাঁচিয়া আছি এই জীবনে।
নবীজী তুমি.....

তুমি বিনে মোর জীবন বৃথা
তুমিই আমার বুকের গাঁথা
তুমিই আমার প্রাণ-কবিতা
কেউ জানেনা এসব কথা।
নবীজী তুমি......

তুমি বিনে যে বাঁচবোই না
তোমায় ছাড়া তো টিকবই না
তুমিই আমার 'প্রাণের ঘ্রাণ'
তুমিই আমার 'প্রাণের প্রাণ'
তুমিই আমার প্রাণের শক্তি
তুমিই এ বুকের সঞ্জীবনী।
নবীজী তুমি.......

তোমায় ঘিরেই বেঁচে আছি,
তোমার মাঝেই বেঁচে আছি,
তুমিই আমার 'জীবনের জীবন'
তুমিই আমার 'নয়নের নয়ন'
তুমিই আমার 'জীবন স্পন্দন'
তুমিই আমার বুকের বন্ধন।
তুমিই আমার বুকের বেদন
তুমিই আমার 'অবিরাম কাঁদন'
তুমি ভিন্ন আর কিছুই
জানিনা আমি এই জীবনে।
নবীজী তুমি.......

তোমার জন্যই বেঁচে আছি
তোমার জন্যই বেঁচে থাকবো
ডাক দিলে হে! জগত ছেড়ে
তোমার কাছেই ছুটে আসবো।
নবীজী তুমি......

তোমার তৃষ্ণার্ত ইবনে হুসাইন
১৯-১২-২০০৮

শ্রেষ্ঠ মানবের শ্রেষ্ঠ খোশবূ
(ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াছাল্লাম)

নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ

তোমার ঈমান খোশবূ, জীবন খোশবূ
ঘ্রাণ খোশবূ, প্রাণ খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ।....

তোমার কোরান খোশবূ, পিরাণ খোশবূ
আত্মা খোশবূ, নয়ন খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ, শুধুই খোশবূ।

তোমার দৃষ্টি খোশবূ, সৃষ্টি খোশবূ
গঠন খোশবূ, গড়ন খোশবূ
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ, শুধুই খোশবূ।

আকাশে-বাতাসে তোমারই খোশবূ
কসম! গোলাপে তোমারই খোশবূ
ফুলের পাপড়িতে তোমারই খোশবূ
রূহের পাপড়িতে তোমার খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

তোমার হৃদয়-পাপড়িতে শুধুই খোশবূ
তোমার রক্ত-বিন্দুতে শুধুই খোশবূ
তোমার শিরায় শিরায় শুধুই খোশবূ
পরতে পরতে শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

'তোমার চুলগুচ্ছ'তে শুধুই খোশবূ
আবেগে-উচ্ছ্বাসে শুধুই খোশবূ
চোখের অশ্রুতেও শুধুই খোশবূ
বেদন-রোদনেও শুধুই খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

তোমার 'মুখ-কমলে'ও শুধুই খোশবূ
বুকের বাঁধনেও শুধুই খোশবূ
স্নেহ-মায়াতেও শুধুই খোশবূ
'শাসন-ফুলে'ও শুধুই খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধু খোশবূ।

'তোমার বাতাসে' শুধুই খোশবূ
'তোমার পরশে' শুধুই খোশবূ
'তোমার সকাশে' শুধুই খোশবু
'তোমার প্রকাশে' শুধুই খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

'তোমার প্রভাতে' শুধুই খোশবূ
'তোমার আভা'তে শুধুই খোশবূ
'তোমার কদমে' শুধুই খোশবূ
'তোমার ললাটে' শুধুই খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

'তোমার আঙুলে' শুধুই খোশবূ
'ভ্রূযুগলে'ও শুধুই খোশবূ
'চোখযুগলে'ও শুধুই খোশবূ

contents

'নয়ন-পাতে'ও শুধুই খোশবূ।
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

তোমার লালাতেও 'মিঠেল খোশবূ'
তোমার ঘর্মেও 'অঢেল খোশবূ'
'তোমার রওযা-শরীফ'ও খোশবূ
তোমার মদীনার মাটিও খোশবূ।
কসম, তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

আসলে 'যিনি' 'তোমার খোশবূ'
তুমি হে প্রিয়! 'তাঁহার খোশবূ'।
'তাঁহার খোশবূ' 'তোমার খোশবূ'
'তোমার খোশবূ' তাঁহার খোশবূ।
'তাঁহার নূরে' 'তোমার খোশবূ'
তাঁহার ঘ্রাণেই 'তোমার খোশবূ'

'তাঁহার স্নেহ'ই 'তোমার খোশবূ'
'তাঁহার নজর'ই 'তোমার খোশবূ'।
তাই তো তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ।

জগৎ জুড়িয়া তোমার খোশবূ;
দূর হতে 'চাই' তোমার খোশবূ;
দূর হতে পাই তোমার খোশবূ;
তোমার খোশবূ বিহনে আমি
বাঁচিনি, বাঁচিব নাও কভু।
কসম! তুমি শুধুই খোশবূ
কসম! তুমি খোদার খোশবূ!

নবীজী তুমি 'শ্রেষ্ঠ খোশবূ'!
'শ্রেষ্ঠ খোশবূ'র 'শ্রেষ্ঠ খোশবূ'!
দাওনা প্রিয় 'একটু খোশবূ'
'শ্রেষ্ঠ খোশবূ'র 'একটু খোশবূ'।
তোমার ভিক্ষাই 'জীবন রক্ষা'
দাওনা প্রিয়! 'একটু ভিক্ষা'।
কসম! তুমি শ্রেষ্ঠ খোশবূ
কসম! প্রিয়র শ্রেষ্ঠ খোশবূ।

তোমার খোশবূ 'প্রাণের খোরাক'
তোমার খোশবূ 'জীবন-ব্যাখ্যা'
তোমার খোশবূ 'প্রাণের ব্যথা'
তোমার খোশবূই 'মনের কথা'।
তোমার তরে রুগ্ন হলে
তোমার খোশবূই 'শ্রেষ্ঠ দাওয়া'।
কসম! তুমি শ্রেষ্ঠ খোশবূ!
কসম! তুমি প্রিয়র খোশবূ!

বাঁচিয়া আছি বাঁচিয়া থাকবো
শুধুই তোমার খোশবূ-মাঝে;
যদি মরে যাই মরিয়া যাইবো
'তোমার খোশবূর' 'কোমল ঝাঁজে'।
'সে কোমল ঘ্রাণের টানে'ই আমি
জীবন দিবো হেসে হেসে
নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ
কসম! খোশবূ।

তুমি যে প্রিয়! 'প্রিয়'র খোশবূ
তাইতো তোমার রক্তে-পরতে
ফোঁটা-ফোঁটা, বিন্দু-বিন্দুতে
কেবলই 'প্রিয় মাওলা'র খোশবূ।
শুধুই খোশবূ!
শুধুই খোশবূ!!
কসম! তাহা প্রিয়র খোশবূ!

নবীজী তুমি শুধুই খোশবূ
শুধুই খোশবূ; শুধুই খোশবূ!!

ভোরেই তোমার খোশবূ লভি
দিকে দিকে তোমার খোশবূ শুঁকি
চারিদিক হতে শুধুই খোশবূ
'শুধুই তোমার মিঠেল খোশবূ'।
প্রিয় হে তুমি কিযে খোশবূ!
কসম খোদার শ্রেষ্ঠ খোশবূ!
24-12-08